বাংলাদেশের প্রচলিত ব্যাংকিং-এর ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম এবং ইসলামী ব্যাংক সমূহের কার্যক্রম : আল-কুরআন ও আল-হাদীস এর আলোকে একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

(Islamic Banking of Conventional Banks and Banking of Islamic Bank of Bangladesh: A Comparative Study in the Light of Al-Quran and Al-Hadith)

আরবী বিষয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভের জন্য
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ (থিসিস)

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক
জাহিদুজ্জামান
রেজি: ১৯০/ ২০১৬-২০১৭ (পুন:)
যোগদানের তারিখ: ২১/০৪/২০১৭ (পুন:)
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

এপ্রিল, ২০২২

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের পিএইচ.ডি. গবেষক জাহিদুজ্জামান কর্তৃক পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত “ **বাংলাদেশের প্রচলিত ব্যাংকিং-এর ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম এবং ইসলামী ব্যাংক সমূহের কার্যক্রম : আল-কুরআন ও আল-হাদীস এর আলোকে একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা** (*Islamic Banking of Conventional Banks and Banking of Islamic Bank of Bangladesh: A Comparative Study in the Light of Al-Quran and Al-Hadith*)” শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করা হয়েছে। এটি একটি একক ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে, গবেষকের উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভের সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশ বিশেষ অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রি বা সনদ লাভের জন্য কিংবা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। আমি এ অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং এটি পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করার জন্য চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করছি।

এপ্রিল, ২০২২

(ড. মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম)
সহযোগী অধ্যাপক ও তত্ত্বাবধায়ক
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জনের নিমিত্তে উপস্থাপিত **"বাংলাদেশের প্রচলিত ব্যাংকিং-এর ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম এবং ইসলামী ব্যাংক সমূহের কার্যক্রম : আল-কুরআন ও আল-হাদীস এর আলোকে একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা** (*Islamic Banking of Conventional Banks and Banking of Islamic Bank of Bangladesh: A Comparative Study in the Light of Al-Quran and Al-Hadith*)**"** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করেছি। এটি আমার একক ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রি বা সনদ অর্জন কিংবা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটির সম্পূর্ণ বা এর অংশ বিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

জাহিদুজ্জামান
পিএইচ.ডি. গবেষক
রেজি: ৯০/২০১২-২০১৩ (পুরাতন)
পুন: ১৯০/ ২০১৬-২০১৭
যোগদানের তারিখ: ২১/০৪/২০১৭ (পুন:)
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

এপ্রিল, ২০২২

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের প্রতি শুকরিয়া আদায় করছি যিনি আমাকে **"বাংলাদেশের প্রচলিত ব্যাংকিং-এর ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম এবং ইসলামী ব্যাংক সমূহের কার্যক্রম : আল-কুরআন ও আল-হাদীস এর আলোকে একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা (*Islamic Banking of Conventional Banks and Banking of Islamic Bank of Bangladesh: A Comparative Study in the Light of Al-Quran and Al-Hadith*)"** শীর্ষক পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপন করার তাওফীক দান করেছেন। দরূদ ও সালাম মানবতার মহান শিক্ষক মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবায়ে কিরামের প্রতি যারা মানবজাতিকে একটি ইনসাফপূর্ণ মানবিক সমাজ উপহার দিয়েছিলেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা নিষ্ঠার সাথে তাঁদের অনুসরণ করবেন তাঁদের প্রতি।

সবিনয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান মহোদয়, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ সামাদ মহোদয় ও উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল মহোদয়, সম্মানিত ট্রেজারার অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, সম্মানিত রেজিস্ট্রারার (ভারপ্রাপ্ত) জনাব প্রবীর কুমার সরকার মহোদয়ের প্রতি, যাদের নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার অতীত গৌরব ও ঐতিহ্যকে ধরে রেখে সময়পোযোগী শিক্ষার আলো বিতরণ করে চলছে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের এম.ফিল ও পিএইচ.ডি. শাখা এবং হিসাব শাখার সর্বস্তরের নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি, যারা সবসময় হাসিমুখে সেবা দিয়েছেন ও সহযোগিতা করেছেন।

যথাযথ সম্মান ও গভীর শ্রদ্ধার সাথে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম-এর প্রতি। যিনি আমার গবেষণাকর্মের তদারকি করেছেন। তাঁর নিরন্তর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের ফলেই গবেষণাকর্মটি যথাসময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। যিনি নিরলস সময় ব্যয় করে এ অভিসন্দর্ভটির প্রতিটি বিষয় পাঠ করে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জন করে অভিসন্দর্ভটি প্রাণবন্ত পর্যায়ে উন্নীত করতে সর্বাত্মক সহায়তা করেছেন। আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ফিন্যান্স বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ ও গবেষক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগের অধ্যাপক ড. এইচ.এম. মোশারফ হোসেন-এর প্রতি, তিনি আমাকে গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করতে সহযোগিতা করার বিষয়টি প্রাধান্য দিয়েছেন।

আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ইসলামী ব্যাংকিং বিশেষজ্ঞ, লেখক, শিক্ষাবিদ, গবেষক, CSAA (AAOIFI) ও আরবী বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. যুবায়ের মুহাম্মদ এহসানুল হক,

সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম এবং এশিয়ান ইউনিভার্সিটির ইসলামীক স্ট্যাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ রুহুল আমীন রব্বানী মহোদয়গণের প্রতি। তাঁরা আমাকে গবেষণাকর্ম সম্পাদন করতে সময়ে সময়ে মূল্যবান মতামত, পরামর্শ, অনুপ্রেরণা ও দিকনির্দেশনা প্রদান করে বাধিত করেছেন।

শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোঃ আবদুল কাদির স্যারের প্রতি যার ঐকান্তিক সহযোগিতায় সময়ের মধ্যে থিসিস চূড়ান্তভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। বিশেষভাবে স্মরণকরছি বিভাগীয় সর্বজ্যেষ্ঠ অধ্যাপক ড. এ বি এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী স্যারের প্রতি- যার বিজ্ঞ দিক নির্দেশনা ও সুচিন্তিত মতামত এ গবেষণাকর্মকে ত্বরান্বিত ও তাৎপর্যবহ করেছে। বিভাগের প্রাণপ্রিয় শিক্ষক অনারারি অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ, অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত) ড. আবু সাঈদ মোঃ আব্দুল্লাহ, অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত) ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইউছুফ, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, ড. মুহাম্মদ মিজানুর রহমান, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ আল-মারুফ, অধ্যাপক ড. আ জ ম কুতুবুল ইসলাম নোমানী, ড. মুহাম্মদ আরশাদুল হাসান, ড. মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, ড. মু. নাসীর উদ্দীন, ড. মুহাম্মদ বেলাল হোসাইন, ড. মুহাম্মদ নুরে আলম, জনাব আহমদ হাসান চৌধুরী, জনাব কামরুজ্জামান শামীম, জনাব মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান মিয়াজি, জনাব মাহাদী হাসানসহ সকল শিক্ষকদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যাদের প্রত্যেকেই সময়ে সময়ে প্রদত্ত পরামর্শ এ গবেষণাকর্মকে সমৃদ্ধ করেছে।

সর্বাত্মক শ্রদ্ধা, সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষানুরাগী পিতা মরহুম আব্দুস সামাদ হাওলাদারকে ও স্নেহময়ী মা মরহুমা ফিরোজা সামসুন্নাহারকে যাদের অপরিসীম আত্মত্যাগ, ভালবাসা, উৎসাহ এবং দু'আর বরকতে মহান আল্লাহ আমাকে এতদূর পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা উভয়কে ক্ষমা করে জান্নাতে সম্মানিত করুন।

আমি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি দেশী-বিদেশী সম্মানিত লেখকদের প্রতি যাদের মূল্যবান রচনাবলী আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভকে সমৃদ্ধ করেছে। সর্বোপরি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই সেই অগণিত শিক্ষকমণ্ডলীর প্রতি- যারা ছোটবেলা থেকে অদ্যাবধি আমাকে শিক্ষার আলো দেখিয়েছেন। অভিসন্দর্ভের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, ইসলামীক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ লাইব্রেরি, গণগ্রন্থাগারসহ বিভিন্ন লাইব্রেরি এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ- যারা আমার এ গবেষণাকর্মে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রত্যেকের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি শ্রদ্ধেয় শশুড় জনাব নজরুল ইসলাম বকাউল, শাশুড়ী জনাব ফাতেমা ইসলাম, শ্রদ্ধেয় বড় ভাই জনাব আখতারুজ্জামান, এডভোকেট এস.এম. শাহজাহান, আমার প্রিয় বন্ধু ইমদাদুল হক, প্রিয় শিক্ষক-বন্ধু হোসাইন মাহমুদ, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড-এর জেনারেল ম্যানেজার

(অবসরপ্রাপ্ত) জনাব আবুল লায়েছ আফছারি, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার জনাব মোঃ কামরুল আলম সিদ্দিকী, এসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার জনাব মোঃ সহিদুল ইসলাম ও জনাব এ.কে.এম ফেরদাউছ, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার জনাব মুহাম্মদ মাসুদ পারভেজ, ছোট ভাই ইমরোজ হোসাইন জামিল, সাদিকুর রহমান ও মারুফ হাসান জামিল-এর প্রতি। শব্দ বিন্যাস ও সমৃদ্ধকরণে প্রিয় মুফতি ইয়াসিন আরাফাত ও সুপ্রিয় ভাই হাসানুল বান্নার অবদান ভুলার নয়। অভিসন্দর্ভটি দক্ষতা, নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রম করে কম্পিউটার কম্পোজ, মুদ্রণ ও সুবিন্যস্ত করে গবেষণাকর্মে সহযোগিতা করার জন্য ব্রেইনারি লিমিটেডের কাছেও বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তাদের সমৃদ্ধি ও সফলতা কামনা করছি।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক (অবসরপ্রাপ্ত) জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল সরকার, ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড এর ইসলামী ব্যাংকিং প্রধান জনাব এ.কে.এম মিজানুর রহমান, সেন্ট্রাল শরিয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ এর সেক্রেটারি জেনারেল জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ শরীফ, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম) এর সহযোগী অধ্যাপক ড. মোঃ মোহাব্বাত হোসাইন, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক, প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড এর এসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব মুহাম্মদ মুহিববুল্লাহ মাসুদ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর জনাব মোঃ মঈনউদ্দিন সরকার, পূবালী ব্যাংক লিমিটেড এর জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান, বাংলাদেশ ফাইন্যান্স এর ইসলামী ব্যাংকিং এর জনাব মুহাম্মদ আবু ইউসূফ এবং জনাব মোঃ শাহেদ আলমকে বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে সহযোগিতা করার জন্য।

পরিশেষে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পক্ষ থেকে অশেষ নেয়ামতস্বরূপ আমার স্ত্রী নাজমীন নাহার নিপা, ছেলে আহমাদ বিন জাহিদ, মেয়ে জুয়াইরিয়া জাহিদ যাহরা এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি দীর্ঘদিন সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য এবং একই সাথে দোয়া করছি মহান আল্লাহ তাদের দুনিয়া ও আখেরাতে উত্তম প্রতিদান দিন। ছোট ভাই ইঞ্জিনিয়ার ইব্রাহিম খলিল নাহিদ ও বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি- যাঁরা আমার গবেষণা কাজে আন্তরিক সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন, কল্যাণ কামনা ও দু'আ করেছেন। আমি তাঁদের সকলের জন্য মহান আল্লাহ তা'য়ালার কাছে দু'আ করছি তিনি যেন তাঁদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে সবাইকে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করেন।

সবশেষে অনেক প্রতিকূলতা পেরিয়ে এ গবেষণাকর্ম সমাপ্ত করার তৌফিক দান করার জন্য মহান আল্লাহর অজস্র-অগণিত শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

জাহিদুজ্জামান
এপ্রিল, ২০২২
ঢাকা।

উপস্থাপনা

মহান আল্লাহর ঘোষণা "اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ"

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম"[১]

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ইসলামই আমাদের একমাত্র জীবনব্যবস্থা। ইসলামে জীবন পরিচালনার সকল দিক ও বিষয়ের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। জীবন, জীবিকা, অর্থনীতি, ফাইন্যান্স, ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস ও ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রেও এর দিকনির্দেশনা অনন্য। পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা হিসেবে অর্থনীতি ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা অতীব জরুরী বিধায় কোরআন ও হাদীসের মৌলিক আদর্শের ভিত্তিতে যুগে যুগে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে এবং সমৃদ্ধ হয়েছে।

মক্কায় ইসলামের আগমন হলেও সেখানে ইসলামী রাষ্ট্র বা অর্থব্যবস্থা গড়ে উঠেনি। বরং মদীনায় হিজরতের পর ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়। রাসূল (স.) মদিনায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রে আল-কুরআনের শিক্ষার ভিত্তিতে তৈরি একটি অর্থব্যবস্থা কায়েম করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মদীনায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থব্যবস্থা ছিল অত্যধিক সুসংহত এবং জনগণ ও রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণমুখী। রাষ্ট্রের একক বা সামষ্টিক আয়-ব্যয়, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বিভিন্ন প্রকার বিনিয়োগসহ সকল আর্থিক কর্মকাণ্ড এ অর্থব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

দৈনন্দিন জীবনে অর্থনীতি ও ব্যাংকিং এর গুরুত্ব অপরিহার্য ও অনস্বীকার্য। কারণ, সময়ের সাথে সাথে জীবনযাত্রায় নানা রকম জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে এবং তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সে সমস্যার সমাধানে অর্থব্যবস্থার গুরুত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানব জীবনের আর্থিক জটিলতা দূর করার জন্য লেনদেনের সুবিধার্থে ব্যাংকসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমান সময়ে আধুনিক ব্যাংকিং জগতে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার উত্থান একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। গত চার দশকে ইসলামী ব্যাংকিং একটি সম্মানজনক, টেকসই, সম্ভাবনাময়, যুগোপযোগী এবং সফল ব্যাংকিং ব্যবস্থা হিসেবে সারাবিশ্বে - বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে - সমাদৃত হচ্ছে। আশি'র দশকে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা শুরু হওয়ার পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত এই সেক্টর ব্যাপক সাফল্য লাভ করেছে। এ দেশে ইসলামী ব্যাংকিং ও বিনিয়োগব্যবস্থা এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটিয়েছে। এর ইনসাফপূর্ণ কার্যক্রম, প্রযুক্তির উত্তম ব্যবহার ও বিনিয়োগব্যবস্থাপনায় সাফল্য আধুনিক অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকারদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এ প্রেক্ষাপটে ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে গভীরতর অধ্যয়ন বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়ের দাবী।

বর্তমান গবেষণাকর্মটি প্রাথমিক উৎস (Primary sources) এবং দ্বৈতীয়ক উৎসের (Secondary sources) ভিত্তিতে রচিত।

[১] আল কুরআন, সূরা মায়েদা, আয়াত ৫

প্রাথমিক উৎসমূহের মধ্যে রয়েছে ব্যাংকসমূহের নিজস্ব প্রতিবেদন, অফিসিয়াল রেকর্ড/ডাটা, ইসলামী ব্যাংকারদের সরাসরি সাক্ষাৎকার। এছাড়াও ব্যক্তিগত অনুসন্ধান, প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ, কেস ষ্টাডি ইত্যাদি গবেষণার প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে দেশে-বিদেশে প্রকাশিত অর্থনীতি, ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামী ব্যাংকিং, ইসলামের বিনিয়োগব্যবস্থা বিষয়ক পুস্তকাদি অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং এতদসংক্রান্ত প্রবন্ধ, পত্র-পত্রিকা, প্রচারপত্র, প্রতিবেদন, নথিপত্র, পত্রিকার রিপোর্ট, আইন, অর্ডিনান্স, অপ্রকাশিত প্রবন্ধ, ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট, ইসলামী ব্যাংকসমূহের জার্নালসমূহ, বাংলাদেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলীর বিবরণ, বাংলাদেশ ব্যাংক বুলেটিন, ইসলামী ব্যাংক পরিক্রমা এবং অন্যান্য প্রকাশনাসহ যাবতীয় তথ্যাবলী অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

গবেষণায় উল্লিখিত তথ্যসমূহ উৎসেমূল থেকে সরাসরি সংগৃহীত। গবেষণায় উপাত্ত সংগ্রহের কৌশল হিসেবে সরাসরি ব্যাংকের বার্ষিক বিবরণীসমূহ ও ইন্টারনেট এর সাহায্য নেয়া হয়েছে। Ms Word ও Ms Excel বিশ্লেষণী টুল (Analytical tool) হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং প্রাপ্ত উপাত্ত যথাযথভাবে সারণীবদ্ধ ও চিত্রভিত্তিক করে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করার ক্ষেত্রে আধুনিক বিশ্বে প্রচলিত ফলপ্রসূ পদ্ধতিসমূহের সারগ্রাহী কার্যক্রম (Eclecticism of the Methods) সাধন করা হয়েছে। যেমন- ব্যাংকসমূহে সরেজমিন জরিপের ক্ষেত্রে জরিপ পদ্ধতি (Survey Method), ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটগুলো সমন্বয়ের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historical Method), সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত সমন্বয়ের ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Analytical Method), ব্যাংকসমূহের কার্যাবলী তুলনার ক্ষেত্রে পরিসংখ্যান পদ্ধতি (Statistical Method) এবং সর্বোপরি পুরো গবেষণাকর্ম প্রাণবন্ত, বাস্তবসম্মত ও জনকল্যাণমূলক করণের নিমিত্তে উদ্ভাবনী পদ্ধতি (Innovative Method) এর সর্বাধিক প্রয়োগ ও সমন্বয় করা হয়েছে।

এ গবেষণাকর্মকে ৫টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। ব্যাংক ও ব্যাংকব্যবস্থা; বাংলাদেশে প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থা ও ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা; বাংলাদেশে প্রচলিত ব্যাংকসমূহের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম; বাংলাদেশে প্রচলিত ব্যাংকসমূহের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম; আল-কুরআন ও আল-হাদীসের আলোকে প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রমের তুলনা। অধ্যায়গুলোর মূল শিরোনামের অধীনে একাধিক পরিচ্ছেদ ও অনুচ্ছেদ সংযোজিত হয়েছে। যেমন: **প্রথম অধ্যায়ের** প্রথম পরিচ্ছেদের মধ্যে প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থা; ব্যাংকের পরিচয়, ব্যাংকের ইতিহাস, আধুনিক ব্যাংকের কার্যক্রম। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রয়েছে ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার ইতিহাস, ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে বাংলাদেশে প্রচলিত ব্যাংকিং কার্যক্রমের ইতিহাস; স্বাধীনতাপূর্ব বাংলার ব্যাংকব্যবস্থা, স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের ব্যাংকব্যবস্থা, বাংলাদেশের প্রচলিত ব্যাংকসমূহের প্রবাহ চিত্র।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের ইতিহাস; বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের ঐতিহাসিক পটভূমি, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের সূচনা, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের বিকাশ ধারা।

তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের ধরন ও বিধান; প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের ধরন, প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার বিধান, প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের শর্তাবলি। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম; আমানত গ্রহণ, বিনিয়োগ প্রদান, মুনাফা বণ্টন, অন্যান্য ব্যাংকিং সেবা ও সামাজিক কার্যক্রম।

চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহের আমানত গ্রহণ, মুনাফা বণ্টন ও বিনিয়োগ প্রদান; চলতি হিসাবে আমানত গ্রহণ, সঞ্চয়ী হিসাবে আমানত গ্রহণ, মুনাফা বণ্টন, ক্রয়-বিক্রয়ভিত্তিক বিনিয়োগ, ভাড়াভিত্তিক বিনিয়োগ, অংশীদারিত্বভিত্তিক বিনিয়োগ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অন্যান্য ব্যাংকিং সেবা ও সামাজিক কর্মকাণ্ড; ব্যাংকগ্যারান্টি, এলসি, রেমিটেন্স সেবা, অন্যান্য সেবা, সিএসআর, ব্যাংক ফাউন্ডেশন, ইসলামী শিক্ষা বিকাশে ব্যাংকের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনা স্থান পেয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম এবং ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রমের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকসমূহ; দর্শন ও তাত্ত্বিক দিক, আমানত গ্রহণ, বিনিয়োগ প্রদান, অন্যান্য কার্যক্রমে সাদৃশ্যসমূহ স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ বৈসাদৃশ্যপূর্ণ দিকসমূহ; দর্শন ও তাত্ত্বিক দিক, আমানত গ্রহণ, বিনিয়োগ প্রদান, অন্যান্য কার্যক্রমে বৈসাদৃশ্যসমূহ আলোচিত হয়েছে।

সর্বোপরি আল-কুরআন ও আল-হাদীসের আলোকে ইসলামী ব্যাংকের আমানতব্যবস্থা, ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূল্যায়ন, আমানতের সংজ্ঞা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, কার্যাবলি এবং ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় প্রচলিত আমানতের প্রকারভেদ সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকিং, শাখা ও উইন্ডো ইসলামী ব্যাংকিং-এর উপর গবেষণা করতে গিয়ে এর অতীত ইতিহাস অতি সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। অপরদিকে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা ও বিনিয়োগপদ্ধতিসমূহের উন্নতি ও অগ্রগতির ধারাবাহিকতা তুলে ধরতে গিয়ে বর্তমান সময় পর্যন্ত নানা তথ্য-উপাত্ত যুক্ত করা হয়েছে। ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার ব্যাপক বিস্তৃত জগতে গবেষণা করতে গিয়ে অনুভূত হয়েছে, এ বিষয়ে গবেষণা গভীর সমুদ্র থেকে সামান্য পানি উত্তোলনের মত। তদুপরি গবেষণাকর্মটিতে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা দেয়ার জন্য অসংখ্য উদ্ধৃতি প্রদানের মাধ্যমে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এ প্রচেষ্টা গবেষণাকর্মের প্রত্যাশিত উদ্দেশ্য হাসিলে এবং এর প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে সর্বক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকিং প্রচলনের নিমিত্তে সামান্যতম জনকল্যাণে আসলে এ পরিশ্রম সার্থক মনে করব। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকল প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমিন।

সার-সংক্ষেপ (Abstract)

পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভের শিরোনাম

বাংলাদেশের প্রচলিত ব্যাংকিং-এর ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম এবং ইসলামী ব্যাংক সমূহের কার্যক্রম : আল-কুরআন ও আল-হাদীস এর আলোকে একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা (*Islamic Banking of Conventional Banks and Banking of Islamic Bank of Bangladesh: A <u>Comparative Study in the light of Al-Quran and Al-Hadith</u>*)

বাংকের সংজ্ঞা ও ধরন আলোচনাসহ বাংলাদেশের প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম এবং ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম নিয়ে বিষদ আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণাকর্মটি প্রাথমিক উৎস (Primary sources) এবং দ্বৈতীয়ক উৎসের (Secondary sources) ভিত্তিতে রচিত। প্রাথমিক উৎসমূহের মধ্যে রয়েছে ব্যাংকসমূহের নিজস্ব প্রতিবেদন, অফিসিয়াল রেকর্ড/ডাটা, ইসলামী ব্যাংকারদের সরাসরি সাক্ষাৎকার। এছাড়াও ব্যক্তিগত অনুসন্ধান, প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ, কেস ষ্টাডি ইত্যাদি গবেষণার প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে দেশে-বিদেশে প্রকাশিত অর্থনীতি, ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামী ব্যাংকিং, ইসলামের বিনিয়োগব্যবস্থা বিষয়ক পুস্তকাদি অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং এতদসংক্রান্ত প্রবন্ধ, পত্র-পত্রিকা, প্রচারপত্র, প্রতিবেদন, নথিপত্র, পত্রিকার রিপোর্ট, আইন, অর্ডিনান্স, অপ্রকাশিত প্রবন্ধ, ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট, ইসলামী ব্যাংকসমূহের জার্নালসমূহ, বাংলাদেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলীর বিবরণ, বাংলাদেশ ব্যাংক বুলেটিন, ইসলামী ব্যাংক পরিক্রমা এবং অন্যান্য প্রকাশনাসহ যাবতীয় তথ্যাবলী অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। গবেষণায় উল্লিখিত তথ্যসমূহ উৎসেমূল থেকে সরাসরি সংগৃহীত। গবেষণায় উপাত্ত সংগ্রহের কৌশল হিসেবে সরাসরি ব্যাংকের বার্ষিক বিবরণীসমূহ ও ইন্টারনেট এর সাহায্য নেয়া হয়েছে। Ms Word ও Ms Excel বিশ্লেষণী টুল (Analytical tool) হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং প্রাপ্ত উপাত্ত যথাযথভাবে সারণীবদ্ধ ও চিত্রভিত্তিক করে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করার ক্ষেত্রে আধুনিক বিশ্বে প্রচলিত ফলপ্রসূ পদ্ধতিসমূহের সারগ্রাহী কার্যক্রম (Eclecticism of the Methods) সাধন করা হয়েছে। যেমন- ব্যাংকসমূহে সরেজমিন জরিপের ক্ষেত্রে জরিপ পদ্ধতি (Survey Method), ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটগুলো সমন্বয়ের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historical Method), সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত সমন্বয়ের ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Analytical Method), ব্যাংকসমূহের কার্যাবলী তুলনার ক্ষেত্রে পরিসংখ্যান পদ্ধতি (Statistical Method) এবং সর্বোপরি

পুরো গবেষণাকর্ম প্রাণবন্ত, বাস্তবসম্মত ও জনকল্যাণমূলক করণের নিমিত্তে উদ্ভাবনী পদ্ধতি (Innovative Method) এর সর্বাধিক প্রয়োগ ও সমন্বয় করা হয়েছে। এ গবেষণাকর্মকে ৫টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। ব্যাংক ও ব্যাংকব্যবস্থা; বাংলাদেশে প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থা ও ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা; বাংলাদেশে প্রচলিত ব্যাংকসমূহের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম; বাংলাদেশে প্রচলিত ব্যাংকসমূহের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম; আল-কুরআন ও আল-হাদীসের আলোকে প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রমের তুলনা। সর্বোপরি গবেষণায় প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং এবং ইসলামী ব্যাংকের মধ্যে দর্শন ও তাত্ত্বিক দিক; আমানত গ্রহণ; বিনিয়োগ প্রদান; মুনাফা বণ্টন; অন্যান্য সেবা; সামাজিক উন্নয়ন সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে প্রাপ্ত বিভিন্ন ধরনের ফলাফলের আলোকে শরিয়াহভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার আমানত, বিনিয়োগ, সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম, শরিয়াহ পরিপালন ইত্যাদি বিষয়ে বাস্তবসম্মত সুপারিশমালা প্রদান করা হয়েছে।

জাহিদুজ্জামান
পিএইচ.ডি. গবেষক
রেজি: ১৯০/ ২০১৬-২০১৭ (পুন:)
যোগদানের তারিখ: ২১/০৪/২০১৭ (পুন:)
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সংকেত পরিচয় ও শব্দ সংক্ষেপ

(সা.)	:	সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম
অনূ.	:	অনূদিত
(আ.)	:	‘আলাইহিস সালাম
ইফাবা	:	ইসলামীক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
খ্রি.	:	খ্রিষ্টাব্দ
ঢা বি	:	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢা বি লা	:	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী
তা. বি	:	তারিখ বিহীন
দ্র.	:	দ্রষ্টব্য।
পৃ.	:	পৃষ্ঠা
প্র.	:	প্রকাশিত/প্রকাশকাল
প্রাগুক্ত	:	পূর্বোক্ত/পূর্বের উক্তি
ব.	:	বঙ্গাব্দ
বা এ	:	বাংলা একাডেমী
বা ই সে	:	বাংলাদেশ ইসলামীক সেন্টার
বি আই আই টি	:	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামীক থট
মৃ.	:	মৃত
(র.)	:	রাহমাতুল্লাহি ‘ধালায়হি
(রা.)	:	রাদিয়াল্লাহু ‘ধানহু
লি.	:	লিমিটেড
হি.	:	হিজরী
সং	:	সংস্করণ
সম্পা.	:	সম্পাদিত
AAOIFI	:	Accounting and Auditing Organization for Financial Institution
AFBL	:	Bank Al-Falah Ltd.
AIBL	:	Al-Arafah Islami Bank Ltd.
BB	:	Bangladesh Bank
BE	:	Bill of Exchange
BIBM	:	Bangladesh Institute of Bank Management
BL	:	Bill of Lading
BRPD	:	Banking Regulation and Policy Department
CC	:	Cash Credit
CCH	:	Cash Credit against Hypothecation

CSR	:	Corporate Social Responsibilities
CSBIB	:	Central Shariah Board for Islamic Banks of Bangladesh
DD	:	Demand Draft
ed.	:	Edition
Exim Bank	:	Export Import Bank Ltd.
FSIBL	:	First Security Islami Bank Ltd.
HPSM	:	Hire Purchase Under Shirkatul Milk
IAIB	:	International Association of Islamic Bank
IBBL	:	Islami Bank Bangladesh Ltd.
ibid	:	Ibiden
IBTRA	:	Islami Bank Training and Research Academy
ICB Islami	:	ICB Islamic Bank
IDB	:	Islamic Development Bank
IERB	:	Islamic Economics Research Bureau
IFSB	:	International Financial Service Board
IFA	:	Islamic Fiqh Academy
IMF	:	International Monetary Fund
INCEIF	:	International Centre for Education in Islamic Finance
IRC	:	Import Registration Certificate
LA	:	Letter of Authority
LC	:	Letter of Credit
Ltd	:	Limited
MIB	:	Murabaha Import Bills
MM	:	Mudarabah and Musharaka
MPI	:	Murabaha Post Import
OIC	:	Organization of Islamic Conference
P.	:	Page
PP.	:	Pages
PLS	:	Profit and Loss Sharing
RDS	:	Rural Development Scheme
SIBL	:	Social Islami Bank Ltd.
SJIBL	:	Shahjalala Islami Bank Ltd.
SM	:	Sallallahu Alaihi Wasallam
UBL	:	Union Bank Ltd.
VAT	:	Value Added Tax
Vol	:	Volume

প্রতিবর্ণায়ন

আরবী বর্ণমালা (الحروف الهجائية العربية)-এর বাংলায় প্রতিবর্ণায়নের ক্ষেত্রে অত্র অভিসন্দর্ভে অনুসৃত নিয়ম:

ا- অ	ش - শ	و - ও, ব	ى - ঈ, য়ী	ى - য়ূ
ب - ব	ص- স	ه - হ	ا - ঊ	يو - ই, ঊ
ت - ত	ض- দ, য	ء - ’	او- ঊ	ع - ‘আ
ث - স	ط - ত	ى - য়	و - ওয়া	عا - ‘আ
ج - জ	ظ - য	ا - া	وا - ওয়া	ع - ‘ই
ح - হ	ع - ‘	أ- ا	و - বি, ভি	عى - ‘ঈ
خ - খ	غ - গ	ـِ - ا	وى - বী, ভী	ع - ‘উ
د - দ	ف- ফ	ـُ - او	و - উ	عو - ‘ঊ
ذ - য	ق - ক	ـِ - اى	وو- ঊ	
ر - র	ل - ল	ا - আ	ي - য়্যা	
ز - য	م - ম	ا - আ	يا - ইয়া	
س - স	ن - ন	ا - ই	يِى য়ী	

أ আলিফের ন্যায়। তবে সাকিন হলে (’) চিহ্ন ব্যবহৃত হয়; যথা تأويل এর লেখা হবে তা’বীল এবং ع আর সাকিন হলে (‘) চিহ্ন ব্যবহৃত হয়; যথা نعت এরে লেখা হবে না‘ত।

সূচিপত্র

বিবরণ		পৃষ্ঠা নম্বর
• প্রত্যয়ন পত্র		ii
• ঘোষণা পত্র		iii
• কৃতজ্ঞতা স্বীকার		iv-vi
• উপস্থাপনা		vii-ix
• সার-সংক্ষেপ (Abstract)		x-xi
• সংকেত পরিচয় ও শব্দ সংক্ষেপ		xii-xiii
• প্রতিবর্ণায়ন		xiv
• সূচিপত্র		xv-xvii
প্রথম অধ্যায়	**ব্যাংক ও ব্যাংকব্যবস্থা**	১৮-৭৯
	• **প্রথম পরিচ্ছেদ: প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থা**	১৯-৪৭
	❖ প্রথম অনুচ্ছেদ: ব্যাংকের পরিচয়	২০-২৭
	❖ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: ব্যাংক উৎপত্তির ইতিহাস	২৭-৩৫
	❖ তৃতীয় অনুচ্ছেদ: আধুনিক ব্যাংকের কার্যক্রম	৩৫-৪৭
	• **দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা**	৪৮-৭৯
	❖ প্রথম অনুচ্ছেদ: ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা	৪৮-৬৩
	❖ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা উৎপত্তির ইতিহাস	৬৩-৭৪
	❖ তৃতীয় অনুচ্ছেদ: ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম	৭৪-৭৯
দ্বিতীয় অধ্যায়	**বাংলাদেশে প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থা ও ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা**	৮০-১৩৭
	• **প্রথম পরিচ্ছেদ: বাংলাদেশে প্রচলিত ব্যাংকিং এর ইতিহাস**	৮১-১১৬
	❖ প্রথম অনুচ্ছেদ: স্বাধীনতাপূর্ব বাংলার ব্যাংকব্যবস্থা	৮২-৮৮
	❖ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের ব্যাংকব্যবস্থা	৮৮-৯৯
	❖ তৃতীয় অনুচ্ছেদ: বাংলাদেশের প্রচলিত ব্যাংকসমূহের প্রবাহচিত্র	৯৯-১১৬

	● **দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক এর ইতিহাস**	**১১৭-১৩৭**
	❖ প্রথম অনুচ্ছেদ: বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের ঐতিহাসিক পটভূমি	**১১৭-১২০**
	❖ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের সূচনা	**১২০-১২৪**
	❖ তৃতীয় অনুচ্ছেদ: বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের বিকাশ ধারা	**১২৫-১৩৭**
তৃতীয় অধ্যায়	**বাংলাদেশে প্রচলিত ব্যাংকসমূহের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম**	**১৩৮-২২৫**
	● **প্রথম পরিচ্ছেদ: প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং এর ধরন ও বিধান**	**১৩৯-১৫৫**
	❖ প্রথম অনুচ্ছেদ: প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের ধরন	**১৪০-১৪৫**
	❖ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার বিধান	**১৪৬-১৪৯**
	❖ তৃতীয় অনুচ্ছেদ: প্রচলিত ব্যাংকে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার শর্তাবলি	**১৫০-১৫৫**
	● **দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম**	**১৫৬-২২৫**
	❖ প্রথম অনুচ্ছেদ: আমানত গ্রহণ	**১৫৬-১৭২**
	❖ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: বিনিয়োগ	**১৭২-২০০**
	❖ তৃতীয় অনুচ্ছেদ: মুনাফা বণ্টন	**২০০-২১৫**
	❖ চতুর্থ অনুচ্ছেদ: অন্যান্য ব্যাংকিং সেবা	**২১৬-২২৪**
	❖ পঞ্চম অনুচ্ছেদ: সামাজিক কার্যক্রম	**২২৫**
চতুর্থ অধ্যায়	**বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম**	**২২৬-২৯১**
	● **প্রথম পরিচ্ছেদ: আমানত গ্রহণ, বিনিয়োগ ও মুনাফা বণ্টন**	**২২৭-২৪৮**
	❖ প্রথম অনুচ্ছেদ: আমানত সংগ্রহ	**২২৮-২৪২**
	❖ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: বিনিয়োগ	**২৪২-২৪৭**

	❖ তৃতীয় অনুচ্ছেদ: মুনাফা বণ্টন	২৪৭-২৪৮
	● **দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: অন্যান্য ব্যাংকিং সেবা ও সামাজিক কার্যক্রম**	২৪৯-২৯১
	❖ প্রথম অনুচ্ছেদ: অন্যান্য ব্যাংকিং সেবা	২৪৯-২৬৯
	❖ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: সামাজিক কার্যক্রম	২৬৯-২৯১
পঞ্চম অধ্যায়	**প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম এবং ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রমের তুলনা**	২৯২-৩২৪
	● **প্রথম পরিচ্ছেদ: সাদৃশ্যপূর্ণ দিকসমূহ**	২৯৫-৩১৪
	❖ প্রথম অনুচ্ছেদ: দর্শন ও তাত্ত্বিক দিক	২৯৬-৩০৩
	❖ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: আমানত গ্রহণ	৩০৩-৩০৫
	❖ তৃতীয় অনুচ্ছেদ: বিনিয়োগ	৩০৫-৩০৭
	❖ চতুর্থ অনুচ্ছেদ: মুনাফা বণ্টন	৩০৭-৩০৮
	❖ পঞ্চম অনুচ্ছেদ: অন্যান্য সেবা	৩০৮-৩১২
	❖ ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ: সামাজিক উন্নয়ন	৩১২-৩১৪
	● **দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: বৈসাদৃশ্যপূর্ণ দিকসমূহ**	৩১৪-৩২৪
	❖ প্রথম অনুচ্ছেদ: দর্শন ও তাত্ত্বিক দিক	৩১৪-৩১৬
	❖ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: আমানত গ্রহণ	৩১৬-৩১৮
	❖ তৃতীয় অনুচ্ছেদ: বিনিয়োগ	৩১৮-৩১৯
	❖ চতুর্থ অনুচ্ছেদ: মুনাফা বণ্টন	৩২০-৩২১
	❖ পঞ্চম অনুচ্ছেদ: অন্যান্য সেবা	৩২১-৩২৩
	❖ ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ: সামাজিক উন্নয়ন	৩২৩-৩২৪
● **গবেষণা ফলাফল (Findings)**		৩২৫-৩২৮
● **সুপারিশমালা**		৩২৯-৩৩১
● **উপসংহার**		৩৩২-৩৩৪
● **গ্রন্থপঞ্জি**		৩৩৫-৩৫৪

প্রথম অধ্যায়
ব্যাংক ও ব্যাংকব্যবস্থা

ব্যাংক ও ব্যাংকব্যবস্থা

ব্যাংকের ইতিহাস অতি প্রাচীন। খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ অব্দ হতে ব্যাংকিং লেনদেনের প্রমাণ পাওয়া যায়। যখন থেকেই মুদ্রার প্রচলন শুরু হয় তখন থেকেই ব্যাংকিং লেনদেনেরও প্রচলন হয়। ধারণা করা হয়ে থাকে, জার্মান শব্দ 'Banke' ইতালিয়ান শব্দ 'Banco' 'Bangk', 'Banque', 'Bancus', 'Monte' ইত্যাদি শব্দের বর্তমান রূপ Bank। ব্যাংক এমন এক প্রতিষ্ঠান, যা অর্থ দিয়ে ব্যবসা করে, নিজস্ব জিম্মায় টাকা রাখে, অর্থ প্রচার করে ও ঋণ মঞ্জুর করে, বিল বাট্টা করে এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে মূল্য হস্তান্তর করা সহ অন্যান্য আর্থিক সেবা প্রদান করে ও মুনাফা অর্জন করে। প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থায় মুনাফা অর্জন অন্যতম লক্ষ্য হওয়ায় এর অধিকাংশ কার্যক্রম সুদযুক্ত। যা মুসলিম কোনো ব্যক্তি পছন্দ করে না। ইসলামী মূল্যবোধের জন্য মুসলিমরা সুদহীন অর্থব্যবস্থা গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়। ৭ম শতকে ইসলাম আগমনের পরই অর্থনৈতিক কার্যক্রমে সুদকে বর্জন করা হয়। মুদারাবা, মুরাবাহা, মুশারাকা, সালাম ও কর্জে হাসানা ইত্যাদি পদ্ধতির মাধ্যমে মুসলিমদের অর্থনৈতিক কার্যক্রম ও বিনিয়োগ পরিচালিত হয় এবং বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুসংগঠিত অর্থব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়। বর্তমান ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা সেসব কার্যক্রমের আধুনিক রূপ যা ইসলামী সমাজের আর্থসামাজিক লক্ষ্যসমূহ অর্জনের উদ্দেশ্যে ইসলামী শরিয়াহ নীতি অনুসারে বিশেষভাবে সুদকে পরিহার করে তার সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ অধ্যায়ে আমরা প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থা ও ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ নিয়ে আলোচনা করব। এ অধ্যায়ে দুটি পরিচ্ছেদ রয়েছে:

প্রথম পরিচ্ছেদ: প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা

প্রথম পরিচ্ছেদ
প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থা

বর্তমানে প্রচলিত ব্যাংকিং আধুনিক সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে বিকশিত। তবে ব্যাংকব্যবস্থার ইতিহাস অতি প্রাচীন। খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ অব্দ হতে ব্যাংকিং লেনদেনের প্রমাণ পাওয়া যায়। ব্যাংকিং লেনদেন সমৃদ্ধ হওয়ার পিছনে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা মুদ্রা প্রচলনের। কারণ মুদ্রার প্রচলনের পর মুদ্রার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা থেকে মূলত ব্যাংক ব্যবসায়ের ধারণা গড়ে উঠেছে। এজন্য বলা হয়: Money is the mother of bank and banks are the reformer of money, অর্থাৎ অর্থই ব্যাংকের উৎস, আর ব্যাংক অর্থের সংস্কারক। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে ব্যাংকব্যবস্থা বিকশিত হয়।

সিন্ধু, বৈদিক, ব্যাবিলনীয়, রোমান, গ্রিক, মিসরীয়, মেসোপটেমিয়ান, পারস্য ও ইসলামী সভ্যতায় ব্যাংকিং ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। প্রাগৈতিহাসিক, প্রাচীন ও মধ্যযুগ পেরিয়ে ব্যাংকব্যবস্থা আধুনিক যুগে পদার্পণ করেছে। প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার পরিচিতি, ইতিহাস ও আধুনিক ব্যাংকিং কার্যক্রমের বর্ণনা সম্বলিত এ পরিচ্ছেদটি নিম্নোক্ত তিনটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত:

প্রথম অনুচ্ছেদ : ব্যাংকের পরিচয়

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : ব্যাংক উৎপত্তির ইতিহাস

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : আধুনিক ব্যাংকের কার্যক্রম

প্রথম অনুচ্ছেদ: ব্যাংকের পরিচয়

এ অনুচ্ছেদে ব্যাংক শব্দের উৎপত্তি, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রদত্ত ব্যাংকের সংজ্ঞা, এর উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনার মাধ্যমে এর পরিচয় তুলে ধরা হবে।

ব্যাংক শব্দের উৎপত্তি

ব্যাংক একটি ইংরেজি শব্দ। শাব্দিকভাবে এটি জলাশয়, হ্রদ, তটরেখা, কূল, কিনারা, নদীর তীর, জমির আইল, লম্বাটুল, কোষাগার, কোনো বস্তুর স্তুপ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়।[২] বিশ্বব্যাপী ব্যাংক একটি অর্থনৈতিক পরিভাষা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। এটি বিদেশি শব্দ হিসেবে বাংলা ভাষায় একই উচ্চারণে ব্যবহৃত হচ্ছে। ব্যাংক (Bank) শব্দের উৎপত্তি নিয়ে অর্থনৈতিক ইতিহাসবেত্তা, গবেষক ও চিন্তাবিদগণের মতপার্থক্য রয়েছে। নিম্নে তা বর্ণনা করা হলো :

১. ইউরোপিয়ান ভাষায় ব্যবহৃত 'Bank' শব্দটি ইটালিয়ান শব্দ 'Banco' থেকে উৎপন্ন, যার অর্থ Bence বা টুল অথবা কাউন্টার। গবেষকদের মতে, প্রাচীনকালে ইতালির লোম্বার্ডিতে (Lombardy) বসবাসরত ইয়াহুদী ব্যবসায়ীরা টুল বা বেঞ্চিতে বসে মুদ্রা বিনিময়, অর্থ লেনদেন ও ঋণের ব্যবসা করতো।[৩] পরবর্তীতে সম্প্রসারিত ব্যাংকিং কার্যাবলি- যেহেতু সেই বেঞ্চির ব্যবসারই সংস্কৃতরূপ, তাই 'Bence' থেকে 'Bank' শব্দটি এসেছে বলে ধারণা করা হয়;

২. 'Bank' শব্দটি জার্মান 'Back' শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ হলো A joint stock fund বা যৌথ মূলধনী তহবিল।[৪] দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে জার্মানি তার শক্তি প্রদর্শনেচ্ছায় মরিয়া হয়ে

[২] বাংলা একাডেমি, *English bangla dictionary* (বাংলা একাডেমি, ২০০৯), পৃ.৫৯-৬০

[৩] S.H Homoud, *Islamic Banking* (London : Arabian Information Ltd., 1986), P. 15

[8] Gulshan S.S and Kapoor Gulshan K., *Banking Law and Practice* (New Delhi : S. Chand and Company Ltd., 6th edition, 1994), P. 1

উঠে। ফলে ইতালির অধিকাংশ ভূখণ্ড জার্মানি কর্তৃক অধিকৃত হয়। এর ফলে সৃষ্ট প্রভাবের কারণে বলা যায় যে, জার্মান শব্দ 'Back' ইতালিয়ান 'Banco' শব্দে রূপান্তর হয়। সুতরাং ইতালিয়ান, 'Banco' 'Bangk', 'Banque', 'Bancus' প্রভৃতি শব্দের বিবর্তন হলো বর্তমান 'Bank';

৩. প্রাচীনকালে ইউরোপিয়ান ও স্ক্যান্ডিনোভিয়ান রাষ্ট্রসমূহের ব্যবসায়িরা লম্বা টুল বা বেঞ্চের উপর বসে টাকা-পয়সার লেনদেন ও ঋণের ব্যবসা করতো। এই লম্বা টুলকে Bank বলা হতো। ফরাসি বা ওলন্দাজ শব্দদ্বয় Bangk ও Bank একই অর্থ প্রকাশ করতো;

৪. বিভিন্ন সাহিত্যেও 'Bank' শব্দটির উৎপত্তি সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়। প্রখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক Banbridge-এর সাহিত্যে দেখা যায়, তিনি ভেনিসের মহাজন এবং স্বর্ণকার শ্রেণি যারা অর্থ বেচাকেনার কারবার করতো তাদেরকে Monte বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ Monte এবং Bank শব্দ দু'টি গোটা ইউরোপের প্রায় সব দেশেই সমার্থে ব্যবহৃত হতো।

Banco /Banke → বিবর্তন → Bank

উল্লেখিত সকল মতামতের ভিত্তিতে বলা যায় যে, Bank শব্দটির উৎপত্তি কোন শব্দ থেকে হয়েছে তা নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়। তবে, জার্মান শব্দ 'Banke' ইতালিয়ান শব্দ 'Banco' 'Bangk', 'Banque', 'Bancus', 'Monte' ইত্যাদি শব্দের সাথে Bank শব্দটির যথেষ্ট সম্পর্ক রয়েছে এবং এ সকল শব্দ থেকেই বিবর্তনের মাধ্যমে আজকের ব্যাংক শব্দটির উৎপত্তি হওয়ার সম্ভবনা প্রবল।

ব্যাংকের সংজ্ঞা

সাধারণভাবে ব্যাংক বলতে এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় যা এক পক্ষের কাছ থেকে আমানত হিসেবে অর্থ জমা গ্রহণ করে এবং অন্য পক্ষকে ঋণ প্রদান করে। ব্যাপক অর্থে বলতে গেলে ব্যাংক এমন আর্থিক মধ্যস্থতাকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান (Financial Intermediary) যা আমানত গ্রহণ, ঋণ, ঋণ ও অর্থ সৃষ্টিসহ বিভিন্ন ধরনের আর্থিক কাজ সম্পন্ন করে। বিশেষজ্ঞগণ ব্যাংকের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করেছেন। নিম্নে সেগুলো তুলে ধরা হলো:

১. ব্যাংক অর্থ সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠান

W. Hock-এর মতে,

> The Bank is an institution that creates money with money.[৫]
>
> ব্যাংক এমন এক প্রতিষ্ঠান যা অর্থ থেকে অর্থ সৃষ্টি করে।

[৫] মো: ইসমাইল কাজী, *ব্যাংকিং ও বীমা* (ঢাকা: ভেনাস প্রকাশনী, ২০০৫), পৃ. ১১

২. অর্থ লেনদেন ও আর্থিক সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠান

The New Encyclopaedia Britannica-এর ভাষ্য অনুযায়ী,

> A bank is an institution that deals in money and its substitute and provides other financial services. Banks accept deposits and make loans and derive a profit from the difference in the interest rates paid and charged, respectively. They also have the power to create money.[৬]
>
> ব্যাংক একটি প্রতিষ্ঠান যারা অর্থ ও অর্থের বিকল্প নিয়ে কারবার করে এবং অন্যান্য ফিন্যান্সিয়্যাল সার্ভিস নিয়ে কারবার করে। ব্যাংক আমানত গ্রহণ ও ঋণ প্রদান করে এবং পরিশোধিত ও গ্রহণকৃত সুদের হার থেকে মুনাফা উপার্জন করে। এছাড়াও তাদের অর্থ সৃষ্টি করার ক্ষমতা রয়েছে।

R.P. Kent-এর মতে,

> A bank is an institution, the principal function of which is to collect the unutilized money of the people and to lend it to others.[৭]
>
> ব্যাংক এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যার প্রধান কাজ হচ্ছে জনগণের অলস টাকা সংগ্রহ করা এবং অন্যদের কাছে ধার দেওয়া।

৩. ঋণ আদান-প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

R.S. Sayers-এর মতে,

> A Bank is an institution whose debts are widely accepted in the final settlement of other people's debts.[৮]
>
> ব্যাংক এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার ঋণসমূহ অন্য লোকদের ঋণ পরিশোধের জন্যও ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়।

অর্থনীতিবিদ Cairn Cross এর মতে,

> A Bank is a financial intermediary, a dealer in loans and debts.[৯]
>
> ব্যাংক হলো একটি আর্থিক মধ্যস্থ কারবারী, ধার ও ঋণের ব্যবসায়ী।

Professor G. Growther-এর মতে,

> A bank is a dealer in debt of his own and of other people.[১০]
>
> ব্যাংক তার নিজের অন্যের ঋণের ব্যবসায়ী।

---

[৬] https://www.britannica.com/topic/bank Collected: 20.01.2021

[৭] মজিবুর রহমান, *ব্যাংকিং* (ঢাকা: আতিকুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০২), পৃ. ২

[৮] R.S. Sayers, *Modern Banking*, (Bombay: University Press, 7th Edition, 1979), P. 01

[৯] মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান, *উচ্চতর ব্যাংকিং ও বীমা*, (ঢাকা: দি যমুনা পাবলিশার্স, ২০০৬), পৃ. ৩

[১০] ড. মোঃ আশরাফ আলী খান, ও ড. মোঃ আলাউদ্দিন, *আধুনিক ব্যাংকিং ও বীমা* (ঢাকা; আজিজিয়া বুক ডিপো, জুন ২০০৫), পৃ. ১৬

৪. অর্থ সংরক্ষণ ও বিনিময়ের দপ্তর

Professor Chambers - এর মতে,

> A Bank is an office or institution for the keeping, lending, and exchanging of money.[১১]
>
> ব্যাংক হলো অর্থ সংরক্ষণ, ঋণদান এবং বিনিময় ইত্যাদি কার্যে নিয়োজিত কার্যালয় বা প্রতিষ্ঠান।

The Imperial Dictionary-এর মতে,

> A bank is an establishment which trades in money, an establishment for deposit, custody, and issue of mone,y and also for granting loans and discounting bills and facilitating transmission of remittances from one place to another.[১২]
>
> ব্যাংক এমন এক প্রতিষ্ঠান, যা অর্থের ব্যবসা করে, এমন সংস্থা যা জমা গ্রহণ, নিজস্ব জিম্মায় টাকা সংরক্ষণ ও অর্থ সৃষ্টি করে ও ঋণ মঞ্জুর করে, বিল বাট্টা করে এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে মূল্য হস্তান্তর করে।

৫. ব্যবসা পরিচালনাকারী কোম্পানি

হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন ১৮৮১-এর ভাষ্যে বলা হয়,

> A Bank includes a person or corporation, or a company acting as banker.[১৩]
>
> ব্যাংক বলতে ব্যাংক ব্যবসায় নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি, কর্পোরেশন বা কোম্পানিকে বুঝায়।

১৯৪৯ সালের ভারতীয় ব্যাংকিং নিয়ন্ত্রণ আইন-এর ৫(বি) ধারায় বলা হয়েছে,

> ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা ঋণদান অথবা বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে জনসাধারণ হতে অর্থ আমানত গ্রহণ করে এবং জমাকৃত অর্থ চাহিবামাত্র চেক, হুন্ডি অথবা যেকোনো প্রকারে ফেরত দেয়।[১৪]

বাংলাদেশের ১৯৯১ সালের ব্যাংক কোম্পানি আইনের ৫(৩) ধারা অনুসারে,

> ব্যাংক ব্যবসায় হলো জনগণের নিকট থেকে আমানত সংগ্রহ করা, ঋণদান ও বিনিয়োগ করা এবং চাহিবামাত্র আমানতকারীকে চেক, ড্রাফট বা অন্য কোনোভাবে অর্থ পরিশোধ করা।[১৫]

---

[১১] খান ও আলাউদ্দিন, *আধুনিক ব্যাংকিং ও বীমা*, পৃ. ১৬

[১২] Professor Gilbert, *Principle and Practice of Banking History*, (সূত্র : খালেকুজ্জামান, *উচ্চতর ব্যাংকিং*, পৃ. ৯৮)

[১৩] ড. এ. আর. খান, *উচ্চতর মৌলিক ব্যাংকিং* (ঢাকা: এস এস পাবলিকেশন্স, নভেম্বর ১৯৯৯), পৃ. ১২

[১৪] ভারতীয় ব্যাংকিং নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৪৯, ৫ (বি) ধারা; উদ্ধৃত, কাজী ফারুক, *ব্যাংকিং ও বীমা* (ঢাকা: কাজী প্রকাশনী, ২০০৩), পৃ. ১৬

[১৫] ব্যাংক কোম্পানি আইন, ধারা(৩), পৃ. ২

অতএব, উপরিউক্ত মতামতের ভিত্তিতে বলা যায়, ব্যাংক হচ্ছে অর্থ সংগ্রহ ও ঋণের বা বিনিয়োগ ব্যবসায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান যা স্বল্প সুদে বা স্বল্প মুনাফায় জনগণের নিকট থেকে জমা গ্রহণ করে, অধিক সুদ বা অধিক লাভের বিনিময়ে অন্যকে ঋণ বা ধার দেয়, পারস্পরিক দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি করে, অর্থের লেনদেন করে, ঋণ সৃষ্টি এবং ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে, বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পাদন করে, আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে, সরকারকে পরামর্শ ও অর্থ সহায়তা প্রদান করে এবং সকল প্রকার অর্থনৈতিক কার্যক্রমে মুনাফা অর্জন করার অন্যতম লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে।

ব্যাংকিং

ব্যাংকিং (Banking) এর সংজ্ঞায় বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। যেমনঃ

> Banking is the business oa f banker, the keeping or management othe f bank.[১৬]
>
> ব্যাংকিং বলতে ব্যাংকারের দায়িত্ব, ব্যাংকের হেফাজত অথবা পরিচালনাকে বুঝায়।

১৯৪৯ সালের ভারতীয় ব্যাংকিং আইনের ৫(১) ধারা অনুযায়ী

> Banking means the accepting, for the purpose of lending or investment of deposits or money from the public, repayable on demand or otherwise and withdrawable by cheque, draft, order or otherwise.[১৭]
>
> ঋণ মঞ্জুর বা বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে জনগণের অর্থ জমা হিসেবে গ্রহণ করা, চাহিবামাত্র বা অন্য কোনো অবস্থায় চেক, ড্রাফট, আদেশ বা অন্য কোনো উপায়ে অর্থ উত্তোলনের সুযোগ দেয়াকেই ব্যাংকিং বলে।

বাংলাদেশের ১৯৯১ সালের ব্যাংক কোম্পানি আইন অনুসারে ব্যাংকিং-এর সংজ্ঞা

> Banking company means any company which transacts the business of banking in Bangladesh and includes a new bank and a specialized bank.[১৮]
>
> ব্যাংকিং কোম্পানী বলতে এমন কোন কোম্পানীকে বোঝায় যেটি বাংলাদেশে ব্যাংকিং ব্যবসার লেনদেন করে এবং যা একটি নতুন ব্যাংক বা বিশেষায়িত ব্যাংক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়।

এক কথায়, ব্যাংকের যাবতীয় কার্যাবলি-ই ব্যাংকিং যেমন– আমানত গ্রহণ, ঋণদান, বিল, বন্ড নগদায়ন, অর্থ স্থানান্তর, বিনিময়ের মাধ্যমে সৃষ্টি, সম্পদ ও দলীল সংরক্ষণ, আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের আর্থিক লেনদেনে সহায়তা দান ইত্যাদি।

---

[১৬] খান ও আলাউদ্দিন, *আধুনিক ব্যাংকিং*, পৃ. ২০

[১৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

[১৮] আর এ হাওলাদার ও আশরাফ আলী, *ব্যাংক ও আর্থিক ব্যবস্থা* (ঢাকাঃ আত্মপ্রকাশ, ২০০৭), পৃ. ৯

ব্যাংকের উদ্দেশ্য

ব্যাংক একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান। অন্যান্য কারবার হতে ব্যাংকিং কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসমূহকে নিচের দু'ভাগে ভাগ করা হয়:

ক. প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জন

একটি দেশে বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক থাকে। যেমন- কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক, সমবায় ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক, শিল্প ব্যাংক ইত্যাদি। এদের সামাজিক উদ্দেশ্য সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্যের ভিন্নতা লক্ষণীয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ছাড়া অন্য সকল ব্যাংকের প্রধান এবং প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য হলো আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য হলো সরকার জনগণ তথা দেশের আর্থিক কল্যাণে বিভিন্ন প্রকার ব্যাংকিং সেবাদান। অবশ্য পরোক্ষ উদ্দেশ্য হিসেবে অন্যান্য ব্যাংকসমূহও জনগণের সেবা করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আরেকটি প্রধান লক্ষ্য হলো, বিনিময় মাধ্যম হিসেবে নোট ও মুদ্রার প্রচলন এবং অন্যান্য ব্যাংকের মাধ্যমে প্রচার করা। দেশের মুদ্রা বাজার নিয়ন্ত্রণ করে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখাও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম উদ্দেশ্য। এছাড়াও বিভিন্ন প্রকার সহজ বিনিময় মাধ্যমের বহুল ব্যবহার দ্বারা মুদ্রার সর্বাধিক উপযোগ সৃষ্টি, দেশীয় আর্থিক খাতের বিকাশ সাধন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও আর্থিক যোগাযোগ রক্ষা করা ইত্যাদি ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য।

খ. সামাজিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য

ব্যাংক মুনাফা আহরণের মাধ্যমে নিজস্ব প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের সাথে সাথে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যও পূরণ করে থাকে। ব্যাংক জনগণের সঞ্চয় আমানত হিসেবে সংগ্রহ করে নিরাপদে সংরক্ষণ করে আমানতের জিম্মাদারের দায়িত্ব পালন করে এবং আমানতকারীদের নির্দিষ্ট হারে মুনাফা প্রদান করে থাকে। সমাজের সর্বস্তরের জনগণের বড় ও ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহ করে মূলধন গঠনে অগ্রণী ভূমিকা রাখে। ব্যাংকে সংগৃহীত মূলধন বিভিন্ন অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক খাতে বিনিয়োগ করে দেশকে শিল্পায়নে সাহায্য করে থাকে এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-বাণিজ্যে ঋণ দানসহ বিভিন্ন সেবামূলক কার্যসম্পাদন করে থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে দেশের ব্যাংকসমূহ ঋণ ও মুদ্রা বাজার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সরকারের আর্থিক নীতি বাস্তবায়নে সাহায্য করে থাকে। অর্থনৈতিক লেনদেন ক্ষেত্রে এটা সরকার ও গ্রাহকদের প্রতিনিধি ও উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন খাতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের মাধ্যমে ব্যাংকসমূহ দেশের সার্বিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করে থাকে।

ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য

ব্যাংক একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যা অর্থের ব্যবসা করে। ব্যাংকের Input এবং Output উভয়ই হলো অর্থ। তাই অন্যান্য ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য ব্যাংক ব্যবসায় উপস্থিত থাকলেও এর কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে যা ব্যাংককে অন্য ব্যবসা থেকে আলাদা করে। নিম্নে ব্যাংকের অনন্য বৈশিষ্ট্যের কয়েকটি উল্লেখ করা হলো:

১. একক মালিকানা, অংশীদারি বা যৌথ মূলধনী কোম্পানি

ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান একক মালিকানা, অংশীদারী বা যৌথ মূলধনী কোম্পানি হতে পারে। এছাড়াও ব্যাংক সরকারি বা বেসরকারি মালিকানাধীন হতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যাংককে নিজস্ব আইনের আওতায় সংগঠিত হতে হয়। বাংলাদেশে সরকারি-বেসরকারি উভয় ধরনের ব্যাংকই আছে এবং বেসরকারি সকল ব্যাংক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। যৌথ মূলধনী কোম্পানি হিসেবে কোনো ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হলে তা একটি কৃত্রিম আইনগত সত্তা লাভ করে। অর্থাৎ এ রকম ব্যাংকের মালিকপক্ষ ও ব্যাংক দুটি পৃথক সত্তা হিসেবে স্বীকৃতি পায়। অন্যদিকে একক মালিকানা বা অংশীদারি ব্যবসা হিসেবে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হলে তা দেশের প্রচলিত ব্যাংক আইন দ্বারা অনুমোদিত হতে হয়। যথেষ্ট আর্থিক স্বচ্ছলতা ছাড়া অন্য কোনো ব্যবসা পরিচালনা করা গেলেও ব্যাংক ব্যবসা পরিচালনা করা যায় না। কারণ ব্যাংকের ব্যবসা হলো অর্থের ব্যবসা।

২. যথাযথ নিরাপত্তা প্রদান

ব্যাংক জনগণ বা প্রতিষ্ঠানের অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে ও সংরক্ষণ করে তাই আমানতকারীদের অর্থের যথাযথ নিরাপত্তা দিতে না পারলে তা জনগণের আস্থা হারায়। তাই ব্যাংক এমন স্থানে অবস্থিত হয় এবং এমনভাবে পরিচালিত হয় যাতে আমানতকারীদের আমানত ও ব্যাংকের নিজস্ব সম্পদের যথাযথ নিরাপত্তা প্রদান করা যায়। জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করতে না পারলে ব্যাংকের আমানতের পরিমাণ কমতে থাকে। আর আমানতের পরিমাণের উপর ব্যাংকের স্বচ্ছলতা নির্ভর করে। তাই সৎ ও বিশ্বস্ত না হলে ব্যাংকের উপর মানুষের আস্থা থাকে না এবং ব্যাংক সফলতা অর্জন করতে পারে না।

৩. বিভিন্ন হিসাবে আমানত গ্রহণ ও পরিশোধ

ব্যাংক সঞ্চয়ী, চলতি ও মেয়াদী ইত্যাদি বিভিন্ন হিসাবে (Account) আমানত গ্রহণ করে এবং আমানতকারীদের দাবি অনুযায়ী তা যথানিয়মে পরিশোধ করে। সাধারণভাবে এটিই ব্যাংকের অন্যতম মূলকাজ। তবে কিছু বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষেত্রে আমানত গ্রহণ ও ফেরত দান প্রধান কাজ হিসেবে গণ্য করা হয় না।

৪. ঋণ ও বিনিয়োগ

শুধু আমানত গ্রহণ নয়, আমানত হিসাবে পাওয়া অর্থ অন্য পক্ষকে ঋণ হিসেবে দেয়াও ব্যাংকের অন্যতম প্রধান কাজ। এজন্য ব্যাংককে ধার ও ঋণের ব্যবসায়ী বলা হয়। জনগণ বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ব্যাংক যে আমানত গ্রহণ করে তা সবটুকু ঋণ হিসেবে বিতরণ না করে এর একটি অংশ ব্যাংক লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করে। এ প্রক্রিয়ায় ব্যাংক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমানত একত্রিত করে একটি বড় অংকের মূলধন তৈরি করে। বিশ্বের সকল দেশেরই মূলধন বাজারের অন্যতম সদস্য হিসেবে ব্যাংকগুলো মূলধন গঠনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৫. গ্রাহক সেবা

আর্থিক লেনদেন ছাড়াও ব্যাংক বিভিন্ন জনকল্যাণকর ও প্রতিনিধিত্বমূলক কাজের মাধ্যমে গ্রাহকদের সেবা প্রদান করে থাকে। যেমন- প্রত্যয়নপত্র ইস্যু, ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড ইস্যু, গ্রাহকদের চেক ড্রাফট বা যে কোনো দাবি পূরণ, গ্রাহকদের পক্ষে সিকিউরিটিজ বন্ড বা সার্টিফিকেট ক্রয়, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ পরিবেশ সম্পর্কে গ্রাহকদের পরামর্শ দান, গ্রাহকদের আর্থিক স্বচ্ছলতা সম্পর্কে প্রত্যয়নপত্র দেয়া এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গ্রাহকের পরিচয়পত্র ইস্যু করা ইত্যাদি।

৬. গোপনীয়তা রক্ষা

ব্যাংকের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো গ্রাহকদের যাবতীয় তথ্যের সর্বোচ্চ গোপনীয়তা রক্ষা করা। বিশ্বজুড়ে ব্যাংক সর্বোচ্চ গোপনীয়তা রক্ষার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়। অবশ্য সরকার বা অন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যাংক থেকে গ্রাহকের আর্থিক তথ্য পাওয়ার অধিকার রাখে।

অতএব বলা যায়, মানুষের মাঝে লেনদেন ও মুদ্রাব্যবস্থা চালু হওয়ার পরই মুদ্রার সঠিক ও যথাযথ প্রচলন ও নিরাপত্তার লক্ষ্যে ব্যাংকব্যবস্থা গড়ে উঠে। পরবর্তীতে ব্যাংক তার কার্যক্রম বৃদ্ধি করে আমানত গ্রহণ, ঋণ দান, ঋণ ও অর্থ সৃষ্টি করা সহ দেশের সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে শুরু করে। ব্যাংক সরকারি বা বেসরকারিভাবে একক, অংশীদারি বা যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি বা দপ্তর হিসেবে পরিচালিত হয়। এভাবেই ব্যাংকব্যবস্থা চলে আসছে এবং ক্রমান্বয়ে নতুন নতুন প্রোডাক্ট ও সেবার পরিধি সম্প্রসারণ করছে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: ব্যাংক উৎপত্তির ইতিহাস

আধুনিক ব্যাংকের উৎপত্তির সঠিক ও নির্দিষ্ট ইতিহাস জানা সম্ভব না হলেও এ সম্পর্কে সবাই একমত যে, যুগ-যুগের সামাজিক কার্যক্রমের ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়েই ব্যাংকব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। ব্যাংক বিশারদগণ বলেন, মানব সভ্যতার প্রথম থেকেই বিশ্বের সর্বত্র কোনো-না-কোনোভাবে ব্যাংকব্যবস্থার প্রচলন ছিল। তাই কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন এর মাধ্যমে নয়; বরং ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলির ফসল হিসেবেই আজকের উন্নততর ব্যাংকব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে। মধ্যযুগের পর থেকে ব্যাংকব্যবস্থায় শৃঙ্খলা এসেছে। যার ফলাফল হলো বিশেষীকরণ ও বিভাগীকরণ, অর্থাৎ সাংগঠনিক কাঠামোগত রূপ। তাই মানুষের যুগ-যুগের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় কার্যক্রমের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলেই আধুনিক ব্যাংকের উৎপত্তি সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা লাভ করা যায়।

১. প্রাগৈতিহাসিক যুগের ব্যাংকব্যবস্থা

বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ ও প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে মুদ্রার প্রচলন ছিল। এ মুদ্রার ধরন ছিল অন্যরকম। তখন কড়ি, হাঙ্গরের দাঁত, পাথর, সোনা, রূপা ইত্যাদি মুদ্রা

হিসেবে প্রচলিত ছিল। মুদ্রার প্রচলন ছিল বলেই মনে করা হয় যে, সে সময় কোনো না কোনোভাবে ব্যাংকিং ব্যবসার অস্তিত্ব ছিল।[১৯]

২. প্রাচীন যুগের ব্যাংকব্যবস্থা

মানব সভ্যতার বিভিন্ন অধ্যায়ে মুদ্রা এবং ব্যাংকের প্রচলন ছিল বলে জানা যায়। এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত বিভিন্ন সভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো এই বক্তব্য আরও জোরালো করেছে। নিম্নে বিভিন্ন সভ্যতায় ব্যাংকিং ব্যবস্থার ধরন নিয়ে আলোচনা করা হলো।

ক. সিন্ধু সভ্যতা

খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ সালে সিন্ধু সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। বর্তমান পাকিস্তানের সিন্ধু নদের অববাহিকায় হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে বিভিন্ন ধরন ও মানের মুদ্রার অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছিল। এছাড়া এসময় সিন্ধু সভ্যতার সাথে গ্রীস, রোম ও মিসরের বাণিজ্যিক লেনদেন এর প্রমাণ পাওয়া যায়। মুদ্রার প্রচলন ও বাণিজ্যিক লেনদেন ছিল বলেই এ সময় ব্যাংক ব্যবসায়ের অস্তিত্ব ছিল একথা বলা যায়। এতে সেখানে ব্যাংক ব্যবসায়ের ন্যায় আমানত সংরক্ষণ, ঋণদান ও বৈদেশিক বিনিময়ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল বলে জানা যায়।[২০]

খ. বৈদিক যুগ

খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ সাল থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ সাল পর্যন্ত সময়কে বৈদিক যুগ বলা হয়। এ সময়ে যে ব্যাংক ব্যবসায়ের অস্তিত্ব ছিল তার প্রমাণ হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বেদ ও ঋষি মনুর গ্রন্থে পাওয়া যায়।[২১] ঐ গ্রন্থসমূহে বলা আছে-

১. ঐ সময়ে মহাজনী প্রথা ও সুদের প্রচলন ছিল

২. আমানত ও অগ্রিম সম্পর্কে বিভিন্ন রীতি ও নীতির উল্লেখ পাওয়া যায়।

এ তথ্যের ভিত্তিতে অনেকে মনে করেন ব্যবসায়ের গোড়াপত্তন প্রকৃতপক্ষে ভারত উপমহাদেশ থেকেই হয়েছিল।

গ. ব্যাবিলনীয় সভ্যতা

খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ সাল থেকে ৬০০ সাল পর্যন্ত সময়ে ইরাকের ব্যাবিলনে ব্যবসা-বাণিজ্যের সহায়ক হিসেবে মুদ্রা ও ব্যাংকিং এর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। ফরাসি লেখক রেবিলপট এ সম্পর্কে বলেন, ঐ সময়ে ব্যাবিলনের ব্যাংকারগণ জনগণের নিকট হতে আমানত গ্রহণ করতো। এ প্রাথমিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা যথেষ্ট সময়োপযোগী ছিল। জমা রসিদ, চেক, নোট ইত্যাদির প্রচলনও সেখানে ছিল বলে জানা যায়। এছাড়া

[১৯] শফিকুর রহমান ও মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ, *ব্যাংকিং ও বীমা* (ঢাকা: হাসান বুক হাউস, ২০০৩), পৃ. ০৫

[২০] প্রাগুক্ত, পৃ. ০৫

[২১] প্রাগুক্ত, পৃ. ০৫

এসময় সর্বপ্রথম উপাসনালয়ে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উপাসনালয়কে কেন্দ্র করে ব্যাংক প্রতিষ্ঠার নিম্নলিখিত কারণ বিদ্যমান ছিল:

১. পুরোহিত বা ধর্মযাজকরা ছিলেন সৎ, শ্রদ্ধেয় ও নিষ্ঠাবান।

২. উপাসনালয়গুলো ছিল জনবহুল এলাকার মধ্যে।

৩. উপাসনালয়গুলো ছিল নিরাপত্তাপূর্ণ।

৪. উপাসনালয়গুলো ছিল দালান এবং তাতে অসংখ্য কক্ষ থাকতো।

ঘ. রোমান সভ্যতা

ইতালির রোমে এ সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এ সভ্যতায় রোমের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে সাত পাহাড়ের গ্রামগুলোতে ব্যাংক ব্যবসায়ের তথ্য পাওয়া যায়। এ সমস্ত ব্যাংকের যারা ব্যবসায়ী ছিল তাদেরকে আর্জেন্টারী, কলিস্টিবয় নামে আখ্যায়িত করা হতো। এ ব্যাংক ব্যবসায়ে লেনদেন নিষ্পত্তিতে চেক, ড্রাফট ইত্যাদির ব্যবহার প্রচলিত ছিল। এমনকি সেখানে ঋণ সরবরাহের নিমিত্তে লোন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ঙ. চৈনিক সভ্যতা

খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ সালে চীনে শানসী নামে একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ ব্যাংক আধুনিক যুগের ব্যাংকসমূহের মত অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতো। মুদ্রা ও নোট ইস্যু, আমানত সংরক্ষণ ও ঋণ দানের মতো কাজ করতো। অনেকের মতে, এ ব্যাংক বিশ্বের সর্বপ্রথম সংগঠিত ব্যাংক।

চ. মেসোপটেমিয়ান সভ্যতা

ইরাকের ইউফ্রেটিস উপত্যকায় যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল সে সভ্যতাকে মেসোপটেমিয়ান সভ্যতা বলে। এর সময়কাল ছিল বাদশা শাদ্দাদ ও নমরুদের রাজত্বকাল। এ রাজত্বকালে মুদ্রা ও ব্যাংকিং প্রচলিত ছিল।[২২] সেই মেসোপটেমিয়া সভ্যতায় টাকা ধার দেওয়া-নেওয়ার নজির পাওয়া যায়।[২৩]

ছ. মুদ্রা প্রচলন

সেই সুপ্রাচীনকাল থেকেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে মুদ্রার প্রচলন ছিল বলে অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন। তাই সে সময় মুদ্রার সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার জন্য কোনো না কোনোভাবে ব্যাংকব্যবস্থার প্রচলন ছিল। তাদের এই যুক্তিকে আরো জোরালো করেছে প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার। সেই সময় উদ্বৃত্ত মুদ্রা সমাজের ধর্মীয় ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কাছে জমা রাখা হতো। তারা একদল মানুষের নিকট থেকে অর্থ জমা রাখতো এবং অন্য একদল মানুষকে প্রয়োজনে অর্থ ধার দিত। কালক্রমে এটি একটি লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হলে ব্যবসায়ী ও মহাজনরা এর সাথে নিজেদেরকে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করে। ফলে প্রথমে একক মালিকানা এবং পরে যৌথ মালিকানায় ইউরোপের ব্যাংকব্যবস্থা গড়ে ওঠে।[২৪]

---

[২২] শফিকুর রহমান ও মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ, *ব্যাংকিং ও বীমা* (ঢাকা: হাসান বুক হাউস, ২০০৩), পৃ. ০৬

[২৩] ‘‘ব্যাংক যেভাবে এল’’, প্রথম আলো (তারিখ: ফেব্রুয়ারি ২৪, ২০২০), সংগ্রহ: ৩০-০১-২০০১

[২৪] ইকবাল কবীর মোহন, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং* (ঢাকা: নার্গিস মুনিরা জেরিন পাবলিশার্স, ২০১১), পৃ. ৯৬

৩. মধ্যযুগের ব্যাংকব্যবস্থা: মধ্যযুগের পূর্ব পর্যন্ত ব্যাংকের ইতিহাস সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। কিন্তু মধ্যযুগ থেকে ব্যাংকব্যবস্থার সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। এ যুগ থেকেই ব্যাংক প্রতিষ্ঠানিক রূপ নিতে শুরু করে। এমনকি ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে অর্থ ব্যবসা তথা ব্যাংক ব্যবসা অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছিল। এ যুগের ব্যাংকব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

আধুনিক ব্যাংকের উৎপত্তিতে বিভিন্ন সময়ে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে। কারণ মধ্যযুগের ভারতীয় উপমহাদেশ, মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপ ব্যবসা-বাণিজ্যে বেশ উন্নতি লাভ করেছিল। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের লেনদেনের প্রয়োজনেই ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

আধুনিক ব্যাংকের গোড়াপত্তনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থিত স্বর্ণকার, মহাজন ও ব্যবসায়ী শ্রেণির অবদান উল্লেখযোগ্য। কারণ, এরাই দীর্ঘদিন ধরে জনগণের আস্থাভাজন লোক হিসেবে নিজ নিজ ব্যবসা ছাড়াও অর্থের লেনদেন করতো। মহাজন ও ব্যবসায়ী শ্রেণির উদ্যোগে ব্যাংক অব ভেনিস এবং জেনেভার বণিকদের যৌথ উদ্যোগে ১১৭৮ সালে দি ব্যাংক অব সেনজর্জিও প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর ১৪০১ সালের ব্যাংক অফ বার্সেলোনা এবং ১৬৯৪ সালে ব্যাংক অব ইংল্যান্ড প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশ্বে ব্যাংকের আধুনিক যুগ শুরু হয়।

অর্থনীতিবিদদের মতে কয়েক শ্রেণির মানুষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফসল আজকের ব্যাংকব্যবস্থা। তাই তাদের আলোচনা স্বতন্ত্রভাবে প্রয়োজন। তাদের মতে বিভিন্ন দেশের মহাজন, ব্যবসায়ী, কাবুলিওয়ালা, স্বর্ণকার, সাহুকার, শরাফ, চেটী প্রভৃতি শ্রেণির মানুষ ব্যাংকব্যবস্থার উন্নতিতে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছে। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ক্রাউথার এদেরকে নিম্নোক্ত তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন।

ক. স্বর্ণকার

সুপ্রাচীন কাল থেকেই বিশ্বের সর্বত্র স্বর্ণকারগণ নিজ নিজ কার্যসম্পাদন ছাড়াও সমাজের মানুষের উদ্বৃত্ত অর্থের জিম্মাদার হিসেবে কাজ করেছে। স্বাভাবিক কারণেই তারা জনগণের কাছে সৎ, বিশ্বাসী এবং নিরাপত্তার প্রতীক হিসেবে পরিচিত ছিল। তাই জনগণ তাদের উদ্বৃত্ত সম্পদ এবং টাকা-পয়সা নিশ্চিন্তে তাদের কাছে জমা দিত এবং প্রয়োজনের সময় তুলে নিত। অর্থ জমা দিলে স্বর্ণকারগণ জমাকারীকে একটি রসিদ প্রদান করতো এবং অর্থ ফেরতের সময়ও জমাকারীর নিকট থেকে একটি রসিদ লিখে নিত। পরবর্তীকালে এই রশিদ দুটি যথাক্রমে জমার রশিদ এবং উত্তোলন চিটা বা আধুনিককালের চেকে পরিণত হয়। সমাজে স্বর্ণকারগণ এত বেশি সচ্ছল এবং জনপ্রিয় ছিল যে তাদের জমা রশিদ স্বর্ণকারের নোট হিসেবে গ্রহণযোগ্য ছিল। তাছাড়া এই নোটগুলো পরবর্তীকালে ব্যাংক নোট হিসেবে রূপান্তরিত হয়। অর্থ গ্রহণ এবং ফেরতের কাজেই স্বর্ণকারগণ থেমে থাকেনি, তারা উদ্বৃত্ত অর্থ অভাবী মানুষের মাঝে সুদের

বিনিময়ে ধারও দিত। অবশ্য তারা সুদের একটি অংশ মুনাফা হিসেবে জমাকারীদেরও প্রদান করতো। এভাবেই ব্যাংকিং ব্যবসায় সুদ ও মুনাফা চালু হয়।[২৫]

মধ্যযুগে স্বর্ণকার শ্রেণি ব্যাংক ব্যবসা হতে প্রচুর অর্থের মালিক হয়। ফলে জনগণ ছাড়া সরকারের প্রধান অর্থ সরবরাহকারী হিসেবে তারা আত্মপ্রকাশ করে। একসময় ইংল্যান্ডের টাকশালে স্বর্ণকারদের অর্থ জমা রাখা হতো। রাজা প্রথম চার্লসের সাথে স্বর্ণের ব্যাপারে মতপার্থক্য দেখা দিলে ১৬৪০ সালে লন্ডন টাওয়ারে জমাকৃত স্বর্ণকারগণ স্বর্ণ ব্যবসা ত্যাগ করে লাভজনক ব্যবসা এর সাথে পুরোপুরিভাবে জড়িত হয়ে পড়ে এবং এভাবেই স্বর্ণকারগণ আধুনিক ব্যাংকের গোড়াপত্তন করে। সুতরাং একথা প্রমাণিত যে, আধুনিক ব্যাংকের অন্যতম জনক হিসেবে স্বর্ণকার শ্রেণির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

খ. মহাজন

আধুনিক ব্যাংকের উৎপত্তিতে মহাজন শ্রেণিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রথমে তারা জনগণের উদ্বৃত্ত অর্থ জমা রাখত এবং প্রয়োজনের সময় ফেরত দিত। পরবর্তীকালে তারা অর্থ জমা গ্রহণ এবং ঋণ প্রদানকে তাদের পেশা হিসেবে গ্রহণ করে। তারা জনগণকে সুদের বিনিময়ে অর্থ ধার দিত এবং জমাকারীদের সামান্য সুদ দিত। ঋণের বিপক্ষে এরা জামানত, বন্ধক ইত্যাদি গ্রহণ করতো। ইউরোপে এদেরকে মেদিসিটি, বেংকুচি, পিটি, পেরুজ্জী, নিসারী প্রভৃতি নামে এবং ভারতীয় উপমহাদেশে শেঠ, চেটী, শরাফ, মাড়ওয়ারি, মুলতানি, কাবুলিওয়ালা প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হতো। ইউরোপের অধিকাংশ মহাজন ছিল ইহুদী। এদের মধ্যে ইতালীর কুখ্যাত শাইলকের নাম বিশ্বনিন্দিত। তাছাড়া ইতালির লোম্বার্ডি মেডিসির মহাজন শ্রেণি তৎকালে বিশ্ব বিখ্যাত ছিল। এক পর্যায়ে মধ্য ইউরোপ হতে এদেরকে বিতাড়িত করা হলে লন্ডনে বসবাস আরম্ভ করে। আজও লন্ডনে এদের বসবাসের স্থান লোম্বার্ডি স্ট্রিট নামে পরিচিত।[২৬] এই মহাজন শ্রেণি বিশ্বের সর্বত্র এত বেশি সম্পদশালী ছিল যে, দেশের সরকার এবং রাজা-বাদশাহগণও এদের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করতো। ভারতের মহাজন শ্রেণির মধ্যে ফতেহচাঁদ ছিল অত্যন্ত বিখ্যাত। সম্রাট ফররুখ সিয়ার ফতেহচাঁদকে জগতশেঠ বা বিশ্ব ব্যাংকার উপাধি প্রধান করেছিল। ৮০০ খ্রিস্টাব্দে মহাজন শ্রেণির উদ্যোগে রুমে প্রথম যৌথ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১১৭৮ সালে তাদের প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় ব্যাংক "ব্যাংক অব সেনজর্জিও", "ব্যাংক অব ইংল্যান্ড" প্রতিষ্ঠায়ও এদের অসামান্য ভূমিকা ছিল। নিকাশঘর প্রতিষ্ঠায় এরা অগ্রণী অবদান রেখেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বর্তমান বিশ্বে অত্যন্ত উন্নত ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু থাকলেও যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান তথা বিশ্বের সর্বত্র আজো জমজমাট মহাজনী ব্যবসা চালু রয়েছে।

---

[২৫] মোহন, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, পৃ. ৯৭
[২৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

গ. ব্যবসায়ী শ্রেণি

আধুনিক ব্যাংকের ক্রমোন্নতিতে ব্যবসায়ী শ্রেণিও ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে। সুপ্রাচীনকাল থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি এশিয়া ও ইউরোপের ব্যবসায়ীগণ সততা, স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তার কারণে জনগণের নিকট আস্থাভাজন ছিলেন। তাই জনগণ এদের কাছে তাদের অর্থ সম্পদ জমা রাখত। কালক্রমে অর্থ লেনদেন একটি লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হলেও অনেক ব্যবসায়ী পণ্য ক্রয়-বিক্রয় ছেড়ে দিয়ে অর্থ ব্যবসায় নিয়োজিত হয়। এদের মধ্যে রুমের ব্যবসায়ীগণ ছিল বিশ্ববিখ্যাত। ব্যবসায়ীগণ অভ্যন্তরীণভাবেই অর্থ লেনদেন করতো না, প্রতিনিধি বা বন্ধুবান্ধবের মাধ্যমে বৈদেশিক লেনদেন সম্পন্ন করতো। ব্যবসায়ীগণের নির্দেশনামাই কালক্রমে আধুনিক প্রত্যয় পত্র, বিনিময় বিল, ভ্রমণকারীর চেক, পে-অর্ডার, ব্যাংক ড্রাফট, হুন্ডি প্রভৃতি ইন্স্ট্রুমেন্ট রূপান্তরিত হয়। সমাজের সকল স্তরের জনগণ সরকারকে বিভিন্ন সময়ে ঋণ দিত। সুতরাং দেখা যায় আধুনিক ব্যাংকের উৎপত্তিতে ব্যবসায়ী শ্রেণির ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। উপরের আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, আধুনিক ব্যাংকের ক্রমোন্নতিতে স্বর্ণকার, মহাজন, ব্যবসায়ী শ্রেণি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তাই এদেরকে আধুনিক ব্যাংকের পূর্বসূরী বলা হয়।[২৭]

৪. আধুনিক যুগের ব্যাংকব্যবস্থা

প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলো সীমিত মাত্রায় কিছু কিছু ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পাদন করলেও আধুনিক ব্যাংকের গঠন, আকৃতি, প্রকৃতি এবং কার্যক্ষেত্রের দিক দিয়ে সেগুলো ছিল ভিন্ন ধরনের। প্রকৃতপক্ষে ব্যাংক বলতে যা বুঝায় তা এই যুগে নির্ধারিত হয়েছিল। আধুনিক যুগের ব্যাংকব্যবস্থা কে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১. শ্রমনির্ভর ব্যাংকব্যবস্থা

২. ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি নির্ভর ব্যাংকব্যবস্থা

৩. মনুষ্যবিহীন ব্যাংকব্যবস্থা

৪. অনলাইন ব্যাংকব্যবস্থা

ক. শ্রমনির্ভর ব্যাংকব্যবস্থা

ব্যাংকের লেনদেন যখন যন্ত্রপাতি দ্বারা না হয়ে মানুষ দ্বারা সম্পন্ন হয় তখন তাকে শ্রমনির্ভর ব্যাংকব্যবস্থা বলা যায়। শ্রমনির্ভর ব্যাংকিং এর পথিকৃৎ কিছু বিখ্যাত ব্যাংকের কথা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. ১৪০১ সালে ইতালিতে ব্যাংক অফ বার্সেলোনা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এ ব্যাংককেই সর্বপ্রথম আধুনিক ব্যাংক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

২. ১৪০৭ সালে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় ব্যাংক অব জেনেভা স্থাপিত হয়।

---

[২৭] মোহন, *ইসলামী অর্থনীতি*, পৃ. ৯৮

৩. ১৪০৯ সালে নেদারল্যান্ডের আমস্টার্ডামে ব্যাংক অব আমস্টার্ডাম প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪. ১৬৬৫ সালে পৃথিবীর প্রথম সনদপ্রাপ্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক 'ব্যাংক অব সুইডেন' প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

৫. ১৬৬৯ সালে মি. উইলিয়াম পিটারসনের সুপারিশক্রমে; ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড লন্ডনে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৬৯৪ সালে এ ব্যাংক গ্রেট বৃটেনের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে রূপান্তরিত হয়। এটি পৃথিবীর প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

৬. ১৭০০ সালে ভারত উপমহাদেশে প্রথম আধুনিক বাণিজ্যিক ব্যাংক; হিন্দুস্তান ব্যাংক কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে ক্রমান্বয়ে আধুনিক ব্যাংক বিস্তৃত হতে থাকে।[২৮]

খ. ইলেক্ট্রনিক্স ব্যাংকব্যবস্থা

বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে ব্যাংকিং জগতে কম্পিউটারের ব্যবহার শুরু হয়। প্রথম দিকে অর্থ লেনদেনের ক্ষেত্রে গাণিতিক শুদ্ধতা নিরূপণের জন্য কম্পিউটার যন্ত্রটির ব্যবহার শুরু হলেও অল্পসময়ের মধ্যে এর কার্যক্রম পাল্টে যেতে আরম্ভ করে। আর্থিক লেনদেনের যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ করার পাশাপাশি ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে উন্নত ও দ্রুততর করার কাজে নিয়োজিত করা হয়। ফলে ব্যাংকিং জগতে একটি নতুন ধারার জন্ম হয়। যাকে ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং নামে অভিহিত করা হয়।

১৯৬১ সালের দিকে National City of New York সর্বপ্রথম ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি নির্ভর পদ্ধতিতে হস্তান্তরযোগ্য লেনদেন চালু করে। যে লেনদেনটি চালু করে তার নাম হলো- Electronic fund Transfer system (EFTS)। এ পদ্ধতির মূল যন্ত্রের নাম হলো স্বয়ংক্রিয় গণনাকারী যন্ত্র (Automated Taller Machine-ATM), বিক্রয় সেবা বিন্দু টার্মিনাল (Point of Sale-pos Terminals) এবং স্বয়ংক্রিয় নিকাশ ঘর (Automated Clearing House-ACH)। এ ব্যবস্থায় ব্যাংক তার গ্রাহকদের কাগজের ভাউচার প্রদান করতো এবং ভাউচারটি এটিএম মেশিনে ঢুকিয়ে দিলে অর্থ বের হয়ে আসতো তবে ভাউচারটি মেশিনে থেকে যেত। ১৯৬৭ সালের জুন মাসে যুক্তরাজ্যের Barclays Bank প্রথম নগদ বণ্টন বা Cash Dispenser (CD) স্থাপন করে। এ মেশিনের কার্যপ্রক্রিয়া এটিএম মেশিনের কার্য প্রক্রিয়া হতে পুরোপুরি ভিন্ন ছিল। কাগজের ভাউচার এর পরিবর্তে গ্রাহকদের পাতলা প্লাস্টিক কার্ড সরবরাহ করতো। প্রত্যেক লেনদেনের পর কার্ডটি মেশিনে থেকে যেত। পরবর্তীতে ব্যাংক তার গ্রাহককে কার্ডটি ডাকে পাঠিয়ে দিত যাতে গ্রাহক আবার কার্ডটি ব্যবহার করতে পারে। বার্কলে ব্যাংকের Cash Dispenser চালু করার এক বছর পরে ফ্রান্স, সুইডেন এবং সুইজারল্যান্ডে প্রথম

[২৮] মুহা. কামরুজ্জামান, *ইসলামী ব্যাংকের ইতিহাস* (ঢাকা: রিমঝিম প্রকাশনী, ২০১৫), পৃ. ৫০

ন্যাশনাল Cash Dispenser চালু করে। ১৯৬৯ সালে জাপান এবং আমেরিকা সিডি মেশিন চালু করে। প্রথম দিকে এ মেশিনগুলো ছিল অফলাইন। এ মেশিনগুলো কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত ছিল না। ১৯৭২ সালে গ্রেট বৃটেনের লয়েড্স পূর্বের অফলাইন মেশিন এর পরিবর্তে প্রথম অনলাইন ক্যাশ পয়েন্ট মেশিন স্থাপন করে। তারা তাদের গ্রাহকদের প্লাস্টিক কার্ড সরবরাহ করতো। সেই কার্ডের উপর 'Magnetic Stripe' দেয়া থাকতো। এর ফলে গ্রাহকের হিসাব বা গ্রাহককে শনাক্ত করা যেত। অনলাইন প্রযুক্তিতে প্রতিটি মেশিন ব্যাংকের কেন্দ্রীয় কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত থাকত। যদি মেশিন ব্যাংকের কেন্দ্রীয় কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত না থাকতো, তবে মেশিন কাজ করতে পারত না। অনলাইন মেশিনে চুম্বকীয় দাগ ম্যাগনেটিক দেয়া প্লাস্টিক কার্ড দিয়ে লেনদেন করার পর মেশিন কার্ডটি না রেখে লেনদেনের পরেই গ্রাহককে ফেরত দিত। বর্তমান মেশিনগুলোতে রঙিন কম্পিউটারের মতো ফুল গ্রাফিক্স স্ক্রিন মনিটর থাকে এবং একই মেশিন থেকে বিভিন্ন মুদ্রার লেনদেন করা যায়। বর্তমানে প্রায় প্রতিটি উন্নত এবং স্বল্প উন্নত দেশেও এ মেশিন দেখতে পাওয়া যায়।[২৯]

গ. মনুষ্যবিহীন ব্যাংকব্যবস্থা

মনুষ্যবিহীন উচ্চপ্রযুক্তি চালিত ব্যাংকিং পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে ভার্চুয়াল ব্যাংকিং ব্যবস্থা নামে পরিচিত। এ ব্যবস্থা অফলাইন ও অনলাইনে ব্যবস্থার চেয়ে আরো উন্নততর। ভার্চুয়াল ব্যাংকিং ব্যবস্থা বলতে আমরা বুঝি, যেখানে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালিত হয় সম্পূর্ণ প্রযুক্তির উপর মানুষ দ্বারা নয় যাকে বলা হয় 'No Man Bank'।[৩০]

ঘ. অনলাইন ব্যাংকব্যবস্থা

আধুনিক ব্যাংকব্যবস্থার আরও উন্নত সংযোজন হলো অনলাইন ব্যাংকব্যবস্থা। আধুনিক বিশ্বের সকল ব্যাংকিংই বর্তমান এ ব্যবস্থার আওতায় আসায় এর গ্রহণযোগ্যতা অনেকগুণ বেড়ে গেছে।[৩১]

বর্তমান অর্থনীতিতে ‘ব্যাংক’ বলতে এক ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়। যেখানে সাধারণ মানুষের সঞ্চয় সংগ্রহ করে পুঁজি গড়ে তোলা হয় এবং সেই পুঁজি উদ্যোক্তাদের মাঝে ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়। উদ্যোক্তরা সেই ঋণ গ্রহণ করে সেটা বিনিয়োগ করেন এবং অর্জিত লভ্যাংশ হতে নির্দিষ্ট সময় বা মেয়াদান্তে ঋণকৃত অর্থের উপর সুদ বা মুনাফা প্রদান করে থাকেন। মুনাফার এই টাকা ব্যাংকের মাধ্যমে সাধারণ সঞ্চয়কারীর হাতে পৌঁছে তার প্রাপ্য লাভ হিসেবে। এভাবেই ব্যাংক বিশ্ব অর্থনীতির প্রধানতম চালিকা শক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করে আসছে যুগের পর যুগ।

ব্যাংকব্যবস্থার ক্রমবিকাশ ও উপরে আলোচিত আধুনিক যুগের ব্যাংকব্যবস্থার ধরনগুলোকে নিচের চিত্রে তুলে ধরা যায়:

---

[২৯] কামরুজ্জামান, *ইসলামী ব্যাংকের ইতিহাস*, পৃ. ৫০

[৩০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

[৩১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

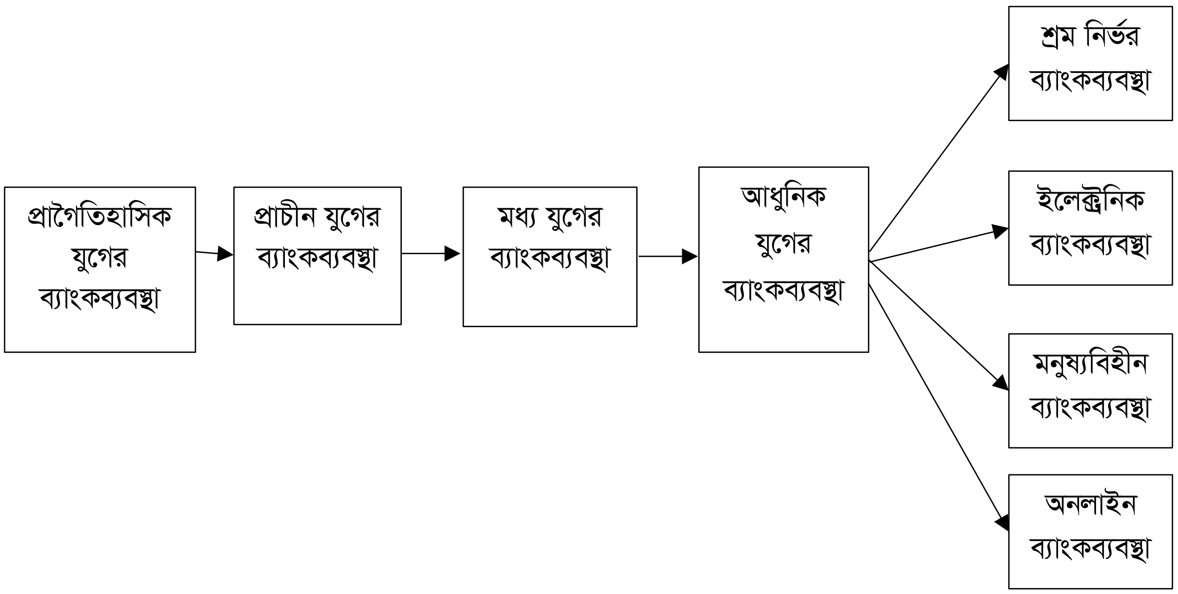

তৃতীয় অনুচ্ছেদ: আধুনিক ব্যাংকের কার্যাবলি

বর্তমান সময়ে উল্লেখযোগ্য ও প্রচলিত দুই ধরনের ব্যাংকব্যবস্থার একটি হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকব্যবস্থা, অন্যটি বাণিজ্যিক ব্যাংকব্যবস্থা। এ অনুচ্ছেদে এ দুই প্রকারের ব্যাংকব্যবস্থার কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করা হবে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকব্যবস্থা

একটি স্বাধীন দেশকে তার দেশের অভ্যন্তরে বিনিময়ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য বিনিময় মাধ্যম হিসেবে স্বতন্ত্র মুদ্রা চালু করতে হয়। যা একসময় দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ইস্যু করতো। কিন্তু পরবর্তী পর্যায় রাষ্ট্রীয় কাঠামো সুগঠিত হবার ফলে রাষ্ট্রের সরকার স্বাধীনতা সুরক্ষা করার প্রশ্নে একটি স্বতন্ত্র মুদ্রার ব্যবস্থা চালু রাখার প্রয়োজনীয়তাবোধ করে। যার ফলে এক সময় সরকার নিজস্ব মালিকানায় নোট ইস্যুকারী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালায় এবং এর সফল বাস্তবায়নের ফসলই হচ্ছে একটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। তাছাড়া একটি দেশের গোটা মুদ্রা বাজার তথা মুদ্রা বাজারের সদস্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি সুগঠিত বাজার প্রতিষ্ঠা করতে হয়। এজন্য প্রতিটি আধুনিক দেশের সরকার নিজস্ব মুদ্রা বাজারকে বলিষ্ঠ ও উন্নত করার জন্য নিজেরাই কেন্দ্রীয়ভাবে ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালুর চিন্তাভাবনা করেন। এই চিন্তাভাবনা থেকে সপ্তদশ শতাব্দীতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকব্যবস্থার উদ্ভব। কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি দেশের অর্থব্যবস্থার কেন্দ্র বিন্দু। একে ঘিরেই দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠান তথা ব্যাংকিং ব্যবসার কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

১. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংজ্ঞা

একটি দেশ ভৌগোলিক স্বাধীনতা অর্জনের পরই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে চায়। এই অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রতীকই হচ্ছে অর্থব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় ব্যাংক। সাধারণত সরকারের আর্থিক

নীতি বাস্তবায়নের একমাত্র ও কেন্দ্রীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে অভিহিত করা হয়। বর্তমানে সরকারি মালিকানায় নোট ইস্যু ও মুদ্রা বাজার পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গঠন কার্যাবলি ও উদ্দেশ্য একে আপন বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত করেছে। মুনাফা অর্জনই ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য নয়; বরং গোটা অর্থনীতির কল্যাণ সাধনই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। সরকারের বিশেষ আইন বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক অর্থ ও মুদ্রাব্যবস্থায় দেশের প্রতিনিধি হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয় অথবা সরকারকে তদ্রুপ পদক্ষেপ নিতে পরামর্শ দিয়ে থাকে। বিশ্ববিখ্যাত অর্থনীতিবিদগণ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। নিম্নে সেগুলো থেকে কতিপয় উল্লেখ করা হল:

১. অর্থ সংকোচন ও সম্প্রসারণকারী প্রতিষ্ঠান, যেমন:

Professor R. P. Kent এর মতে,

> Central Bank may be defined as an institution which is charged with the responsibility of managing the expansion and contraction of the volume of money in the interest of general public welfare.[৩২]
>
> সাধারণ জনগণের কল্যাণার্থে অর্থের পরিমাণ সংকোচন ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানকেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে।

২. নোট ইস্যুকারী একচেটিয়া ব্যবস্থা, যেমন:

Professor Vera Smith এর মতে,

> Central Bank is the banking system in which a single bank has either a complete or residuary monopoly of note issue.[৩৩]
>
> কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো এমন একটি ব্যাংকিং ব্যবস্থা যেখানে কোনো একক ব্যাংক নোট ইস্যুর ক্ষেত্রে পূর্ণ অথবা আইনগত একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে।

৩. স্থিতিশীলতা রক্ষাকারী ব্যাংক, যেমন:

Professor Kitch and Elkin এর মতে,

> A central bank is a bank whose essential duty is to maintain the stability of the monetary standard.[৩৪]
>
> মুদ্রামানের স্থিতিশীলতা রক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাংকটিই হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

---

[৩২] G. Ramesh Babu, *Financial Markets and Institution* (Concept Publishing Company-2006), P. 198

[৩৩] Perminder Khanna, *Advanced Study in Money and Banking*, Atlantic Publishers and Distributors (2005), P. 297

[৩৪] Kitch, C.H. & Elkin, W. W.: *Central Banks*, 4th ed, Macmillan, 1930, P. 20

৪. শীর্ষস্থানীয় ও সর্বাপেক্ষা কল্যাণকর ব্যাংক, যেমন:

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ Professor M. H. De Cock এর মতে,

> The central bank is a banking system in which a single bank has either a complete or a residuary monopoly of note issues.[৩৫]
>
> কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলতে সাধারণত এমন একটি ব্যাংককে বোঝায় যা দেশে আর্থিক ও ব্যাংকিং কাঠামোর শীর্ষস্থানীয় এবং যা একটি দেশের জাতীয় অর্থনীতির সর্বাপেক্ষা অধিক কল্যাণ অর্জনে সক্ষম।

৫. সরকারি প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য ব্যাংক নিয়ন্ত্রণকারী ব্যাংক

Professor R. S. Sayers এর মতে,

> The central bank is a government institution that performs most of the economic functions of the government and implements the monetary policy of the government by influencing the work of the financial institutions of the country in various ways while performing those functions.[৩৬]
>
> কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো এমন এক সরকারি প্রতিষ্ঠান যা সরকারের অধিকাংশ অর্থনৈতিক কার্যাবলি সম্পন্ন করে এবং উক্ত কার্যাবলি সম্পাদনকালে সে বিভিন্ন উপায়ে দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যাবলির উপর প্রভাব বিস্তার করে সরকারের আর্থিক নীতি বাস্তবায়ন করে থাকে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, কোনো সংজ্ঞাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সার্বিক দিক ফুটে উঠেনি। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এমন এক প্রতিষ্ঠান যা সরকারের ব্যাংক হিসেবে পরিচিত, নোট ইস্যু করে, সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করে, দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নে অবদান রাখে, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যসহ সকল অর্থনৈতিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে।

২. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

মানব সমাজে অর্থের ব্যবহার যেদিন শুরু হয়েছে সেদিন থেকেই মানুষের অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের একটি সুপ্ত বাসনা কাজ করেছে। যার ফলশ্রুতিতে মানুষ অতিরিক্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে বাড়তি অর্থ উপার্জনের চেষ্টা চালিয়েছে এবং সফলও হয়েছে। তারা বিত্তের মালিক হয়েছে, যদিও এই বিত্ত যথাযথভাবে সংরক্ষণের তেমন কোনো পরিকল্পিত ব্যবস্থা ছিল না। এতে তারা তাদের উপার্জিত অর্থকে কোথাও না

---

[৩৫] Babu, *Financial Markets and Institution*, P. 198

[৩৬] হোসেন আহমেদ, *ব্যাংকিং : নীতিমালা ও প্রয়োগ* (ঢাকা: আলপাইন প্রিন্টয়ার্স-২০০৮), পৃ. ৩৮

কোথাও একত্রিত করে স্তূপ আকারে সংরক্ষণ করতো। এই স্তূপীকৃত সম্পত্তিকে বোঝানোর জন্যই ব্যাংক (Bank) শব্দটির প্রয়োগ শুরু হয়েছে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের ব্যাংকব্যবস্থার অভিভাবক হিসেবে চিহ্নিত হতে শুরু করে। নিচে পর্যায়ক্রমিকভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ক্রমবিকাশ ও ইতিহাস তুলে ধরা হলো:

প্রাথমিক পর্যায়

১৬৫৬ সালে রিকস ব্যাংক অব সুইডেন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ব্যাংকিং ইতিহাসে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের যাত্রা শুরু। ফলে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ইতিহাস খুব অতীত দিনের নয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকব্যবস্থার উদ্ভবের পূর্বে পৃথিবীর অনেক দেশে প্রখ্যাত বাণিজ্যিক ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা পালন করতে দেখা গেছে। আধুনিক কেন্দ্রীয় ব্যাংকব্যবস্থার জনক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে ব্যাংক অব ইংল্যান্ডকে। ১৬৬৪ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় যুক্তরাজ্যে। এ ব্যাংকের জন্মই হয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে। সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাংকের মতো কোনো কার্য সম্পাদনের ইতিহাস এ ব্যাংকের নেই। প্রথমদিকে এ ব্যাংককে সরকার কর্তৃক সীমিত আকারে নোট প্রচলনের এখতিয়ার প্রদান করা হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়

১৬৯৪ সালে ব্যাংক অব ইংল্যান্ড পূর্ণ কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে মর্যাদা লাভ করে এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৬৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত রিকস ব্যাংক অব সুইডেন বেসরকারি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে ১৬৮৮ সালে পূর্ণগঠিত করে শক্তিশালী সরকারি কেন্দ্রীয় ব্যাংকে পরিণত করা হয়। এরপর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ইতিহাস পাওয়া যায় ফ্রান্সে। ফ্রান্স থেকেই বিভিন্ন দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠার একটি গণজোয়ার শুরু হয়।

তৃতীয় পর্যায়

১৯১৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফেডারেল রিজার্ভ এ্যাক্ট এর আওতায় ১২ টি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক এর সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর প্রথম মহাযুদ্ধের সময়টি হচ্ছে ব্যাংকের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী অধ্যায়। যুদ্ধের ডামাডোলে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে অর্থনৈতিক বিশৃংখলা দেখা দিয়েছিল। এ প্রেক্ষাপটে ১৯২০ সালে ব্রাসেলস-এ একটি আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মহাসম্মেলনে অর্থনৈতিক বিশৃংখলা তথা মুদ্রাবাজার ও ঋণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সকল দেশেই একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্তের আলোকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে খুব দ্রুত গতিতে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩৭] কিন্তু এশিয়া মহাদেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ইতিহাস একটু প্রাচীন। ১৮৮২ সালে জাপানে প্রথম ব্যাংক অব জাপান প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর এর প্রভাব পড়ে

[৩৭] হোসেন, *ব্যাংকিং : নীতিমালা ও প্রয়োগ*, পৃ. ৩৯

পাক ভারত উপমহাদেশে। ১৯৩৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় দি রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া, ভারত ভাগ হয়ে যাওয়ার পর ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান।

নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশে (প্রেসিডেন্টের ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের ঘোষণা অনুযায়ী) বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান বাংলাদেশে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজনীয়তা

কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি দেশের প্রধান ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান হলেও অন্যান্য সাধারণ ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান হতে এটি স্বতন্ত্র। বিশ্বের সকল দেশেই একটি করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থাকে। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক কার্যকলাপ সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপর ন্যস্ত থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুখ্য উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন নয়, কল্যাণের উদ্দেশ্যে দায়িত্ব পালন করা। কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি অনন্য ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান এবং এর কতকগুলো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিম্নে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য[৩৮] ও প্রয়োজনীয়তাগুলো আলোচিত হলো:

১. **নোট ইস্যু:** বিশ্বের সকল দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকই নোট প্রচলনের একচেটিয়া ও একচ্ছত্র অধিকার ভোগ করে থাকে।

২. **মালিকানা:** বর্তমান বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশেই সরকারি মালিকানায় কেন্দ্রীয় বাংক প্রতিষ্ঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

৩. **একক ব্যাংক:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি দেশের একক ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান। দেশে স্বতন্ত্র ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানরূপে কেবল একটি করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে থাকে।

৪. **অর্থনৈতিক স্বাধীনতা:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্বাধীনভাবে অর্থনৈতিক কার্যাবলি পরিচালনা করে থাকে। পৃথিবীর প্রতিটি দেশই রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগের জন্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে।

৫. **অর্থনৈতিক উন্নয়ন:** একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গুরুত্ব অপরিসীম। কেন্দ্রীয় ব্যাংককে কেন্দ্র করে একটি দেশের আর্থিকব্যবস্থা সৃষ্টি হয়। সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন নীতি বাস্তবায়ন করে থাকে।

৬. **অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা:** দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গুরুত্ব অপরিসীম বিধায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থের মূল্য স্থিতিশীল রেখে উৎপাদন, বিনিয়োগ এবং কাম্য আয় বণ্টন নিশ্চিত করে।

[৩৮] হোসেন, *ব্যাংকিং : নীতিমালা ও প্রয়োগ*, পৃ. ৪১

৭. **মুদ্রাবাজার নিয়ন্ত্রণ:** কোনো দেশের সুষ্ঠু অর্থনৈতিক বিকাশের জন্যে একটি সুগঠিত মুদ্রাবাজারের উপস্থিতি অত্যাবশ্যক। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ লক্ষ্যে মুদ্রাবাজার গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করে জাতীয় অর্থনীতি বিকাশের পথ প্রশস্ত করে।

৮. **ব্যাংকব্যবস্থা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ:** উন্নত ব্যাংকব্যবস্থা এবং মূলধন বাজার একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে অপরিহার্য উপাদান। সে কারণেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা সুগঠিত করে এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উপর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আর্থিক কার্যক্রমের গতি সচল রাখে।

৯. **মুদ্রা ও ঋণ নিয়ন্ত্রণ:** একটি সুষ্ঠু ও পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে মুদ্রা ও ঋণের যোগানের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের আর্থিক জগতের বিশৃংখলা রোধে মুদ্রা সরবরাহের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের সৃষ্ট ঋণের যোগান নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

১০. **বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি:** আধুনিক পৃথিবীর প্রায় সব দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকই নোট প্রচলনের একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে থাকে। নোট প্রচলনের দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাংক সহজ বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে জনগণের জীবনযাত্রা সহজ এবং আধুনিক করে তোলে।

১১. **ব্যাংকসমূহের ব্যাংক:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক সকল ব্যাংকের ব্যাংক হিসেবে অর্থ বাজারের অভিভাবকরূপে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন, ব্যাংকব্যবস্থা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরামর্শদাতা, পরিচালক এবং ঋণলাভের শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে আর্থিক জগতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গুরুত্ব অপরিহার্য।

১২. **সরকারের ব্যাংক:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের সকল প্রকার আর্থিক হিসাব সম্পাদনের দায়িত্ব পালন করে এবং সরকারের পক্ষে দেশ ও বিদেশের সঙ্গে আর্থিক বিষয় সম্বন্ধীয় কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে।

১৩. **ব্যবসা উন্নয়ন:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যবসা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্যের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। এটি ছাড়া বৈদেশিক ব্যবসায়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

১৪. **শিল্প ও কৃষির উন্নয়ন:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি দেশের শিল্প ও কৃষির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। শিল্প ও কৃষি উন্নয়নের জন্যে অর্থসংস্থান এবং বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ সকল খাতের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে।

১৫. **সরকারের আর্থিক নীতি বাস্তবায়ন:** একটি দেশের আর্থিক সফলতা নির্ভর করে সুষ্ঠুভাবে আর্থিক নীতি বাস্তবায়নের উপর। এ আর্থিক নীতির সঠিক বাস্তবায়নের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপর। কেন্দ্রীয় ব্যাংক আর্থিক নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশের ব্যাংকব্যবস্থা এবং

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তথা মুদ্রাবাজারের উপর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অব্যাহত অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করে।

১৬. **পরিকল্পনাসমূহের বাস্তবায়ন:** কোনো একটি দেশের অব্যাহত অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন করার জন্যে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তার সফল বাস্তবায়ন অত্যাবশ্যক। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন খাতের উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে।[৩৯]

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে অর্থনীতিকে উন্নয়নের দিকে পরিচালিত করে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিচালনা এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুষম উন্নয়ন অর্জনে সাহায্য করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মালিকানায় ভিন্নতা পরিলক্ষিত হলেও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কার্যরত কেন্দ্রীয় ব্যাংকসমূহ সাধারণতঃ নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে :

১. **নোট ও ধাতব মুদ্রার প্রচলন:** দেশের মুদ্রাবাজারের চাহিদা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোট ও ধাতব মুদ্রার প্রচলন করে থাকে। যদিও পূর্বে অনেক বাণিজ্যিক ব্যাংক এ দায়িত্ব পালন করতো।

২. **মুদ্রার মান সংরক্ষণ:** দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেশের মুদ্রার মান সংরক্ষণ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি প্রধান কাজ।

৩. **স্বর্ণ মান সংরক্ষণ:** যদি কোনো দেশে স্বর্ণ মানের ভিত্তিতে মুদ্রা প্রচলন করার নীতি অনুসরণ করা হয় তবে সে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রয়োজনীয় স্বর্ণ বা রৌপ্য সংরক্ষণ করে থাকে।

৪. **সরকারের ব্যাংক:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংক হিসেবে কাজ করে থাকে। এটি সরকারের যাবতীয় অর্থ জমা রাখে এবং লেনদেন করে থাকে। এছাড়া প্রয়োজনে এটি সরকারকে স্বল্পমেয়াদী ঋণও প্রদান করে।

৫. **অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের আমানতের একটা নির্দিষ্ট অংশ জমা রাখে এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকের দুর্দিনে ঋণ প্রদান করে। এছাড়া সদস্য ব্যাংকগুলোকে প্রয়োজনীয় উপদেশ ও নির্দেশনা প্রদান করাও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত।

৬. **সরকারের উপদেষ্টা প্রতিনিধি:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ও প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে।

৭. **মুদ্রাবাজার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের মুদ্রাবাজারের পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক হিসেবে দেশের মুদ্রার পরিমাণ, মুদ্রাবাজার নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনা করে।

---

[৩৯] হোসেন, *ব্যাংকিং : নীতিমালা ও প্রয়োগ*, পৃ. ৪৪

৮. **ঋণ প্রদানঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংক তালিকাভুক্ত ব্যাংক এবং সরকারকে আর্থিক সংকটের সময় প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদান করে।

৯. **ঋণ নিয়ন্ত্রণঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রাবাজারের অভিভাবক হিসেবে সদস্য দেশীয় মুদ্রার মূল্যমান স্থিতিশীল রাখার জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত কার্যরত সমস্ত ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে।

১০. **নিকাশ ঘরঃ** দেশের অন্যান্য ব্যাংকের নিকাশ ঘর হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাজ করে থাকে।

১১. **বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশীয় মুদ্রা স্থিতিশীল রাখার জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণ করে থাকে।

১২. **অর্থনৈতিক তথ্যসংগ্রহ ও সরবরাহঃ** ব্যাংকিং ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট কেন্দ্রীয় ব্যাংক তথ্য সরবরাহ করে থাকে।

১৩. **অর্থনৈতিক গবেষণাঃ** অর্থনৈতিক ও ব্যাংকিং সেক্টরের উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন গবেষণাধর্মী কাজ পরিচালনা করে।

১৪. **উন্নয়নমূলক কার্যাবলিঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্যে তথ্য প্রদান, আমদানি রপ্তানি নীতি, শিল্পোন্নয়ন ও কৃষি উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রভৃতি উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকে।

১৫. **মূল্যস্তর স্থিতিশীল রাখাঃ** দেশের জনগণের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধির এবং মূল্যস্তর স্থিতিশীল রাখার জন্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাজ করে থাকে।

১৬. **ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে তোলাঃ** দেশের অভ্যন্তরে একটি সুষ্ঠু ও প্রতিযোগিতামূলক ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে থাকে।

১৭. **আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সৃষ্টিঃ** বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম কাজ বলে গণ্য করা হয়।

১৮. **বিবিধ কাজঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের পক্ষে আয় ব্যয়ের হিসাব রাখা, কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নে সহায়তা করা, সাধারণ বাংকিং কার্যসম্পাদন করা প্রভৃতি কাজ করে থাকে।[৪০]

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যক্রম

মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে যে ব্যাংক তার ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। অন্য কথায় যে ব্যাংক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে স্বল্পমেয়াদী ঋণ নিয়ে কারবার করে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। বাণিজ্যিক ব্যাংক জনসাধারণের কাছ থেকে তাদের সঞ্চিত অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে এবং উক্ত আমানত শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যে বিনিয়োগ করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করে।

---

[৪০] হোসেন, *ব্যাংকিং : নীতিমালা ও প্রয়োগ*, পৃ. ৪৭

Professor Gilbert এর মতে,

> A commercial bank is a dealer in capital or more property a dealer in money. He is the intermediate party between the borrower and the lender. He borrows from one party and lends to another and the difference between the terms at which he borrows and those at which he lends from the source of his profit.[৪১]
>
> বাণিজ্যিক ব্যাংক হলো পুঁজি অথবা টাকার ব্যবসায়ী। এ ব্যাংক শর্তসাপেক্ষে মধ্যস্তকারবারী হিসেবে এক পক্ষের নিকট থেকে টাকা ধার করে অন্য পক্ষকে পুনরায় সে টাকা ধার দেয় এবং ধার গ্রহণ ও প্রদানের পার্থক্যই এর মুনাফা।

বিশ্বকোষ প্রদত্ত সংজ্ঞানুসারে,

'বাণিজ্যিক ব্যাংক এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা চেকসহ জনগণের হিসাব সুবিধা প্রদান করে এবং যার অধিকাংশ সম্পদ কারবারী প্রতিষ্ঠানে ঋণের মাধ্যমে বিনিয়োজিত হয়ে থাকে।'[৪২]

অতএব যে ব্যাংক জনগণের সঞ্চিত অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে এবং গৃহীত আমানত ব্যবসা বাণিজ্যে বিনিয়োগ হিসেবে প্রদান করার মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য

একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ লক্ষ্য করা যায়:

ক. সংগঠন: এটি অংশীদারি অথবা যৌথ মূলধনী কোম্পানি হতে পারে।

খ. ঋণের ব্যবসা: বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল কাজ হলো ঋণের ব্যবসা করা। এসব ব্যাংক কম সুদে আমানত গ্রহণ করে এবং বেশি সুদে তা ব্যবসায়ীদের মধ্যে ঋণ হিসেবে বিতরণ করে। ইসলামী ব্যাংকের ক্ষেত্রে অবশ্য একথা ঠিক নয়। কারণ এসব ব্যাংক ঋণের ব্যবসার পরিবর্তে পণ্যের ব্যবসা করে এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ক্রয় বিক্রয়ের ঝুঁকি বহন করে মুনাফা অর্জন করে।

গ. মুনাফা/সুদ অর্জন: বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সুদ বা মুনাফা অর্জন করা।

ঘ. আমানত সংগ্রহ: বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বিভিন্ন ধরনের ডিপোজিট একাউন্টের মাধ্যমে জনগণের সঞ্চিত অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে।

ঙ. ঋণ সৃষ্টি: বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সংগৃহীত আমানত ব্যবসায়ীদের মধ্যে ঋণ বা বিনিয়োগ হিসেবে প্রদান করে এবং এর মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে।

চ. বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি: বাণিজ্যিক ব্যাংক সাধারণত চেক, ড্রাফট ও পে-অর্ডার ইস্যু করে যা লেনদেনের ক্ষেত্রে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

---

[৪১] Joseph Macardy, *Dictionary of Practical Commerce*, (Joseps Macardy & Co., 3, ST, James' Square), P. 41

[৪২] এ. এ. এম. হাবীবুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংকিং* (ঢাকা: হক প্রিন্টার্স, ২০০১), পৃ. ৫০

ছ. স্বল্পমেয়াদী ঋণ: মুদ্রাবাজারে স্বল্পমেয়াদী ঋণ দেয়াও বাণিজ্যিক ব্যাংকের একটি বৈশিষ্ট্য।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি

বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল লক্ষ্য মুনাফা অর্জন করা হলেও দেশের ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প উন্নয়নে সহায়তার সাথে সাথে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাণিজ্যিক ব্যাংক নানামুখী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক সাধারণত নিম্ন লিখিত পাঁচ ধরনের কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। যেমন:

১. সাধারণ কার্যাবলি

২. উন্নয়নমূলক কার্যাবলি

৩. প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলি

৪. সেবামূলক কার্যাবলি

৫. অন্যান্য কার্যাবলি

ক. সাধারণ কার্যাবলি[৪৩]

১. **আমানত গ্রহণ:** বাণিজ্যিক ব্যাংক চলতি, সঞ্চয়ী ও মেয়াদী হিসাবের মাধ্যমে জনগণের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করে থাকে।

২. **বিনিয়োগ প্রদান:** বাণিজ্যিক ব্যাংক এর প্রধান লক্ষ্য যেহেতু মুনাফা অর্জন সেহেতু এ ব্যাংক সংগৃহীত আমানত শিল্প, বাণিজ্য ও অন্যান্য খাতে মুনাফার ভিত্তিতে বিনিয়োগ প্রদান করে থাকে।

৩. **বিল বাট্টাকরণ:** বাণিজ্যিক ব্যাংক কখনও কখনও গ্রাহকদের বিল ডিসকাউন্টের ভিত্তিতে ক্রয় করে।

৪. **ঋণ ও আমানত সৃষ্টি:** ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত বিনিয়োগের অর্থ জনগণের কাছে চলে যাওয়ার পর ঐ অর্থের একটি অংশ পুনরায় আমানত আকারে ব্যাংকের কাছে জমা হয়। ঐ অর্থ পুনরায় ঋণ দেয়া হয় এবং একই পন্থায় আমানত আকারে ব্যাংকে ফেরত আসে। এভাবে ব্যাংক, ঋণ ও আমানত সৃষ্টি করে অর্থের আবর্তন ঘটায়।

৫. **বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি:** বাণিজ্যিক ব্যাংক আমানতকারীদেরকে চেক বই ইস্যু করে। এসব চেক, ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার পারস্পরিক লেনদেন মেটানোর কাজে ব্যবহৃত হয় এবং বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

৬. **অর্থ স্থানান্তর:** বাণিজ্যিক ব্যাংক তার গ্রাহক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা অন্যকোনো ব্যক্তির অনুরোধে নির্দিষ্ট কমিশনের বিনিময়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অর্থ প্রেরণ করে থাকে।

---

[৪৩] এ. এ. এম. হাবীবুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংকিং* (ঢাকা: হক প্রিন্টার্স, ২০০১), পৃ. ৫১

খ. উন্নয়নমূলক কাজ

১. **মূলধন গঠন:** বাণিজ্যিক ব্যাংক জনগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় আমানত হিসেবে গ্রহণ করে এবং দেশের শিল্প বাণিজ্যের পুঁজি বা মূলধন হিসেবে যোগান দেয়।

২. **ব্যবসা-বাণিজ্যে সহযোগিতা:** বাণিজ্যিক ব্যাংক অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ যোগান দিয়ে সহায়তা প্রদান করে।

৩. **ঋণ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা:** কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশে বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যাতে করে অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রা সংকোচনের মন্দ প্রভাব না পড়ে।

৪. **উৎপাদন খাতে বিনিয়োগ:** বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিনিয়োগ প্রদান করে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।[৪৪]

গ. প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলি

১. **গ্রাহকদের পক্ষে অর্থ সংগ্রহ:** গ্রাহকের প্রতিনিধি হিসেবে বাণিজ্যিক ব্যাংক গ্রাহকদের চেক, বিনিময় বিল, ড্রাফট এর অর্থ, ভাড়া, সুদ, লভ্যাংশ ও পেনশনের টাকা সংগ্রহ করে থাকে।

২. **গ্রাহকদের পক্ষে অর্থ পরিশোধ:** গ্রাহকদের অনুরোধে বাণিজ্যিক ব্যাংক গ্রাহকদের পক্ষে ভাড়া, বিল, প্রিমিয়াম ইত্যাদি পরিশোধ করে থাকে।

৩. **গ্রাহকদের শেয়ার, সিকিউরিটি ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয়:** বাণিজ্যিক ব্যাংক গ্রাহকদের প্রতিনিধি হিসেবে তাদের শেয়ার, সিকিউরিটি, বন্ড ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় করে থাকে।

৪. **সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ন:** মৃত ব্যক্তির উইল মোতাবেক বাণিজ্যিক ব্যাংক তার সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ন করতে পারে।

৫. **অর্থ বা দাবি পরিশোধ:** গ্রাহকদের দাবি অনুযায়ী তাদের জমাকৃত অর্থ চাহিবামাত্র পরিশোধ করাও ব্যাংকের কাজ।

ঘ. সেবামূলক কার্যাবলি

১. **মূল্যবান সামগ্রী সংরক্ষণ:** বাণিজ্যিক ব্যাংক গ্রাহকদের মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী, মূল্যবান দলিল পত্র, শেয়ার, সিকিউরিটি নিরাপদ হেফাজতে সংরক্ষণ করে থাকে।

২. **বিভিন্ন চেকের প্রবর্তন:** ভ্রমণকারীদের সুবিধার্থে ভ্রমণকারী চেকসহ অন্যান্য চেক ইস্যু করে বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রভূত উপকার সাধন করে থাকে।

---

[৪৪] এ. এ. এম. হাবীবুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংকিং* (ঢাকা: হক প্রিন্টার্স, ২০০১), পৃ. ৫২

৩. **তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ:** বাণিজ্যিক ব্যাংক গ্রাহকদের জন্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করে।

৪. **বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন:** অনুমোদিত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে গ্রাহকদের সেবা প্রদান করে থাকে।

৫. **উপদেষ্টা হিসেবে সহায়তা:** বাণিজ্যিক ব্যাংক গ্রাহকদেরকে ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে উপদেশ ও পরামর্শ দিয়ে সহায়তা দান করে থাকে।

৬. **বিল পরিশোধ:** অনেক সময় ব্যাংক মক্কেলদের পক্ষে বিমার প্রিমিয়াম, পানি, গ্যাস, টেলিফোন, বিদ্যুৎ ইত্যাদি বিল পরিশোধ করে থাকে।

৭. **কর্মসংস্থান:** একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যাংক সমাজ সেবা ছাড়াও প্রচুর লোকের কর্মসংস্থান করে।

৮. **ধনভাণ্ডার:** ব্যাংক ধনভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে। দেশের অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিলে ব্যাংক সরকারকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করে।[৪৫]

ঙ. অন্যান্য কার্যাবলি

উপরিউক্ত কার্যাবলি ছাড়াও বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য সম্বলিত সাময়িকী প্রকাশ করে ব্যবসায়ীদের সহায়তা করে। বিভিন্ন বিবরণী ও তথ্য সরবরাহ করে বাণিজ্যিক ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক ও সরকারকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়তা দান করে। বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের কর্মসংস্থান ও জীবন যাত্রার মানোন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

সুতরাং সমস্ত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বাণিজ্যিক ব্যাংক সরকারি কিংবা একক ও যৌথ মালিকানায় পরিচালিত হতে পারে। এর প্রধান কাজ আমানত সংগ্রহ ও এ আমানত বিনিয়োগ বা ঋণ হিসেবে প্রদান করা। আমানত প্রদানকারীকে মুনাফা বা সুদের একাংশ প্রদান করে নিজে মুনাফা অর্জন করা। বিভিন্ন আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে মুনাফা বৃদ্ধি করা। সরকারকে আর্থিক সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করা। সামাজিক কার্যক্রমে বিভিন্নভাবে অংশগ্রহণ করে উন্নয়ন সাধন করা।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যক্রমের পার্থক্য

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যক্রমের বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, উভয় প্রকার ব্যাংকের মাঝে কিছু মৌলিক ও কর্মগত পার্থক্য রয়েছে। নিচের টেবিলে সে বিষয়গুলো প্রদত্ত হলো:

---

[৪৫] হাবীবুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংকিং*, পৃ. ৫২

ক্র নং	বিষয়	কেন্দ্রীয় ব্যাংক	বাণিজ্যিক ব্যাংক
১	গঠন	কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের বিশেষ আইনের বলে প্রতিষ্ঠিত হয়।	বাণিজ্যিক ব্যাংক বেসরকারিভাবে যে কেউ দেশের ব্যাংকিং আইন অনুরসরণ করে গঠন করতে পারে।
২	মালিকানা	কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মালিক রাষ্ট্র বা সরকার। সকল কেন্দ্রীয় ব্যাংক রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন।	বাণিজ্যিক ব্যাংকের মালিকানা বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।
৩	উদ্দেশ্য	কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্দেশ্য দেশের উন্নয়ন।	বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মুনাফা অর্জন করা।
৪	নিকাশঘর	কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা তার কোনো শাখা নিকাশঘর হিসেবে কাজ করে।	বাণিজ্যিক ব্যাংক নিকাশঘরের সদস্য হিসেবে তাদের দেনাপাওনা নিষ্পত্তি করে।
৫	প্রতিনিধিত্ব	কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের প্রতিনিধি ব্যাংক হিসেবে কাজ করে।	বাণিজ্যিক ব্যাংক যেকোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতে পারে।
৬	নিয়ন্ত্রণ	কেন্দ্রীয় ব্যাংক শুধু সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়।	বাণিজ্যিক ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।
৭	মুদ্রা প্রচলন	কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোট ও মুদ্রা প্রচারের একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে।	বাণিজ্যিক ব্যাংকের নোট প্রচলনের কোনো অধিকার নেই।
৮	বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ	কেন্দ্রীয় ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ করে।	বাণিজ্যিক ব্যাংক এধরনের কাজ করে না।
৯	প্রতিযোগিতা	কেন্দ্রীয় ব্যাংক একক প্রতিষ্ঠান। তার সাথে কোনো প্রতিযোগিতা হয় না।	বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মাঝে তীব্র প্রতিযোগিতা বিদ্যমান।
১০	আইনগত সত্ত্বা	কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিশেষ আইনে প্রতিষ্ঠা লাভ করায় আইনগত সত্তা খুবই মজবুত।	বাণিজ্যিক ব্যাংকের আইনগত সত্তা দুর্বল।

অতএব বলা যায়, গঠন, মালিকানা, উদ্দেশ্য, শাখা, প্রতিনিধিত্ব, নিকাশঘরের সাথে সংশ্লিষ্টতা, বিভিন্ন বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা, মুদ্রা প্রচলন, প্রতিযোগিতা, আইনগত সত্তা, মর্যাদাসহ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। এ দুধরনের ব্যাংকের কার্যক্রম মূলত ভিন্নধর্মী, তবে পরস্পর পরস্পরের সাথে জড়িত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা

ইসলামী ব্যাংক একটি আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান। ব্যাংকিং খাতে ইসলামের অর্থনৈতিক নীতিমালার প্রয়োগ ঘটানোই এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ। সকল কার্যক্রম ইসলামী শরিয়াহ নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালনা, সকল আর্থিক লেনদেনে সুদকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা ইসলামী ব্যাংকিং-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক, ব্যক্তিগত, বাণিজ্যিক, পারস্পরিক সম্পর্ক, অধিকার প্রভৃতি ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবন বিধান দিয়েছেন যা মানবজাতির জন্য কল্যাণকর। অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান তথা ইসলামী অর্থব্যবস্থা কায়েম করতে হলে ইসলামী ব্যাংক এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এই পরিচ্ছেদে ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা, ইতিহাস ও কার্যক্রম নিয়ে আলোচলা করা হবে। এ পরিচ্ছেদটি নিম্নোক্ত তিনটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত:

প্রথম অনুচ্ছেদ : ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা উৎপত্তির ইতিহাস

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম

প্রথম অনুচ্ছেদ: ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা

ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পূর্বে বা ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠাকালে ইসলামী ব্যাংকের কোনো সংজ্ঞা প্রদান করা হয়নি। ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠাকারীদের উদ্দেশ্য ছিল সুদ থেকে মুসলমানদের বাঁচানোর একটি ব্যবস্থা করা। কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে সুদ একটি জঘন্য অপরাধ, কুরআনে এ অপরাধে অপরাধীদের কঠোর হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

এসব কারণে মুসলমানদের মধ্যে দীর্ঘদিন থেকে সুদমুক্ত জীবনযাপনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। তারা চাচ্ছিল সুদভিত্তিক অর্থনীতি পরিহার করে সুদমুক্ত অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করতে। ষাটের দশকের শুরুতে কিছু বিজ্ঞ ইসলামী চিন্তাবিদ, ফকীহ্, গবেষক ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা প্রবর্তনের চিন্তাভাবনা করেন। ১৯৫৪ সালে কলেজ অব ইসলামীক রিসার্চের প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ইসলামী বিশেষজ্ঞগণ প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার বিকল্পরূপে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতি গড়ে তোলার উপায় নিয়ে আলোচনা করেন।

১৯৬২ সালে মালয়েশিয়ায় 'পিলগ্রিম সেভিংস কর্পোরেশন' নামে সুদমুক্ত একটি সংস্থা কায়েম করা হয়। এরপর ১৯৬৩ সালে মিসরে মিটগামার নামে এক গ্রামে আধুনিক বিশ্বের প্রথম সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার দু'টি ধারা প্রচলিত রয়েছে। একটি

সাধারণ, অন্যটি ইসলামী। ইসলামী ব্যাংকিং দেশে দেশে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বাংলাদেশেও সাধারণ জনতার কাছে এ ব্যাংকের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা

ইসলামী ব্যাংক একটি আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান। ব্যাংকিং খাতে ইসলামের অর্থনৈতিক নীতিমালার প্রয়োগ ঘটানোই এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সুদ নির্মূল করে ইসলামী অর্থনীতির আলোকে আর্থসামাজিক পুনর্গঠন করা ইসলামী ব্যাংকের প্রধান কাজ। ইসলামী ব্যাংক এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা উল্লেখ করার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক, গবেষক ও সংস্থা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে মতামত ব্যক্ত করেছেন, নিচে সেগুলোর কয়েকটি উপস্থাপন করা হলো:

১. ইসলামী নীতিমালা অনুসরণকারী ও সুদ বর্জনকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যেমন:

ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (OIC) ১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাসে সেনেগালের রাজধানী ডাকারে অনুষ্ঠিত মুসলিম দেশসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে ইসলামী ব্যাংকের একটি সুনির্দিষ্ট ও সর্বসম্মত সংজ্ঞা নিরূপণ করে তা হলো:

> Islamic Bank is a financial institution whose statutes, rules, and procedures expressly state its commitment to the principles of Islamic Shariah and to the banning of the receipt and payment of interest on any of its operations.[৪৬]
>
> ইসলামী ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা তার উদ্দেশ্য, মূলনীতি ও কর্মপদ্ধতির সকল স্তরে ইসলামী শরিয়ার সকল নীতিমালা মেনে চলতে বদ্ধপরিকর এবং তার কর্মকাণ্ডের সকল পর্যায়ে সুদ বর্জন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

অধ্যাপক ড. এম. এ. হামিদ এর মতে,

> Islamic Bank is a multi-financial institution that conducts its activities according to the principles of Islamic Shariah banking of Riba in particular, in all its operations and helps to achieve the socio-economic goals of an Islamic society.[৪৭]
>
> ইসলামী ব্যাংক এমন এক বহুমুখি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা ইসলামী সমাজের আর্থসামাজিক লক্ষ্যসমূহ অর্জনের উদ্দেশ্যে ইসলামী শরিয়াহ ব্যাংকিং এর নীতি অনুসারে বিশেষভাবে সুদকে পরিহার করে তার সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে।

---

[৪৬] IERB, *Text book on Islamic Banking* (Dhaka : Islamic Economics Research Bureau, 2003), P. 71

[৪৭] এম. এ. হামিদ, *ইসলামী অর্থনীতি: একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ*, (রাজশাহী: অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, জুলাই ১৯৯৯), পৃ. ১৪৯

ড. মোহাম্মাদ হায়দার আলী মিয়ার মতে,

> Islamic Bank is a financial institution that will not receive or pay interest in any of its forms and its all activities will be in accordance with the principles of Islamic Shariah.[৪৮]
>
> ইসলামী ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যার কর্মকাণ্ড ইসলামী শরিয়ার নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত হয় এবং লেনদেনের কোনো অবস্থাতেই সুদ গ্রহণ ও প্রদান করে না।

২. সকল ক্ষেত্রে শরিয়াহ অনুসরণকারী নতুন ব্যাংকিং ধারা, যেমন-

ইসলামী ব্যাংকসমূহের আন্তর্জাতিক সংস্থা International Association of Islami Banks (IAIB) কর্তৃক ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা প্রদান করে বলা হয়েছে,

> The Islamic Bank basically implements a new banking concept, in that it adheres strictly to the ruling of the Islamic Shariah in the fields of finance and other dealings. Moreover, the bank which is functioning in this way must reflect Islamic Principles in real life. The bank should work towards the establishment of an Islamic society; hence, one of its primary goals is the deepening of the religious spirit among the people.[৪৯]
>
> ইসলামী ব্যাংক মূলত একটি নতুন ব্যাংকিং ধারণাকে বাস্তবে রূপ দেয়। যাতে তার ফাইন্যান্স এবং অন্যান্য কার্যক্রম এর ক্ষেত্রে ইসলামের বিধি-বিধান কঠোরভাবে মেনে চলে। অধিকন্তু, ইসলামী ব্যাংক এভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে বাস্তব জীবনে ইসলামী বিধিবিধানকে অবশ্যই প্রতিবিম্বিত করবে। ব্যাংককে একটি ইসলামী সমাজ বিনির্মাণ করার লক্ষ্যে কাজ করা উচিত এবং সেজন্য এর অন্যতম প্রাথমিক লক্ষ্য হলো জনগণের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা গভীরভাবে প্রোথিত করা।

আল্লামা সাইয়্যেদ আল হাওয়ারী বলেন,

> ইসলামী আকীদার উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকই হলো ইসলামী ব্যাংক। এটি অন্যান্য ব্যাংকের থেকে বিশ্বাস ও নৈতিকতার দিক থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী একটি ব্যাংক। তাই এ ব্যাংক ইসলামী অর্থনীতির নিয়ম-পদ্ধতি ও বিশ্বাস গ্রহণ করেছে। ইসলামী অর্থনীতি এ বিশ্বাস ও মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যে, আল্লাহ তাআলা এ বিশ্ব জগতের সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই এ পৃথিবীর একমাত্র মালিক। মানুষ তার প্রতিনিধি মাত্র। এ

---

[৪৮] হায়দার আলী মিয়া, *এ ওয়ে টু ইসলামী ব্যাংকিং: কাস্টমস এন্ড প্রাকটিস* (ঢাকা: সাহেরা হায়দার প্রকাশিত, ২০০৮), পৃ. ৬

[৪৯] *জার্নাল অব ইসলামীক ব্যাংকিং এন্ড ফাইন্যান্স*, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব ইসলামী ব্যাংকস্, করাচি আঞ্চলিক অফিস কর্তৃক প্রকাশিত জার্নাল, ভলিউম-৪:১, পৃ. ৩১

নীতি এটা দাবি করে যে, সম্পদ এ বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই পরিচালিত হোক এবং মৌলিক বিশ্বাস ও শিক্ষার বাইরে পরিচালিত না হোক।[৫০]

ড. জিয়াউদ্দীন আহমাদ বলেন,

> Islamic Banking is essentially a normative concept and could be defined as the conduct of banking in consonance with the ethos of the value system of Islam.[৫১]
>
> ইসলামী ব্যাংকিং হলো একটি নীতিগত ধারণা এবং এটিকে ইসলামী মূল্যবাধের ভিত্তিতে পরিচালিত ব্যাংকিং হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়।

আবদুল মজিদ ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন,

> Islamic Bank as owned by the shareholders, was established to conduct banking and investment activities in accordance to the Islamic Shariah and its (own) articles of association.[৫২]
>
> ইসলামী ব্যাংক তার শেয়ারহোল্ডারদের মালিকানাধীন এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার সকল ব্যাংকিং এবং বিনিয়োগ কার্যক্রম ইসলামী শরিয়াহর নীতিমালা এবং (নিজস্ব) আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন অনুযায়ী পরিচালিত হয়।

৩. ইসলামী ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, যেমন-

১৯৮৩ সালে মালয়েশিয়ার পার্লামেন্টে ইসলামী ব্যাংকিং আইন পাস করা হয়। ঐ আইনে ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা প্রদান করে বলা হয়:

> Islamic Bank is a company which carries on Islamic Banking business... Islamic Banking business means banking business whose aims and operations do not involve any element which is not approved by the religion Islam.[৫৩]
>
> ইসলামী ব্যাংক এমন একটি কোম্পানি, যা ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবসায় নিয়োজিত। ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবসা হচ্ছে এমন এক ধরনের ব্যাবসা যার লক্ষ্য এবং কার্যক্রমের কোথাও এমন কোনো উপাদান নেই যা ইসলাম অনুমোদন করেনি।

---

[৫০] সাইয়্যেদ আল-হাওয়ারী, *ইসলামী ব্যাংকিং*, অনু: মোস্তাক মোহাম্মাদ (ঢাকা: কামিয়াবে প্রকাশন লিমিটেড, ২০১০), পৃ. ৬১

[৫১] মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যাবস্থা* (ঢাকা: সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামীক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ-২০১০), পৃ. ৮২

[৫২] Abdul Wassy Haqiqi & Felix Pomoranz, '*Accounting Needs of Islamic Banking*', Journal of Islamic Banking and Finance, January-March 2004, No. 1. (Karachi : IAIB (Asian Region), Pakistan), P. 73

[৫৩] John R. Presley, "Directory of Islamic Financial Institutions", Islamic Banking Act Malaysia 1983 (Act-276), P. 312

এছাড়াও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামীক স্কলার ড. শাওকী ইসমা'ঈল সাহতা ইসলামী ব্যাংক সম্পর্কে বলেন: ইসলামী ব্যাংকিং হলো একটি নীতিগত ধারণা এবং এটিকে ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে পরিচালিত ব্যাংকিং হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়।[৫৪]

৪. আর্থসামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠাকারী ব্যাংকব্যবস্থা

অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন এর মতে,

ইসলামী ব্যাংক হলো, ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী আর্থসামাজিক সুবিচার কায়েমের লক্ষ্যে ইসলামী শরিয়তের নীতিমালার আলোকে পরিচালিত ব্যাংক।

উপরিউক্ত সংজ্ঞা থেকে ইসলামী ব্যাংকের কয়েকটি বিষয় পরিলক্ষিত হয়। যেমন,

১. **সৎ উদ্দেশ্য:** ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ও এর কারবারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে ইনসাফভিত্তিক অর্থনৈতিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা। কেবলমাত্র মুনাফা অর্জন করা এর লক্ষ্য নয়।

২. **সুদ বর্জন:** ইসলামী ব্যাংক তার লেনদেনের সকল ক্ষেত্রে সুদকে বর্জন করে চলে। ইসলামী ব্যাংক প্রচলিত ব্যাংকের মতো ঋণের ব্যবসা করে না এবং সুদের লেনদেন সম্পূর্ণ পরিহার করে চলে।

৩. **বৈধ কারবারে বিনিয়োগ:** ইসলামী ব্যাংক কেবলমাত্র বৈধ ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে। কোনো হারাম ব্যবসা যেমনঃ মদ বা জুয়া জাতীয় ব্যবসায় বিনিয়োগ করে না।

৪. **হালাল পন্থায় কারবার:** ইসলামী ব্যাংক হালাল ব্যবসায়ে বিনিয়োগের সাথে সাথে বিনিয়োগের পন্থা ও পদ্ধতিতে ও ইসলামী নীতি অনুসরণ করে। ক্রয় বিক্রয় নিশ্চিতকরণ, ক্রেতা ও বিক্রেতার যথাযথ সম্মতির ভিত্তিতে ক্রয় বিক্রয়, ইসলামী শরিয়ার ভিত্তিতে চুক্তি সম্পাদনসহ যাবতীয় ইসলামী বিধিবিধান যথাযথভাবে পালন করে।

৫. **মুনাফার ভিত্তিতে বিনিয়োগ:** ইসলামী ব্যাংক সুদকে বর্জন করে, হালাল ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে। বিনিয়োগের মুনাফার একটা অংশ আমানতকারীদের মধ্যে বিতরণ করে এবং বাকি অংশ ব্যাংকের আয় হিসেবে গণ্য করে।

সর্বোপরি ইসলামী ব্যাংক হল এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি, যা তার সকল কার্যক্রমে সুদ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে চলে এবং এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম এমনভাবে পরিচালিত হয়, যাতে ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। লাভ-লোকসানের অংশীদারিত্ব এবং একটি ন্যায়ানুগ ও ভারসাম্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইসলামী ব্যাংকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

ইসলামী ব্যাংক সুদমুক্ত ব্যাংক। ব্যাংকিং কার্যক্রমে, আর্থিক বিনিময়ে এ ব্যাংক সুদকে পুরোপুরি বর্জন করে। ইসলামী ব্যাংক শুধু ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ব্যাংকব্যবস্থাকে সুদমুক্ত করে না; বরং

[৫৪] F. R. Faridi, *Aspects of Islamic Economics and the Economy of Indian Muslims*, (New Delhi: Institute of Objective Studies-1993), P. 133

ইসলামী নিয়মনীতির মধ্যে ইসলামী অর্থব্যবস্থার উপরও গুরুত্বারোপ করে। মুসলিম জাহানে বিগত দু'শত বছর ধরে যে ব্যাংকব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে তার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। সুদভিত্তিক এ ব্যাংকব্যবস্থা সম্পর্কে খোদ এ ব্যবস্থা প্রবর্তকরাই হতাশা ব্যক্ত করেন।

অর্থনীতিবিদ J. M. Keynes বলেন, "সুদ-ব্যবসা সম্পদ বৃদ্ধির পথে মূল বাধা। একমাত্র সুদের শূন্য হারই (০%) সমাজে পূর্ণ কর্মসংস্থান করতে পারে।"

রডনি উইলসন সরল স্বীকারোক্তি দিয়েছেন, "সুদ একটি সম্পূর্ণ অনুৎপাদনশীল খাত"[৫৫] সুদের এ সর্বজনীন অপকারিতার কারণে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল দেশের মানুষ সুদহীন বিকল্প ব্যাংকব্যবস্থা প্রবর্তনের চিন্তা করছে। বলা বাহুল্য, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থাই সুদী ব্যাংকব্যবস্থার একমাত্র কল্যাণকর বিকল্প। বর্তমান বিশ্বের দরিদ্রতা, সামাজিক অনাচার, অর্থনৈতিক বৈষম্য, বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি, আয় বণ্টনের অসমতা প্রভৃতি দূর করতে ইসলামী ব্যাংকের বিপুল প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

নিম্নে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার কিছু প্রয়োজনীয় দিক তুলে ধরা হলো:

১. সুদমুক্ত আর্থিক লেনদেনে: ইসলামে সুদ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে এবং এই নিষেধাজ্ঞার ওপর সর্বাধিক কঠোরতা আরোপ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদ ও হাদীসে সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে। যেমন, মহান আল্লাহ বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضْعَٰفًا مُّضَٰعَفَةً ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

যারা ঈমান এনেছো শোনো! তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ খেয়ো না। আর আল্লাহকে ভয় করো। তাহলে তোমরা কল্যাণ লাভ করবে।[৫৬]

بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰوا

কাফিররা বলে, কেনাবেচা তো সুদের মতোই। অথচ আল্লাহ কেনাবেচা হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।[৫৭]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ۚ وَ اِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَ لَا تُظْلَمُوْنَ

যারা ঈমান এনেছো, শোনো ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে সকল বকেয়া আছে তা পরিত্যাগ করো। যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো। এরপরও যদি তোমরা তা ত্যাগ না করো তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শোনো। কিন্তু তোমরা যদি তওবা করো তবে নিজেদের মূলধন পেয়ে যাবে। তোমরা কারো প্রতি অত্যাচার করো না, তোমাদের প্রতিও অত্যাচার করা হবে না।[৫৮]

---

[৫৫] Rodney Wilson, *Economics, Ethics and Religion*, (NewYork, University Press-1997), P. 33-34

[৫৬] সূরা আলে-ইমরান, আয়াত-১৩০

[৫৭] সূরা আল-বাকারা, আয়াত-২৭৫

[৫৮] সূরা আল-বাকারা, আয়াত-২৭৮-৭৯

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

دِرْهَمٌ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ، أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً

যে ব্যক্তি জেনে-শুনে সুদের একটি মুদ্রাও ভক্ষণ করে তা তার জন্যে ৩৬ বার ব্যভিচারের চেয়েও কঠিনতম অপরাধ হিসেবে পরিগণিত হয়।[৫৯]

রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেছেন,

الرِّبَا سَبْعُونَ حَوْبًا ، أَيْسَرُهَا نِكَاحُ الرَّجُلِ أُمَّهُ

সুদের পর্যায়ক্রমিক অপরাধের ৭০টি স্তর আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে নিম্নতম স্তরটি নিজ মাকে বিয়ে করার সমান।[৬০]

কোনো মুসলিম সুদের এ ভয়ঙ্কর নিষেধাজ্ঞা জানার পর তার পক্ষে সুদভিত্তিক লেনদেনের সাথে জড়িত থাকা ঈমানের পরিপন্থি বিষয়। মিথ্যা বলা যেমন হারাম, শুকরের গোশত খওয়া যেমন হারাম, বিনা অপরাধে খুন-জখম করা যেমন হারাম, সুদ তার চেয়েও কঠিন হারাম। প্রচলিত ব্যাংকিং কার্যক্রমে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সুদের লেনদেন করতে বাধ্য হয়। এর মাধ্যমে তার অর্থনৈতিক জীবন কলুষিত হয়। সে আঁখিরাতের চিরস্থায়ী ধ্বংসের মুখোমুখি হয়। ইসলামী ব্যাংক ব্যক্তিকে এই বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে রক্ষা করে সুদমুক্ত লেনদেনে সহযোগিতা করে। সুতরাং সুদভিত্তিক লেনদেনের বিকল্প হিসেবে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা একটি ঈমানী দায়িত্বের প্রতিফলন।

২. হালাল পণ্য ব্যবসায়: প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থা মদ, মাদক দ্রব্য, শুকরসহ সকল প্রকার হারাম বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়ে অর্থায়ন করে। ইসলাম মানুষকে এ সকল পণ্য ব্যবসায়ের অনুমতি দেয় না। ইসলাম কেবল হালাল পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের নির্দেশ দেয়। কিন্তু প্রচলিত ব্যাংক এক্ষেত্রে কোনো রকম বাছ-বিচার করে না বলে এর সাথে লেনদেন করা ঈমান ও আকিদার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। তাই সকল দিক থেকে হালাল পণ্যের ব্যবসা করার জন্যে ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠা অনিবার্য।

৩. কর্মসংস্থান সৃষ্টি: ইসলামের সুদ বিরোধী নীতির কারণেই ইসলামী ব্যাংক সুদ ভিত্তিক বিনিয়োগ করতে পারে না। মুনাফার বাধ্যতামূলকভাবে নতুন নতুন শিল্পকারখানা ও উৎপাদনমুখী নানা প্রকল্প চালু করতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই এ সকল শিল্পকারখানা ও প্রকল্পসমূহে বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়। কর্মমুখী, শ্রমনির্ভর এবং বেকার সমস্যা সমাধান কার্যকর ব্যাংক হিসেবেও তাই ইসলামী ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

৪. ইনসাফপূর্ণ ব্যাংকিং: সুদভিত্তিক ব্যাংকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতি সীমাহীন। সুদ-নির্ভর প্রতিষ্ঠান সুদের মাধ্যমে সমাজের মানুষকে শোষণ করে। কম হারে সুদ দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে মানুষের

---

[৫৯] ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদে আহমাদ*, খন্ড-৫, হাদীস নং - ৩৩৭৫, পৃ. ২২৫
[৬০] হাকীম আল-নিশাপুরী, *মুসতাদরাকুল আল-হাকীম*, খন্ড-৫, হাদীস নং -৫৩৩, পৃ. ৩৭

নিকট থেকে আমানত সংগ্রহ করে। কোনো রকম শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা না করে বা উৎপাদনমুখী কোনো কার্যক্রম পরিচালনা না করে উক্ত আমানত অধিকতর উচ্চ হারের সুদে মানুষকে ঋণ দেয়। ঋণগ্রহীতা তার শ্রম ও মেধা দিয়ে সে ঋণ উৎপাদনে বিনিয়োগ করে। ব্যক্তির লাভের সিংহভাগ এবং তার শ্রম ও মেধার বেশিরভাগ অর্জন উচ্চহারের সুদের কারণে ব্যাংক শোষণ করে নেয়। প্রচলিত ব্যাংকের এ জাতীয় শ্রম শোষণ, বিনিয়োগের সুফল ও বিনিয়োগকারীর মেধা শোষণের কারণে বাধ্য হয়ে ব্যবসায়কারীরা তাদের নৈতিকতা বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়। তারা মানহীন পণ্য তৈরি করে বা পণ্যের ওপর সুদের বাড়তি মূল্য যোগ করে দেয়। ফলে পণ্যের দাম বাড়ে শ্রমিকের প্রকৃত মজুরী অনেক কমে যায়। ইসলামী ব্যাংকিং এ সকল অব্যবস্থা মোকাবেলার একমাত্র বিকল্প হতে পারে। কেননা এ ব্যাংক সুদে বিনিয়োগ করে না এবং একচেটিয়া লাভ গ্রহণ করে না। বরং উৎপাদনে বিনিয়োগে বিপণনে অংশীদার হিসেবে কাজ করে বলে ব্যক্তি সর্বোচ্চ ন্যায়নীতি ও অর্থনৈতিক সুবিচারের সুবিধা লাভ করে। ব্যাংকিং ক্ষেত্রে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্যে ইসলামী ব্যাংক তাই অবিকল্প প্রতিষ্ঠান।

৫. সেবামূলক কাজ: ইসলামী ব্যাংক আদতে কোনো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান নয়। মানবতার পক্ষে এ হলো এক অসাধারণ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। মানবিক বিপর্যয়ে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ইসলামী ব্যাংক তার ফান্ড অবারিত করে। এছাড়া সার্বক্ষণিক মানব সেবা নিশ্চিত করার জন্যে নিজের রিজার্ভ ফান্ডের যাকাত, সন্দেহজনক সকল আয় এবং সাধারণ মানুষের নিকট থেকে গৃহীত দানের ভিত্তিতে সেবা ফান্ড গঠন করে। ইসলামী ব্যাংক ছাড়া অন্য কোনো ব্যাংক সেবার ক্ষেত্রে এমন ভূমিকা পালন করতে পারে না।

৬. গরীব সঞ্চয়কারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ: ইসলামী ব্যাংকে মুনাফার হার অনির্ধারিত থাকে। মুনাফা বেশি হলে অর্থ জমাকারীও অধিক হারে মুনাফা পায়। বিষয়টি বিশেষভাবে গরীব সঞ্চয়কারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে। সরাসরি উৎপাদনমুখী বিনিয়োগে জড়িত থাকায় ইসলামী ব্যাংকিংয়ে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সাথে সাথে ব্যাংকের মুনাফাও বাড়ে। আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায় আমানতকারীর মুনাফার পরিমাণ। ফলে গরীব সঞ্চয়কারীও মূল্যবৃদ্ধির উচ্চহারে দিশেহারা হয় না।

৭. আয় বৈষম্য হ্রাস: ইসলামী ব্যাংকিং আয় বৈষম্য তৈরি করে না, বৃদ্ধিও করে না; বরং হ্রাস করে। সাধারণ ব্যাংকিংয়ে মুদ্রাস্ফীতি ঘটলে যে লাভ দাঁড়ায় তার সবটুকুর মালিক হয় ব্যবসায়ী। কেননা ব্যাংক ব্যবসায়ীর নিকট নির্ধারিত হারের সুদের চেয়ে বেশি অংশ দাবি করতে পারে না। ফলে ব্যবসায়ী হঠাৎ কোটিপতি বনে যায়। বঞ্চিত হয় ব্যাংক। বঞ্চিত হয় সাধারণ আমানতকারীরা। কেননা পরিশোধযোগ্য হার নির্ধারণ করে দেওয়ায় মুদ্রাস্ফীতি বা অন্য কোনো কারণে বিপুল লাভে ব্যাংক বা সাধারণ আমানতকারীর অংশগ্রহণ থাকে না। এতে বিপুল আয় বৈষম্য তৈরি হয়। ইসলামী ব্যাংকিংয়ে এমন ব্যাপার হতে পারে না। কেননা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা পরিচালিত হয় বলে ব্যবসায়ী লাভের একক মালিক হয় না। বরং আনুপাতিক হারে লাভের একটা অংশ পায় ব্যাংক এবং ব্যাংকের মাধ্যমে সাধারণ আমানতকারীরা। ফলে

ব্যবসায়ী যেমন আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হতে পারে না, আর জমাকারীরাও রাতারাতি সর্বহারায় পরিণত হয় না। আয় বৈষম্য হ্রাস পেয়ে একটা সহনীয় ও গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে নেমে আসে।

৮. কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি: সুদ মানুষকে কর্মবিমুখ করে। অনায়াস লভ্য আয় লাভের লোভে মানুষ সুদে টাকা খাটায়। লোকসানের ঝুঁকি থাকায় উৎপাদনে ব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগ করে না। ফলে বিনিয়োগ কমে। কমে কাজের সুযোগ ও ক্ষেত্র। ইসলামী ব্যাংকিং-এ এমন অনায়াসলব্ধ আয়ের কোনো সুযোগ নেই। এখানে জমাকারীরা যেমন লোকসানের ঝুঁকি বহন করে, তেমনি ব্যাংকও ব্যবসায় বিনিয়োগ করে লোকসানের ঝুঁকি গ্রহণ করে। দ্বি-পাক্ষিক ঝুঁকির কারণে দু'পক্ষই দক্ষতার সাথে পুঁজি খাটিয়ে ব্যবসায় করে বা উৎপাদনে অর্থ বিনিয়োগ করে। ফলে কর্মবিমুখতার পরিবর্তে কর্মতৎপরতা তৈরি হয়।

৯. অপচয় রোধ: সুদী ব্যাংক জামানতমুখী ঋণদানে তাই তারা দক্ষতাকে গুরুত্ব দেয় না। এজন্যেই সুদী ব্যাংকে ঋণখেলাপী সমস্যা প্রকট হয়ে ওঠে। ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দক্ষতাকেই সবচেয়ে বড় বিবেচ্য মনে করে। কেননা এ ব্যাংকের পুঁজি অদক্ষ হাতে চলে গেলে তার অস্তিত্ব-বিপন্ন হয়ে পড়ে। ইসলামী ব্যাংকিং এ দক্ষ হাতে পুঁজি বিনিয়োগ হয় বলে জাতীয় সম্পদের অপচয় হয় না।

১০. পূর্ণাঙ্গ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে তালো: ব্যাংকব্যবস্থাকে কেবল ঋণদাতার ভূমিকায় না রেখে পরিপূর্ণ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ইসলামী ব্যাংকের প্রয়োজন।

১১. সামাজিক সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা: লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে অর্জিত মুনাফা বণ্টনের ভিত্তিতে সমাজে সাম্য ও ন্যায়বিচার কায়েম করার জন্য ইসলামী ব্যাংকের প্রয়োজন।

১২. সুদ নির্মূলকরণ: ব্যাংকব্যবস্থা থেকে সুদ বিলোপ করার মাধ্যমে আল্লাহর একটি ফরয নির্দেশের বাস্তবায়ন করতে ইসলামী ব্যাংকের বিকল্প নেই।

১৩. হালাল উপার্জনে উদ্বুদ্ধকরণ: মানুষকে হালাল ব্যবসায়িক পদ্ধতি ও রুজীর মাধ্যমে ইসলামী বিধান পালনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ইসলামী ব্যাংক ভূমিকা রাখে।

১৪. যথাযথ অর্থায়ন: ইসলামী শরিয়ার মৌলিক দাবি অনুযায়ী সমাজে অনগ্রসর গোষ্ঠীকে এগিয়ে আনা এবং অবহেলিত বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জরুরি মৌলিক চাহিদা পূরণের উপযাগী ব্যবসায়-শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা ও কৃষিক্ষেত্রে প্রাধান্যভিত্তিক অর্থায়ন করার জন্য ইসলামী ব্যাংকের প্রয়োজন।

১৫. সামষ্টিক আয় বৃদ্ধি: বিত্তহীন, সহায় সম্বলহীন, স্বল্প আয়সম্পন্ন লোক ও বেকার যুবক-যুবতীদের আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত করে তাদের আর্থিক উন্নয়নে সহায়তা দান করার জন্য ইসলামী ব্যাংক প্রয়োজন।

১৬. আর্থিক ক্ষেত্রে নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা: অর্থনীতিতে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও সম্পদের অপব্যবহার দূর করে সেখানে কঠোর নৈতিক শৃঙ্খলা পালনের সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করা ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমেই সম্ভব।

১৭. সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ: সম্ভাবনাময় নতুন নতুন ক্ষেত্রে অর্থায়নের মাধ্যমে আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদরাশির যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করতে ইসলামী ব্যাংকের প্রয়োজন।[৬১]

উল্লিখিত আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমের জন্য ইসলামী ব্যাংকিং সবচেয়ে সহজ ও উত্তম সমাধান।

ইসলামী ব্যাংকিং-এর প্রভাব

১. বিনিয়োগ: ইসলামী ব্যাংকিং বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে বিনিয়োগে উৎসাহিত করে। সুদভিত্তিক ব্যাংকের বিনিয়োগ হয় সীমিত আকারে। বিনিয়োগ সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে সুদভিত্তিক ব্যাংক বিনিয়োগ করতে পারে না। যেমন, যদি পাঁচটি প্রস্তাব আসে যেগুলোর মুনাফার সম্ভাব্য হার ৫%, দ্বিতীয়টিতে ১০%, তৃতীয়টিতে ১৫%, চতুর্থটিতে ২০% এবং পঞ্চমটিতে ২৫% ভাগ। সুদভিত্তিক ব্যাংক থেকে ১০ % হারে ঋণ গ্রহণ করে কোনো উদ্যোক্তাই ৫% ও ১০% ভাগ লাভের বিনিয়াগ প্রস্তাবে অর্থ বিনিয়োগ করবে না।[৬২] কেননা তাহলে সে ব্যাংককে মূলধন বা সুদ কোনোটাই ফেরত দিতে পারবে না। ফলে বিনিয়োগের সম্ভাব্য বিশাল দুটি ক্ষেত্রে কোনো বিনিয়োগই হবে না। ইসলামী ব্যাংকিং-এ এমন অবস্থা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কেননা এ ব্যাংকিং-এ সুদের স্থান নেই বলে সকল ক্ষেত্রে বিনিয়োগ সম্ভাবনা তৈরি হয়।

২. ঝুঁকিপূর্ণ লাভজনক প্রকল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধি: সুদভিত্তিক ব্যাংক ঝুঁকিপূর্ণ কিন্তু অত্যন্ত লাভজনক প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করে। কেননা ঋণ গ্রহীতা লাভ করুক বা না করুক তাকে সুদসহ ব্যাংকের মূলধন ফেরত দিতে হয়। ফলে সে তুলনামূলক কম লাভ হলেও ঝুঁকিহীন খাতে অর্থ বিনিয়োগ করে নিশ্চিত থাকতে চায়। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকিং এর বিষয় তা নয়। ইসলামী ব্যাংকিং যেহেতু লাভ-লোকসানে সমান অংশীদার সে কারণে ব্যক্তি অত্যন্ত লাভজনক কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ খাতে বিনিয়োগ করতে দ্বিধা করে না। এর ফলে দু'একটা প্রজেক্টে লোকসান হলেও চূড়ান্ত বিবেচনায় লাভ হয় অনেক বেশি। ধরা যাক অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এবং অত্যন্ত লাভজনক (২০০% ভাগ লাভ) ৫ টি প্রজেক্টে ইসলামী ব্যাংক ১, ০০০ টাকা করে ৫, ০০০ টাকা বিনিয়োগ করলো। এর মধ্যে চারটি প্রজেক্ট লাভ করলো ৮, ০০০ টাকা, একটি প্রজেক্ট মূলধনসহ লোকসানের শিকার হলো। তারপরও ৫০%-৫০% অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যাংকের মোট লাভ হলো ৩, ৫০০ টাকা। ১০% সুদে বিনিয়োগ করলে এটা হতো কেবল ৫০০ টাকা অথচ ইসলামী ব্যাংকিং এই পাঁচটি বিনিয়োগ আরো অনেক সুযোগ তৈরি করেছে।[৬৩] যেমন, পাঁচটি প্রজেক্টের জন্য কাঁচামাল সরবরাহ করতে উৎপাদন বাড়াতে হয়েছে। প্রজেক্টগুলো সফল করতে নতুন শ্রমিক নিয়োগ করতে হয়েছে। প্রজেক্টের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাই আয় করার সুযোগ পেয়েছে। সকলের আয়ের জন্যে

---

[৬১] মোঃ ইব্রাহীম খলিল, *ইসলামী ব্যাংকিং ও বীমা* (ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশনী-২০১১), পৃ. ৪১

[৬২] নুরুল আমীন, *ইসলামী ব্যাংকিং ও বীমা*, পৃ. ১৬৭

[৬৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮

Gross National Profit (GNP) বেড়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, পাঁচটি উচ্চমান সম্পন্ন ও উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন প্রজেক্ট বাস্তবায়িত হয়ে সামাজিক চাহিদা পূরণ করেছে।

৩. মূলধন গঠনে উৎসাহিতকরণ: ইসলামী ব্যাংকিং বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্যে মূলধন গঠনে উৎসাহ দেয়। মূলধন গঠনের এ প্রক্রিয়াটি সুদভিত্তিক ব্যাংকিং নিরুৎসাহিত করে না। তবে সুদে সর্বনিম্ন বিনিয়োগ হয়। ফলে মূলধন গঠিতও হয় সর্বনিম্ন স্তরের। অপরদিকে ইসলামী ব্যাংকিং সর্বোচ্চ বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে। ফলে সর্বোচ্চ মূলধন সংগঠনেও সে ভূমিকা রাখতে পারে।

৪. কাঙ্খিত অর্থনৈতিক কর্মে উৎসাহিতকরণ: সুদভিত্তিক ব্যাংক সামাজিকভাবে কাঙ্খিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে উৎসাহ দেয় না। কেননা সাধারণত এ ধরনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ থেকে যে হারে লাভ আসে তার চেয়ে সুদের হার সব সময়ই বেশি হয়। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানই সুদের হারের চেয়েও কম লাভে এ সকল সামাজিক তৎপরতায় অর্থ বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত হয় না, উৎসাহিত করেও না। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকিং তার সামাজিক দায়বদ্ধতার কারণেই এসকল প্রজেক্টে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অর্থ বিনিয়োগ করে। কেননা প্রথমত সুদ নেই বলে বিনিয়োগকারী পক্ষের কোনো সুনির্দিষ্ট হারে অর্থ পরিশোধের তাগাদা নেই। তাছাড়া লাভ-লোকসানে অংশীদারিত্ব থাকায় কোনো পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

৫. ফটকাবাজারী হ্রাসকরণ: যদি সুদ সহজ লভ্য হয়, তাহলে সর্বোচ্চ হারে সুদ লাভের জন্যে মানুষ নগদ অর্থ জমা রাখে। ফটকামূলক ব্যবসায়ের মাধ্যমে উচ্চ কলমানি রেট অর্জন করে হঠাৎ বড়লোক হওয়ার প্রত্যাশায় মানুষ অর্থ অলস ফেলে রাখে। এতে বিনিয়োগ হ্রাস পায়। অর্থের অবাধ প্রবাহ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। ইসলামী ব্যাংকিং অর্থের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করতে ফটকাবাজারীর সকল সুযোগ বন্ধ করে।

৬. দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ বৃদ্ধি: সুদভিত্তিক ব্যাংক 'Low return long term investment' বা শ্লথ গতিতে লাভ ফেরত পাওয়া দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করে। সুদভিত্তিক ব্যাংক চায় স্বল্প মেয়াদী বিনিয়োগে দ্রুত লাভ করতে। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকিং এটা চায় না। কেননা স্বল্পমেয়াদী বিনিয়োগ ও দ্রুত লাভ ব্যক্তির ভাগ্য বদলালেও দেশ, সমাজ ও জাতির ভাগ্য বদলে কোনো ভূমিকা রাখে না। এজন্যে ইসলামী ব্যাংকিং দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগে উৎসাহ দেয়। ধরা যাক একটি শিল্প কারখানার কথা। শিল্পকারখানায় মুনাফা অর্জনের বিষয়টি সময় সাপেক্ষ বিষয়। কিন্তু তা দেশ, জাতি ও সমাজের জন্যে অত্যন্ত ইতিবাচক প্রভাব বয়ে আনে।

৭. ভোক্তা লাভবান হয়: ইসলামী ব্যাংকিং উৎপাদন ও বিপণনের কোনো পর্যায়েই সুদের সংশ্রব রাখে না বলে এ ব্যাংকের অর্থায়নে উৎপাদিত পণ্যের বাজার দর ও মান সুদভিত্তিক ব্যাংকের অর্থায়নে উৎপন্ন পণ্যের বাজারদর ও মান থেকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য হয়। ফলে লাভবান হয় ভোক্তা।[৬৪]

---

[৬৪] ইব্রাহীম খলীল, *ইসলামী ব্যাংকিং ও বীমা*, পৃ. ৪৩

৮. সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তুলতে উৎসাহদান: সৎপথে অর্থ উপার্জন করে মানুষ যাতে অর্থ সঞ্চয় করতে পারে, এ ব্যাপারে ইসলামী ব্যাংক উদ্যোক্তাকে উৎসাহী করে তোলে। যারা ক্ষুদ্র সঞ্চয়ী তারা তাদের এ ক্ষুদ্র সঞ্চয় দিয়ে ব্যবসায় করতে পারে না। আবার সৎলোকের অভাবে অন্যকে দিয়ে ব্যবসায় করতে পারে না । ইসলামী ব্যাংক ক্ষুদ্র সঞ্চয়ীদের এ অর্থ দিয়ে ব্যবসায় করে। এতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ীরা আরো বড় সঞ্চয়ের জন্য উৎসাহী হয়। এতে তৃণমূল পর্যায় থেকে অর্থ প্রবাহে গতি সঞ্চার হয়।

৯. দ্রব্যমূল্যে স্থিতিশীলতা আনয়ন করে: চাহিদা বাড়লে পণ্যদ্রব্যের পরিমাণও বেড়ে যায়। বিভিন্ন মৌসুমে বিশেষ করে ঈদ ও চাষের সময় দোকানে প্রচুর আমদানীর প্রয়োজন হয়। তখন ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত মূলধনের প্রয়োজন হয়। তখন ইসলামী ব্যাংক তাদেরকে মুদারাবা পদ্ধতিতে অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। ফলে ব্যবসায়ীরা চাহিদা অনুযায়ী বিপুল পরিমাণ দ্রব্য সরবরাহ করতে পারে। এতে কৃত্রিম সংকটের হাত থেকে ক্রেতারা রেহাই পায় এবং দ্রব্যমূল্যও সহনশীল পর্যায়ে থাকে।

১০. সমাজকল্যাণ বিনিয়োগে উৎসাহদান: সুদভিত্তিক ব্যাংক ক্ষেত্রবিশেষে সামাজিকভাবে কাঙ্খিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগ করলেও উৎসাহিত করে না। কেননা সাধারণত এক্ষেত্রে বিনিয়োগ থেকে যে হারে লাভ আসে তার চেয়ে সুদের হার সব সময়ই বেশি থাকে। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানই সুদের হারের চেয়ে কম লাভে এ সকল সমাজকল্যাণমূলক তৎপরতায় অর্থ বিনিয়োগে উৎসাহ দেখায় না । কিন্তু ইসলামী ব্যাংকিং তার সামাজিক দায়বদ্ধতার কারণেই এ সকল প্রকল্পে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিনিয়োগ করবে। কেননা সুদ নেই বলে উদ্যোক্তাদের কোনো সুনির্দিষ্ট হারে অর্থ পরিশোধের তাগাদা নেই। তাছাড়া লাভ ক্ষতির দায়িত্বে থাকায় কোনো পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।[৬৫]

বস্তুত ইসলামী ব্যাংক ইসলামী অর্থনৈতিকব্যবস্থার একটি প্রাতিষ্ঠানিক নমুনা। ইসলামী অর্থনৈতিকব্যবস্থার সর্বময় কল্যাণময়তা এ ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে লাভ করা যায় না কিন্তু সার্থক ইঙ্গিত লাভ সম্ভব নয়। সুষম বণ্টনব্যবস্থা গড়ে তোলা বা লেনদেনে ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় ইসলামী অর্থনৈতিকব্যবস্থা যে সত্যিকারার্থেই কার্যকর হতে পারে ইসলামী ব্যাংকিং সেই বিশ্বাস আরো সুদৃঢ় করে তোলে।

কেন ইসলামী ব্যাংক

ইসলাম হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক, ব্যক্তিগত, বাণিজ্যিক, পারস্পরিক সম্পর্ক, অধিকার প্রভৃতি ক্ষেত্রে মহান আল্লাহপাক ও তাঁর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবন বিধান দিয়েছেন যা মানবজাতির জন্য কল্যাণকর। অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান তথা ইসলামী অর্থব্যবস্থা কায়েম করতে হলে ইসলামী ব্যাংক এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ইসলামী ব্যাংক ইসলামী অর্থব্যবস্থার একটি দিক। বর্তমান বিশ্বে

---

[৬৫] মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *ইসলামে অর্থ ব্যাংকিং বীমাব্যবস্থা* (ঢাকা: সোনালী সোপান, ২০১৫), পৃ. ৩৩২

অন্তহীন সমস্যার উৎস হল অর্থনীতি। দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য, মুদ্রাস্ফীতি, শোষণ, জুলুম, শ্রেণিগত সংঘাত এসবের ক্রমবর্ধমান চাপে বিশ্ব মানবতা আজ আর্তনাদ করছে। পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র কিংবা মানব রচিত অন্য কোনো অর্থব্যবস্থাই মানবতার এই করুণ আর্তনাদ স্তিমিত করতে পারেনি। এক্ষেত্রে বিশ্ব মানবতার একমাত্র মুক্তির পথ নিশ্চিত করতে পেরেছে আল্লাহ পাকের নির্দেশিত ও মহানবী (সা.) প্রবর্তিত ইসলামী অর্থব্যবস্থা। ইসলামী ব্যাংক ইসলামী অর্থব্যবস্থার একটি অংশ।

আমরা সুদের কুফল, সুদী ব্যাংকগুলোর সেবা ও সেবার নামে তাদের শোষণ এবং ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে জানি। এটা অবশ্যই স্বীকার্য যে, বর্তমান সভ্যতায় ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যাংক ব্যতীত অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক লেনদেন কোনোভাবেই সম্ভব নয়। এটাও অস্বীকার করা যায় না যে, অন্যান্য ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে মানুষ বিন্দুমাত্রও উপকৃত হচ্ছে না। বরং উপকৃত হবার চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অধিক। ব্যাংকগুলো থেকে যদি সুদ প্রথাটি রহিত করা হয় তাহলেই ব্যাংকগুলো মানুষের জন্য প্রকৃত কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য হতে পারে। সুদের মধ্যে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য কুফল। সুদ মানুষের মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করে দেয়। ইসলামে সর্ব প্রকার সুদকেই হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং শরয়ী কারণ ছাড়াও মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক কারণে ইসলামী ব্যাংকের প্রয়োজন রয়েছে। তাই ইসলামী ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তার কয়েকটি দিক নিম্নে অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো[৬৬]:

১. ইসলামী ব্যাংক সুদকে সম্পূর্ণভাবে পরিহার করে চলবে।
২. ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে মানুষ সুদের পাপ এবং কুফল থেকে বাঁচতে পারবে এবং হালাল পন্থায় জীবিকা উপার্জন করতে পারবে।
৩. ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে জনগণের কল্যাণ সাধিত হবে।
৪. ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা বেকারত্ব হ্রাস করবে।
৫. ইসলামী ব্যাংক লাভ-লোকসানের অংশীদারিত্বে অর্থ বিনিয়োগ করবে অর্থাৎ ব্যবসা করবে।
৬. অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পে আদল ও ইনসাফ কায়েম করবে।
৭. সম্পদকে সমাজের কল্যাণে ব্যবহার করবে এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য রোধ করবে।
৮. ইসলামী ব্যাংক উৎপাদনশীল খাতে সহায়তা দান করবে এবং মজুদদারী ও মুনাফাখোরী প্রতিরোধ করবে।
৯. গরিব জনগণকে জরুরি প্রয়োজনে লাভমুক্ত ঋণ (কর্জে হাসানা) প্রদান করবে এবং সুদের হাত থেকে রক্ষা করবে।

---

[৬৬] ফজলুর রহমান, *ইসলামে ব্যবসা বাণিজ্য ও ব্যাংকিং-এর রূপরেখা* (ঢাকা: এমদাদিয়া বুক হাউস, ১৯৯৬), পৃ. ২১৩

১০. ইসলামী ব্যাংক দক্ষ হাতে মূলধন অর্পণ করবে এবং মানুষের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করবে।

১১. মানুষকে সহনশীল হতে শিক্ষা দিবে এবং পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করবে।

১২. ইসলামী ব্যাংক সুদের অপকারিতা দূর করবে।

১৩. ইসলামী ব্যাংকের সমুদয় কর্মকাণ্ড ইসলামী শরিয়ার ভিত্তিতে পরিচালিত হবে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইনসাফ ও ন্যায় বিচার কায়েম করবে।

এ সকল দিক বিবেচনায় বলা যায় যে, ইসলামী ব্যাংকের প্রয়োজন অত্যধিক।

ইসলামী ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য

ব্যাংকিং ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক একটি নতুন সংযোজন হলেও প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থা থেকে এটি অনন্য বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। নিম্নে এর বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা হলো:

১. ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য শরিয়তের আলোকে নির্ধারিত।

২. ইসলামী ব্যাংকের সকল লেনদেন সুদমুক্ত।

৩. এ ব্যাংক কৃষি, শিল্প বাণিজ্যে লাভ ক্ষতির ভিত্তিতে মূলধন বিনিয়োগ করে বা অংশীদারিত্ব গ্রহণ করে।

৪. এ ব্যাংক নিজস্ব তহবিল দ্বারা যাকাত ফান্ড গঠন করে এবং যাকাত তহবিল দ্বারা জনসেবা করে থাকে।

৫. এ ব্যাংক জনকল্যাণমূলক কাজে করযে হাসানা বা সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করে।

৬. ইসলামী ব্যাংক এমন একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক যা ফিহক শাস্ত্র নির্ধারিত পদ্ধতিতে শরিয়া কাউন্সিলের পরামর্শ মোতাবেক তার কার্যক্রম পরিচালনা করে ।

৭. ইসলামী ব্যাংক দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে ত্রাণকার্য পরিচালনার মাধ্যমে মানবতার বিকাশ ঘটায়।

৮. আর্থসামাজিক অবস্থান উন্নয়নে এ ব্যাংক শিক্ষা ও চিকিৎসাক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।

৯. এ ব্যাংক জনগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে লাভ ক্ষতির ভিত্তিতে বিনিয়োগ করার শর্তে আমানত হিসেবে গ্রহণ করে।

১০. এ ব্যাংক বৈদেশিক বাণিজ্যেও সুদমুক্ত পন্থায় কারবার করে।

১১. কল্যাণমুখী ব্যাংকব্যবস্থা প্রবর্তন করা ইসলামী ব্যাংকের অনন্য একটি বৈশিষ্ট্য।

১২. ইসলামী ব্যাংক মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করে ।

১৩. ব্যবসায়-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক লেনদেনে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে।

১৪. আন্তরিকতার সাথে উন্নতমানের সেবা প্রদান করে।

১৫. ইসলামী ব্যাংকের পণ্যভিত্তিক বিনিয়োগ নীতির কারণে এর সকল বিনিয়োগ উৎপাদনমূলক এবং মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সহায়ক।

১৬. ইসলামী ব্যাংক জনগণের নিকট থেকে যাকাত ও সাধারণ দানের অর্থ জমা করে এবং দরিদ্রদের জনকল্যাণ তহবিল গঠন করে।

১৭. ইসলামী ব্যাংক লটারী, স্পেকুলেশন, গেম্বলিং (জুয়া) বা এ জাতীয় দূষণীয় কাজে অর্থ বিনিয়োগ না করে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করে।

১৮. ইসলামী ব্যাংক ধনী-নির্ধন সকলের ব্যাংক। ইসলামী আদর্শের সর্বজনীনতার মতো এ ব্যাংকের দ্বারও মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, আস্তিক ও নাস্তিক সকল শ্রেণির গ্রাহকের জন্য অবারিত।[৬৭]

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহই তাকে অন্যান্য ব্যাংকব্যাবস্থা থেকে আলাদা করেছে। যার মাধ্যমে যেকোনো মানুষ আর্থিক লেনদেনে লাভবান হবে। কোনো অবৈধ বা অন্যায় লেনদেন ইসলামী ব্যাংকিং অনুমোদন করে না। কারণ এ ব্যাংকব্যবস্থা সম্পূর্ণ ইসলামী শরিয়াহ মোতাবেক পরিচালিত।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি

ইসলামী ব্যাংক ইসলামী শরিয়াহর নীতিমালার আলোকে ব্যাংকিং ব্যবস্থা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিচালিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এর সকল কার্যক্রম ইসলামী শরিয়াহ নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালনা, সকল আর্থিক লেনদেনে সুদকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা ইসলামী ব্যাংকিং-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য । নিম্নে এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হলো:

১. মানুষকে সুদের পাপ থেকে মুক্ত করা: ইসলামী ব্যাংকের এক মহান উদ্দেশ্য হচ্ছে সুদের গুনাহ, পাপ ও শোষণ থেকে মানুষকে মুক্ত করা। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষই সুদকে ঘৃণা করে। সুদ প্রদান ও গ্রহণ উভয়ই জঘন্য গুনাহের কাজ। কোনো মুমিনের সুদভিত্তিক লেনদেনের সাথে সম্পৃক্ত থাকা তার ঈমানের পরিপন্থি। ইসলামী শরিয়াহর ওপর প্রতিষ্ঠিত এ ব্যাংকের সকল লেনদেন সুদমুক্ত।

২. ব্যাংকিং কার্যক্রমে সুদের পরিবর্তে শ্রমকে আয়ের উৎস হিসেবে মর্যাদা প্রদান: সুদ নয় শ্রমই আয়ের উৎস-ইসলামের এই মৌলিক বিশ্বাস থেকেই সুদকে বর্জন করে লাভ-লোকসানভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থা প্রবর্তন করাই এর মূল লক্ষ্য। ইসলামে সুদ অবৈধ এবং লভ্যাংশ বৈধ।

৩. মানুষে মানুষে সুসম্পর্ক সৃষ্টি: ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে সমাজের সকল মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক সৃষ্টি করা।

৪. যাকাত তহবিল গঠন: প্রকৃত অভাবসম্পন্ন গ্রাহকদেরকে আর্থিক সহায়তা দানের জন্য ইসলামী ব্যাংকের যাকাত বা সাদাকাহ তহবিল রয়েছে। যাকাতের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং আর্থসামাজিক সমস্যাবলির সমাধানে ইসলামী ব্যাংক নিরন্তর কর্মতৎপর থাকে।

---

[৬৭] রহীম, *অর্থ ও ইসলামী ব্যাংকিং*, পৃ. ৩২৪

৫. অসহায় জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নে সহায়তা: গরিব, অসহায় ও নিম্ন আয়ের লোকদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করা ইসলামী ব্যাংকিং-এর অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সাধারণত যাকাত, ওশর ও সাধারণ দানের অর্থ থেকে কল্যাণ তহবিল গঠনের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংক নানারূপ জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

৬. বিত্তহীন, সম্বলহীন ও স্বল্প আয়সম্পন্ন মানুষের উন্নয়নে সহায়তা দান: সমাজের সাথে সুদৃঢ় সংযোগ করা এবং সমাজকল্যাণের উদ্দেশ্যে সমাজের বিত্তহীন, সম্বলহীন, অভাবী ও স্বল্প আয়সম্পন্ন লোকদের আর্থিক উন্নতির প্রতি মনোযোগী হওয়া ইসলামী ব্যাংকের একটি অনস্বীকার্য কর্তব্য। স্বল্প আয়ের লোকদের জীবনযাত্রায় মান উন্নয়ন করা ইসলামী ব্যাংকের এক বিশেষ লক্ষ্য।

৭. ইসলাম প্রদর্শিত উপায়ে পুঁজি সংগ্রহ ও বিনিয়োগ: ইসলাম অতিরিক্ত সম্পদ পুঞ্জীভূত করাকে যেমন অপছন্দ করেছে, তেমনি অলস সঞ্চয় একত্রিত করে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং যথার্থ বিনিয়োগে উৎসাহিত করেছে। আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পুঁজি উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহার অপরিহার্য। ইসলামী ব্যাংক এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে ইসলাম প্রদর্শিত উপায়ে পুঁজির সমাবেশ ঘটিয়ে যথাযথভাবে বিনিয়োগ করা হয়।

ইসলামী ব্যাংক মহৎ লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে কাজ করে। মানুষকে সুদের গ্রাস থেকে মুক্ত করতে, শ্রমের যথাযথ মূল্য নিশ্চিত করতে, অসহায়দের সহযোগিতা ও সম্পদের সুসম বণ্টনের উদ্দেশ্যে ইসলামী ব্যাংক কার্যক্রম পরিচালনা করে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা উৎপত্তির ইতিহাস

মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের পূর্বে অশান্ত বিশ্বে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য মক্কা ছিল একটি নিরাপদ নগরী। মক্কা থেকে উত্তরে ও দক্ষিণে দু'টি বাণিজ্য কাফেলা যাতায়াত করতো। এই যাতায়াতকে কুরাইশদের শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন ভ্রমণ বলে আল-কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয়, এই বাণিজ্য কাফেলায় অর্থ লেনদেন এবং অর্থ জমা করা হতো।

ইসলামের অভ্যুদয়ের ফলে অশান্ত বিশ্বে দ্রুত নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার পরিবেশ ফিরে আসে। এ পরিবেশ ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনৈতিক লেনদেন ও ব্যাংকিং কার্যক্রম বিকাশের সহায়ক হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.)- এর আবির্ভাবকালে তৎকালীন মক্কায় অর্থ আমানত ও বিনিয়োগের তিনটি পদ্ধতির প্রচলন লক্ষ করা যায়।[৬৮] যথা:

---

[৬৮] মোহাম্মাদ আবদুল মান্নান, "ইসলামী ব্যাংকিং : ঐতিহাসিক পটভূমি", *ইসলামী ব্যাংকিং*, ৮ম সংখ্যা, জুলাই ১৯৮৯, জনসংযোগ বিভাগ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, পৃ. ৩০

১. বিশ্বস্ত লোকদের কাছে আমানত রাখা;

২. অংশীদারি ভিত্তিতে ব্যবসায় মূলধন বিনিয়োগ;

৩. সুদে টাকা লগ্নি করা।

সুদ সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ বিশ্লেষণ করলে এটি প্রমাণিত হয়:

১. মক্কায় বিশ্বস্ততম ব্যক্তিরূপে রাসূলুল্লাহ (সা) নবুওয়াত লাভের আগেই 'আল-আমীন' হিসেবে সম্মানিত ছিলেন। বহু লোক তাদের ধনসম্পদ তাঁর কাছে জমা রাখতেন। মদীনায় হিজরত করার সময়ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে বহু লোকের অর্থসম্পদ গচ্ছিত ছিল। সেগুলো যথাযথ মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আলী (রা)-কে দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন।

২. রাসূলুল্লাহ (সা) নবুওয়াতের অনেক আগেই হযরত খাদিজা (রা)-এর সাথে 'মুদারাবা' পদ্ধতিতে অংশীদারি কারবারে নিয়োজিত হয়েছিলেন।

মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর ইসলামের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিধি-বিধানসমূহ প্রবর্তন করা হয়। জনগণের বিশ্বাসের সকল বিচ্যুতি সংশোধন, ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা এবং শোষণ বন্ধ করার লক্ষ্যে এ সময় সকল প্রকার সুদী কারবার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়। ইসলামের প্রথম অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সময় প্রতিষ্ঠিত হয় 'বায়তুল মাল'। কাঠামোগতভাবে 'বায়তুল মাল' কোনো মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান ছিল না; বরং একে রাষ্ট্রীয় কোষাগার বা Exchange House বলা যেতে পারে। প্রাচুর্যসম্পন্ন ব্যক্তিরা বায়তুল মালে সাহায্য পাঠাতেন এবং অভাবগ্রস্ত লোকদের মাঝে তা বণ্টন করা হতো।

সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে প্রচলিত ব্যবসা-বাণিজ্যে কিংবা জীবন ও সমাজে কোনোরূপ বাধা বা জটিলতা সৃষ্টি হয়নি; বরং সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার পর থেকে ইসলামী সভ্যতা মানবজাতিকে প্রায় হাজার বছর ধরে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি এবং সামাজিক স্থিতিশীলতার পথে পরিচালিত করতে সক্ষম হয়। কুরআন, সুন্নাহ এবং অনুসরণীয় ইমাম ও মনীষীদের ইজমা-কিয়াসের মাধ্যমে প্রাপ্ত নীতিমালা মানবজাতির অর্থনৈতিক কর্মকর্তাকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুবিন্যস্তভাবে কল্যাণ ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করে।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে ব্যাংকিং লেনদেনের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট সাহাবী আশারা আল-মুবাশ্শারাহ্-এর অন্যতম যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা)-এর দৃষ্টান্ত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বুদ্ধিদীপ্ত ও প্রাজ্ঞ এ সাহাবী তাঁর বিশ্বস্ততার জন্য সুপরিচিত ছিলেন। বহু লোক তাদের অর্থকড়ি হেফাজত করার স্বার্থে তাঁর কাছে জমা রাখতে আসতেন। হযরত যুবাইর (রা) সেসব অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ না করে কর্জ হিসেবে নিতেন। এর ফলে তিনি

১. সে অর্থ ব্যবহার করার অধিকার লাভ করতেন এবং

২. সে অর্থের মালিকের জন্যও তা অধিকতর নিরাপত্তার কারণ হতো।

তখনকার দিনেই যুবাইর (রা)-এর কাছে বিভিন্ন লোকের বাইশ লাখ দিরহাম জমা হয়েছিল।[৬৯]

খুলাফা-ই-রাশিদীনের যুগে ইবনু 'আব্বাস (রা) দিরহাম জমা গ্রহণ করে কুফায় তা নগদায়নের স্বীকারপত্র লিখে দিতেন। একইভাবে যুবাইর (রা)-এর পুত্র আবদুল্লাহ মক্কায় দিরহাম জমা গ্রহণ করে ইরাকে স্বীকারপত্র ভাঙিয়ে নগদ অর্থ প্রদান করতেন। উমাইয়া শাসনামলে মুসলমানদের ব্যাংকিং লেনদেনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি হয়। এক্ষেত্রে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সময়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে আলেপ্পোর আমীর সাইফ-আদ-দৌলাহ হামাদান-এর সময় সরকারি অনুমোদনের ভিত্তিতে হুন্ডি লেনদেনের ব্যাপক প্রচলনের তথ্য জানা যায়। হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর সূচনালগ্নে ১০১০ খ্রিস্টাব্দে বসরায় বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে হুন্ডি লেনদেন এবং মুদ্রা বিনিময় ব্যবসায়ের ব্যাপক প্রসার ঘটে। খ্রিস্টীয় এগারো শতাব্দীর মধ্যভাগ পারস্য দেশীয় পর্যটক নাসের খসরু বসরায় ব্যাংকিং লেনদেনের ব্যাপক প্রচলনের কথা তাঁর সফরনামায় উল্লেখ করেছেন।[৭০] ইসলামী সভ্যতার বিকাশের শুরু থেকে প্রায় হাজার বছরব্যাপী ইসলামের সুপ্রতিষ্ঠিত প্রভাবকালে অর্থনৈতিক চিন্তা ও কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে মুসলমানদের নেতৃত্ব অব্যাহত ছিল।

ইসলামী অর্থব্যবস্থার আলোকে জনগণকে অর্থনৈতিক জীবন পরিচালনায় পথ দেখাতে ইসলামের প্রথম পর্যায়ের সাহাবীগণ ছাড়াও আব্বাসীয় যুগের বিশিষ্ট দার্শনিক ও চিন্তাবিদগণ অমূল্য অবদান রেখেছেন। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর ইমাম আবূ ইউসুফ (৭৩১-৭৯৮ খ্রি.), আল-শায়বানী (৭৫০-৮০৪ খ্রি.), আবূ উবাইদ (৭৬৬-৮৩৮ খ্রি.), ইয়াহ্ইয়া ইবনে আদম (৭৫২-৮১৮ খ্রি.) আল-মুহাসিবী (৭৮১-৮৫৭ খ্রি.), কুদামা বিন জাফর (মৃত্যু ৯৪৮ খ্রি.) ইব্ন আল মুক্বাফ্ফা, আল যাহির, আল মাওয়ার্দী (৯৭৪-১০৫৮ খ্রি.), ইবনে হাযম (৯৯৪-১০৬৪ খ্রি.), আল ফারাবী (৯৫০ খ্রি.), আল হারীর (১০৫৪-১১২২ খ্রি.), গায্যালী (১০৫৫-১১১১ খ্রি.), নাসিরুদ্দীন তূসী (১২০১-১২৭৪ খ্রি.), ইবনে তাইমিয়া (১২৬২-১৩২৮ খ্রি.), ইবনুল কায়্যিম (১২৯২-১৩৫০ খ্রি.), আল শাতিবী (মৃত্যু ১৩৮৮ খ্রি.), আল দিমাশকী, ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬ খ্রি.), আহমাদ আলী আদ-দালাযী (মৃত্যু ১৪২১ খ্রি.) থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দীর শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (১৭০৩-১৭৬৩ খ্রি.) পর্যন্ত ইসলামী চিন্তা, দর্শন ও মনীষার ক্ষেত্রে বিরাট সংখ্যক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক অর্থনৈতিক চিন্তার বিভিন্ন শাখায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিকগণের অক্লান্ত শ্রম ও প্রচেষ্টার ফলে অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায় তাদের দিক-নির্দেশনা বিশ্ববাসীকে পথ দেখিয়েছে। তাদের পদ্ধতিগত অর্থনৈতিক গবেষণা অর্থনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে হাজার বছরের একটি ধারা রচনা করেছে।

---

[৬৯] আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকিং*, পৃ. ৩২

[৭০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

বিগত পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে ইসলামী ব্যাংকিং বিশ্বব্যাপী ক্রমেই অগ্রসর হচ্ছে। ব্যাংকিং জগতে ইসলামী ব্যাংকিং সাড়া জাগিয়েছে। ইসলামী ব্যাংক একটি বড় ব্যাংকব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকের সাফল্য আধুনিক বিশ্বে, বিশেষ করে মুসলিম প্রধান দেশগুলোতে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে। ইসলামী ব্যাংকিং মুসলিম বিশ্বের জনগণের চাহিদা। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের দ্রুত প্রসারের এটি প্রধান কারণও বটে। সুদভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে মুসলিম বিশ্বের দেশে দেশে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার এবং স্বাধীনতাকে পূর্ণতা দানেরই আন্দোলন। আন্তর্জাতিক সাময়িকী 'দ্যা ইকোনোমিস্ট' ১৯৯৪ সালের ৬ আগস্ট সংখ্যায় 'এ সার্ভে অব ইসলাম' নামক প্রতিবেদন উল্লেখ করেছে যে, গত কয়েক শতকের মাঝে ইসলামের বড় সাফল্য হলো ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তন, যা পাশ্চাত্যও গ্রহণ করতে পারে। ইসলামী ব্যাংকিং আন্দোলনের ইতিহাসকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়:

প্রথমত: এ আন্দোলন ছিল ইসলামের অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে চিন্তা ও গবেষণার। ইসলামের অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে তেরো শতকের ইমাম ইবনে তাইমিয়ার (১২৬২-১৩২৮) রচনাবলী এবং আঠারো শতকে দিল্লীর শাহ্ ওয়ালীউল্লাহর (১৭০৩-১৭৬৩) চিন্তাধারা সার্বজনীন ও শাশ্বত ইসলামী অর্থব্যবস্থা সম্পর্কিত ধারণা প্রতিষ্ঠিত করে। বিংশ শতাব্দীর ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের তাত্ত্বিক ও বাস্তব ভিত্তি রচনায় চিন্তার রাজ্যে ঝড় তোলেন ড. আল্লামা মোহাম্মদ ইকবাল (১৮৭৩-১৯৩৮), শায়খ হাসান আল বান্না (১৯০৬-১৯৪৯), সাইয়েদ কুতুব শহীদ (১৯০৬-১৯৬৬), ড. ইউসুফ উদ্দীন, সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী (১৯০৩-১৯৭৯), আল্লামা হিফযুর রহমান, মাওলানা আবদুর রহীম (১৯১৮-১৯৮৭), শেখ মাহমুদ আহমদ, মোহাম্মদ উজায়ের, মোহাম্মদ আল আরাবী, ড. আনওয়ারুল ইকবাল কুরেশীর মতো বিশ্ববরেণ্য মনীষী। ত্রিশের দশকে ইসলামী অর্থনীতি ও ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে বিভিন্ন ইসলামী চিন্তাবিদদের শক্তিশালী লেখনীর মাধ্যমে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং-এর গুরুত্ব বুদ্ধিজীবীদের কাছে স্বীকৃত হলেও ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ধারণা বহুদিন পর্যন্ত সাধারণ স্বীকৃতি লাভে ব্যর্থ হয়। সাধারণ মুসলমানদের উপর সুদের প্রভাব এত গভীর ছিল যে, ইসলামী ব্যাংকের ধারণাকে অদ্ভুত এবং অসম্ভব আখ্যায়িত করা হতো। চল্লিশের দশকে এবং পরবর্তীকালে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশের সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের অবসান এবং স্বাধীনতা লাভের ফলে বিভিন্ন মুসলিম দেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় ইসলামী অর্থনীতি ও ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবি জোরালোভাবে উচ্চারিত হতে থাকে। পঞ্চাশের দশকে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম অধিকতর জোরদার হয়।

ষাটের দশকের শুরুতে ১৯৬১ সালে মিসরে ইসলামী গবেষণার সর্বোচ্চ কেন্দ্ররূপে 'কলেজ অব ইসলামীক রিসার্চ' কায়েম করা হয়। ১৯৬৪ সালের ৭ মার্চ এ কলেজের প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ৪০টিরও বেশি

মুসলিম দেশের শতাধিক নেতৃস্থানীয় ইসলাম বিশেষজ্ঞ যোগদান করেন। তাঁরা সুদভিত্তিক প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার বিকল্পরূপে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতি গড়ে তোলার উপায় নিয়ে আলোচনা করেন। এ সম্মেলনে সর্বসম্মত অভিমত ঘোষণা করা হয় যে, ভোগ বা উৎপাদন যে কোনো উদ্দেশ্যে ঋণের উপর ধার্যকৃত বাড়তি অর্থ, পরিমাণে কম হোক বা বেশি হোক, তা নিষিদ্ধ 'রিবা'র পর্যায়ভুক্ত। সম্মেলনে ব্যাংকিং কার্যক্রমের কতিপয় ইসলামী পদ্ধতিও অনুমোদন করা হয়। এ সম্মেলনে প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার ইসলামী বিকল্প উদ্ভাবনের ব্যাপারে মুসলিম মনীষী ও অর্থনীতিবিদগণের মতামত আহ্বান করা হয়। ১৯৬২ সালে মালয়েশিয়ায় কিস্তিতে হজ্জের অর্থ জমা গ্রহণের উদ্দেশ্যে 'পিলগ্রিমস সেভিংস কর্পোরেশন' নামে সুদমুক্ত একটি সংস্থা কায়েম করা হয়। এরপর ১৯৬৩ সালে ড. আহমদ আল নাজ্জারের উদ্যোগে মিসরের কায়রো থেকে একশ' কিলোমিটার দূরে 'মিটগামার' নামে এক গ্রামে আধুনিক বিশ্বের প্রথম সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৬৯ সালে মালয়েশিয়ার পার্লামেন্টে আইন পাস করে ইসলামী শরিয়াহ্ভিত্তিক সঞ্চয় প্রতিষ্ঠানরূপে 'তাবুং হাজী' প্রতিষ্ঠা করা হয়। সরকারি পর্যায়ে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার এ উদ্যোগ ইসলামী ব্যাংকিং-এর বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষার দশকরূপে চিহ্নিত হয়।[৭১]

১৯৭৪ সালে ইসলামী সম্মেলন সংস্থাভুক্ত দেশগুলো শরিয়াহভিত্তিক ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সনদ স্বাক্ষর করে। মুসলিম উম্মাহর উন্নয়ন ও প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্র নিয়ে ১৯৭৫ সালে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) যাত্রা শুরু করে। আইডিবি প্রতিষ্ঠার মাত্র ৫ বছরের মধ্যে সত্তরের দশকের শেষ নাগাদ দুনিয়ায় বিভিন্ন দেশে কুড়িটিরও বেশি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তার মধ্যে শেখ সাঈদ আহমদ লুতাহ-এর উদ্যোগে 'দুবাই ইসলামীক ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৫ সালে। মিসর ও সুদানে 'ফয়সাল ইসলামীক ব্যাংক' নামে ১৯৭৭ সালে আরো দুটি বেসরকারি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। একই বছর কুয়েতে শেখ আহমদ বা'জি আল ইয়াসিনের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করে 'কুয়েত ফাইন্যান্স হাউজ'। বিভিন্ন মুসলিম দেশ ছাড়াও ডেনমার্ক, লুক্সেমবার্গ, সুইজারল্যান্ড ও যুক্তরাজ্যে এ সময় কয়েকটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে সত্তর দশক ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার দশকরূপে চিহ্নিত হয়। হিজরী চৌদ্দ শতকে স্বাগত জানানোর প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে আশির দশকের সূচনা হয়। নতুন হিজরী শতক মুসলিম উম্মাহর জন্য নতুন আশা আর উদ্যম নিয়ে হাজির হয়। এ পটভূমিতে আশির দশকের শুরু থেকে বিভিন্ন দেশে ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে গতি ও আবেগ সঞ্চারিত হয়। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ফোরামে এ দশকে ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জোরদার প্রচেষ্টা চলতে থাকে। এ ব্যবস্থার পরিচালনগত সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে এ সময় সরকারি ও বেসরকারি নানামুখী বাস্তব পদক্ষেপ গৃহীত হয়।[৭২]

---

[৭১] আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকিং*, পৃ. ৬৪
[৭২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

১৯৮০ সালের মে মাসে ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের একাদশ সম্মেলন ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রফেসর মুহাম্মদ শামস-উল-হক এ সম্মেলনে আধুনিক ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান, যার শাখা সকল সদস্য দেশে সম্প্রসারিত হবে। তিনি ইসলামীক কমন মার্কেট প্রতিষ্ঠারও প্রস্তাব করেন। ১৯৮১ সালের জানুয়ারিতে মক্কা ও তায়েফে তৃতীয় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান শীর্ষ সম্মেলনের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণে মুসলমানদের 'নিজস্ব ও স্বতন্ত্র' ব্যাংকব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন: The Islamic countries should develop a separate banking system for their own interest in order to facilitate their trade and commerce. ১৯৭৯ সালে ইরানে রাজতন্ত্রের উৎখাত করে আয়াতুল্লাহ খোমেনীর নেতৃত্বে ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত হবার পর ১৯৮১ সাল থেকে সে দেশের গোটা ব্যাংকব্যবস্থা ইসলামী পদ্ধতিতে ঢেলে সাজানোর পদক্ষেপ নেয়া হয়। ১৯৮১ সালে পাকিস্তানও রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী ব্যাংকিং চালুর সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৮১ সালে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (OIC) সদস্য দেশসমূহের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ সংস্থার প্রধানদের খার্তুমে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে একটি সর্বসম্মত কাঠামো উদ্ভাবনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া ও তুরস্কে ইসলামী ব্যাংকিং আইন পাস করা হয়। ১৯৮৪ সাল থেকে ইরান তার সার্বিক ব্যাংকব্যবস্থা ইসলামী শরিয়াহর আলোকে পুনর্গঠন করে। পাকিস্তানের সার্বিক ব্যাংকিং খাত পর্যায়ক্রমিকভাবে পুনর্গঠনের সিদ্ধান্তও এ সময়ই গৃহীত হয়। ১৯৮৫ সালের ১ জুলাই থেকে পাকিস্তানে সুদভিত্তিক ব্যাংকিং লেনদেন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়। সুদানের ব্যাংকব্যবস্থা শরিয়াহর আলোকে পুনর্গঠনের জন্যও এ সময় উদ্যোগ নেয়া হয়। আশির দশকের প্রথম সাত বছরে নতুন ৫৬টি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে আশির দশকের শেষ নাগাদ একশ'টিরও বেশি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বিভিন্ন দেশে ইসলামী ব্যাংকের শাখা এ সময় দশ হাজারেরও বেশি হয়। নব্বই দশকে সারা বিশ্বে ইসলামী ব্যাংকগুলো দৃঢ় ভিত্তি লাভ করে। এ সকল ব্যাংকের পরিচালনাগত সাফল্য ইসলামী ব্যাংকিং-এর প্রতি বিশ্বের ব্যাংকার ও অর্থনীতিবিদদের মধ্যে ইতিবাচক সাড়া সৃষ্টিতে সমর্থ হয়। ফলে দেশে দেশে ইসলামী ব্যাংক তথা সুদবিহীন ব্যাংকের প্রসার বৃদ্ধি পায়। ইরান, পাকিস্তান ও সুদানের সামগ্রিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইসলামীকরণসহ সারা বিশ্বে কুড়ি শতকের শেষ নাগাদ তিনশ'র বেশি ইসলামী ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান অস্তিত্ব লাভ করে। ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) ও ইন্টারন্যাশনাল এ্যাসোসিয়েশন অব ইসলামীক ব্যাংকস (আইএআইবি)-র উদ্যোগে ইসলামী ব্যাংকসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা এ সময় বৃদ্ধি পায়। নীতি ও পদ্ধতিগত বিভিন্ন বিষয়ে পারস্পরিক সমন্বয় ও সংযোগ দৃঢ়তর হয়।

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা ইতোমধ্যেই আন্তর্জাতিক রূপ লাভে সক্ষম হয়েছে। মুসলিম বিশ্বের বাইরেও ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহের তালিকার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এ যাবত তেলসমৃদ্ধ মুসলিম দেশসমূহে যে কয়টি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তারচেয়ে বেশি সংখ্যক ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অন্যান্য দেশে। উদাহরণস্বরূপ সুদান, মিসর, পাকিস্তান, জর্দান, লুক্সেমবার্গ, যুক্তরাজ্য এবং বাংলাদেশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব দেশের আর্থসামাজিক অবস্থায় রয়েছে ব্যাপক বৈচিত্র্য ও বৈসাদৃশ্য। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী ব্যাংকিং মডেল সর্বজনীনতা ও বিশ্বজনীনতা লাভে সমর্থ হয়েছে। একাডেমিক গবেষণা ও অধ্যয়নের দিক থেকেও ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে ইতোমধ্যে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ব্যাংকিং এখন একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে পঠিত হচ্ছে। এ বিষয়ে উচ্চতর গবেষণা ও ডিপ্লোমা সনদ প্রদান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এক নজরে ইসলামী ব্যাংকিং বিকাশের ক্রমধারা[৭৩]

- ইসলামী নীতিমালা ও শরিয়ার আলোকে ১৯৬২ সালে মালয়েশিয়ায় 'Pilgrims Savings Corporation' প্রতিষ্ঠিত হয়।
- মিশরের মিটগামারে ১৯৬৩ সালে 'সেভিংস ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৬৯ সালে মালয়েশিয়ায় 'তাবুং হাজী' (Pilgrims Savings Corporation) নামে একটি বিশেষায়িত ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৭০ সালে ওআইসিভুক্ত দেশসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ মুসলিম দেশসমূহে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।
- ১৯৭১ সালে মিশরের কায়রোতে 'নাসের সোশ্যাল ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৭৩ সালে ওআইসিভুক্ত দেশসমূহের অর্থমন্ত্রীগণ একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।
- ১৯৭৪ সালে ওআইসিভুক্ত দেশসমূহের অর্থমন্ত্রীগণ আইডিবি চার্টারে স্বাক্ষর করেন।
- ১৯৭৫ সালে জেদ্দায় ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৭৫ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতে 'দুবাই ইসলামী ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৭৭ সালে সুদানে 'ফয়সাল ইসলামীক ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৭৭ সালে কুয়েতে 'কুয়েত ফাইন্যান্স হাউজ' প্রতিষ্ঠিত হয়।

---

[৭৩] আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকিং*, পৃ. ৬৬

- ১৯৭৭ সালে সৌদি আরবে 'International Association of Islamic Banks' (IAIB) গঠিত হয়।
- ১৯৭৮ সালে জর্ডানে 'জর্ডান ইসলামীক ব্যাংক ফর ফাইন্যান্স এ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট' প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৭৮ সালে পাকিস্তান তার সমগ্র ব্যাংকব্যবস্থাকে ইসলামীকরণের ঘোষণা দেয়।
- পাকিস্তানে ১৯৭৮ সালে সামগ্রিক ব্যাংকব্যবস্থাকে ইসলামী পদ্ধতিতে ঢেলে সাজানোর পদক্ষেপ নেয়া হয়। এ লক্ষ্যে:

  ১. প্রাথমিকভাবে তিনটি সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে সুদমুক্ত করা হয়। সেগুলো হলো: The House Building Corporation of Pakistan, National Investment Trust এবং Ges Mutual Trust Funds of Investment Corporation of Pakistan;

  ২. 'লাভ-লোকসান' অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে (Profit-Loss sharing ev PLS) জমা গ্রহণের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে আলাদা কাউন্টার খোলা হয়;

  ৩. আমদানী-রপ্তানি ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সুদমুক্ত বিনিয়োগ প্রদানের অনুমতি দিয়ে 'স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান'-এর পক্ষ থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ধারাবাহিকভাবে কিছু নির্দেশনা দেয়া হয়।

  ৪. ১৯৮৪ সালের এক ঘোষণার মাধ্যমে পাকিস্তান সরকার এক বছরের মধ্যে দেশের দুই ধারার ব্যাংকিং-এর পরিবর্তে শুধুমাত্র ইসলামী পদ্ধতিতে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেয়া হয়। যার ফলে বৈদেশিক বাণিজ্য ছাড়া সকল ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল কার্যক্রম ও পদ্ধতিতে সুদমুক্ত পদ্ধতি চলে আসে।
- ইরান সরকার ১৯৭৯ সাল থেকে তার সামগ্রিক ব্যাংকব্যবস্থা ইসলামী পদ্ধতিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে ধারাবাহিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এ ব্যাপারে তারা তিনটি ধাপে অগ্রসর হয়।

  প্রথম ধাপ: ১৯৭৯-১৯৮২ গোটা ব্যাংকিং ব্যবস্থা জাতীয়করণ, কাঠামোগত পূনর্বিন্যাস ও পুনর্গঠন।

  দ্বিতীয় ধাপ: ১৯৮২-১৯৮৬-এর পূর্বে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় আইন কাঠামো তৈরি করা এবং এ নতুন সিস্টেমকে ধারণ করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেয়া হয়।

  তত্বীয় ধাপ: ১৯৮৬ সাল থেকে ইসলামী সরকারের অবিচ্ছেদ্য দায়িত্ব হিসেবে ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য অর্জনে ব্যাংকসমূহের ভূমিকা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ হিসেবে এ খাতে কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস করা হয়।
- ১৯৭৮ সালের ওআইসি পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সুপারিশের আলোকে পরবর্তীতে ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশে 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৮৩ সালে তুরস্ক ও মালয়েশিয়ায়ও ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

- ১৯৯১ সালের ২৭ মার্চ বাহরাইনে 'The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions' (AAOIFI) একটি স্বাধীন আন্তর্জাতিক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিবন্ধিত হয়। এর আগে ১৯৯০ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারী আলজিয়ার্সে স্বাক্ষরিত চুক্তি মোতাবেক ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য এ্যাকাউন্টিং, অডিটিং, গভর্নেন্স, ইথিকস এবং শরিয়াহ বিষয়ক স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়নের লক্ষ্যে 'অ্যাওফি' প্রতিষ্ঠিত হয়।
- শরিয়াহ মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিদ্যমান আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড চালু এবং নতুন নতুন স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়নের মাধ্যমে একটি দূরদর্শী ও স্বচ্ছ ইসলামী আর্থিক সেবাশিল্পের বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় International Financial Services Board (IFSB)। আইডিবি, আইএমএফ এবং আওইফির সহযোগিতায় বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর ও মনিটারি অথরিটির শীর্ষ নির্বাহীবৃন্দের উদ্যোগে ২০০২ সালের ৩ নভেম্বর কুয়ালালামপুরে আনুষ্ঠানিকভাবে IFSB যাত্রা শুরু করে।
- বিশ্বব্যাপী জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য ইসলামী অর্থনীতির ক্ষেত্রে ধর্মীয় ও নৈতিক দিক-নির্দেশনা প্রদানে সক্ষম 'নলেজ লিডার' তৈরি করার লক্ষ্যে মালয়েশিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'ব্যাংক নেগারা মালয়েশিয়া'র পৃষ্ঠপোষকতায় ২০০৬ সালে মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF)। মালয়েশিয়ার ১৯তম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদাপ্রাপ্ত 'ইনসেইফ' শিক্ষার্থীদের ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান দানের পাশাপাশি মাস্টার্স এবং পিএইচডি ডিগ্রী প্রদানেরও ব্যবস্থা করে।

বিভিন্ন দেশে ইসলামী ব্যাংক

বর্তমানে ৫০টিরও অধিক দেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১. আফগানিস্তান, ২. আলজেরিয়া, ৩. আলবেনিয়া, ৪. আর্জেন্টিনা, ৫. অস্ট্রেলিয়া, ৬. বাহামা, ৭. বাহরাইন, ৮. বাংলাদেশ, ৯. ব্রুনাই, ১০. ইয়েমেন, ১১. সাইপ্রাস, ১২. ডেনমার্ক, ১৩. জিবুতি, ১৪.মিসর, ১৫. জার্মানী, ১৬. গিনি, ১৭. জাম্বিয়া, ১৮. ভারত, ১৯. ইন্দোনেশিয়া, ২০. ইরান, ২১. ইরাক, ২২. জর্ডান, ২৩. কাজাকিস্তান, ২৪. কুয়েত, ২৫. লেবানন, লিচটেনস্টিন, ২৬. লুক্সেমবার্গ, ২৭. মালয়েশিয়া, ২৮. মৌরিতানিয়া, ২৯. মরক্কো, ৩০. নাইজার, ৩১. পাকিস্তান, ৩২. প্যালেস্টাইন, ৩৩. ফিলিপাইন, ৩৪. কাতার, ৩৫. রাশিয়া, ৩৬. সৌদি আরব, ৩৭. সেনেগাল, ৩৮. দক্ষিণ আফ্রিকা, ৩৯. সুদান, ৪০. সুইজারল্যান্ড, ৪১. থাইল্যান্ড, ৪২. তিউনিসিয়া, ৪৩. তুরস্ক, ৪৪. সংযুক্ত আরব আমিরাত, ৪৫. যুক্তরাজ্য, ৪৬. যুক্তরাষ্ট্র, ৪৭. বসনিয়া, ৪৮. কেনিয়া, ৪৯. ওমান, এবং ৫০. সোমালিয়া।[৭৪] ইসলামী ব্যাংক ইসলামী শরিয়াহর

[৭৪] আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকিং*, পৃ. ৬৯

মাকাসিদ বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মুসলিম উম্মাহকে সুদের ভয়াবহ ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে ইসলামী ব্যাংক পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করছে। তাই ইসলামী ব্যাংক দেশে দেশে সাধারণ মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছে।

ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবসায়ের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার কারণে বহু সুদভিত্তিক আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানও ইতোমধ্যে ইসলামী পদ্ধতির প্রতি ঝুঁকেছে। বিশ্বের কর্তৃত্বশীল সিটি গ্রুপের 'গ্লোবাল ইসলামীক ফিন্যান্স গ্রুপ', দি ইউএস গ্রুপ-এর 'ইসলামীক ফান্ড', এইচএসবিসি-এর 'গ্লোবাল ইসলামীক ফিন্যান্স ডিপার্টমেন্ট' তাদের গ্রাহকদের সামনে শরিয়াহ অনুমোদিত নানা পদ্ধতি ও সেবা হাজির করে চলেছে।

ইসলামী ব্যাংকিং-এর মূলনীতি

ছয়টি মূলনীতি ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। যথা:

ক. 'রিবা' বা পূর্বনির্ধারিত পরিশোধ নিষিদ্ধ

সকল প্রকার প্রিমিয়াম বা মূলধনের উপর পূর্বনির্ধারিত পরিশোধ নিষিদ্ধ। ইসলাম সব সময় কর্জে হাসানাকে অনুমোদন করে যে ঋণে ঋণদাতা বা ঋণগ্রহীতা কোনো অতিরিক্ত টাকা কিংবা সুদের লেনদেন করে না। ফকীহ্গণ এই নীতি কঠোরভাবে পালন করেন। এজন্য তারা বলে থাকেন ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে কোনো প্রকার সুবিধা নেয়া যাবে না যাতে সে ঋণদাতা থেকে নিরাপদ থাকতে পারে। যেমন-ঋণগ্রহীতার খরচে আরোহণ, তার সাথে খাওয়া এমনকি তার দেয়ালের ছায়া নেয়া। এ উক্তি থেকে বোঝা যায়, ঋণগ্রহীতা থেকে ঋণদাতা কোনোভাবেই কোনো সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে না। এ ধরনের কোনো সুযোগ গ্রহণ করাও নিষিদ্ধ।

খ. লাভ ও লোকসানে অংশীদারিত্ব

মূলনীতি হলো, যে উদ্যোগ বা ব্যবসার জন্য ঋণ দেয়া হয়েছে ঋণদাতা অবশ্যই তাতে লাভ অথবা লোকসানের অংশীদার হবেন। ইসলাম মুসলিমদেরকে ঋণদাতা না হয়ে তাদের অর্থ বিনিয়োগ করতে এবং লাভ লোকসানে অংশীদারিত্ব নিতে উৎসাহিত করে। ইসলামী অর্থায়ন এই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত যে, মূলধন সরবরাহকারী এবং ব্যবহারকারী উভয়ে ব্যবসায় সমান ঝুঁকি বহন করবে। সেটি বৃহৎ শিল্প কিংবা ছোটখাট যা-ই হোক না কেন। ব্যাংকিং-এ আমানতকারী, ব্যাংক এবং আমানত গ্রহণকারী সকলে লাভ-লোকসানে সমান অংশীদার হবে, যা প্রচলিত সুদী ব্যাংকব্যবস্থার বিপরীত যেখানে সমস্ত দায় ঋণগ্রহীতাকে নিতে হয় ব্যবসায় লাভ বা লোকসান যা-ই হোক না কেন।

- **ঝুঁকি ভাগাভাগি করা:** ইসলামী ব্যাংক-এর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, এটি পুঁজিদাতা (Investors) এবং পুঁজি ব্যবহারকারী (entrepreneurs)-এর মধ্যে ঝুঁকি ভাগ করে নেয়। বিপরীতভাবে, প্রচলিত ব্যাংকিং-এর অধীনে বিনিয়োগকারী সুদের পূর্বনির্ধারিত হারের নিশ্চয়তা

প্রদান করে। প্রচলিত ব্যাংকিং-এ উদ্যোক্তাই সকল ঝুঁকি বহন করে। প্রকল্প সফল হোক বা না হোক, লাভ হোক বা লোকসান হোক; পুঁজিদাতাকে নির্ধারিত হারে সুদ প্রদান করতেই হবে। ইসলামে এ জাতীয় অসম ঝুঁকি বিতরণ অনুমোদিত নয়। ইসলামী ব্যাংকিংয়ে পুঁজিদাতা এবং উদ্যোক্তা ফলাফল সমান সমান ভোগ করবে। লাভের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে চুক্তি অনুসারে বণ্টিত হবে। মুদারাবা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে লোকসান পুঁজিদাতাই বহন করবে আর উদ্যোক্তা যে শ্রম ও মেধা দিয়েছে তা বৃথা যাবে।

- **উৎপাদনের গুরুত্ব:** প্রচলিত ব্যাংকের অধীনে সকল কিছু ঋণ এবং সুদ সবকিছু সময় মতো পরিশোধ করতে হবে। ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধের বিষয়ে নিশ্চয়তার বিষয়টি এখানে মূখ্য। ইসলামী ব্যাংকিং তখনই রিটার্ন নেবে যখন প্রকল্প সফল ও লাভজনক হয়। এ কারণে ইসলামী ব্যাংক প্রকল্প সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা এবং উদ্যোক্তা যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কাজ করছে কিনা এ বিষয়ে অধিক সজাগ থাকে।

গ. টাকা দিয়ে টাকা উপাজর্ন গ্রহণযোগ্য নয়

টাকার বিনিময়ে টাকা উপার্জন ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। ইসলামে অর্থ কেবল বিনিময়ের একটি মাধ্যম। একটি বস্তুর মূল্য নির্ধারণের মাধ্যম ছাড়া অর্থের নিজস্ব কোনো মূল্য নেই। সুতরাং কেবলমাত্র টাকা দিয়ে টাকা বাড়ানো অনুমোদিত হতে পারে না। মুসলিম ফকীহ্গণ অর্থকে সম্ভাব্য মূলধন (Potential Capital) হিসেবে বিবেচনা করেন। তার ব্যাখ্যা এই যে, টাকা তখনই কেবল মূলধন হয় যখন সেটি ব্যবসার জন্য বিনিয়োগ করা হয়। মুসলমানদেরকে টাকা খরচ করতে অথবা উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত করে এবং টাকাকে অলস ফেলে রাখতে নিরুৎসাহিত করে। টাকা মজুদ করে রাখা ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। ইসলামে অর্থ হলো যা ক্রয়ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করে। যেটি টাকার সঠিক ব্যবহারের জন্য বিবেচ্য। নির্ধারিত পণ্য এবং সেবা ছাড়া ক্রয় ক্ষমতা (অর্থ) অধিক ক্রয় ক্ষমতা তৈরির জন্য ব্যবহৃত হতে পারে না।

ঘ. অনিশ্চয়তা নিষিদ্ধ

গারার (অনিশ্চয়তা, ঝুঁকি অথবা ফটকাবাজি) ও নিষিদ্ধ। চুক্তিবদ্ধ উভয়পক্ষের মধ্যে যে পণ্য বিনিময় হবে তা সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান থাকতে হবে। প্রচলিত অর্থায়নে পূর্বনির্ধারিত ঋণের বিপরীতে দেরিতে বা কিস্তিতে লাভের কোনো পূর্বনির্ধারণ করতে পারে না। গারার নিষিদ্ধের পেছনে যুক্তি হলো শোষণের হাত থেকে দূর্বলদের রক্ষা করা। অতএব, বিকল্প এবং ভবিষ্যৎ যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বলে বিবেচিত।

ঙ. কেবল শরিয়াহ অনুমোদিত চুক্তিই গ্রহণযোগ্য

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ইসলামী নীতি পদ্ধতির মাধ্যমে কাজ করতে হবে। এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকিংয়েরও কোনো বিকল্প নেই। অতএব, ইসলামী ব্যাংক ইসলামের নৈতিক মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো প্রকল্পে অর্থায়ন করতে পারবে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মদের ফ্যাক্টরি, জুয়া খেলার ঘর, নাইট ক্লাব অথবা ইসলামে নিষিদ্ধ কোনো কার্যকলাপে ইসলামী ব্যাংক অর্থায়ন করতে পারবে না; যেটা সমাজের জন্য অনিষ্টকর এবং শরিয়াহ অনুমোদিত নয়।

চ. চুক্তির পবিত্রতা

আল-কুরআন ব্যবসা বাণিজ্যকে উৎসাহিত করে। সৎ ও বৈধ উপায়ে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করতে ইসলামে কোনো বাধা নেই। উপার্জন করা, পরিবারকে সাপোর্ট দেয়, দূর্ভাগাদের দান করা প্রভৃতি মুসলিমের দায়িত্ব। ইসলাম যেমন জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে পরিচালিত করে তেমনি ব্যবসা-বাণিজ্যকেও পরিচালিত করে। মুসলমানদের নৈতিক দায়িত্ব হলো ইসলামী শরিয়াহ্‌র আলোকে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করা। তারা হবে স্বচ্ছ, সৎ এবং অন্যদের প্রতি ন্যায়পরায়ণ। একচেটিয়া ব্যবসা এবং মূল্য নির্ধারণ করা নিষিদ্ধ। আইনটির মৌলিক নীতি চারটি মূল লেনদেনের মধ্যে রয়েছেঃ

- ক্রয়-বিক্রয় (بيع) সম্পত্তির মালিকানা হস্তান্তর
- ভাড়া (اجارة) সম্পত্তি ব্যবহারের অধিকার
- উপহার (هبة) স্বেচ্ছায় দান
- ঋণ (عاربة)

এই মৌলিক নীতিমালাগুলো বিভিন্ন বিশেষ লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন- অঙ্গীকার (Pledge), আমানত (Deposit), জামিন (Guarantee), সংস্থা (Agency), বরাদ্দকরণ (Assignment), ভূমির ভাড়াটিয়া (Land Tenancy), ওয়াক্‌ফ ফাউন্ডেশন এবং অংশীদারিত্ব। ইসলাম চুক্তির বাধ্যবাধকতাকে একটি পবিত্র দায়িত্ব হিসেবে বহাল রাখে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদঃ ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম

ইসলামী ব্যাংকিং প্রচলিত ব্যাংকিং এর মতো সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে। কিন্তু যে সমস্ত সেবা ও পদ্ধতিতে ইসলামী শরিয়াহর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, সে সকল বিষয় থেকে ইসলামী ব্যাংক নিজেদের বাচিয়ে রাখে। তাদের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী পদ্ধতি অনুসরণ করে, যেমন জমা গ্রহণ, বিনিয়োগ প্রদান, বৈদেশিক বাণিজ্যিক, আর্থসামাজিক কর্মকাণ্ডের সময় আল-ওয়াদিয়াহ, মুদারাবা, মুরাবাহা, মুশারাকাসহ

বিভিন্ন ইসলামী পদ্ধতিতে (Islamic Mode) কার্যসম্পাদন করে। নিচে ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রমগুলো সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হলো:

১. জমা গ্রহণ

গ্রাহকের কাছ থেকে জমা গ্রহণের মাধ্যমে ব্যাংকের তহবিল গড়ে ওঠে। ব্যাংক সে তহবিল বিনিয়োগ করে। জমা গ্রহণ ও বিনিয়োগ এই উভয় ক্ষেত্রেই সুদভিত্তিক ও ইসলামী ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য মৌলিক। সুদী ব্যাংক চলতি হিসেবে জমা গ্রহণ করে সে টাকা সুদে খাটায়। এছাড়া পূর্ব নির্ধারিত সুদ দেয়ার আগাম অঙ্গীকারের ভিত্তিতে সঞ্চয়ী, মেয়াদী, স্থায়ী ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের জমা গ্রহণ করে। ইসলামী ব্যাংক শরিয়াহ অনুমোদিত আল-ওয়াদিয়া পদ্ধতিতে চলতি হিসাবে জমা নেয়। এছাড়া শরিয়াহভিত্তিক মুদারাবা পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরনের লাভ, লোকসান অংশীদারী জামা গ্রহণ করে। এ দুই পদ্ধতির সাথে সুদের কোনো সম্পর্ক নেই। ইসলামী ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের জমা আকৃষ্ট করার জন্য শরিয়াহ অনুমোদিত নীতি ও পদ্ধতির ভিত্তিতে জমার ধরন ও প্রকৃতিতে বৈচিত্র্য আনে। ইসলামী ব্যাংকের তহবিল ইসলামী শরিয়াহ অনুমোদিত পদ্ধতিতে শরিয়াহ অনুমোদিত বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করা হয়। বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রাপ্ত লাভ মুদারাবা চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বণ্টিত হয়।

২. ঋণ বনাম বিনিয়োগ

সনাতন পদ্ধতির ব্যাংক সুদের ভিত্তিতে (তাদের পরিভাষায়) ঋণ ও আগাম (Loans & Advances) প্রদান করে। এসব লগ্নী কারবারের মধ্যে সবচেয়ে চালু পদ্ধতিগুলো হলো নগদ ঋণসুবিধা (Cash Credit বা CC), ওভার ড্রাফট (Over Draft বা OD), বন্ধকী ঋণ (Pledge), হাইপোথিকেশন (Hyphothecation) ইত্যাদি। লগ্নীর ধরন অনুযায়ী এসব ঋণ ও আগাম বিভিন্ন রকম হয়। যেমন ভোক্তা-ঋণ (Consumer Credit), ব্যবসায়িক ঋণ (Commercial Credit), শিল্প ঋণ (Industrial Loan) ইত্যাদি। ঋণের ধরন, মেয়াদ ও প্রকৃতিতে পার্থক্য সত্ত্বেও সুদ আহরণই সুদী ব্যাংকের কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য। ঋণের বিপরীতে সুদ নেয়ার সুযোগ ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় নেই। ইসলামী ব্যাংক গ্রাহকদেরকে ইসলামী শরিয়াহ অনুমোদিত বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিনিয়োগ সুবিধা দেয়। ইসলামী ব্যাংকের তহবিল বিনিয়োগের জন্য শরিয়াহ অনুমোদিত অনেক পদ্ধতি রয়েছে। এসবের মধ্যে রয়েছে :

ক. মুদারাবা ও মুশারাকাভিত্তিক অংশীদারি পদ্ধতি,

খ. মুরাবাহা, বাই মুয়াজ্জাল ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় পদ্ধতি এবং

গ. ইজারা ও লিজিংসহ শরিয়াহ অনুমাদিত বিনিয়োগ পদ্ধতি।

ইসলামী ব্যাংক টাকাকে পণ্যের মতো ক্রয় বিক্রয় করে না।

ক. প্রকৃত পণ্যের ক্রয় বিক্রয় করে।

খ. গ্রাহকের সাথে অংশীদারি পদ্ধতিতে ব্যবসা করে।

গ. গ্রাহকদের কাছে কল-কারখানা, যানবাহন, বাড়ি ইত্যাদি ভাড়া দিয়ে তা থেকে ভাড়াবাবদ আয় করে। এ ধরনের বিনিয়োগ কার্যক্রমের পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংক তার সামর্থ্য অনুযায়ী। কোনো গ্রাহককে সীমিত পর্যায়ে বিনা সুদে ঋণ প্রদান করতে পারে। সুদমুক্ত এ ঋণ 'কর্জে হাসানা' নামে পরিচিত।

৩. ঋণপত্র খোলা

আন্তর্জাতিক লেনদেনের উদ্দেশ্যে ঋণপত্র খোলা ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ঋণপত্রের মাধ্যমে আমদানিকৃত পণ্যের বিপরীতে অর্থলগ্নী করে সুদী ব্যাংক সুদ নেয়। ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের ক্ষেত্রে বিলম্বে বিল পরিশোধের জন্যও সুদী ব্যাংক নির্ধারিত হারে সুদ আদায় করে থাকে। ইসলামী ব্যাংক ইসলামী শরিয়ার নীতি মেনে ঋণপত্র খুলে আন্তর্জাতিক লেনদেনে অংশ নেয়। ঋণপত্রের বিপরীতে আমদানি করা পণ্য ব্যাংক শরিয়াহ অনুমোদিত বিভিন্ন বিনিয়োগ পদ্ধতির অধীনে গ্রাহকের কাছে বিক্রি করে অথবা ভাড়া দেয় কিংবা গ্রাহকের সাথে অংশীদারি কারবারে নিয়োজিত হয়। বিলম্বে বিল প্রদান কিংবা রফতানি বিল ডিসকাউন্টিং-এর মতো পরিস্থিতির উদ্ভব হলে এবং তাতে সুদ যুক্ত হলে ইসলামী ব্যাংক সে সুদ তার আয়ের মধ্যে সামিল করে না। যেকোনো ধরনের অবৈধ বা সন্দেহজনক আয় শরিয়াহ কাউন্সিলের পরামর্শ অনুযায়ী অন্য কোনো কাজে ব্যয় করা হয়।

৪. বৈদেশিক মুদ্রা বেচা-কেনা

বৈদেশিক মুদ্রা কেনা-বেচা সুদভিত্তিক ব্যাংকের একটি স্বাভাবিক কাজ। নগদ ও আগাম ফরমায়েশের (Forward Booking) মাধ্যমে এ জাতীয় লেনদেন হয়। ঝুঁকি এড়াতে ও আয়ের পরিধি বাড়াতে সুদভিত্তিক ব্যাংক বৈদেশিক বাণিজ্যের নতুন নতুন প্রাডোক্ট উন্নয়ন করছে। এই ক্ষেত্রে দক্ষতা ও সামর্থ্য ব্যাংকের ব্যবসায়িক সফলতার নিয়ামক হিসেবে বিবেচিত হয়। ইসলামী ব্যাংক দৈনন্দিন আন্তর্জাতিক দেনা-পাওনা মেটানারে জন্য শরিয়াহসম্মত নগদ ভিত্তিতে (Spot basis) এক মুদ্রার সাথে অন্য প্রকার মুদ্রার বিনিময় বা কেনা-বেচা করে। বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে ফরওয়ার্ড বুকিং কিংবা ডেরিভেটিভ প্রডাক্টে ইসলামী ব্যাংক অংশ নেয় না। ইসলামী বিশেষজ্ঞদের মতে, মুদ্রার বেচা-কেনার মাধ্যমে ফটকা লাভ অর্জনের প্রবণতা মুদ্রা বাজারে অস্থিতিশীলতা ও কৃত্রিম সংকট তৈরি করে।

৫. মুদ্রাবাজার দলিল

অর্থনৈতিক তৎপরতায় অগ্রসর দেশগুলোতে মুদ্রাবাজারের বিভিন্ন দলিল (Money Market Instrument) কেনাবেচা হয়। লেনদেনের ক্ষেত্রে সুদের হার প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। মুদ্রাবাজার দলিলের মধ্যে ট্রেজারি বিল (T-Bill), হস্তান্তরযাগ্যে সার্টিফিকেট (Negotiable Certificate), বাণিজ্যিক পত্র (Commercial Paper), ব্যাংকারের গ্রহণযোগ্যতা-পত্র (Bankers Acceptance) ইত্যাদি বেশি প্রচলিত। সুদভিত্তিক "মুদ্রাবাজার দলিল"-এর বিকল্প হিসেবে ইসলামী

ব্যাংকসমূহ ইতোমধ্যে বেশকিছু আকর্ষণীয় ইসলামী দলিল (Instrument) উদ্ভাবন করেছে। তার মধ্যে অংশগ্রহণমূলক মেয়াদী সার্টিফিকেট (Participatory Term Certificate), মুদারাবা বন্ড, মুদারাবা সার্টিফিকেট, মুশারাকা সার্টিফিকেট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব ইসলামী আর্থিক দলিল প্রকৃত সম্পদ (Real Asset)-এর বিপরীতে ইস্যু করা হয়। এই লেনদেনে প্রকৃত সম্পদ তার যথাযথ ভূমিকা পালন করে। এ কারণে আর্থিক বাজারে স্থিতিশীলতা অর্জন ও স্বাভাবিকতা রক্ষা করা সহজ হয়। ইসলামী ব্যাংক এসব প্রোডাক্টের সফল প্রচলনের মাধ্যমে মুদ্রাবাজারে তার পদ্ধতিগত শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

৬. মার্চেন্ট ব্যাংকিং

মার্চেন্ট ব্যাংকিং সেবা ব্যাংকিং জগতে তুলনামূলকভাবে নতুন ধারণা। তবে ইতোমধ্যেই এর কার্যপরিধির ব্যাপ্তি ঘটেছে। বর্তমানে মার্চেন্ট ব্যাংকিং-এর উল্লেখযোগ্য কাজ হলো ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করা, মূলধন বাজারে পুঁজি বিনিয়োগ, অবলেখন (Underwriting) ইত্যাদি। ব্যাংকের স্বাভাবিক কার্যপরিধির বাইরে মার্চেন্ট ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে ব্যাংকের মুনাফার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ ও তারল্য বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হয়। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় ডেবিট কার্ডের সহজ ও ব্যাপক প্রচলন হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংক ক্রেডিট কার্ডের উন্নয়ন ও প্রয়োগ করছে। ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারে শরিয়াহ পরিপালন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) শরিয়াহ স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণ করেছে। পুঁজিবাজারে মূলধন বিনিয়োগের ব্যাপারেও শরিয়ার আপত্তি নেই। তবে বাজারে স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখার স্বার্থে এক্ষেত্রে ইসলামের নৈতিক মান সংরক্ষণে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন জরুরি।

৭. লকার ভাড়া

মূল্যবান সামগ্রীর নিরাপদ হেফাজতের জন্য লকার ভাড়া দেয়া ব্যাংকিং সেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এ সুবিধার বিনিময়ে ব্যাংক মাসিক বা বার্ষিক ভিত্তিতে নির্ধারিত ফি আদায় করে থাকে। ইসলামী ব্যাংক ইসলামী শরিয়ার আল-আমানাহ নীতির ভিত্তিতে গ্রাহকের দ্রব্যসামগ্রী নিরাপদে হেফাজত করার দায়িত্ব পালন করে। অন্যদিকে সুদভিত্তিক ব্যাংক লকার ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে শরিয়ার বিধিবিধান অনুসরণের কথা চিন্তা করে না।

৮. রেমিটেন্স কার্যক্রম

রেমিটেন্স হলো এক স্থান থেকে অন্যত্র অর্থ বা তহবিলের স্থানান্তর। এজন্য ব্যাংক গ্রাহকের কাছ থেকে কমিশন বা ফি আদায় করে। সেবার বিনিময়ে কমিশন বা ফি আদায় করা শরিয়াহ্‌সম্মত। তবে ইন্সট্রুমেন্ট বা ড্রাফট বাট্টাকরণ বা ক্রয়ের ক্ষেত্রে সুদের উদ্ভব হতে পারে। তাই ইসলামী ব্যাংক বাট্টাকরণের কাজে জড়িত হয় না, কমিশন বা ফি-এর বিনিময়ে শুধুমাত্র অর্থ স্থানান্তরে অংশ নেয়।

৯. ব্যাংক গ্যারান্টি

ব্যাংক গ্যারান্টি হলো কোনো দায়-দেনা বা প্রতিশ্রুতি পূরণে গ্রাহকের অপারগতার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ব্যাংক কর্তৃক তৃতীয় পক্ষের সম্ভাব্য ক্ষতি পূরণের অঙ্গীকার বা নিশ্চয়তা প্রদান। গ্যারান্টির শর্ত পূরণে সংশ্লিষ্ট গ্রাহক ব্যর্থ হলে তার পক্ষে ব্যাংক তৃতীয় পক্ষকে গ্যারান্টির অর্থ পরিশোধ করে। ব্যাংক এক্ষেত্রে গ্রাহকের কাছ থেকে নির্ধারিত কমিশন আদায় করে। ইসলামী ব্যাংকগুলোর ব্যাংক গ্যারান্টি সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পূর্ণ শরিয়াহসম্মত।

১০. বিল বাট্টাকরণ

রফতানি বিল বাট্টাকরণ (Discounting) সুদভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থায় একটি বহুল প্রচলিত অর্থায়ন কার্যক্রম। গ্রাহককে আগাম তারল্য ক্ষমতা অর্জনে সহায়তা দানের জন্য ব্যাংক গ্রাহকের রফতানি বিল বাট্টাকরণ করে অর্থাৎ কম দামে কিনে নেয়। সুদভিত্তিক ব্যাংকিং লেনদেনে এ ধরনের বিল বাট্টাকরণ ব্যাপকভাবে প্রচলিত। বিল বাট্টাকরণের মাধ্যমে বিলম্বিত সময়ের জন্য সুদী ব্যাংক সুদ আদায় করে। ইসলামী ব্যাংক সুদভিত্তিক এই বাট্টাকরণের কাজে অংশ নেয় না। এর বিকল্প হিসেবে ইসলামী ব্যাংক রফতানিকারকদের বাই-সালাম বা মুশারাকা পদ্ধতিতে প্রাক-জাহাজীকরণ (Pre-shipment) বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করে। এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের আরও নতুন নতুন প্রোডাক্ট উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে।

১১. কলমানি মার্কেটে অংশগ্রহণ

সুদভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থায় আন্তঃব্যাংক লেনদেনে কলমানি মার্কেট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনো ব্যাংকের তারল্য ঘাটতি দেখা দিলে সে ব্যাংক অধিক তারল্যের অধিকারী ব্যাংকের কাছ থেকে সুদে টাকা ধার নিয়ে তার ঘাটতি মুকাবিলা করে। এক্ষেত্রে তারল্য সংকটে পতিত ব্যাংকের বিপদের সুযোগ নিয়ে অধিক তারল্যের অধিকারী ব্যাংক ইচ্ছামতো চড়া হারে সুদ আদায় করে। বিপদাপন্ন ব্যাংকের সংকট যত গভীর হবে, সুদের হার তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়বে। কখনো কখনো কলমানি মার্কেটে সুদের হার স্বাভাবিক বাজারের সুদের হারের চার-পাঁচ গুণ বেড়ে যায়। এক্ষেত্রে শক্তিমান প্রতিবেশী তার ঘরের পাশের দুর্বল পড়শিকে সুযোগ পেয়ে ঘাড় মটকাতে একটুও লজ্জাবোধ করে না। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় সুদের ভিত্তিতে আন্তঃব্যাংক লেনদেনের সুযোগ নেই। এর ইসলামী বিকল্প হলো 'কর্জে হাসানা' অথবা শরিয়াহ অনুমোদিত দলিলের মাধ্যমে আন্তঃব্যাংক লেনদেন। বর্তমানে অধিক তারল্যের অধিকারী ইসলামী ব্যাংক তারল্য সংকটে পতিত ইসলামী ব্যাংকের তারল্য ঘাটতিপূরণে সহযোগিতা করতে তাদের মুদারাবা অ্যাকাউন্টে টাকা জমা রাখে। জমাকারী ইসলামী ব্যাংক জমা গ্রহণকারী ইসলামী ব্যাংকের মুদারাবা কারবারে স্বাভাবিক নিয়মে সাহিব আল-মাল হিসেবে অংশ নেয়। এ ধরনের জমার মাধ্যমে অধিক তারল্যের অধিকারী ব্যাংক তারল্য সংকটে পতিত ব্যাংকের সাময়িক তারল্য চাপ মুকাবিলায় সহায়তা করে। এ সহযোগিতার মধ্য দিয়ে সে তার বাড়তি মূলধন বিনিয়োগের সুযোগ পায়। একের বিপদে অন্যের সহায়তা

ও সহমর্মিতাও প্রকাশ পায়। বিপদের সুযোগ নিয়ে ইচ্ছামতো অতিরিক্ত মুনাফা লুটে নেয়ার মুনাফাখোরি প্রবণতা এরূপ আন্তঃব্যাংক লেনদেনে সৃষ্টি হয় না।

১২. সরকারি ট্রেজারি বিল

ক্রয় সুদের বিনিময়ে সরকারি ট্রেজারি বিল (T-Bill) কেনা-বেচা সুদভিত্তিক ব্যাংকের একটি স্বাভাবিক ব্যবসা। ইসলামী ব্যাংক সুদযুক্ত সরকারি টি-বিল কেনা-বেচা করে না। বাংলাদেশ সরকার সম্প্রতি ইসলামী শরিয়াহ অনুমোদিত 'মুদারাবা বন্ড' চালু করেছে। ইসলামী ব্যাংকগুলো এখন এই বন্ডে বিনিয়োগ করার সুযোগ পাচ্ছে।

১৩. এসএলআর (SLR) ও সিআরআর (CRR) সংরক্ষণ

আইনগত বাধ্যবাধকতার কারণে তফসিলভুক্ত সকল ব্যাংক নির্ধারিত হারে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বিধিবদ্ধ তারল্য সঞ্চিতি (Statutory Liquidity Reserve বা SLR) সংরক্ষণ করে। সঞ্চিতির কিছু অংশ নগদ আকারে (Cash Reserve Requirement বা CRR) এবং অবশিষ্ট অংশ অনুমোদিত দলিল আকারে সংরক্ষণ করতে হয়। সময়ে সময়ে এই তারল্য সঞ্চিতির হারের পরিবর্তন করা হয়। এ ধরনের সঞ্চিতির ওপর সুদভিত্তিক ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে 'ব্যাংক হার' (Bank Rate) অনুযায়ী সুদ পায়।[৭৫] ঝুঁকি মুকাবিলার অন্তর্নিহিত ব্যবস্থা এবং পদ্ধতিগত পার্থক্যের কারণে ইসলামী ব্যাংকের জন্য এসএলআর সংরক্ষণ যুক্তিসম্মত নয় বলে কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ মনে করেন। তবে আইনগত বাধ্যবাধকতার কারণে ইসলামী ব্যাংকও এই বিধিবদ্ধ সঞ্চিতি তহবিল সংরক্ষণ করে। বাংলাদেশ সরকারের মুদারাবা বন্ড প্রবর্তনের আগে ইসলামী ব্যাংককে তার পুরো সঞ্চিতি তহবিল নগদ আকারে রাখতে হতো। এখন তার শতকরা পাঁচভাগ সঞ্চিতি শরিয়াহ অনুমোদিত এই বন্ডে রাখার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সঞ্চিতি খাতের নগদ জমা থেকে কোনো সুদ অর্জিত হলে তা ইসলামী ব্যাংকের স্বাভাবিক আয়ের অংশ হয় না।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা অনেক ধরনের কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। এ ব্যাংকব্যবস্থা মানুষের অর্থনৈতিক জীবনকে সহজ করার লক্ষ্যে দিন দিন তার কার্যক্রম ও সেবার পরিধি বৃদ্ধি করছে।

---

[৭৫] মোহাম্মদ নুরুল আমীন, *ইসলামী ব্যাংকিং ও বীমা*, (ঢাকা: দারুস সালাম বাংলাদেশ-২০১৫), পৃ. ৪৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশে প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থা ও ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা

বাংলাদেশে প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থা ও ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা

অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো ব্যাংকব্যবস্থা। বর্তমান সময়ে ব্যাংকব্যবস্থাহীন কোনো জাতি বা সভ্যতা কল্পনা করাও অসম্ভব। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে প্রচলিত ব্যাংকিং ছাড়াও ইসলামী ব্যাংকিং নিত্যপ্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রচলিত ব্যাংক সরাসরি সুদী কারবারের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে থাকে, অপরদিকে ইসলামী ব্যাংক সুদহীন ব্যাংকিং কার্যক্রম প্রক্রিয়া গ্রহণ করে। মুসলিম হিসেবে প্রত্যেকে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে সাদরে গ্রহণ করে। একটি স্বাধীন ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থাও এর বিপরীত নয়। এ অধ্যায়ে বাংলাদেশে প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থা ও ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে দু'টি পরিচ্ছেদ রয়েছে:

প্রথম পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশে প্রচলিত ব্যাংকিং এর ইতিহাস

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক এর ইতিহাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশে প্রচলিত ব্যাংকিং এর ইতিহাস

একটি দেশ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নেপথ্যে যারা বা যে উপাদান ও প্রতিষ্ঠানসমূহ থাকে সেগুলোর মাঝে অন্যতম ও গুরুত্বপূর্ণ সে দেশের ব্যাংকিং সেক্টর। সূচনালগ্ন থেকেই বাংলাদেশের উন্নয়নে ব্যাংকসমূহ অনস্বীকার্য ভূমিকা পালন করে আসছে। আর্থসামাজিক সব ধরনের প্রকল্পে আর্থিক লেনদেন, ঋণ ও সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দেশের সকল কর্মকান্ডকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই পরিচ্ছেদে আমরা বাংলাদেশের ব্যাংকব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব। প্রথমে বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, বাংলাদেশের ব্যাংকিং ও অর্থনৈতিক সেক্টরের কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি, স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বাংলা অঞ্চলে ব্যাংকিং কার্যক্রম। যাতে থাকবে মোঘল ও তার পূর্ববর্তী, ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলের ব্যাংকব্যবস্থার ক্রমবিকাশ এবং স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টরের অগ্রধারা। তারপর প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থা ও এর প্রকারভেদ। সে আলোকে বাংলাদেশের ব্যাংকব্যবস্থা ও তার প্রকারভেদ, বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিস্তর বিবরণ এবং অন্যান্য ব্যাংকসমূহের কার্যাবলি। এ পরিচ্ছেদটি নিম্নোক্ত তিনটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত :

প্রথম অনুচ্ছেদ : স্বাধীনতাপূর্ব বাংলার ব্যাংকব্যবস্থা

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের ব্যাংকব্যবস্থা

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : বাংলাদেশে প্রচলিত ব্যাংকসমূহের প্রবাহচিত্র

প্রথম অনুচ্ছেদ: স্বাধীনতাপূর্ব বাংলার ব্যাংকব্যবস্থা

বর্তমান বাংলাদেশ সুসংগঠিত হওয়ার পূর্বে এবং স্বাধীনতা লাভের পর তার ব্যাংকংব্যবস্থা কেমন ছিল তা নিয়ে আলোচনা নিম্নে প্রদত্ত হলো:

১. বাংলাদেশের পরিচয়

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। এ দেশের মানুষ অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ।[৭৬] ১৯৭১ সালে ৯ মাস ব্যাপী এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে উদার চেতনাকে বক্ষে ধারণ করে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে বাংলাদেশ এক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে অবস্থিত। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে সুন্দরবন অবস্থিত হওয়ায় ভৌগোলিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়। বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণে রয়েছে বিস্তীর্ণ জলাধার বঙ্গোপসাগর। যৌক্তিক কারণেই চট্টগ্রাম, মংলা ও পায়রাতে তিন'টি সমুদ্রবন্দর স্থাপিত হয়েছে। যেগুলো বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের মালামাল নৌপথে পরিবহনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। যা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের রাজধানী শহর ঢাকা। বাংলাদেশকে ৮টি প্রশাসনিক বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেগুলো হলো– ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, রংপুর ও ময়মনসিংহ। এখানে রয়েছে ৬৪টি জেলা ও ৪৯২টি উপজেলা।[৭৭] প্রধান নদীসমূহ হচ্ছে– পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, আড়িয়াল খাঁ, কর্ণফুলি, তিস্তা, শীতলক্ষ্যা, রূপসা, মধুমতি, গড়াই, মহানন্দা।[৭৮] সমুদ্রবন্দর আছে ৩টি। ১. চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর, ২. মংলা সমুদ্রবন্দর ৩. পায়রা সমুদ্রবন্দর।[৭৯] স্থলবন্দর রয়েছে ২৪ টি। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বেনাপোল, হিলি, টেকনাফ, বিবিরবাজার, সোনামসজিদ, দর্শনা ও তামাবিল স্থলবন্দর। বাংলাদেশে ৩টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসহ ৫টি অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর এবং ৭টি স্বল্প পরিসরের (শুধু উড্ডয়ন এবং অবতরণ) বন্দর রয়েছে।

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। এখানে সমুদ্রবন্দরসহ অসংখ্যা নদীবন্দর ও স্থলবন্দর রয়েছে। যার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যসহ বৈদেশিক বাণিজ্যও সহজ হয়েছে।

বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক ইতিহাস

স্বাধীনতার পূর্বে ভৌগোলিক দিক বিবেচনায় বাংলাদেশ যেহেতু ভারত উপমহাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল ছিল। রাজনৈতিক বিবেচনায় মুঘল আমল থেকে শুরু করে ইংরেজ ও পশ্চিম পাকিস্তানের অধীনে বহু বছর শাসিত হয়েছে। তাই স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা সম্পর্কে পরিপূর্ণ, সঠিক ও স্পষ্ট ধারণা পেতে হলে মুঘল, ইংরেজ ও পাকিস্তান আমলের অর্থনৈতিক ও

---

[৭৬] কাওসার হোসাইন, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান* (মুহিত পাবলিকেশন্স, ঢাকা -২০১৫), পৃ. ৩

[৭৭] বাংলাদেশ ব্যাংক, bangladesh.gov.bd/index.php, সংগ্রহের তারিখ: ০৪.০৩.২০২২

[৭৮] মুহাম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ২০০৬), পৃ. ২০-২৪

[৭৯] *বাংলাপিডিয়া* (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৪), খ. ৬, পৃ. ৩৮০

ব্যাংকিং ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে হবে। সে লক্ষ্যে নিম্নে মুঘল আমল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এই বাংলা অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করা হলো।

২. মুঘল আমলে ব্যাংকব্যবস্থা (১৫২৬-১৮৫৭)

মুঘল শাসনামল প্রায় ৬০০ বছর স্থায়ী ছিল। এর মাঝে ২৫০ বছর মধ্যযুগ এবং বাকি ৩৫৭ বছর আধুনিক যুগের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু মুঘল আমলকে মধ্যযুগ হিসেবেই গণ্য করা হয়। এ সময় ব্যাংকব্যবস্থা প্রসিদ্ধ লাভ করেছিল। মুঘল আমলের প্রধান ব্যাংকিং কাজগুলো নিম্নরূপ :

- সরকারি কোষাগার বা খাজাঞ্চিখানা প্রতিষ্ঠিত হয়।
- সরকার আশরাফী নামে বিভিন্ন মূল্যমানের স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা প্রচলন করে।
- এ সময় প্রবর্তিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় স্থানীয় কয়েকটি পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এদের মধ্যে জগৎশেঠ পরিবার প্রধান। এছাড়া মাড়োয়ারি, মুলতানি, শেঠ, কাবলিওয়ালা, জোদ্দার, শাহুকারগণ ব্যাংক ব্যবসা করতো।
- দেশীয় ব্যাংকারগণ হুন্ডির মাধ্যমে টাকা পয়সা আদান প্রদান করতো। তখন হুন্ডিতে বিনিময় পত্র সর্বত্র প্রচলিত ছিল।
- ১৭৭০ সালে তাদের চেষ্টার ফলসরূপ উপমহাদেশের প্রথম ব্যাংক "দি হিন্দুস্তান ব্যাংক" কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৭২৪ সাল হতে বাংলা অঞ্চলের রাজস্ব মুর্শিদাবাদে জগৎশেঠ পরিবারের মারফতে হুন্ডি করে দিল্লিতে পাঠানো হতো।[৮০]

সুতরাং মোঘল আমলে ব্যাংকিং কার্যক্রম প্রচলিত ছিল। বর্তমানের মতো সুসংগঠিত পদ্ধতিতে না হলেও প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগতভাবে অর্থ আদান-প্রদান কার্যক্রম সূচারুরূপে পরিচালিত হতো।

৩. বৃটিশ শাসনামলে বাংলার ব্যাংকব্যবস্থা

১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরাজয়বরণের পর থেকে উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসন শুরু হয়। তারপর থেকে ইংরেজরা বিভিন্ন কলা-কৌশলে এ অঞ্চলের শাসনভার কেড়ে নেয় এবং নিজেদের আধিপত্য কায়েম করে। এসব কাজে ইংরেজদের সহযোগী ছিল মীর জাফর গং। তাদের কারণেই জগৎশেঠের ঐতিহ্যবাহী ব্যাংক ব্যবসায়ের পতন ত্বরান্বিত হয়। সময়ের ব্যবধানে ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে তাদের প্রতিপত্তি হারিয়ে যায়। ইংরেজরা তাদের দেশীয় অনুচর দ্বারা গোটা উপমহাদেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। ফলে দেশীয় ব্যাংকারগণ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ সময়ে জগৎশেঠের ব্যাংক ব্যবসা তথা অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং একের পর এক তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যেতে থাকে। এ অবস্থা কাটিয়ে উঠার জন্য ইংরেজদের

---

[৮০] শফিকুর রহমান ও মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ, *ব্যাংকিং ও বীমা* (ঢাকা: হাসান বুক হাউস-২০০৩), পৃ. ০১

উদ্যোগেই 'ইংলিশ এজেন্সি হাউস' প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইংরেজদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবার পর তারা তাদের প্রয়োজনে এ অঞ্চলে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যে সকল ব্যবস্থা গড়ে তোলে তা নিম্নরূপ:

১৭৭০ সালে ভারতে "দি হিন্দুস্তান ব্যাংক" প্রতিষ্ঠিত হয়, যাকে এ অঞ্চলের সর্বপ্রথম আধুনিক ব্যাংক হিসেবে বোঝানো হয়।[৮১] ১৮৩২ সালে বিলুপ্ত হওয়া পর্যন্ত এটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান "মেসার্স আলেকজান্ডার এন্ড কোম্পানি" এর একটি শাখা হিসেবে পরিচালিত হয়েছিল। কলকাতা ও আশেপাশের কয়েকটি অঞ্চলে ব্যাংকটির কার্যক্রম পরিচালিত হতো। ১৭৮৪ সালে এখানে "দি বেঙ্গল ব্যাংক" প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকায় প্রথম আধুনিক ব্যাংক সদর দপ্তর ছিল ঢাকা ব্যাংকের; যা ১৮৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি খুব সীমিতভাবে ব্যবসায়িক কাজে ব্যাবহৃত হতো এবং এতে কোনো কাগজের নোটের প্রচলন ছিল না। ১৮৬২ সালে "ব্যাংক অব বেঙ্গল" ব্যাংকটির মালিকানা কিনে নেয়। পরবর্তীতে "ব্যাংক অব বেঙ্গল" ১৮৭৩ সালে সিরাজগঞ্জ ও চট্টগ্রামে এবং ১৯০০ সালে চাঁদপুরে নিজেদের শাখা চালু করে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় ঢাকা (১৮৬২), চট্টগ্রাম (১৯০৬), ময়মনসিংহ (১৯২২), রংপুর (১৯২৩), চাঁদপুর (১৯২৪), নারায়ণগঞ্জ (১৯২৬) পূর্ব বাংলায় এর ছয়টি শাখা চালু ছিল।[৮২] ১৮০৬ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিভিন্ন মূল্যমানের এবং ওজনের রৌপ্য মুদ্রা চালু করে। অবশ্য এর আগেও এ অঞ্চলে এ ধরনের মুদ্রা প্রচলন ছিল। ১৭২৪ সাল কিংবা তার পরেও বাংলাদেশের রাজস্ব হুন্ডির মাধ্যমে দিল্লি পাঠানো হতো বলে জানা যায়। ১৮০৬ সালে "ব্যাংক অব কলিকাতা" প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি অনেক প্রাচীন হলেও কিছু ক্ষেত্রে এখনো এর অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। ব্যাংকটির নাম পরিবর্তন করে ১৮০৯ সালে ব্যাংক অব বেঙ্গল রাখা হয় এবং 'ইম্পেরিয়াল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া- এর সাথে ১৯২১ সালে একত্রিত করা হয়, পরবর্তীতে ১৯৫৫ সালে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ায় রূপান্তর করা হয়।[৮৩] তাছাড়া ১৮৪০ সালে "ব্যাঙ্ক অব বোম্বে" এবং ১৮৪৩ সালে 'ব্যাঙ্ক অব মাদ্রাজ' নামে ২টি প্রেসিডেন্সি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২০ সালে পরবর্তী পর্যায়ে "ইম্পেরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া" প্রতিষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য যে, ১৯৩০ সালে Bengle Provincial Enquiry Committee-এর মোট আমানতের ৫৪% এবং ঋণের ৩৭% তৎকালীন বেঙ্গল প্রদেশেই সংঘটিত হতো। ১৯৩৫ সালে ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে "রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া" প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেটা ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এ অঞ্চলে ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা পালন করে।[৮৪]

ব্রিটিশ শাসনামলে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তৎকালীন পূর্ব বাংলা পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমানে বাংলাদেশ) ব্যাংকিং ব্যবস্থার উন্নয়নের একটি চিত্র দেয়া হলো :

---

[৮১] Md Ashraful Islam & Syed Masud Hossain, *Banking in Bangladesh: A Historical Perspective* (vol. XXII, No.2, Dec.2001), P. 23

[৮২] রহমান ও হামিদ, *ব্যাংকিং ও বীমা*, পৃ. ০৯

[৮৩] *About Us*, https://www.sbi.co.in/web/about-us, সংগ্রহের তারিখ: ১০.১১.২০২০

[৮৪] GP Sysmes Scutt. *The History of the Bank of Bengal* (The bank of bengal press: 1994), P. 99

সাল	ব্যাংকের শাখা সংখ্যা	মোট আমানত (লক্ষ টাকা)
১৯০১	২৫	৪৯.২
১৯১১	৪৫	১১৩.৬
১৯২১	১৪৯	২৮২.৭
১৯৩১	৩৫৯	৩০২.৬
১৯৮১	৫৬৫	৫১৪.৮
১৯৪৬	৬৬৮	১৪৪৭.০

সারণি- ২.১: ব্রিটিশ আমলে বাংলার ব্যাংক[৮৫]

ব্রিটিশ শাসনামলে চিত্র-বিচিত্র প্রমাণ করে যে তখন এই বাংলা অঞ্চলে ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু ছিল প্রয়োজন ও জনপ্রিয়তার কারণে ক্রমান্বয়ে এ অঞ্চলে ব্যাংকের শাখা ও মানুষের ব্যাংকিং কার্যক্রম বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ভারত বিভক্তির পূর্বে বর্তমান বাংলাদেশ অংশে ২২টি তালিকাভুক্ত ব্যাংক ছিল। প্রতিষ্ঠার বছরসহ এদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো :

অবিভক্ত ভারতের বাংলাদেশ অংশে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে বিদ্যমান তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	ব্যাংকের নাম	প্রতিষ্ঠার বছর	ক্রমিক নং	ব্যাংকের নাম	প্রতিষ্ঠার বছর
১	ন্যাশনাল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া	১৮৬৪	১২	ত্রিপুরা মডার্ন ব্যাংক	১৯২৯
২	মহালক্ষ্মী ব্যাংক	১৯১০	১৩	ব্যাংক অব কমার্স	১৯২৯
৩	সেন্ট্রাল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া	১৯১১	১৪	সাউদার্ন ব্যাংক লিমিটেড	১৯৩৪
৪	দিনাজপুর ব্যাংক	১৯১৪	১৫	কলিকাতা কমার্সিয়াল ব্যাংক	১৯৩৪
৫	কুমিল্লা ব্যাংকিং কর্পোরেশন	১৯১৪	১৬	কলিকাতা ন্যাশনাল ব্যাংকিং	১৯৩৫
৬	বেঙ্গল সেন্ট্রাল ব্যাংক	১৯১৮	১৭	ইউনাইটেড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাংক	১৯৪০
৭	নিউ স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক	১৯২০	১৮	ইউনাইটেড কমার্সিয়াল ব্যাংক	১৯৪২
৮	ইম্পেরিয়াল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া	১৯২১	১৯	ভারত ব্যাংক	১৯৪২
৯	কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাংক	১৯২২	২০	হিন্দুস্তান কমার্সিয়াল ব্যাংক	১৯৪৩
১০	পাইওনিয়ার ব্যাংক	১৯২৩	২১	হিন্দু ব্যাংক	১৯৪৬
১১	নাথ ব্যাংক	১৯২৬			

সারণি- ২.২: অবিভক্ত ভারতের বাংলাদেশ অংশে ব্যাংক তালিকা[৮৬]

এই সকল ব্যাংক বর্তমান বাংলাদেশ অঞ্চলে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতো কিন্তু শাসক ও জাতিগত বিবর্তনের ফলে কিছু ব্যাংক এ অঞ্চল থেকে তাদের কার্যক্রম গুটিয়ে নিয়েছিল, কিছু ব্যাংক বিলুপ্ত হয়েছিল ও কিছু ব্যাংক নাম পরিবর্তন করে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছিল।

---

[৮৫] Bureau of Statistics (East Pakistan), *Statistical Digest of East Pakistan*, (Dhaka: Bureau of Statistics, 1969) No. 6

[৮৬] রহমান ও হামিদ, *ব্যাংকিং ও বীমা*, পৃ. ১০

৩১ মার্চ, ১৯৪৭ তারিখে অবিভক্ত ভারতে বাংলাদেশ অংশে ব্যাংক এর শাখাসমূহের বণ্টন তালিকা

ব্যাংকের ধরন	অবিভক্ত ভারত	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান	ভারত
তালিকাভুক্ত ব্যাংকের শাখা সংখ্যা	৩৪১৬	১৪৪	৪৮৭	২৮৬৫
তালিকাভুক্ত ব্যাংকের সংখ্যা	৬৮	১৩		৫৫
অতালিকাভুক্ত ব্যাংকের শাখা সংখ্যা	৩৪৯৮	৫০০	২০৪	২৭৯৪
অতালিকাভুক্ত ব্যাংকের সংখ্যা	৬০৩	১৪৮		৪৫৫

সারণি- ২.৩: অবিভক্ত ভারতে বাংলাদেশ অংশে ব্যাংক শাখা বণ্টন[৮৭]

এই পরিসংখ্যানটি ইঙ্গিত করে যে, বিভক্তির পূর্বে ভারতবর্ষে ব্যাংকব্যবস্থা চালু ছিলো। কিছু কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত এবং কিছু অ-তালিকাভুক্ত ব্যাংক তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছিল। পাশাপাশি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) অঞ্চলে যে সমস্ত তালিকাভুক্ত ও অ-তালিকাভুক্ত ব্যাংক কার্যক্রম ছিল সেটার স্পষ্ট বিবরণ জানতে পারি। তাছাড়া কলকাতাভিত্তিক কিছু ব্যাংক ১৯' শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এসেও নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারেনি। এদের মধ্যে জেনারেল ব্যাংক অব বেঙ্গল অ্যান্ড বিহার (১৭৩৩-৭৫); বেঙ্গল ব্যাংক (১৭৮৪-৯১); (পরবর্তী ব্যাংক অব বেঙ্গলের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই); জেনারেল ব্যাংক (পরবর্তীতে জেনারেল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া) (১৭৮৬-৯১); বাণিজ্যিক ব্যাংক (১৮১৯-৩৩); কলকাতা ব্যাংক (১৮২৪-২৯); ইউনিয়ন ব্যাংক (১৮২৯-৪৮); সরকারি সঞ্চয় ব্যাংক (১৮৩৩-অজানা); এবং মির্জাপুর ব্যাংক (১৮৩৫-৩৭) উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও দেশ বিভাজনের ফলে নিবন্ধিত ব্যাংকগুলো তাদের শাখা ভারতে স্থানান্তর করে নতুবা কোনো ব্যাংক আবার পূর্ব বাংলায় তাদের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৫১ সালে এসে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে অবশিষ্ট থাকে মাত্র ৬৯ টি শাখা।[৮৮]

মোট কথা, ব্রিটিশ শাসনামলে ও তার পূর্ব থেকেই পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোর মতো এই উপমহাদেশে ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু ছিল। বিশেষত পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) অঞ্চলেও ব্যাংকিং চলছিল ও ক্রমান্বয়ে তা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

৪. পাকিস্তান শাসনামলে বাংলাদেশের ব্যাংকব্যবস্থা

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির মাধ্যমে গোটা উপমহাদেশ ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়। এ বিভক্তির পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাংক ব্যবসায় সংকটের সম্মুখীন হয়। হিন্দুদের কারণে এ অঞ্চলের অনেক ব্যাংকের শাখা বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৪৮ সালের ১জুলাই ‘দি স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান’ নামে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৯ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রথম তালিকাভুক্ত ব্যাংক হিসেবে “দি ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান” নামে একটি শক্তিশালী বাণিজ্যিক

[৮৭] মুহা. কামরুজ্জামান, *ইসলামী ব্যাংকের ইতিহাস* (ঢাকা: রিমঝিম প্রকাশনী-২০১৫), পৃ. ৫৯
[৮৮] বাংলাদেশ ব্যাংকিং, উইকিপিডিয়া, সংগ্রহের তারিখ: ১৫.১১.২০২০

ব্যাংক গড়ে উঠেছিল এবং এর ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সাল নাগাদ তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর মধ্যে মাত্র দুটি ব্যাংক তথা কেবলমাত্র "ইস্টার্ন ব্যাংক কর্পোরেশন" বর্তমান (উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড) এবং "ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড" বর্তমান (পূবালী ব্যাংক লিমিটেড) এর হেড অফিস পূর্ব পাকিস্তান অংশে অবস্থিত ছিল। বাকি ৩৪ টিরই হেড অফিস ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। ফলে পাকিস্তানের এ অংশে ব্যাংকিং ব্যবস্থা খুবই পিছিয়ে পড়েছিল।[৮৯] ১৯৫৯ সালে ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয় এবং স্বাধীনতার আগে ১০৬টি শাখা চালু করে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৬৫ সালে ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়; শীঘ্রই মুক্তিযুদ্ধের আগে এর শাখা ৬০টিতে পৌঁছে যায়। তৎকালীন সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা ছিল বিধায় স্থানীয় উদ্যোক্তাদের ঋণ সুবিধা দেওয়ার লক্ষ্যে কয়েকজন সফল ব্যাবসায়ী মিলে ব্যাংক দুটি প্রতিষ্ঠা করেন। স্বাধীনতার আগে ও স্বাধীনতার সময়ে (১৯৭১) ব্যাংকিং খাত গঠিত হয়েছিলো তৎকালীন স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের দুটি শাখা আর ১৭টি বাণিজ্যিক ব্যাংক নিয়ে; যার মধ্যে দুইটি বাংলাদেশ এবং তিনটি পশ্চিম পাকিস্তানিদের মালিকানাধীন ছিল। বাদবাকি বিদেশীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। এছাড়াও তখন ছোটখাটো আরও চৌদ্দটি বাণিজ্যিক ব্যাংক ছিল। পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশের বর্তমান ভূখন্ডে ব্যাংক ব্যবসায়ের গতিধারার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র নিম্নরূপ :

তদানীন্তন পাকিস্তানে মালিকানার ভিত্তিতে ব্যাংক ও এর শাখাসমূহের চিত্র

প্রতি বছরের ৩০ জুন	দেশি মালিকানাধীন ব্যাংক		বিদেশি ব্যাংক		মোট	
	ব্যাংক	শাখা সংখ্যা	ব্যাংক	শাখা সংখ্যা	ব্যাংক	শাখা সংখ্যা
১৯৪৮	০৪	২৩	৩৪	১৭২	৩৮	১৯৫
১৯৫০	০৫	৮১	৩১	১২১	৩৬	২০২
১৯৫৫	০৫	১৬৩	২৭	৮৮	৩২	২৫১
১৯৬০	১০	৩৫৮	১৯	৭২	২৯	৪৩০
১৯৬৫	১৬	১৫২১	২০	৭০	৩৬	১৫৯১
১৯৭০	১৮	৩২৪৭	১৮	৬৫	৩৬	৩৩১২

সারণি- ২.৪: পাকিস্তানে মালিকানা ভিত্তিক ব্যাংক তালিকা[৯০]

সে সময় ব্যাংকিং কার্যক্রম ক্রমেই উন্নতি লাভ করছিল। ফলে শুধু দেশীয় নয়; বরং বিদেশি ব্যংকগুলোও তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছিল। এটা তৎকালীন ব্যাংকিং সেক্টরের অগ্রযাত্রাকেই ইঙ্গিত করে। পাকিস্তান আমলে বর্তমান বাংলাদেশ অংশে ব্যাংকিং ব্যবস্থার গতিধারা সম্পর্কে নিম্নের চিত্রটির সাহায্যে ধারণা লাভ করা যেতে পারে।

---

[৮৯] মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান, *ব্যাংকিং ও বীমা* (ঢাকা: দি যমুনা পাবলিশার্স-২০০০), পৃ. ১৫

[৯০] *Banking Statistics of Pakistan and Pakistan Economic survey*, (Islamabad: Department of statistics, State Bank of Pakistan, 1970-71) P. 60

বছর	ব্যাংক শাখার সংখ্যা	আমানত (লক্ষ টাকায়)	প্রদত্ত ঋণ (লক্ষ টাকায়)
১৯৪৯-৫০	১৪৮	২২৩.০০	১৬০.০০
১৯৫৫-৫৬	১৪৫	৪৩৩.০০	২০৫.০০
১৯৫৯-৬০	১৬০	৬৬৪.০০	৪৪৭.০০
১৯৬৪-৬৫	৫৪৫	১৬৪১.০০	১৯৫৭.০০
১৯৬৯-৭০	১০৪২	৩০৫৫.০০	৩৩৮৮.০০

সারণি- ২.৫: পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশ অংশে ব্যাংক সমূহ[৯১]

এই পরিসংখ্যান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, ভারত বিভক্তির পর পাকিস্তান আমলে ১৯৪৭-৭১ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও ব্যাংকিং সেক্টরে অগ্রধারা বজায় ছিল। দিন দিন ব্যাংক শাখা, তাদের আমানত ও ঋণ প্রদানের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের ব্যাংকব্যবস্থা

১৯৭১ সালের বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকব্যবস্থা আর আজকের ব্যাংকব্যবস্থা এক নয়। স্বাধীনতার পরে বিদেশি ব্যাংক ব্যতীত সমস্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের মালিকানা সরকারের কাছে ছিল। স্বাধীনতার পর ১২টি ব্যাংকিং কোম্পানি বাংলাদেশে ব্যবসা করেছে, তাদেরকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জাতীয়করণ করে। সরকারি মালিকানায় থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহ সাফল্য দেখাতে পারেনি বিধায় বাংলাদেশ সরকার ১৯৮১ সালে ব্যাংকিং সেক্টরে বেসরকারি মালিকানা নীতি ঘোষণা করে। তারই ফলশ্রুতিতে আজ বাংলাদেশের প্রায় ৬০ টি বেসরকারি ব্যাংক কাজ করছে। বাকি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোরও একই অবস্থা ঘটে। উল্লিখিত একই কারণে বাকিগুলো ২০০৭ সালে লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে রূপ পায়।[৯২] ১৯৭১ সালে বেশিরভাগ বাণিজ্যিক ব্যাংকের মালিকগণ বাংলাদেশ ত্যাগ করলে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত স্বল্পসংখ্যক ব্যাংক নিয়ে বাংলাদেশ সরকার যাত্রা শুরু করে। তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার ব্যবস্থাপনাজনিত সংকট উত্তরণ, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা এবং সুসংগঠিত ব্যাংকিং কাঠামো গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে পুনর্গঠন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ   ২৬-এর অধীনে এ অঞ্চলে ৩টি বিদেশি ব্যাংক ছাড়া ১২টি বাণিজ্যিক ব্যাংক, বীমা ও অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণের নীতি ঘোষণা করে। ১৯৭২ সালের ৬ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতির বাংলাদেশ ব্যাংক অধ্যাদেশ ১২৭-এর অধীনে “স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের” পূর্ব পাকিস্তানের শাখা অফিসকে “বাংলাদেশ ব্যাংক” নামকরণ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা

[৯১] কামরুজ্জামান, *ইসলামী ব্যাংকের ইতিহাস*, পৃ. ৬০
[৯২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

হয়। ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনার পুনর্গঠন পরিকল্পনার আওতায় স্বাধীনতাপূর্ব সকল ব্যাংক ও অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিম্নরূপভাবে বিন্যস্ত করা হয়:

পাকিস্তান আমলের নাম	বাংলাদেশ আমলের নাম	মন্তব্য
১. ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান ২. ভাওয়ালপুর ব্যাংক লিমিটেড ৩. প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড	সোনালী ব্যাংক	১৯৭২ সালের বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ-এর ৩৭ (২) ধারা অনুযায়ী তালিকাভুক্ত
৪. হাবিব ব্যাংক লিমিটেড ৫. কমার্স ব্যাংক লিমিটেড	অগ্রণী ব্যাংক	১৯৭২ সালের বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ-এর ৩৭ (২) ধারা অনুযায়ী তালিকাভুক্ত
৬. ইউনাইটেড ব্যাংক লিমিটেড ৭. ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড	জনতা ব্যাংক	১৯৭২ সালের বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ-এর ৩৭ (২) ধারা অনুযায়ী তালিকাভুক্ত
৮. মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ ৯. স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড ১০. অস্ট্রেলিশিয়া ব্যাংক লিমিটেড	রূপালী ব্যাংক	১৯৭২ সালের বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ-এর ৩৭ (২) ধারা অনুযায়ী তালিকাভুক্ত
১১. ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড	পূবালী ব্যাংক	রাষ্ট্রায়ত্ত ছিল বর্তমানে বিরাষ্ট্রীয়কৃত বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক।
১২. ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেড	উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড	রাষ্ট্রায়ত্ত ছিল বর্তমানে বিরাষ্ট্রীয়কৃত বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক।
১৩. পাকিস্তান হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন	বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন	সংক্ষিপ্ত HBFC
১৪. পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন	বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা	বর্তমানে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড
১৫. পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন ব্যাংক	বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক	
১৬. ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব পাকিস্তান	ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ	সংক্ষিপ্ত ICB

সারণি- ২.৬: স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সকল ব্যাংক ও অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের তালিকা[৯৩]

বাংলাদেশের ব্যাংকব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক, যেটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। বর্তমানে ৬০টি তালিকাভুক্ত ও ৫টি অ-তালিকাভুক্ত ব্যাংক নিয়ে এদেশের ব্যাংকব্যবস্থার পরিচালিত হচ্ছে। তালিকাভুক্ত ব্যাংকের মধ্যে রয়েছে ৬টি রাষ্ট্রায়াত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক, ৩টি বিশেষায়িত ব্যাংক, ৪২টি ব্যক্তিমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং ৯টি বিদেশি ব্যাংক।[৯৪]

যে মহান আদর্শে ব্রতী হয়ে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই বাংলাদেশের ব্যাংকসমূহকে জাতীয়করণ বা রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছিল তা কালের বিবর্তনে বিবিধ কারণে যেমন, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, অব্যবস্থাপনা, আমলাতান্ত্রিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি কারণে সফলতা অর্জিত হয়নি। যেহেতু জাতীয়করণের উদ্দেশ্য সফলকাম হয়নি সেহেতু অর্থনীতি ও সময়ের দাবীতে সরকার ১৯৮১ সালে ব্যাংকিং সেক্টরে বেসরকারি মালিকানা নীতি ঘোষণা করে। এ নীতির আলোকে ১৯৮২ সালে সর্বপ্রথম দেশি ও বিদেশি সরকারি

[৯৩] কামরুজ্জামান, *ইসলামী ব্যাংকের ইতিহাস*, পৃ. ৬১

[৯৪] *Financial System,* https://www.bb.org.bd, Collected : 6.11.2020

মালিকানায় "আরব-বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড" প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর থেকে বেসরকারি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা হচ্ছে।[৯৫] ১৯৮৩ সালে সরকার সর্বপ্রথম রাষ্ট্রায়ত্ত উত্তরা ব্যাংককে বেসরকারি মালিকানায় ছেড়ে দেয়। পরবর্তীকালে পূবালী ব্যাংককেও বিরাষ্ট্রীকরণ করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের মুদ্রা বাজারে রাষ্ট্রায়ত্ত, বেসরকারি ব্যাংকব্যবস্থা কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন বিশ্বে ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং কার্যক্রম চলছে সেখানে বাংলাদেশে এ ব্যাংকিং-এর ব্যাপারে প্রাথমিক চিন্তাভাবনা চলছে। বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টরের ক্রমবিকাশ মূল্যায়ন করলে দেখা যাবে যে, এখানে ব্যাংকিং ব্যবস্থা সনাতন পদ্ধতি থেকে বিবর্তিত হয়ে আধুনিক ব্যাংকিং এর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তবে কিছু কিছু বিদেশি ও বেসরকারি ব্যাংক ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং পদ্ধতি স্বল্প পরিসরে চালু করেছে। কিছু কিছু বিদেশি বেসরকারি ও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক কম্পিউটার ভিত্তিক হিসাব-নিকাশ ও লেনদেন করছে।

নতুন স্বাধীন সরকার তৎকালীন স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের ঢাকা শাখাকে বাংলাদেশ ব্যাংক নামকরণ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে ঘোষণার মাধ্যমে মুদ্রার মান নিয়ন্ত্রণ, ঋণহার নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রানীতি প্রণয়ন, মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের দায়ভার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপর ন্যস্ত করে। সরকার সমস্ত দেশীয় ব্যাংকিং খাতকে জাতীয়করণ এবং বিভিন্ন ব্যাংকের পুনর্গঠন ও নাম পরিবর্তন, বৈদেশিক ব্যাংকগুলোকে ব্যবসার অনুমোদন ও বীমা ব্যবসাকেও জাতীয়করণ করায় এটি একটি সম্ভাব্য বিনিয়োগের উৎস হয়ে ওঠে। সমবায় ঋণ আর সঞ্চয় সংস্থাগুলো ছোট ছোট ব্যক্তিগত ও গ্রামীণ একাউন্টগুলো দেখভাল করেছিল। ইতোমধ্যেই নতুন ব্যাংকিং খাত বৈদেশিক বিনিময় ও ঋণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সফলতা এবং দক্ষতা অর্জন করে। ১৯৭০-এর দশকে ঋণব্যবস্থার প্রাথমিক কাজ ছিল মূলত বাণিজ্য এবং সরকারি খাতে অর্থায়ন করা, যা ছিল মোট ঋণের প্রায় ৭৫%।

১৯৭০-এর দশকের শেষের দিকে এবং আশির দশকের শুরুতে সরকারের উৎসাহে কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়ন ও বেসরকারি শিল্পের মাধ্যমে ঋণদানের প্রক্রিয়াগুলোতে পরিবর্তন আসে। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে কৃষক ও জেলেদের ঋণ প্রদান উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৭৭-৮৫ এর মধ্যে ব্যাংকেগুলোর গ্রামীণ শাখার সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৩,৩৩০ এ পৌঁছায়। বেসরকারি শিল্পের প্রবৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশ ব্যাংক ও বিশ্বব্যাংক ক্রমবর্ধমান উঠতি বেসরকারি উৎপাদন খাতে তাদের ঋণ সহায়তা বাড়িয়ে দেয়। জিডিপির মোট শতকরা হিসাবে, তফসিলভুক্ত ব্যাংকসমূহের বেসরকারি কৃষিখাতে ঋণের পরিমাণ ১৯৭৯ অর্থবছরে ২ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৯৮৭ অর্থবছরে ১১ শতাংশ পৌঁছায়। ঠিক একই সময়ে মোট বেসরকারি উৎপাদন খাতে ঋণের পরিমাণ ১৩ শতাংশ থেকে বেঁড়ে ৫৩ শতাংশ হয়। ১৯৮৫ সালের শুরুর দিকে বাংলাদেশ সরকার অভ্যন্তরীণ বেসরকারি ঋণ এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে সরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ কমানোর লক্ষ্যে একটি কঠোর মুদ্রানীতি জারি করে।

[৯৫] রহমান ও হামিদ, *ব্যাংকিং ও বীমা*, পৃষ্ঠা. ০৯

অর্থ সরবরাহ ও মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি কমানোর ক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ অনেকটাই সফল হয়েছিল। ১৯৮৬ অর্থবছরে ব্যাংকিং খাত থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। তদুপরি বকেয়া ঋণ আদায়ের সমস্যা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য ছিল হুমকিস্বরূপ, যা ছিল সম্পদের অসম বণ্টন এবং কঠোর অর্থনৈতিক বৈষম্যের জন্য দায়ী। এ অবস্থায় সরকার আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে, কিন্তু এতে ঋণপ্রাপ্তির প্রক্রিয়া কিছুটা জটিল হয়ে পড়ে ফলে ব্যবসায়ী তথা উদ্যোক্তাদের মাঝে নতুন করে কোনো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়ানোর ক্ষেত্রে এক ধরনের নিরুৎসাহ চলে আসে।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত

বাংলাদেশে কার্যরত ব্যাংকগুলোকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। দেশের অধিকাংশ ব্যাংক হচ্ছে শাখা ব্যাংক যারা তাদের প্রধান কার্যালয়ের অধীনে থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শাখা স্থাপনের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। শাখাগুলোর নিজস্ব কোনো সত্তা নেই। তারা প্রধান কার্যালয়ের নিয়মানুযায়ী এবং প্রতিনিধি হিসেবে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। বাংলাদেশি ব্যাংকসমূহের বিদেশস্থ শাখাগুলোকে বিদেশি রাষ্ট্রের আইনের সাথে নিজ দেশীয় আইনও মেনে চলতে হয়। বাংলাদেশে ব্যাংকিং ব্যবসায় পরিচালনার জন্য দেশীয় সকল ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যাংককে কোম্পানি আইন, ১৯৯৪-এর অধীনে রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ-এর নিকট পাবলিক লি. কোম্পানি হিসেবে রেজিস্ট্রি করিয়ে কোম্পানির অনুকূলে Certificate of Incorporation সংগ্রহ করতে হয়। অপরদিকে শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহের জন্য সিকিউরিটিজ অ্যান্ড একচেঞ্জ কমিশনের অনুমতি পেতে হয়। মালিকানাভিত্তিক শ্রেণি বিভাজনের আওতায় বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোকে সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, বিদেশি এবং মিশ্র এ সকল শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

বাংলাদেশে কার্যরত সবগুলো ব্যাংক ও সেগুলোর কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে হলে, বিভিন্ন দিক বিবেচনায় ব্যাংকিং ও ব্যাংক-এর প্রকারভেদ সম্পর্কে সম্মক ধারণা লাভ করা অত্যন্ত জরুরি। সে লক্ষ্যে নিম্নে ব্যাংক এর প্রকারভেদ প্রদত্ত হলো:

ব্যাংক এর শ্রেণীবিভাগ[৯৬]

মালিকানাভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ

১. সরকারি ব্যাংক

২. বেসরকারি ব্যাংক

৩. স্বায়ত্ত্ব শাসিত ব্যাংক

৪. সরকারি ও বেসরকারি যৌথ মালিকানা ব্যাংক

---

[৯৬] মোহাম্মদ ওসমান গনি, *প্রায়োগিক ব্যাংকিং ও শাখা ব্যাবস্থাপনার কলাকৌশল* (ঢাকা: শব্দশিল্প প্রকাশন-২০০৮), পৃ. ২৯

সংগঠনিক শ্রেণীবিভাগ

১. একক মালিকানা ব্যাংক

২. অংশীদারি ব্যাংক

৩. যৌথ কোম্পানি ব্যাংক

৪. রাষ্ট্রীয় ব্যাংক

কাঠামোভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ

১. একক ব্যাংক

২. শাখা ব্যাংক

৩. চেইন ব্যাংক

৪. গ্রুপ ব্যাংক

কার্যভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ

১. কেন্দ্রীয় ব্যাংক

২. বাণিজ্যিক ব্যাংক

৩. সঞ্চয়ী ব্যাংক

৪. সমবায় ব্যাংক

৫. কৃষি ব্যাংক

৬. শিল্প ব্যাংক

৭. বন্ধকী ব্যাংক

৮ বিনিময় ব্যাংক

৯. শ্রমিক ব্যাংক

১০. স্কুল ব্যাংক

১১.মহিলা ব্যাংক

১২. গ্রামীণ ব্যাংক

১৩. বিনিয়োগ ব্যাংক

১৪. মিশ্র ব্যাংক

১৫. ভোগকারী ব্যাংক

১৬. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ব্যাংক

১৭. দেশীয় ব্যাংক

১৮. বিদেশি ব্যাংক

১৯. আঞ্চলিক ব্যাংক

২০. আন্তর্জাতিক ব্যাংক

সারা বিশ্বে প্রচলিত ব্যাংকগুলো উপরে উল্লিখিত কোন না কোন প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমান বাংলাদেশে প্রচলিত ব্যাংকসমূহও কোন প্রকারের অন্তর্ভুক্ত তা নিয়ে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন বিধায় নিম্নে তার বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হলো।

রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক

বাংলাদেশে ৬টি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক রয়েছে যেগুলোর শতভাগ মালিনাকানা বাংলাদেশ সরকারের।[৯১]

---

[৯১] *Financial System,* https://www.bb.org.bd, Collected : 20.11.2020

আলোচ্য ব্যাংকগুলোর তালিকা নিম্নরূপ:

ক্রমিক	ব্যাংক	প্রতিষ্ঠিত	শাখা	প্রধান কার্যালয়
১	সোনালী ব্যাংক লিমিটেড	১৯৭২	১২২৫ টি	৩৫-৪২৪৪ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
২	অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড	১৯৭২	৯৫৮ টি	৯/ডি, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
৩	রূপালী ব্যাংক লিমিটেড	১৯৭২	৫৭৭ টি	৩৪, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
৪	জনতা ব্যাংক লিমিটেড	১৯৭২	৯১৫ টি	১১০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
৫	বেসিক ব্যাংক লিমিটেড	১৯৮৮	৭২ টি	১৯৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
৬	বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড	২০০৯	৪৬ টি	৮, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০

সারণি- ২.৭: রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর তালিকা[৯২]

বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক

বাংলাদেশে ৪২টি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক রয়েছে যেগুলোর বেশিরভাগ বা সমস্ত শেয়ার বা মালিকানা রয়েছে ব্যক্তি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের হাতে।

সাধারণ

বাংলাদেশে পরিচালিত বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে ৩৪টি ব্যাংক প্রথাগত বা সাধারণ ব্যাংকিং কার্যক্রম করে থাকে।[৯৩] আলোচ্য ব্যাংকগুলোর তালিকা:

ক্রমিক	ব্যাংক	প্রতিষ্ঠিত	শাখা	প্রধান কার্যালয়
১	পূবালী ব্যাংক লিমিটেড	১৯৫৯	৪৮২ টি	২৬, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
২	উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড	১৯৬৫	২৩৯ টি	৯০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
৩	এবি ব্যাংক লিমিটেড	১৯৮২	১০৩ টি	৩০-৩১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
৪	আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড	১৯৮৩	১৪৮ টি	৬১ পুরানা পল্টন, ঢাকা
৫	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড	১৯৮৩	১৮৯ টি	৩৪ গুলশান এভিনিউ, ঢাকা
৬	সিটি ব্যাংক লিমিটেড	১৯৮৩	১৩২ টি	১৩৬, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা
৭	এনসিসি ব্যাংক লিমিটেড	১৯৮৫	১২১ টি	এনসিসি ব্যাংক ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা
৮	ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯২	৮৫ টি	১০০ গুলশান এভিনিউ, ঢাকা
৯	ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৫	১৯৫ টি	মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
১০	ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৫	১০১ টি	৩৬, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
১১	প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৫	১৪৬ টি	১১৯-১২০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
১২	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৫	১২৪ টি	২৬ গুলশান এভিনিউ, ঢাকা
১৩	সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৫	১৩৭ টি	৫২-৫৩, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা

[৯২] *বাংলাদেশের ব্যাংকসমূহের তালিকা*, https://www.bn.wikipedia.org, সংগ্রহের তারিখ ২০.১১.২০২০

[৯৩] *Financial System,* https://www.bb.org.bd, Collected : 20.11.2020

ক্রমিক	ব্যাংক	প্রতিষ্ঠিত	শাখা	প্রধান কার্যালয়
১৪	বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৮	৬৭ টি	ইউনূস ট্রেড সেন্টার, ৫২-৫৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা
১৫	ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৯	১০৫ টি	৪৬, কাওরান বাজার, ঢাকা
১৬	ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৯	১১৩ টি	৩৬, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
১৭	ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৯	২০৯ টি	১৮, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
১৮	প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৯	১১৬ টি	৪২ কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা
১৯	ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড	১৯৯৯	১২৯ টি	৩২-৩৪, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা
২০	মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৯	১৪৯ টি	৬১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
২১	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৯	১৩৮ টি	১২২-১২৪, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
২২	ব্রাক ব্যাংক লিমিটেড	২০০১	১৮৭ টি	দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, মতিঝিল, ঢাকা
২৩	যমুনা ব্যাংক লিমিটেড	২০০১	১৪১ টি	২, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
২৪	এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড	২০১৩	৭৫ টি	১১৪, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
২৫	এনআরবি ব্যাংক লিমিটেড	২০১৩	৪৬ টি	৮৯, গুলশান এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা
২৬	পদ্মা ব্যাংক লিমিটেড	২০১৩	৫৭ টি	৪২, গুলশান এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা
২৭	মধুমতি ব্যাংক লিমিটেড	২০১৩	২৩ টি	৬৫-৬৬, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
২৮	মিডল্যান্ড ব্যাংক লিমিটেড	২০১৩	৩৪ টি	৪০/৭, গুলশান এভিনিউ, গুলশান-২, ঢাকা
২৯	মেঘনা ব্যাংক লিমিটেড	২০১৩	৪৭ টি	৬৫, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা
৩০	সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড	২০১৩	৮৮ টি	৩৭, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
৩১	এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংক লিমিটেড	২০১৩	৬৯ টি	৯৮, গুলশান এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা
৩২	সীমান্ত ব্যাংক লিমিটেড	২০১৬	১৮ টি	বীর উত্তম ম. এ. রব সড়ক, সীমান্ত স্কয়ার, ঢাকা
৩৩	কমিউনিটি ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড	২০১৯	১০ টি	পুলিশ প্লাজা কনকর্ড, গুলশান ১, ঢাকা
৩৪	বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড	২০২০		অনুমোদনপ্রাপ্ত

সারণি- ২.৮: বাণিজ্যিক ব্যাংকের তালিকা[৯৪]

বাংলাদেশে পরিচালিত বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে ১০টি ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে।[৯৫]

---

[৯৪] *বাংলাদেশের ব্যাংকসমূহের তালিকা*, https://www.bn.wikipedia.org, সংগ্রহের তারিখ ২০.১১.২০২০

[৯৫] *Financial System*, https://www.bb.org.bd, Collected : 20.11.2020

আলোচ্য ব্যাংকগুলোর তালিকা নিম্নরূপ:

ক্রমিক	ব্যাংক	প্রতিষ্ঠিত	শাখা	প্রধান কার্যালয়
১	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড	১৯৮৩	৩৫৭ টি	৪০, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
২	আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১৯৮৭	৩৩ টি	১৩, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কাওরান বাজার, ঢাকা
৩	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৫	১৮০ টি	৬৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা
৪	সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডে	১৯৯৫	১৬১ টি	৯০/১, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
৫	এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৯	১৩১ টি	১৪২, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা
৬	ফার্স্ট সিকিউরিটিজ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৯	১৮৪ টি	প্লট#৩, গুলশান এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা
৭	শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	২০০১	১৩৪ টি	প্লট#৪, গুলশান এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা
৮	ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড	২০১৩	৯০ টি	৭২, গুলশান এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা
৯	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৯	১৩৮ টি	১২২-১২৪, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা, বাংলাদেশ
১০	গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	২০১৩	৬৯ টি	৯৮, গুলশান এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা, বাংলাদেশ

সারণি-২.৯: ইসলামী ব্যাংকের তালিকা[৯৬]

বাংলাদেশে ৯টি বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্মরত রয়েছে। এই বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশে আঞ্চলিক কার্যালয় ও শাখা কার্যালয় খুলে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আলোচ্য ব্যাংকগুলোর তালিকা নিম্নরূপ:

ক্রমিক	ব্যাংক	প্রতিষ্ঠিত	শাখা	আঞ্চলিক কার্যালয়
১	সিটিব্যাংক এনএ	১৮১২	৩ টি	৮, গুলশান এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা
২	এইচএসবিসি	১৮৬৫	৭ টি	১৮৬ বীর উত্তম মীর শওকত আলী সড়ক, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল, ঢাকা
৩	ওরি ব্যাংক	১৮৯৯	৬ টি	৬৫, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা
৪	কমার্শিয়াল ব্যাংক অব সিলন	১৯২০	১৪ টি	সড়ক-৫০, কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, গুলশান, ঢাকা
৫	হাবিব ব্যাংক লিমিটেড	১৯৪১	৭ টি	সড়ক-৩, গুলশান-১, ঢাকা
৬	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড বাংলাদেশ	১৯৪৮	২৩ টি	৬৭ গুলশান এভিনিউ, ঢাকা
৭	ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান	১৯৪৯	৪ টি	৬৯, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
৮	ভারতীয় স্টেট ব্যাংক	১৯৫৫	৬ টি	৫৭, গুলশান এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা
৯	ব্যাংক আল ফালাহ	১৯৯৭	৮ টি	১৬৮, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা

সারণি- ২.১০: বিদেশি ব্যাংকের তালিকা

বাংলাদেশে ৩টি বিশেষায়িত ব্যাংক রয়েছে যেগুলোর মালিকানা বাংলাদেশ সরকারের হাতে। ব্যাংক তিনটি আলাদা আলাদা বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণকল্পে গঠন করা হয়েছে। আলোচ্য ব্যাংকগুলোর তালিকা[৯৭]

---

[৯৬] *বাংলাদেশের ব্যাংকসমূহের তালিকা*, https://www.bn.wikipedia.org, সংগ্রহের তারিখ ২০.১১.২০২০

ক্রমিক	ব্যাংক	প্রতিষ্ঠাকাল	শাখা	প্রধান কার্যালয়
১	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	১৯৭৩	১০৩৮ টি	৮৩-৮৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
২	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	১৯৮৭	২৬ টি	২৭২, বনলতা বাণিজ্যিক এলাকা, রাজশাহী
৩	প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক	২০১০	৬৪ টি	৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন, ঢাকা

সারণি- ২.১১: বিশেষায়িত ব্যাংকের তালিকা[৯৮]

বাংলাদেশে ৫টি অ-তালিকাভুক্ত ব্যাংক রয়েছে।[৯৯] আলোচ্য ব্যাংকগুলোর তালিকা

ক্রমিক	ব্যাংক	প্রতিষ্ঠাকাল	শাখা	প্রধান কার্যালয়
১	জুবিলী ব্যাংক	১৯১৩	১ টি	জানিপুর, খোকসা, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ
২	গ্রামীণ ব্যাংক	১৯৮৩	২৫৬৮ টি	গ্রামীণ ব্যাংক ভবন, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
৩	আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক	১৯৯৬	২৩৩ টি	১৪, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা
৪	কর্মসংস্থান ব্যাংক	১৯৯৮	২৪৫ টি	১, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০
৫	পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক	২০১৪	৪৮৫ টি	৭১-৭২, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা

সারণি- ২.১২: অ-তালিকাভুক্ত ব্যাংক[১০০]

যেহেতু কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো মাদার অব আদার ব্যাংক্স। আর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তত্ত্বাবধানেই সকল ব্যাংক তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে, পাশাপাশি সকল ব্যাংকই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আদেশ-নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞা মেনে চলতে বাধ্য। তাই সকল ব্যাংক ও তাদের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানার পূর্বশর্ত হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা। নিম্নে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও তার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা প্রদত্ত হলো:

বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক-বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো- "বাংলাদেশ ব্যাংক"। ১৯৭২ সালে প্রেসিডেন্টের ২৬ নং আদেশ বলে "বাংলাদেশ ব্যাংক" প্রতিষ্ঠা লাভ করে। উক্ত আদেশবলে "স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের" পূর্বাঞ্চলের সমস্ত দায় ও সম্পদ নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক যাত্রা শুরু করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সমস্ত মূলধনের মালিক দেশের সরকার। বাংলাদেশ ব্যাংক একটি পরিচালনা বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হয়। গভর্নর হচ্ছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান। তাছাড়া আছেন আরও দুজন ডেপুটি গভর্নর এবং ৮ জন পরিচালক, নিয়মিত কার্য পরিচালনার জন্য আছেন কার্যনির্বাহী কমিটি। এরা হলেন গভর্নর, দুজন ডেপুটি গভর্নর এবং একজন পরিচালক। গভর্নর

[৯৭] *বাংলাদেশের ব্যাংকসমূহের তালিকা*, https://www.bn.wikipedia.org, সংগ্রহের তারিখ ২০.১১.২০২০

[৯৮] *Financial System*, https://www.bb.org.bd, Collected : 20.11.2020

[৯৯] প্রাগুক্ত সংগ্রহের তারিখ ২০.১১.২০২০

[১০০] *বাংলাদেশের ব্যাংকসমূহের তালিকা*, https://www.bn.wikipedia.org, সংগ্রহের তারিখ ২০.১১.২০২০

প্রধান নির্বাহী হিসেবে বোর্ডের সমস্ত কার্য পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন। পরিচালনা বোর্ডের সদস্যরা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে থাকেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর তিন বছরের জন্য নিযুক্ত হন।[১০১]

বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলি

একটি দেশের ব্যাংকব্যবস্থার অভিভাবক ও নিয়ন্ত্রক হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য যাবতীয় সিদ্ধান্ত ও নীতি নির্ধারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকই মূখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।

দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে:

১. নোট ও ধাতব মুদ্রার প্রচলন: দেশের মুদ্রা বাজারের চাহিদা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোট ও ধাতব মুদ্রার প্রচলন করে থাকে। যেমন বাংলাদেশে ৳১, ৳২, ৳৫, ৳১০, ৳২০, ৳৫০, ৳১০০, ৳৫০০ এবং ৳১০০০ মূল্যমানের কাগুজে নোট প্রচলিত রয়েছে। এছাড়াও ৳১, ৳২ এবং ৳৫ মূল্যমানের ধাতব মুদ্রা প্রচলিত রয়েছে। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের পক্ষে কাগুজে নোট প্রচলন এবং নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বপ্রাপ্ত।[১০২]

২. মুদ্রার মান স্থিতিশীল রাখা: মুদ্রাবাজারে অর্থনীতি বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মুদ্রামান সংরক্ষণ করে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতি বছর দুইবার মুদ্রানীতি ঘোষণা করে। একবার বছরের শুরুতে অর্থাৎ জানুয়ারিতে। আরেকবার মুদ্রানীতি ঘোষণা হয় বছরের মাঝামাঝিতে অর্থাৎ জুলাইতে। যেহেতু মুদ্রানীতি দেশের দারিদ্র্য বিমোচন, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়াতে বড় ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশ ব্যাংক বৈশ্বিক, অভ্যন্তরীণ এবং সামষ্টিক অর্থনীতিকে বিবেচনায় রেখেই মুদ্রানীতি প্রণয়ন করে, যা মূলত পরবর্তী কয়েকটি মাসের জন্য কার্যকর থাকে।[১০৩]

৩. সরকারের ব্যাংক: একটি সরকারের ব্যাংক হল কেন্দ্রীয় ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের তহবিল বিনাসুদে জমা রাখে। সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করে প্রয়োজনে সরকারকে বিনা সুদে ঋণ দান করে। যেমন বাংলাদেশ ব্যাংক "বাংলাদেশ সরকার বিনিয়োগ সুকুক হিসাব" অর্থাৎ সুকুক ইস্যু, রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেয়াদপূর্তির রেকর্ডের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক দায়িত্ব পালন করে।[১০৪]

৪. অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক : কেন্দ্রীয় ব্যাংক তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহের আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ জমা রাখে এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকের দুর্দিনে ঋণ দান করে। এছাড়া সদস্য ব্যাংকগুলোকে প্রয়োজনীয় উপদেশ ও নির্দেশ প্রদান করাও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রচলিত

---

[১০১] About BB, https://www.bb.org.bd, Collected : 20.11.2020

[১০২] বাংলাদেশী টাকা, https://www.bn.wikipedia.org, সংগ্রহের তারিখ ২০.১১.২০২০

[১০৩] কাকে বলে মুদ্রানীতি, https://www.banglatribune.com, সংগ্রহের তারিখ ২০.১২.২০২০

[১০৪] বাংলাদেশ সরকার বিনিয়োগ সুকুক গাইড লাইন-২০২০, ধারা-২ এর ১০ম নীতি

ব্যাংকগুলোর এসএলআর ১৪% এবং সিআরআর ৪% সংরক্ষণ করে থাকে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ থেকে এসএলআর ৫.৫% এবং সিআরআর ৪% নেয়।[১০৫]

৫. নিকাশঘরের দায়িত্ব পালন: কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিকাশঘরের দায়িত্ব পালন করে থাকে। বিভিন্ন ব্যাংকের মধ্যে পারস্পরিক যে দেনা-পাওনার সৃষ্টি হয়, কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিকাশঘরের মাধ্যমে সে সমস্ত দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পেমেন্ট সিস্টেম ডিপার্টমেন্ট নিকাশঘরের দায়িত্ব পালন করে।[১০৬]

৬. সরকারের উপদেষ্টা ও প্রতিনিধি: কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ও প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে।

৭. মুদ্রাবাজার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ: মুদ্রাব্যবস্থা স্থিতিশীল হলে অর্থনীতিও স্থিতিশীল থাকে অর্থাৎ স্থিতিশীল মুদ্রাব্যবস্থাকে কোনো দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে বিধায় বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল মুদ্রাবাজারের স্থিতিশীলতা রক্ষা করা।[১০৭]

৮. তালিকাভুক্ত ব্যাংকের অভিভাবক: কেন্দ্রীয় ব্যাংক তালিকাভুক্ত ব্যাংকের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক পরামর্শ, বিল বাট্টাকরণ, আন্তঃব্যাংক লেনদেনের ক্ষেত্রে অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করে।

৯. ঋণ প্রদান, ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল: কেন্দ্রীয় ব্যাংক, তালিকাভুক্ত ব্যাংক সরকারের আর্থিক সংকটের সময় প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংক এমন সংকটে ব্যাংকগুলোকে তাদের নীট সম্পদের ১৫% ঋণ হিসেবে প্রদান করে থাকে।

১০. ঋণ নিয়ন্ত্রণ: দেশীয় মুদ্রার মূল্যমান নিয়ন্ত্রণ তথা মুদ্রাবাজারে মুদ্রার মান সংরক্ষণ করার জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে প্রদত্ত ঋণ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

১১. বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণ: কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশীয় মুদ্রার মান সংরক্ষণ তথা স্থিতিশীল রাখার জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণ করে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নভেম্বর, ২০২১-এ রিজার্ভ ছিল ৪৪৮৮১.১ মিলিয়ন টাকা।

১২. গবেষণা: অর্থনীতি ও ব্যাংকিং সেক্টরের উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের গবেষণা বিভাগ বিভিন্ন গবেষণাধর্মী কাজ করে থাকে। যেমন ত্রৈমাসিক রিপোর্ট, বাৎসরিক রিপোর্ট এবং সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের রিপোর্ট তৈরি করে।

১৩. বিবিধ কাজ ঃ কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো ক্যাশিয়ার, সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসাব, রাষ্ট্রের কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নে সহায়তা করে এবং সাধারণ ব্যাংকিং কার্যক্রমসহ আরও বিবিধ কাজ করে থাকে।

---

[১০৫] *Bangladesh Bank*, https://www.bb.org.bd/en/index.php, collect:12.12.2021

[১০৬] Payment Systems Department, https://www.bb.org.bd/aboutus/dept/dept_details.php, collect:12.12.2021

[১০৭] বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ-১৯৭২, আদেশ-২৪, পৃ. ১৪

তাছাড়া, (ক) সরকারের নির্দেশে একস্থান হতে অন্য স্থানে অর্থ স্থানান্তর করে (খ) দেশে ও দেশের বাইরে ব্যাংকের নতুন শাখা স্থাপনে সহায়তা করে থাকে (গ) সরকারি সিকিউরিটি বন্ড ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় করে থাকে (ঘ) জনগণের নিকট হতে ব্যবহারের অযোগ্য নোটসমূহ ফেরৎ নিয়ে থাকে। (ঙ) নোট প্রচলনের ব্যাপারে গোপনীয়তা রক্ষা করে এবং মুদ্রার ও নোটের আয়তন, মান ও মূল্যের সমতা বিধান করে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদঃ বাংলাদেশে প্রচলিত ব্যাংকসমূহের প্রবাহচিত্র

বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব অর্থবছর ২০২০-এর শেষ চার মাসে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সার্বিক পরিস্থিতি ও কর্মক্ষমতার উপর বিশেষ নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ ও বিস্তার প্রতিহত করার লক্ষ্যে গৃহীত লকডাউনের কারণে বিশ্বের প্রায় সমস্ত বৃহৎ আর্থিক বাজার লক্ষ্যণীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই মহামারির বিস্তার ঠেকাতে দেশব্যাপী গৃহীত ৬৬ দিনের লকডাউনের কারণে দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং বাংলাদেশ বিপুল পরিমাণ রপ্তানি আয়ও হারিয়েছে।

এছাড়া, ব্যাংকসমূহের জন্য ঋণের সুদহারের পূর্ব-ঘোষিত সিলিংও এপ্রিল ২০২০ সাল হতে কার্যকর করা হয়। ফলে আর্থিক বাজারের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিস্থিতি গোটা ব্যাংকিং খাতের উপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করেছে। উল্লেখ্য, লকডাউনের মধ্যেও দেশের তফসিলি ব্যাংকসমূহ প্রতি কার্যদিবসে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গ্রাহকদেরকে নিয়মিত ব্যাংকিং সেবা প্রদান করার জন্য তৎপর ছিল। এই সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে ব্যাংক এবং অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থিতিশীল রাখতে এবং দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার পুনরুদ্ধারে তাদের অবদানকে অব্যাহত রাখতে বাংলাদেশ ব্যাংক কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের শুরুতেই একাধিক বিচক্ষণ নীতিমালা এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে, ব্যাংকিং খাতে পর্যাপ্ত তারল্য নিশ্চিত করতে প্রবিধানগত তারল্য অনুপাতসমূহ পুনঃনির্ধারণ, লকডাউনকালে সম্মুখসারির কর্মী হিসেবে ব্যাংক কর্মকর্তাদের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাসহ যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে উপযুক্ত কর্মপরিবেশ বজায় রেখে সীমিত আকারে ব্যবসায়িক কার্যক্রম অব্যাহত রাখা সংক্রান্ত বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা জারি, বৈদেশিক বাণিজ্য এবং বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় সংক্রান্ত বিধিসমূহের সহজিকরণ, ঋণ শ্রেণিকরণ নীতিমালা সাময়িক শিথিলকরণ, অর্থনীতির বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের জন্য সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের বাস্তবায়ন, উক্ত প্যাকেজসমূহে তারল্য সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম পরিচালনা এবং মূলধন বাজারে বিনিয়োগের জন্য বিশেষ তহবিল চালুকরণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[১০৮]

এছাড়া, তদারকি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সারা বছর ধরে নিয়মিত এবং বিশেষ সরেজমিন পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। ব্যাংকসমূহে যথাযথ ঝুঁকিব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পর্ষদ পর্যায়ে গঠিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম নিয়মিতভাবে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। অধিকন্তু, তারল্যব্যবস্থাপনার বিষয়ে বাংলাদেশ

---

[১০৮] বাংলাদেশ ব্যাংক, বার্ষিক রিপোর্ট-২০২০, পৃ. ৩৬

ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত বিশেষ তদারকির ফলে আলোচ্য অর্থবছর শেষে ব্যাংকিং খাতে সামগ্রিকভাবে পর্যাপ্ত তারল্য বজায় ছিল। এছাড়া, ব্যাংকিং খাতের সামগ্রিক শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ কমিয়ে আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। অর্থবছর ২০ শেষে, ব্যাংকিং খাতের মোট শ্রেণিকৃত ঋণের হার এবং মূলধন পর্যাপ্ততার হার ছিল যথাক্রমে শতকরা ৯.৫৬ এবং ১১.৬৩ ভাগ। মালিকানার ভিত্তিতে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে মোট চার ধরনের তফসিলি ব্যাংক রয়েছে। এগুলো হলো: রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক (এসসিবি), রাষ্ট্র মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক (এসবি), বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক (পিসিবি) এবং বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক (এফসিবি)। ২০১৯ সালে বাংলাদেশে কার্যরত তফসিলিব্যাংকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৯টি-তে। আলোচ্য সময়ে দুইটি নতুন তফসিলি ব্যাংক (প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক ও কমিউনিটি ব্যাংক) লাইসেন্স গ্রহণপূর্বক ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করেছে। এছাড়া, বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক নামে নতুন আর একটি তফসিলি ব্যাংক ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ সালে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করার জন্য অনুমোদন লাভ করেছে। সারণি ২.১ হতে দেখা যায় যে, ব্যাংকসমূহের শাখার মোট সংখ্যা ২০১৮ সালের ১০,২৮৬টি হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯ সালে ১০,৫৭৮টি-তে উন্নীত হয়েছে।

অপরদিকে, ব্যাংকিং কার্যক্রমের ভিত্তিতে (প্রচলিত ধারা ও ইসলামী শরিয়াহ্ ভিত্তিক) ব্যাংকিং খাতে মোট তিন ধরনের তফসিলি ব্যাংক রয়েছে। এগুলো হলো: সম্পূর্ণ প্রচলিত ধারার ব্যাংক, সম্পূর্ণ ইসলামী শরিয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংক এবং প্রচলিত ও ইসলামী শরিয়াহ্ ভিত্তিক মিশ্র ধারার ব্যাংক। ব্যাংকের ধরন অনুসারে ব্যাংকব্যবস্থার কাঠামো এবং দায়-সম্পদের অংশভিত্তিক চিত্র দেখানো হলো। ২০১৯ সালে ব্যাংকিং খাতের মোট সম্পদের মধ্যে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের সম্পদের পরিমাণ ছিল শতকরা ২৪.৫ ভাগ, যা ২০১৮ সালে ছিল শতকরা ২৫.৬ ভাগ। বেসরকারি ব্যাংকসমূহের মোট সম্পদ ২০১৮ সালের শতকরা ৬৭.০ ভাগ হতে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯ সালে শতকরা ৬৭.৮ ভাগে দাঁড়িয়েছে। ২০১৯ সালে বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ধারণকৃত মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল শতকরা ৫.৫ ভাগ, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ০.৩ ভাগ বেশি। ২০১৯ সালে বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল শতকরা ২.২ ভাগ, যা ২০১৮ সালেও একই ছিল। সার্বিকভাবে ডিসেম্বর ২০১৯ সালে ব্যাংকিং খাতের মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ১৬২৯৮.৪ বিলিয়ন টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ১১.৮৪ ভাগ বেশি। আরও দেখা যায়, ব্যাংকসমূহের মোট আমানত ২০১৮ সালের ১০৭৯৮.৭ বিলিয়ন টাকা হতে শতকরা ১২.৪৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯ সালে ১২১৪৫.২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মোট আমানতের পরিমাণ ২০১৮ সালের শতকরা ২৬.৬ ভাগ হতে সামান্য হ্রাস পেয়ে ২০১৯ সালে শতকরা ২৫.০ ভাগে দাঁড়িয়েছে। ২০১৯ সালে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের আমানত ব্যাংকিং খাতের মোট আমানতের শতকরা ৬৮.১ ভাগে দাঁড়িয়েছে, যা ২০১৮ সালে ছিল শতকরা ৬৬.০ ভাগ। বিদেশি বাণিজ্যিক

ব্যাংকসমূহের আমানত গত বছরের শতকরা ৪.৮ ভাগ হতে সামান্য হ্রাস পেয়ে শতকরা ৪.৩ ভাগে দাঁড়িয়েছে এবং বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের আমানতের পরিমাণ ছিল শতকরা ২.৬ ভাগ যা ২০১৮ সালেও একই ছিল।

ব্যাংকব্যবস্থার কাঠামো, সম্পদ এবং আমানত (বিলিয়ন টাকা)

ব্যাংকের ধরন	২০১৮						২০১৯					
	ব্যাংক-এর সংখ্যা	শাখার সংখ্যা	মোট সম্পদ	মোট সম্পদের শতকরা অংশ	মোট আমানত	মোট আমানত-এর শতকরা অংশ	ব্যাংক-এর সংখ্যা	শাখা সংখ্যা	মোট সম্পদ	মোট সম্পদ-এর শতকরা অংশ	মোট আমানত	মোট আমানত-এর শতকরা অংশ
রাষ্ট্র মালিকানাধীন	৬	৩৭৪৬	৩৭৩২.২	২৫.৬	২৮৬৮.৪	২৬.৬	৬	৩৭৭৩	৩৯৯৫.৪	২৪.৫	৩০৩৮.৬	২৫.০
বিশেষায়িত	৩	১৪১২	৩২৪.০	২.২	২৮৬.০	২.৬	৩	১৪৮৩	৩৫৭.৫	২.২	৩১২.৭	২.৬
বেসরকারি	৪১	৫০৬০	৯৭৬৯.৭	৬৭.০	৭১২৭.২	৬৬.০	৪১	৫২৫৭	১১০৪৮.২	৬৭.৮	৮২৬৯.৬	৬৮.১
বিদেশি	৯	৬৮	৭৪৭.১	৫.২	৫১৭.২	৪.৮	৯	৬৫	৮৯৭.২	৫.৫	৫২৮.৪	৪.৩
মোট	৫৯	১০২৮৬	১৪৫৭২.৯	১০০	১০৭৯৮.৭	১০০	৫৯	১০৫৭৮	১৬২৯৮.৪	১০০	১২১৪৫.২	১০০

নোট : ব্যাংকসমূহকে (বিকেবি এবং রাকাব ব্যতীত) ইংরেজি পঞ্জিকা বছর ভিত্তিক স্থিতিপত্র (ব্যালেন্স শীট) প্রস্তুত করে বছরান্তে তাদের নিরীক্ষিত স্থিতিপত্র দাখিল করতে হয়। সেজন্য ব্যাংকসমূহের তথ্য ৩১ ডিসেম্বর ভিত্তিতে দেখানো হয়েছে।

উৎস: বিআরপিডি এবং ডিওএস, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি- ২.১৩: ব্যাংকব্যবস্থার কাঠামো, সম্পদ এবং আমানত[১০৯]

শাখা বৃদ্ধি

২০১৯ সালের ডিসেম্বর শেষে ৫৯টি তফসিলি ব্যাংকের মোট শাখার সংখ্যা ছিল ১০,৫৭৮টি, তন্মধ্যে গ্রাম্য শাখার সংখ্যা শতকরা ৪৮.৫১ ভাগ (৫১৩১টি) শাখা এবং অবশিষ্ট শাখাগুলো (৫৪৪৭টি বা শতকরা ৫১.৪৯ ভাগ) শহর অঞ্চলে অবস্থিত। রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মোট গ্রাম্য শাখার সংখ্যা ২০১৮টি এবং শহুরে শাখার সংখ্যা ১৭৫৫টি। বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের মোট গ্রাম্য শাখার সংখ্যা ১২০৫টি এবং শহুরে শাখার সংখ্যা ২৭৮টি। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মোট গ্রাম্য শাখার সংখ্যা ১৯০৮টি এবং শহুরে শাখার সংখ্যা ৩৩৪৯টি। বিদেশি ব্যাংকসমূহের মোট শহুরে শাখার সংখ্যা ৬৫টি; তবে তাদের কোনও গ্রাম্য শাখা নেই।[১১০]

সমন্বিত স্থিতিপত্র

২০১৯ সালের ব্যাংকিং খাতের মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ১৬২৯৮.৪ বিলিয়ন টাকা, যা ২০১৮ সালের মোট সম্পদের তুলনায় শতকরা ১১.৮৪ ভাগ বেশি। আলোচ্য বছরে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মোট সম্পদ শতকরা ৭.০৫ ভাগ এবং বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মোট সম্পদ শতকরা ১৩.০৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। সামগ্রিক সম্পদে ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ১০৩১৫.১ বিলিয়ন টাকা (শতকরা ৬৩.৩ ভাগ), বৈদেশিক মুদ্রাসহ হাতে নগদ তহবিলের পরিমাণ ছিল ১৬১.৬ বিলিয়ন টাকা; বৈদেশিক মুদ্রাসহ

[১০৯] বাংলাদেশ ব্যাংক, বার্ষিক রিপোর্ট-২০২০, পৃ. ৩৬
[১১০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

বাংলাদেশ ব্যাংকে গচ্ছিত আমানতের পরিমাণ ছিল ৮৮৫.৪ বিলিয়ন টাকা, সরকারি সিকিউরিটিজে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ২১৫৭.১ বিলিয়ন টাকা এবং অন্যান্য সম্পদের পরিমাণ ছিল ২৭৭৯.১ বিলিয়ন টাকা অর্থবছর ২০-এ ব্যাংকিং খাতের তহবিলের প্রধান উৎস ছিল আমানত এবং ২০১৯ সালে মোট দায় ও শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটির মধ্যে আমানতের (আন্তঃব্যাংক আমানত ব্যতীত) হার ছিল শতকরা ৭৪.৫১ ভাগ। ২০১৯ সালে ব্যাংকসমূহের শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটির পরিমাণ ছিল ১০২৭.৫ বিলিয়ন টাকা, যা ২০১৮ সালে ছিল ৯১০.০ বিলিয়ন টাকা।

মূলধন পর্যাপ্ততা

মূলধন পর্যাপ্ততা ব্যাংকসমূহের সার্বিক মূলধন অবস্থা এবং সম্ভাব্য আর্থিক ক্ষতি হতে আমানতকারী ও অন্য পাওনাদারদের সুরক্ষা প্রদানের ওপর গুরুত্বারোপ করে। ব্যাংকের স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে উদ্ভূত ঋণ ঝুঁকি, বাজার ঝুঁকি এবং পরিচালনগত ঝুঁকি মোকাবেলায় সম্ভাব্য আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার জন্য এটি সাহায্য করে থাকে। ২০১৯ সালের ডিসেম্বর ভিত্তিক হিসাবায়নে ব্যাংকিং খাতের মোট প্রবিধানগত মূলধনের পরিমাণ ছিল ১২১১.৩৫ বিলিয়ন টাকা, যা জুন ২০২০-এ ১২৬৭.০৯ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়েছে। ৩০ জুন ২০২০ ভিত্তি তারিখে সমন্বিতভাবে রাষ্ট্র মালিকানাধীন (এসসিবি), বেসরকারি (পিসিবি) এবং বিদেশি ব্যাংকসমূহের (এফসিবি) মূলধন পর্যাপ্ততার হার (সিআরএআর) ছিল যথাক্রমে শতকরা ৬.৯৩, ১৩.৩১ এবং ২৪.৩৫ ভাগ। ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের ভিত্তিতে ন্যূনতম মূলধন পর্যাপ্ততা (এমসিআর) সংরক্ষণে বিশেষায়িত ব্যাংক দুটি (এসবি) ব্যর্থ হয়েছে। এছাড়াও ৪টি রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংক এবং ৩টি বেসরকারি ব্যাংক প্রয়োজনীয় ন্যূনতম মূলধন সংরক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। জুন ২০২০-এ ব্যাংকিং খাতের সার্বিক মূলধন পর্যাপ্ততার হার (সিআরএআর) ছিল শতকরা ১১.৬৩ ভাগ।

ব্যাংকের শ্রেণিভেদে মোট শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ ও মোট ঋণের অনুপাত (শতকরা হার)										
ব্যাংকের ধরণ	**২০১১**	**২০১২**	**২০১৩**	**২০১৪**	**২০১৫**	**২০১৬**	**২০১৭**	**২০১৮**	**২০১৯**	**জুন'২০**
রাষ্ট্র মালিকানাধীন	১১.৩	২৩.৯	১৯.৮	২২.২	২১.৫	২৫.০	২৬.৫	৩০.০	২৩.৯	২২.৭
বিশেষায়িত	২৪.৬	২৬.৮	২৬.৮	৩২.৮	২৩.২	২৬.০	২৩.৪	১৯.৫	১৫.১	১৫.৯
বেসরকারি	২.৯	৪.৬	৪.৫	৪.৯	৪.৯	৪.৬	৪.৯	৫.৫	৫.৮	৫.৯
বিদেশি	৩.০	৩.৫	৫.৫	৭.৩	৭.৮	৯.৬	৭.০	৬.৫	৫.৭	৫.৫
মোট	৬.১	১০.০	৮.৯	৯.৭	৮.৮	৯.২	৯.৩	১০.৩	৯.৩	৯.২
উৎস : ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।										

সারণি- ২.১৪: সকল ব্যাংকের ঋণের অনুপাত[১১১]

[১১১] বাংলাদেশ ব্যাংক, বার্ষিক রিপোর্ট-২০২০, পৃ. ৩৯

সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা

সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা যে কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি শক্তিশালীকরণ ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা পরিমাপের প্রত্যক্ষ কোনো মাপকাঠি না থাকলেও মোট আয়-ব্যয় অনুপাত, পরিচালন ব্যয় ও মোট ব্যয় অনুপাত, কর্মচারীদের মাথাপিছু আয় ও পরিচালন ব্যয় এবং সুদ হারের ব্যবধান ইত্যাদি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা মূল্যায়নের মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। অধিকন্তু, ব্যবস্থাপনার গুণগত মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মধ্যম এবং উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও নেতৃত্ব, ব্যাংকিং আইন/বিধি-বিধানের সঠিক পরিপালন, কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং সময়োপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়। ডিসেম্বর ২০১৯ শেষে ব্যাংকিং খাতের ব্যয়-আয়ের অনুপাত ছিল শতকরা ৭৮.০ ভাগ। ২০১৯ সালে বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের ব্যয়-আয়ের অনুপাত ছিল সর্বোচ্চ (শতকরা ১৫৯.৮ ভাগ), যার মূল কারণ ছিল উচ্চ পরিচালন ব্যয়। একই সময়ে রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংক, বেসরকারি ব্যাংক এবং বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ব্যয়-আয়ের অনুপাত ছিল যথাক্রমে শতকরা ৮৪.৯ ভাগ, ৭৭.৬ ভাগ ও ৪৮.৮ ভাগ। ২০১৮ সাল হতে ২০২০ সাল পর্যন্ত বিদেশি ব্যাংক ব্যতীত রাষ্ট্র মালিকানাধীন, বেসরকারি ও বিশেষায়িত ব্যাংকের ব্যয়-আয়ের অনুপাতে উর্ধ্বগামী প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। জুন ২০২০ শেষে ব্যাংকিং খাতের ব্যয়-আয়ের অনুপাত দাঁড়িয়েছে শতকরা ৮৪.১০ ভাগ। ব্যাংকের ব্যয়-আয়ের অনুপাত বিশেষ করে মোট ব্যয়ের তুলনায় পরিচালন ব্যয়ের উর্ধ্বগামী প্রবণতা তাদের নিট মুনাফা ও কর্মদক্ষতা হ্রাসের পরিচায়ক। সারণি ২.১৫-এ সামগ্রিক ব্যাংকিং খাতের ব্যয়-আয় অনুপাতের চিত্র প্রদর্শন করা হয়েছে।

প্রয়োজনীয় ও সংরক্ষিত প্রভিশন-সকল ব্যাংক (বিলিয়ন টাকা)										
সকল ব্যাংক	**২০১১**	**২০১২**	**২০১৩**	**২০১৪**	**২০১৫**	**২০১৬**	**২০১৭**	**২০১৮**	**২০১৯**	**জুন'২০**
শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ	২২৬.৪	৪২৭.৩	৪০৫.৮	৫০১.৬	৫৯৪.১	৬২১.৭	৭৪৩.০	৯৩৯.১	৯৪৩.৩	৯৬১.২
প্রয়োজনীয় প্রভিশন	১৪৮.২	২৪২.৪	২৫২.৪	২৮৯.৬	৩০৮.১	৩৬২.১	৪৪৩.০	৫৭০.৪	৬১৩.২	৬৫৪.০
সংরক্ষিত প্রভিশন	১৫২.৭	১৮৯.৮	২৪৯.৮	২৮১.৬	২৬৬.১	৩০৭.৪	৩৭৫.৩	৫০৪.৩	৬৪৬.৬	৬০৯.০
উদ্বৃত্ত (+)/ঘাটতি (-) প্রভিশন	৪.৬	-৫২.৬	-২.৬	-৭.৯	-৪২.৮	-৫৪.৭	-৬৭.৭	-৬৬.১৪	-৬৬.৬	-৪৫.০
সংরক্ষণের হার (%)	১০৩.০	৭৮.৩	৯৯.০	৯৭.২	৮৬.১	৮৪.৯	৮৪.৭	৮৮.৪	৮৯.২	৯৩.১
উৎস: ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।										

সারণি- ২.১৫: প্রয়োজনীয় ও সংরক্ষিত প্রভিশন[১১২]

[১১২] বাংলাদেশ ব্যাংক, বার্ষিক রিপোর্ট-২০২০, পৃ. ৩৯

মুনাফা ও উপার্জনশীলতা

উপার্জনশীলতা এবং মুনাফা পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি থাকলেও সবচেয়ে ভালো এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত সূচক হচ্ছে সম্পদের উপর আয় হার, ইক্যুইটির উপর আয় হার এবং নিট সুদ মার্জিন। ব্যাংকের ধরনভেদে সম্পদের উপর আয় হার (ROA) এবং ইক্যুইটির উপর আয় হার (ROE) দ্বারা পরিমাপকৃত উপার্জন ক্ষমতার মধ্যে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। ২০১১ সাল হতে ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত চার ধরনের ব্যাংকের সম্পদের উপর আয় হার (ROA) এবং ইক্যুইটির উপর আয় হার (ROE) দেখানো হয়েছে। এ সূচকসমূহ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের সম্পদের উপর আয় হার (ROA) ছিল ব্যাংকিং খাতের গড় শতকরা হারের নিচে। ২০১৯ সালে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের সম্পদের উপর আয় হার (ROA) কিছুটা উন্নত হয় : (শতকরা-০.৬১ ভাগ) যা ২০১৮ সালে ছিল শতকরা ১.৩০ ভাগ। অন্যদিকে, ২০১২ সাল হতে ২০১৬ সাল পর্যন্ত বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের সম্পদের উপর আয় হার (ROA) এর ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা বজায় থাকলেও সাম্প্রতিক সময়ে তা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে। ২০১৪ সাল হতে ২০১৮ সাল পর্যন্ত বিদেশি ব্যাংকসমূহের সম্পদের উপর আয় হার (ROA) এর ক্ষেত্রে নিম্নমুখী প্রবণতা পরিলক্ষিত হলেও তা শক্তিশালী অবস্থায় রয়েছে। জুন ২০২০ শেষে ব্যাংকিং খাতের সম্পদের উপর আয় হার (ROA) দাঁড়িয়েছে শতকরা ০.৪২ ভাগ। ২০১৯ সালে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ইক্যুইটির উপর আয় হার (ROE) দাঁড়িয়েছে শতকরা-১৩.৬৮ ভাগ, যা ২০১৮ সালের (শতকরা-২৯.৬১ ভাগ) তুলনায় কিছুটা ভালো অবস্থানে রয়েছে । ২০১৯ সালে বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের ইক্যুইটির উপর আয় হার (ROE) ছিল শতকরা-১৭.০৪ ভাগ। ২০১৮ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ইক্যুইটির উপর আয় হার (ROE) কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ১১.১৬ ভাগে দাঁড়িয়েছে। বিদেশি ব্যাংকসমূহের ইক্যুইটির উপর আয় হার (ROE) ২০১৪ থেকে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে; তবে ২০১৯ সালে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ১৩.৪৩ ভাগে দাঁড়িয়েছে।[১১৩] জুন ২০২০ শেষে ব্যাংকিং খাতের ইক্যুইটির উপর আয় হার (ROE) দাঁড়িয়েছে শতকরা ৬.৬৮ ভাগ। ২০১৯ সালে ব্যাংকিং খাতের সামগ্রিক নিট সুদ মার্জিন (NIM) ছিল শতকরা ৩.১২ ভাগ, যা ২০১৮ সালে ছিল শতকরা ৩.২২ ভাগ। ২০১৮ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে সব ধরনের ব্যাংকে নিট সুদ মার্জিন হ্রাস পেয়েছে। সূচকসমূহের বিশ্লেষণ হতে দেখা যায় যে, ২০১৯ সালে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের নিট সুদ মার্জিন ছিল ব্যাংকিং খাতের গড় নিট সুদ মার্জিনের তুলনায় বেশি। ২০১৩ সালে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের নিট সুদ মার্জিন ঋণাত্মক (-০.৩২ শতাংশ) হলেও ২০১৪ হতে ২০১৯ সাল পর্যন্ত এর মিশ্র প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে। ২০১৪ সালে সামগ্রিকভাবে ব্যাংকিং খাতের নিট সুদ মার্জিন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। পরবর্তীতে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে এর নিম্নমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা গেলেও ২০১৮ সালে তা আবার বৃদ্ধি পায়। জুন ২০২০ শেষে ব্যাংকিং খাতের নিট সুদ মার্জিন দাঁড়িয়েছে শতকরা ২.৭০ ভাগ।

[১১৩] বাংলাদেশ ব্যাংক, *বার্ষিক রিপোর্ট-২০২০*, পৃ. ৪২

ব্যাংকের শ্রেণিভেদে মুনাফা অর্জনের হার										
ব্যাংকের ধরন	**সম্পদের আয় হার (ROA)**									
	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	জুন ২০২০
রাষ্ট্র মালিকানাধীন	১.৩	-০.৬	০.৬	-০.৬	০.০	-০.২	০.২	-১.৩	-০.৬	০.০৪
বিশেষায়িত	০.১	০.১	-০.৪	-০.৭	-১.২	-২.৮	-০.৬	-২.৮	-৩.৩	-৫.১
বেসরকারি	১.৬	০.৯	১.০	১.০	১.০	১.০	০.৯	০.৮	০.৮	০.৬
বিদেশি	৩.২	৩.৩	৩.০	৩.৪	২.৯	২.৬	২.২	২.২	২.৩	২.২
মোট	১.৫	০.৬	০.৯	০.৬	০.৮	০.৭	০.৭	০.৩	০.৪	০.৪
ব্যাংকের ধরন	**সম্পদের আয় হার (ROE)**									
	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	জুন ২০২০
রাষ্ট্র মালিকানাধীন	১৯.৭	-১১.৯	১০.৯	-১৩.৫	-১.৫	-৬.০	৩.৫	-২৯.৬	- ১৩.৭	০.৮
বিশেষায়িত	-০.৯	-১.১	-৫.৮	-৬.০	-৫.৮	-১৩.৯	-৩.১	-১৩.৫	-১৭.০	-২২.৯
বেসরকারি	১৫.৭	১০.২	৯.৮	১০.৩	১০.৮	১১.১	১২.০	১১.০	১১.২	৮.৫
বিদেশি	১৬.৬	১৭.৩	১৬.৯	১৭.৭	১৪.৬	১৩.১	১১.৩	১২.৪	১৩.৪	১৩.৮
মোট	১৭.০	৮.২	১১.১	৮.১	১০.৫	৯.৪	১০.৬	৩.৯	৬.৮	৬.৭

সারণি- ২.১৬: ব্যাংকের শ্রেণিভেদে মুনাফা অর্জনের হার[১১৪]

তারল্য ব্যবস্থাপনা

কার্যকর তারল্য ব্যবস্থাপনা ব্যাংকের নগদ প্রবাহজনিত দায় পরিশোধের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে; তবে তারল্য ব্যবস্থাপনা বাহ্যিক পরিবেশ ও নিয়ামকের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় তা মাঝে মাঝে অনিশ্চিত হয়ে যায়। ব্যাংকিং খাতের তারল্যের অবস্থা পরিমাপের সবচেয়ে কার্যকর সূচক হলো ঋণ-আমানত অনুপাত (ADR), সহজে বিনিময়যোগ্য সম্পদ অনুপাত (SLR), আন্তঃব্যাংক কলমানি রেট এবং রেপো রেট। অন্যদিকে, বিরূপ পরিস্থিতিতে একটি ব্যাংক কতটুকু তারল্য চাপ সহ্য করতে পারবে তা লিক্যুইডিটি কভারেজ রেশিও (LCR) ও নিট স্ট্যাবল ফান্ডিং রেশিও (NSFR) এর মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়। জুন ২০২০ শেষে সামগ্রিকভাবে ব্যাংকিং খাতে অগ্রিম-আমানতের হার ৭৬.২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। কনভেনশনাল ব্যাংকসমূহের ঋণ-আমানত অনুপাত (ADR) এবং ইসলামী শরিয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ-আমানত অনুপাত (IDR) এর ঊর্ধ্বসীমা যথাক্রমে ৮৭ শতাংশ এবং ৯২ শতাংশে নির্ধারিত করা হয়েছে। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে তাদের পূর্ববর্তী দ্বিতীয় মাসের মোট তলবি ও মেয়াদি দায়ের শতকরা ৪.০ ভাগের (দৈনিক ন্যূনতম শতকরা ৩.৫ ভাগ) সমপরিমাণ অর্থ দ্বিসাপ্তাহিক ভিত্তিতে গড়ে CRR হিসেবে সংরক্ষণ করতে হয়। এছাড়া, প্রচলিত ধারার (Conventional) ব্যাংকের জন্য দৈনিক সহজে বিনিময়যোগ্য সম্পদ (SLR) সংরক্ষণের হার তাদের পূর্ববর্তী দ্বিতীয় মাসের মোট তলবি ও মেয়াদি দায়ের শতকরা ১৩.০ ভাগ এবং ইসলামী শরিয়াহ্ ভিত্তিতে পরিচালিত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের জন্য এ হার শতকরা ৫.৫ ভাগ। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি

[১১৪] বাংলাদেশ ব্যাংক, বার্ষিক রিপোর্ট-২০২০, পৃ. ৪৩

উন্নয়ন ব্যাংক, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এবং প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক-কে SLR সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা হতে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে; তবে উপরে উল্লিখিত হারে তাদেরকে CRR সংরক্ষণ করতে হয়। যে সকল ব্যাংকের অফশোর ব্যাংকিং অপারেশন আছে সে সকল ব্যাংকসমূহকে অভ্যন্তরীণ ব্যাংকিং কার্যক্রম-এর মতো একই হারে সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে CRR এবং SLR সংরক্ষণ করতে হচ্ছে। ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এ সংক্রান্ত একটি সার্কুলার জারি করা হয়। জুন ২০২০ শেষে বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের সহজে বিনিময়যোগ্য সম্পদ (SLR) সংরক্ষণের হার সর্বোচ্চ ছিল। এরপরেই ছিল রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের অবস্থান। বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহকে সহজে বিনিময়যোগ্য সম্পদ (SLR) সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। জুন ২০২০ শেষে ব্যাংকিং খাতে লিকুইডিটি কভারেজ রেশিও (LCR) ছিল শতকরা ২১৩.৫২ ভাগ (ন্যূনতম রক্ষিতব্য মাত্রা শতকরা ১০০ ভাগ)। অর্থাৎ প্রায় সব ব্যাংকেরই পরবর্তী ত্রিশ দিনের ব্যাংকিং কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সম্ভাব্য মোট তারল্য চাহিদা (আপদকালীন পরিস্থিতি বিবেচনায়) মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ উচ্চ-তারল্য মানসম্পন্ন সম্পদ (HQLA) রয়েছে। অন্যদিকে, জুন ২০২০ শেষে ব্যাংকিং খাতে NSFR ছিল শতকরা ১১০.৫৭ ভাগ, যা ব্যবসায়িক কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য স্বল্পমেয়াদি এবং অস্থায়ী তহবিলের তুলনায় স্থায়ী তহবিলের উপর ব্যাংকসমূহের অধিক নির্ভরশীলতা নির্দেশ করে।[১১৫]

আইনি কাঠামো ও প্রবিধিগত বাধ্যবাধকতা

১. ব্যাংকসমূহের জন্য ঝুঁকিভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততা

ব্যাসেল-৩ অবকাঠামো রোডম্যাপ অনুযায়ী ব্যাংকসমূহের জন্য ব্যাসেল-৩ বাস্তবায়নের চূড়ান্ত সময়সীমা ছিল ডিসেম্বর ২০১৯। ব্যাসেল-৩ অবকাঠামো অনুযায়ী ব্যাংকসমূহকে গুণগতভাবে উন্নতমানের মূলধনের পরিমাণ পর্যায়ক্রমিকভাবে বৃদ্ধি করে তা সংরক্ষণ করতে হবে। ব্যাংকসমূহকে ন্যূনতম শতকরা ১০ ভাগ মূলধন পর্যাপ্ততা বজায় রাখতে হবে যার মধ্যে টিয়ার-১ মূলধন থাকবে শতকরা ৬.০ ভাগ। এছাড়া ব্যাংকসমূহকে সবসময় তাদের ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের শতকরা ৪.৫ ভাগ কমন ইক্যুইটি টিয়ার-১ মূলধনে (অধিকতর অভিঘাত শোষণক্ষম গুণগতমান সম্পন্ন মূলধন) সংরক্ষণ করতে হবে।

ব্যাংকসমূহ নতুন ব্যাসেল-৩ নীতিমালা অনুসরণে মার্চ ২০১৫ ত্রৈমাসিক হতে মূলধন পর্যাপ্ততা প্রতিবেদন/বিবরণী দাখিল করে আসছে। দাখিলকৃত বিবরণী পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, জুন ২০২০ শেষে সামগ্রিকভাবে ব্যাংকিং খাতের মূলধন পর্যাপ্ততার হার দাঁড়িয়েছে শতকরা ১১.৬৩ ভাগ, যেখানে কমন ইক্যুইটি টিয়ার-১ মূলধন ছিল শতকরা ৭.৭০ ভাগ; যা ব্যাসেল-৩ নীতিমালা অনুযায়ী মূলধন পর্যাপ্ততার জন্য প্রয়োজনীয় সংরক্ষিতব্য হার পূরণে সক্ষম হয়েছে। তবে, এককভাবে ৫৯টি ব্যাংকের মধ্যে ৭টি ব্যাংক কমন ইক্যুইটি টিয়ার-১ মূলধন ও ১০টি ব্যাংক ন্যূনতম মূলধন পর্যাপ্ততা (CRAR) সংরক্ষণ করতে সমর্থ হয়নি। ব্যাসেল-৩ অনুসারে ব্যাংকসমূহকে ন্যূনতম মূলধন পর্যাপ্ততা সংরক্ষণের (CRAR) অতিরিক্ত ক্যাপিটাল কনজারভেশন

[১১৫] বাংলাদেশ ব্যাংক, বার্ষিক রিপোর্ট-২০২০, পৃ. ৪৪

বাফার (CCB) সংরক্ষণ করতে হবে। ২০১৯ সালে CCB শতকরা ২.৫০ ভাগ সংরক্ষণের মাধ্যমে শেষ হয়েছে। জুন ২০২০ শেষে ব্যাংকিং খাতের CCB ছিল শতকরা ১.৬৩ ভাগ। এছাড়া, এককভাবে ৩৭টি ব্যাংক কাঙ্ক্ষিত ক্যাপিটাল কনজারভেশন বাফার (CCB) সংরক্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে। ব্যাংকিং খাতে অতিরিক্ত অন এবং অফ ব্যালেন্স শীট লিভারেজ বৃদ্ধি এড়ানোর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক লিভারেজ এর ন্যূনতম রক্ষিতব্য মাত্রা নির্ধারণ করেছে শতকরা ৩ ভাগ। ৩০ জুন ২০২০ শেষে ব্যাংকিং খাতের লিভারেজ রেশিও এর হার দাঁড়ায় শতকরা ৪.৫৮ ভাগ, ইতোমধ্যে এককভাবে ৪৯টি ব্যাংক লিভারেজ সংরক্ষণের ন্যূনতম রক্ষিতব্য মাত্রা পূরণ করতে সমর্থ হয়েছে।[১১৬] ব্যাসেল-৩ নীতিমালার অংশ হিসেবে Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় ব্যাংকের সকল বস্তুগত ঝুঁকি মোকাবেলা করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ মূলধন সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহকে তাদের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া এবং নীতিকৌশলসমূহ মূল্যায়ন করতে হয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংকে ICAAP রিপোর্ট দাখিল করতে হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক Supervisory Review Evaluation Process (SREP) পরিদর্শন করা হয়। ২০১৮ সালের Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) রিপোর্ট এবং Supervisory Review Evaluation Process (SREP) পরিদর্শন রিপোর্টের ভিত্তিতে মার্চ ২০২০ পর্যন্ত ১৩টি তফসিলি ব্যাংকের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে ব্যাংকসমূহের পক্ষে ২০১৮ সালের মূলধন সংরক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভবপর হয়নি। সর্বশেষ ৩টি দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে ব্যাংকসমূহকে তাদের রেসিডুয়াল ঝুঁকি (যা ছিল গড়ে পিলার-২ রিস্কসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ) সহ অন্যান্য পিলার-২ ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য অতিরিক্ত মূলধন সংরক্ষণের পরিমাণ নির্ধারণ করে দেয়া হয়। এছাড়া, ব্যাংকসমূহের অন্যান্য প্রধান উদ্বেগের মধ্যে ছিল কৌশলগত ঝুঁকি ও মুখ্য ঝুঁকিগুলোর ব্যবস্থাপনা চর্চা সংক্রান্ত মূল্যায়ন। আলোচ্য সভাসমূহে পরিলক্ষিত বিষয়ের ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

২. ঋণ শ্রেণিকরণ

আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য আনয়নের লক্ষ্যে ২০১৩ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ঋণ শ্রেণিবিন্যাসকরণ এবং প্রভিশনিং সংক্রান্ত নীতিমালায় বিশদ পরিবর্তন আনয়ন করা হয়। সাম্প্রতিক সময়ে কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক পরিস্থিতির উপর সৃষ্ট নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলা ও দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুজ্জীবিতকরণের লক্ষ্যে ঋণ শ্রেণিকরণ এবং প্রভিশনিং নীতিমালায় বাংলাদেশ ব্যাংক বেশকিছু পরিবর্তন এনেছে। ব্যাংকসমূহকে ঋণ শ্রেণিকরণ সাময়িকভাবে স্থগিত করার নির্দেশনা প্রদান করে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ১৯ মার্চ, ২০২০ এবং ১৫ জুন, ২০২০ তারিখে দুটি সার্কুলার জারি করা হয়েছে। এছাড়াও দেশের কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র শিল্পকে (CMSME) উৎসাহিত করার

[১১৬] বাংলাদেশ ব্যাংক, বার্ষিক রিপোর্ট-২০২০, পৃ. ৪৬

জন্য এ খাতের ঋণ শ্রেণিকরণ ও প্রভিশন সংরক্ষণ শিথিল করে ২১ জুলাই, ২০২০ তারিখে আরেকটি সার্কুলার জারি করা হয়েছে।[১১৭]

৩. ব্যাংকসমূহের তদারকি কার্যক্রম

ব্যাংকসমূহের সার্বিক আর্থিক অবস্থার মূল্যায়নে ক্যামেলস্ রেটিং অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে ব্যাংকিং খাত তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রতিনিয়ত আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম নীতিমালা, প্রবিধান এবং মানদণ্ড আত্মীকরণের কাজ চলমান রয়েছে এবং ব্যাংকিং খাতে শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক অধিকতর কার্যকর মূল্যায়ন পদ্ধতির অনুসন্ধান অব্যাহত রেখেছে। যেহেতু Risk Based Supervision (RBS) বা ঝুঁকিভিত্তিক তত্ত্বাবধান ধীরে ধীরে বিশ্বব্যাপী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে, বাংলাদেশ ব্যাংকও একটি দক্ষ, দৃঢ়, নিরাপদ ও স্থিতিশীল ব্যাংকিং খাত গড়ে তোলার লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে Risk Based Supervision (RBS) বা ঝুঁকিভিত্তিক তত্ত্বাবধান এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কার্যকর Risk Based Supervision বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধান ক্ষমতাকে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে আইএমএফ বাংলাদেশ ব্যাংককে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের কাজ শুরু করেছে।

৪. ব্যাংকসমূহের অফ-সাইট মনিটরিং

আর্থিক খাতের সক্ষমতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছলতা নিশ্চিতকরণ ও কাঠামোগত দৃঢ়তা স্থাপন এবং একইসাথে আমানতকারীদের স্বার্থ সুরক্ষার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক (১) অফ-সাইট সুপারভিশন ও (২) অন-সাইট সুপারভিশন নামে দু'ধরনের সুপারভিশন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন ব্যাংকের অফ-সাইট পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। ব্যাংকিং খাতের আর্থিক সক্ষমতা নিবিড়ভাবে এবং দ্রুত বিশ্লেষণে বিভিন্ন কৌশল ও পদ্ধতি প্রবর্তনের পাশাপাশি ব্যাংকিং সুপারভিশন শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন (ডিওএস) কর্তৃক অর্থবছর ২০২০-এ বেশকিছু সময়োপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৫. ব্যাংকসমূহের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

ব্যাংকিং খাতের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে আরও শক্তিশালী, কার্যকর এবং ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে ৬টি কোর রিস্কস ব্যবস্থাপনা নির্দেশনাসমূহ পরিমার্জন করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন তদারকি করছে। এছাড়া, ২০১২ সালে প্রণীত 'Risk Management Guidelines for Banks' শিরোনামে জারিকৃত নির্দেশিকাটি হালনাগাদকরতঃ ইতোমধ্যে ব্যাংকসমূহকে তা বাস্তবায়নের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, যা ব্যাংকসমূহকে তাদের প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকিসমূহ নির্ণয়, পরিমাপ, তদারকি এবং নিয়ন্ত্রণে সমসাময়িক পদ্ধতি আত্মীকরণে সাহায্য করবে এবং যেকোনো প্রতিকূল অবস্থা মোকাবেলা করার জন্য তাদের

---

[১১৭] বাংলাদেশ ব্যাংক, বার্ষিক রিপোর্ট-২০২০, পৃ. ৪৬

সক্ষমতাও বৃদ্ধি করবে। ব্যাংক কর্তৃক Comprehensive Risk Management Report (CRMR) এ প্রদত্ত তথ্য, ব্যবস্থাপনা ও পর্ষদ পর্যায়ের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার কার্যবিবরণী, পূর্ববর্তী ষাণ্মাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনার পরিপালন অবস্থা এবং অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ধ-বার্ষিক ভিত্তিতে প্রতিটি ব্যাংকের সামগ্রিক রিস্ক ম্যানেজমেন্ট রেটিং নির্ধারণ করে থাকে।[১১৮]

৬. ব্যাংকসমূহের অন-সাইট মনিটরিং

নিরবচ্ছিন্ন পরিদর্শন/নজরদারি ব্যবস্থার আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহ কর্তৃক দেশে পরিচালিত সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের আর্থিক অবস্থা সারা বছর ধরে তদারকি করা হয়। সংবিধিবদ্ধ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের ০৬ (ছয়)টি বিভাগ যেমন- ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-১ (ডিবিআই-১), ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-২ (ডিবিআই-২), ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৩ (ডিবিআই-৩), ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৪ (ডিবিআই-৪), বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন বিভাগ এবং ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি এন্ড কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট (এফআইসিএসডি) কর্তৃক মূলতঃ সরেজমিনে পরিদর্শন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ ছয়টি বিভাগ প্রধানত রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকসমূহ, বেসরকারি ব্যাংকসমূহ (ইসলামী শরিয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকসহ), বৈদেশিক বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ, আইসিবি এবং মানি চেঞ্জারসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর সরেজমিন পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ বিভাগসমূহ কর্তৃক পরিচালিত পরিদর্শন কার্যক্রমকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- ১) বিশদ পরিদর্শন ২) কোর রিস্ক মূল্যায়ন এবং ৩) বিশেষ/আকস্মিক পরিদর্শন।

সরেজমিন বিশদ পরিদর্শনে ব্যাংকের সামগ্রিক আর্থিক সক্ষমতা/অবস্থা (মূলধন পর্যাপ্ততা, সম্পদের গুণগতমান, তারল্য, আয়, ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ইত্যাদি) মূল্যায়ন করা হয় এবং এ মূল্যায়নের ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহকে ১ হতে ৫ পর্যন্ত ঊর্ধ্বক্রম অনুযায়ী রেটিং করা হয়। সরেজমিন পরিদর্শনে সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহ কর্তৃক পূর্ববর্তী পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রদত্ত পরামর্শ/সুপারিশমালার পরিপালন তদারকি করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত দায়-সম্পদ ব্যবস্থাপনা, ঋণ/বিনিয়োগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন এবং তথ্য প্রযুক্তি নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোর রিস্ক নির্দেশিকার পরিপালন যাচাইয়ের জন্যেও পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে বা ব্যাংকের গ্রাহক কর্তৃক উত্থাপিত অভিযোগের বিষয়সমূহ অনুসন্ধান করার জন্য বিশেষ/আকস্মিক পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

অর্থবছর ২০২০-এ ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-১ কর্তৃক ৩০টি বেসরকারি ব্যাংকের উপর সর্বমোট ৬০৯টি পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় যার মধ্যে বিশদ পরিদর্শন কার্যক্রম ছিল ৩০৪টি এবং বিশেষ পরিদর্শন কার্যক্রম ছিল ৩০৫টি। ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়/কান্ট্রি অফিস এবং সেই সাথে নির্বাচিত কিছু শাখা অফিসসমূহ কোর রিস্ক পরিদর্শন কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়। এছাড়া ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত অভ্যন্তরীণ মূলধন পর্যাপ্ততা নির্ণয় পদ্ধতি সংক্রান্ত বিবরণীর সঠিকতা যাচাইয়ের জন্য পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-১

---

[১১৮] বাংলাদেশ ব্যাংক, বার্ষিক রিপোর্ট-২০২০, পৃ. ৪৭

এর আয়োজনে ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগসমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডেপুটি গভর্নর মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিভাগীয় প্রধানদের নিয়ে প্রতি দ্বি-মাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের সুপারভিশন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে সুপারভিশন সংক্রান্ত বিভিন্ন পলিসি এবং পরিদর্শন পরিচালন সম্পর্কিত বিষয়সমূহ আলোচনা করা হয়।[১১৯]

ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-২, ০৬ (ছয়) টি রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক [সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, জনতা ব্যাংক লিমিটেড, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, বেসিক ব্যাংক লিমিটেড ও বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড] এবং একটি রাষ্ট্র মালিকানাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান (ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ/ আইসিবি) এর কার্যক্রম তদারকি করে থাকে। অর্থবছর ২০২০-এডিবিআই-২ উক্ত ০৬ (ছয়)টি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং আইসিবি-এর প্রধান কার্যালয়সহ শাখাসমূহে মোট ১৬৬টি পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। আলোচ্য সময়ে বিভাগটি এসসিবি-র ০৬টি প্রধান কার্যালয় এবং ৬৬টি বড় শাখা ও ৪৯টি ছোট শাখাসহ মোট ১১৫টি শাখার উপর বিশদ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এছাড়াও, এ বিভাগ উক্ত ব্যাংকসমূহের উপর ২টি ঝুঁকিভিত্তিক পরিদর্শন এবং ৪৩টি বিশেষ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এই সময়ে বিভাগটি আইসিবির প্রধান কার্যালয় এবং ০৫টি শাখার উপরও বিশদ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৩ কর্তৃক বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ, যথা বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (বিকেবি), রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব), প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক, পল্লি সঞ্চয় ব্যাংক এবং সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের এসএমই ঋণ কার্যক্রমের উপর বিশদ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। অর্থবছর ২০২০-এ ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৩ কর্তৃক ২৯৪টি ব্যাংক শাখার উপর বিশদ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়; যার মধ্যে ৬টি প্রধান কার্যালয়, ২৮টি বড় শাখা, ৮৫টি এসএমই সার্ভিস সেন্টার ও এসএমই/কৃষি শাখাসহ ২৬০টি ছোট শাখা অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া, আলোচ্য সময়ে এ বিভাগ কর্তৃক ৮টি ঝুঁকিভিত্তিক পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৪ (ডিবিআই-৪) শরিয়াহ্‌ভিত্তিক ৮(আট)টি ইসলামী ব্যাংক, অনিবাসী বাংলাদেশীদের মালিকানাধীন ৩(তিন)টি এনআরবি ব্যাংক এবং বিদেশি মালিকানাধীন ৯(নয়)টি ব্যাংকে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। অর্থবছর ২০২০-এ বিভাগটি উক্ত ২০টি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ও শাখার উপর মোট ৩৪৪টি পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। আলোচ্য সময়ে ব্যাংকসমূহের ২০টি শাখাসহ প্রধান কার্যালয়/কান্ট্রি অফিসের উপর বিশদ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। একই সময়ে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক কোর রিস্ক ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইন্সের বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়নের নিমিত্তে এই বিভাগ কর্তৃক ২০টি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়/কান্ট্রি অফিস ও ২০টি শাখার উপর কোর রিস্ক পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। অধিকন্তু, ব্যাংকসমূহ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ICAAP বিবরণীর সঠিকতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে এই বিভাগ কর্তৃক পরিদর্শনাধীন ২০টি ব্যাংকে উক্ত বিষয়ে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

[১১৯] বাংলাদেশ ব্যাংক, বার্ষিক রিপোর্ট-২০২০, পৃ. ৪৮

বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন বিভাগ তফসিলি ব্যাংকসমূহের বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সংক্রান্ত কার্যক্রম এবং মানি চেঞ্জারসমূহের বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সংক্রান্ত কার্যক্রম অনসাইট ও অফসাইট ভিত্তিতে পরিদর্শন করে থাকে। এ বিভাগ কর্তৃক সাধারণত 'বিশদ' এবং 'বিশেষ' এই দুই ধরনের পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ বিভাগের নিয়মিত কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে ব্যাংকের অথরাইজড ডিলার শাখাসমূহের উপর ত্রৈমাসিক পরিদর্শন, প্রধান কার্যালয়ের বৈদেশিক মুদ্রা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বার্ষিক পরিদর্শন এবং মানি চেঞ্জারসমূহের উপর বার্ষিক পরিদর্শন। এছাড়াও অফশোর ব্যাংকিং কার্যক্রমসহ ব্যাংক এবং মানি চেঞ্জারের উপর বিশেষ পরিদর্শন পরিচালনা করা হয়ে থাকে। অর্থবছর ২০২০-এ উক্ত বিভাগ সর্বমোট ১৬৫টি পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এ সকল পরিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে ব্যাংকের অথরাইজড ডিলার শাখাসমূহের উপর বিশদ পরিদর্শন ৮২টি, বৈদেশিক মুদ্রা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বার্ষিক পরিদর্শন ৫৭টি, মানি চেঞ্জারসমূহের উপর বিশেষ পরিদর্শন ৭টি এবং বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সংক্রান্ত অনিয়মের উপর বিশেষ পরিদর্শন ১৯টি।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রাহক সেবা ও আর্থিক স্থিতিশীলতা রক্ষার্থে নিবিড়ভাবে আর্থিক খাতের কার্যক্রম তদারকি করছে। এ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি এন্ড কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট (এফআইসিএসডি) সূচনা লগ্ন থেকেই তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সুনিপুণভাবে পালন করে চলেছে। এ বিভাগ গ্রাহকের বিবিধ ব্যাংকিং ও আর্থিক সেবা প্রাপ্তিতে যেকোনো অভিযোগ বা হয়রানি নিরসনের ক্ষেত্রে বিরামহীনভাবে কাজ করে চলেছে। এছাড়া, গ্রাহক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রাহক ও সাধারণ জনগণের স্বার্থ সুরক্ষার জন্য এ বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রচারণামূলক কার্যক্রম বৃদ্ধি করা হয়েছে। এফআইসিএসডি বছরব্যাপী বিভিন্ন ব্যাংকে সাধারণ ব্যাংকিং, ঋণ-অগ্রিম ও বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সংক্রান্ত বিশেষ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং তদানুসারে বিভিন্ন পদক্ষেপও গ্রহণ করে থাকে। অর্থবছর ২০২০-এ উক্ত বিভাগের হট লাইন নম্বর (১৬২৩৬), মোবাইল এপ্লিকেশন, মেইল ও পত্রের মাধ্যমে সর্বমোট ৩৫৭০টি অভিযোগ গৃহীত হয়েছে, তন্মধ্যে ৩,৫৩৯টি (শতকরা ৯৯.১৩ ভাগ) অভিযোগ নিষ্পন্ন করা হয়েছে। অভিযোগের গুরুত্ব অনুযায়ী প্রয়োজনবোধে এফআইসিএসডি বিশেষ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে[১২০]।

ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতে জালিয়াতি, অনিয়ম ইত্যাদি শনাক্তকরণসহ দুর্নীতি নিরসনে এফআইসিএসডি'র ভিজিলেন্স এন্ড এন্টি ফ্রড ডিভিশন বিশেষ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে। এ বিভাগে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহের উপর ভিত্তি করে অধিকাংশ বিশেষ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়, তবে কিছু পরিদর্শন কার্যক্রম সক্রিয়ভাবে অথবা বাংলাদেশ ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনার ভিত্তিতে পরিচালনা করা হয়। অর্থবছর ২০২০-এ এফআইসিএসডি কর্তৃক মোট ৬২টি বিশেষ পরিদর্শন কার্যক্রম

[১২০] বাংলাদেশ ব্যাংক, বার্ষিক রিপোর্ট-২০২০, পৃ. ৪৮

পরিচালিত হয়েছে যার মধ্যে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকে ছিল সর্বোচ্চ ৩৮টি; রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকে ১২টি, বিশেষায়িত ব্যাংকে ০১টি এবং বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ছিল ১১টি।

অভিযোগ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে "গাইডলাইন অন কাস্টমার সার্ভিসেস এন্ড কমপ্লেইন্ট ম্যানেজমেন্ট" প্রকাশের পর তা সময়ে সময়ে হালনাগাদ করার মাধ্যমে এফআইসিএসডি ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে একটি সচেতনতার সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে। ব্যাংকসমূহ কর্তৃক গাইডলাইন্স বাস্তবায়নের অগ্রগতি এ বিভাগ নিয়মিত তদারকি করে থাকে। এফআইসিএসডি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অভিযোগ ব্যবস্থাপনার জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠন করেছে এবং প্রতিনিয়ত সকল ব্যাংকের গ্রাহক সেবার মান নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে থাকে । এছাড়া, জাতির পিতা "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান" এর জন্মশত বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রতারণা ও হয়রানিমুক্ত আর্থিক খাত গঠনের লক্ষ্যে এবং গ্রাহক ও ব্যাংকারদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও উন্নত অভিযোগ ব্যবস্থাপনার সংস্কৃতি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এফআইসিএসডি ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিগণের সাথে একটি বিশেষ সভার আয়োজন করে। সংক্ষেপে, শুধু যথোপযুক্ত সেবার মাধ্যমে গ্রাহকের অভিযোগের সমাধানই নয়; বরং গ্রাহকদের সচেতনা বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থিক খাতের উপর তাদের আত্মবিশ্বাস অটুট রাখার জন্য এফআইসিএসডি কাজ করে যাচ্ছে।

৭. ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ও ম্যাক্রো প্রুডেন্সিয়াল সুপারভিশন

একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়নের জন্য একটি দৃঢ়, অভিঘাত সহনক্ষম ও উত্তমরূপে পরিচালিত আর্থিকব্যবস্থা অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট (এফএসডি) প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিভাগটি মডেল নির্ভর বিভিন্ন ঝুঁকি শনাক্তকরণ কৌশল ও নিরীক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে আর্থিকব্যবস্থার সম্ভাব্য দুর্বলতা ও সংকট চিহ্নিতকরণ, পরিমাপ এবং মূল্যায়ন করছে। এর পাশাপাশি, এ বিভাগ দেশের আর্থিকব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কয়েকটি ম্যাক্রো প্রুডেন্সিয়াল সুপারভাইজরি টুল উদ্ভাবন করেছে এবং বিশ্বব্যাপী আলোচিত অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা সংক্রান্ত সমসাময়িক নানা বিষয়ের উপর গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন করে চলেছে। দেশের আর্থিক খাতের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে এই বিভাগের ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং গবেষণার ফলাফল নিয়মিতভাবে বিভিন্ন প্রকাশনার মাধ্যমে স্টেকহোল্ডারদেরকে অবহিত করা হয়ে থাকে। তাছাড়া, উক্ত ফলাফল বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়ে থাকে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক এর সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে প্রেরণ করা হয়। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তথা সমগ্র আর্থিকব্যবস্থার সামগ্রিক সক্ষমতা ও দুর্বলতা নিরূপণ এবং স্টকহোল্ডারদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট বাৎসরিক ভিত্তিতে ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্ট (Financial Stability Report, FSR) প্রকাশ করে। এছাড়াও বিভাগটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা Quarterly Financial Stability Assessment Report (QFSAR) এর মাধ্যমে স্টেকহোল্ডারদেরকে আর্থিকব্যবস্থার সাম্প্রতিক গতিবিধি, সম্ভাব্য ঝুঁকি ও দুর্বলতা সম্পর্কে অবহিত করে

থাকে। সম্ভাব্য প্রতিকূল পরিস্থিতি বা আকস্মিক অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবেলায় এককভাবে প্রতিটি ব্যাংক ও সামগ্রিকভাবে পুরো ব্যাংকিং খাতের অভিঘাত সহনক্ষমতা মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে এই বিভাগ কর্তৃক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে 'স্ট্রেস টেস্ট' পরিচালনা করা হয়। স্ট্রেস টেস্ট এর গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণসমূহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণার্থে বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে প্রেরণ করা হয়। পাশাপাশি, ঝুঁকি মোকাবেলায় আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণার্থে স্ট্রেস টেস্ট এর পর্যবেক্ষণসমূহের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়। অত্র বিভাগ Financial Projection Model (FPM) এর মাধ্যমে ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহের কর্মক্ষমতা সম্পর্কে পূর্বাভাস প্রদান করে। আর্থিক চলকসমূহের স্থির এবং নিয়ত গতিশীল উভয় ধরনের অনুমিত পরিস্থিতিতে FPM পরবর্তী তিন বছরের জন্য এই পূর্বাভাস দিয়ে থাকে। অনুমিতি ও অভিঘাত দৃশ্যপট প্রণয়নের ক্ষেত্রে আর্থিক খাতের অতীত ও বর্তমানের উপাত্ত এবং সামষ্টিক অর্থনীতির সার্বিক দিকসমূহ বিবেচনায় আনা হয়।

এছাড়া, ব্যাংকসমূহের তারল্য ব্যবস্থাপনা এবং সম্ভাব্য তারল্য সংকট পর্যবেক্ষণের নিমিত্তে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে আন্তঃব্যাংক লেনদেন ম্যাট্রিক্স (Inter-Bank Transaction Matrix) প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহের আর্থিক স্বাস্থ্য বিশ্লেষণের লক্ষ্যে ব্যাংক হেলথ ইনডেক্স ও হিট ম্যাপ (Bank Health Index and HEAT Map) নামে একটি গতিশীল পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় যা প্রতিটি ব্যাংককে টাইম এবং ক্রস-সেকশনাল ডাইমেনশনে নিরীক্ষণ করতে সাহায্য করে। ব্যাংকিং খাতে Domestic Systemically Important Banks (D-SIB) এর ব্যর্থতার প্রভাব অন্যান্য ব্যাংকের তুলনায় গুরুতর বিধায় ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট অর্ধবার্ষিক ভিত্তিতে D-SIB চিহ্নিতকরণের কাজ করে। পাশাপাশি, বিভাগটি D-SIB সমূহের জন্য বাড়তি তদারকি কাঠামো প্রণয়ন করেছে। এছাড়া, এই বিভাগ কর্তৃক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে Central Database for Large Credit (CDLC) এর মাধ্যমে Non-Financial Corporation এর সাথে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিসমূহ বিশ্লেষণ করা হয় যাতে বৃহৎ ঋণসমূহের কেন্দ্রীভূতকরণের ফলে সৃষ্ট সম্ভাব্য আর্থিক সংকট এড়ানো সম্ভব হয়। এফএসডি ম্যাক্রোফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেমে সম্ভাব্য সিস্টেমিক ঝুঁকি ও দুর্বলতা চিহ্নিত করার জন্য Bangladesh Systemic Risk Dashboard (BSRD) প্রস্তুত করেছে। এই ড্যাশবোর্ডে গুণগত ও পরিমাণগত সূচকসমূহ ব্যবহার করে দেশের আর্থিকব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ ও আন্তঃসম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি যেমন সামষ্টিক ঝুঁকি, ঋণ ঝুঁকি, তহবিল ও তারল্য ঝুঁকি, বাজার ঝুঁকি এবং মুনাফা ও স্বচ্ছলতা সম্পর্কিত ঝুঁকি বিশ্লেষণ করা হয়। ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে BSRD বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়[১২১]।

বাংলাদেশের আর্থিকব্যবস্থার সার্বিক স্থিতিশীলতা নিরূপণে এফএসডি ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে Composite Financial Stability Index (CFSI) প্রস্তুত করে। Banking Soundness Index (BSI), Financial

[১২১] বাংলাদেশ ব্যাংক, বার্ষিক রিপোর্ট-২০২০, পৃ. ৪৯

Vulnerability Index (FVI), Ges Regional Economic Climate Index (RECI) এই তিনটি উপসূচকের অধীনে আঠারোটি সূচক নিয়ে CFSI গঠিত। এই সূচকসমূহ ব্যাংকিং খাত, আর্থিক খাত, প্রকৃত খাত (real sector) এবং বহিঃখাতের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক বিবেচনায় নিয়ে একটি সমন্বিত সূচকের মাধ্যমে সমগ্র আর্থিকব্যবস্থার প্রকৃত চিত্র নির্দেশ করে। আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহ (BSEC, RJSC, IDRA, MRA) এর সমন্বয় কমিটিকে প্রায়োগিক সহায়তা প্রদান করার জন্য 'Coordinated Supervision framework for Bangladesh Financial System' নামক ব্যবস্থার অধীনে Coordination Committee Technical Group (CCTG) গঠন করা হয়েছে। আর্থিকব্যবস্থার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত বিনিময় এবং নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাঝে সমন্বয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে অর্থবছর ২০২০-এ CCTG এর তিনটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এফএসডি ম্যাক্রোফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেমের উপর সম্ভাব্য অভিঘাত বিশ্লেষণের লক্ষ্যে অর্থনীতি ও আর্থিক খাতের আটটি ক্ষেত্র (বহিঃঅর্থনীতি, অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি, রিয়েল এস্টেট, অ-আর্থিক কর্পোরেশন, রাজস্ব পরিস্থিতি, আর্থিক বাজার পরিস্থিতি, মূলধন ও মুনাফা এবং অর্থসংস্থান ও তারল্য) এবং ৩৭টি সূচকের সমন্বয়ে Financial Stability Map (FSM) প্রবর্তন করেছে। FSM সংক্ষেপে বাংলাদেশের সামষ্টিক আর্থিকব্যবস্থা সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা প্রদান করে এবং এর পরিধি বর্তমানে ব্যবহৃত CFSI অপেক্ষা অধিক বিস্তৃত। সর্বশেষ FSM টি বার্ষিক Financial Stability Report-2019 এ প্রকাশিত হয়েছে।

আর্থিক স্থিতিশীলতা ও গ্রাহক স্বার্থ সুরক্ষার জন্য ব্যাংকিং খাতের অবকাঠামো

১. ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি) এর কার্যক্রম

খেলাপি ঋণের পরিমাণ হ্রাসকরণের লক্ষ্যে ১৮ আগস্ট ১৯৯২ ইং তারিখে ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি) বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০১১ সালের ১৯ জুলাই হতে সিআইবি কর্তৃক অনলাইন সেবাসমূহ প্রদান করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব সম্পদ দ্বারা উন্নয়নকৃত New CIB Online Solution এর যাত্রা শুরু হয় ১ অক্টোবর ২০১৫ থেকে। অত্যন্ত পরিশীলিত আইসিটি প্রযুক্তি সুবিধা গ্রহণের ফলে গুণগত ও দক্ষতার বিচারে সিআইবির সেবাদান কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিসাধিত হয়েছে। ব্যাংকিং খাতে ঋণ প্রদানে এবং ঋণঝুঁকি কমাতে সিআইবি অনলাইন সিস্টেম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত Doing Business রিপোর্টের `Depth of Credit Information Index` এর Getting Credit সূচকের বিপরীতে স্কোর অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বের সকল দেশের মধ্যে বাংলাদেশকে আরও উচ্চ অবস্থানে নেয়ার লক্ষ্যে ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে সিআইবি কর্তৃক ইতোমধ্যেই ১ টাকা ও তদূর্ধ্ব বকেয়াস্থিতি সম্পন্ন ঋণ তথ্যাবলি সিআইবি ডাটাবেইজে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে বিশ্ব ব্যাংকের ডাটা কাভারেজ সংক্রান্ত শর্তাবলি পূরণ এবং সিআইবি রিপোর্টের ক্রেডিট রেকর্ড ধারণকাল ১২ মাস হতে ২৪ মাসে উন্নীত করা হয়েছে। এছাড়াও, সিআইবি ডাটাবেইজে ঋণগ্রহীতাদের (ব্যক্তি

বা প্রতিষ্ঠান) প্রবেশাধিকার সুবিধা দেয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২, অনুচ্ছেদ-৪ এর কতিপয় উপধারা অন্তর্ভুক্ত/সংশোধন করে একটি ড্রাফট প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত ড্রাফটটির বিষয়ে আইনি মতামত গ্রহণপূর্বক তা আইন হিসেবে জারি করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ড্রাফটটি অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

তাছাড়া, গভর্নর মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে সিআইবি কর্তৃক অস্থাবর সম্পত্তি (ভূমি/দালান, ফ্ল্যাট, ভারী যন্ত্রপাতি) এর তথ্য সম্বলিত Collateral Database প্রস্তুতের লক্ষ্যে Collateral Information System এর উন্নয়ন কাজ অব্যাহত রয়েছে। ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ঋণের বিপরীতে ঋণগ্রহীতাদের প্রদেয় জামানতের মর্টগেজের তথ্যাদি এ তথ্যভান্ডারে সংরক্ষিত থাকবে। ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নতুন ঋণমঞ্জুরীকালে একই সম্পত্তি যেন বেআইনিভাবে মর্টগেজ করে কেউ প্রতারণা বা জালিয়াতি করতে না পারে সে লক্ষ্যেই এ তথ্যভান্ডার প্রস্তুত করা হচ্ছে। ক্ষুদ্র ঋণপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (MF-CIB) প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) ও বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে একটি এমওইউ (MOU) স্বাক্ষরিত হয়েছে। বর্তমানে, MF-CIB সিস্টেমের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সিআইবি ডাটাবেইজে Borrower, Co-borrower এবং Guarantor দের ১ (এক) টাকাও তদুর্ধ্ব বকেয়া স্থিতিসম্পন্ন ঋণের বিস্তারিত তথ্য সংরক্ষিত থাকে। জুন ২০২০ ভিত্তিক সিআইবি ডাটাবেইজে মোট ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ছিল ৩৩,৯৮,৩৭১ জন, যেখানে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এর পরিমাণ ছিল ২৫,৮০,৯৪৯ জন।

মোট ঋণগ্রহীতার সংখ্যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা প্রায় ৩২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জুন ২০২০ ভিত্তিক মোট শ্রেণিকৃত ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ৩৮০,৬৩৫ জন যা জুন ২০১৯ সনের (৩,১৩,৪৯৪) তুলনায় শতকরা ২১ ভাগ বেশি। ব্যাংকিং এবং অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে মোট বকেয়া ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ জুন ২০২০ এ দাঁড়িয়েছে ১১,৯২,৪৭৯ কোটি টাকা (অবলোপনকৃত ঋণ সহ) যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ১০,৭৫,৯০৪ কোটি টাকা অর্থাৎ শতকরা প্রায় ১১ ভাগ বেশি। এছাড়া, জুন ২০২০ শেষে শ্রেণিকৃত বকেয়া ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১,৫৬,৫৭৫ কোটি টাকা যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের (১,৭১,৩০৪ কোটি টাকা) তুলনায় শতকরা প্রায় ৯ ভাগ কম।[১২২]

২. টেকসই এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যাংকিং

পরিবেশগত টেকসই এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন সার্বজনীন স্বীকৃত পন্থা। এরূপ ধারণার সম্ভাব্য সুবিধাদি রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষ, সমাজ, এনজিও, কর্মী, গ্রাহক এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের কাজে আগ্রহ সৃষ্টি করে। এ প্রেক্ষাপটে, পরিবেশগত টেকসই এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং, পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তির বিস্তার লাভে

---

[১২২] বাংলাদেশ ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক উন্নয়ন রিপোর্ট-২০২০, পৃ. ১০

সহায়তা করে। বাংলাদেশের মত উদীয়মান অর্থনীতিতে অভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্য এবং বিশেষভাবে প্রধান মধ্যস্থতাকারী ব্যাংকিং খাতের মূল কেন্দ্রবিন্দু পরিবেশ ব্যবস্থাপনা হওয়া প্রয়োজন। ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অর্থায়ন, অর্থায়নের ঋণ অনুমোদন, তদারকি এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকিসমূহ অবশ্যই পরিপালনীয়। এ লক্ষ্যে টেকসই ব্যাংকিং-এ উন্নীত হওয়ার নিমিত্তে বাংলাদেশ ব্যাংক মূলধারার ব্যাংকিং কর্মকাণ্ডের সাথে সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ পদক্ষেপসমূহ এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে সমন্বিত করছে। সামগ্রিক টেকসই ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে মূলত পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং, কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এ তিনটি বিষয়ের উপর জোর দেয়া হয়।

৩. পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং সংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহ সাধারণভাবে নিম্নোক্তরূপে ভাগ করা যায়: নীতিনির্ধারণী উদ্যোগসমূহ, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং কার্যক্রমের পর্যবেক্ষণ, বহুমুখী পরিবেশবান্ধব পণ্য/খাতের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা এবং নিজস্ব পরিবেশ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলি।[১২৩]

৪. নীতিনির্ধারণী উদ্যোগসমূহ

২০১১ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য পরিবেশ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নীতিমালা এবং পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং নীতিমালা জারি করে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ২০১৩ এ পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং নীতিমালার আওতায় আনা হয়। একইভাবে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং কার্যক্রমের জন্য নীতি প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণে National Sustainable Development Strategy (NSDS), প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, বৈশ্বিক টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) সহ সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহকে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। প্রচলিত ব্যাংকসমূহের আমানত পরিচালনা ও বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যক্রমে অর্থায়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখতে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশে কার্যরত ব্যাংকগুলো বিভিন্ন দিক থেকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পিছনে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিনিয়ত ব্যাংকিং সেক্টর প্রসারিত হচ্ছে ও ব্যাংকিং কার্যক্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে।

[১২৩] বাংলাদেশ ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক উন্নয়ন রিপোর্ট-২০২০, পৃ. ১০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক এর ইতিহাস

মুসলিম দেশ হিসেবে যেকোনো দেশে ইসলামী ব্যাংকিং অপরিহার্য বিষয়। মুসলিমদের জন্য শরিয়াহ মোতাবেক বাধ্যতামূলক কাজগুলোর মাঝে লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য অন্যতম। সুদমুক্ত রিজিক অন্বেষণ ও ভক্ষন করা ফরয।[১২৪] অন্যথায় ইবাদত কবুল হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। বাংলাদেশ একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র এছাড়াও এদেশের মানুষ অত্যাধিক ধর্মপ্রাণ হওয়ার ফলে ইসলামী ব্যাংকিং তাদের নিকট প্রয়োজনীয় ও ভালোবাসার জায়গা হিসেবে পরিগণিত হয়। সুতরাং এ দেশের মানুষ সুদের প্রতি সর্বদা ঘৃণা প্রদর্শন করে; তারা সুদ বর্জন করতে বদ্ধপরিকর। সুদভিত্তিক প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের নেতিবাচক ধারণা বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে বিষোদাগারে রূপ নেয় এবং ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার জন্য সুপ্ত আকাঙ্খা তাদের মাধ্যমেই জাগ্রত হতে থাকে। এই পরিচ্ছেদে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের পটভূমি, সূচনা, ও বিকাশধারা নিয়ে আলোচনা প্রদত্ত হলো। পরিচ্ছেদটিকে নিম্নোক্ত তিনটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে :

প্রথম অনুচ্ছেদ : বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের ঐতিহাসিক পটভূমি

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের সূচনা

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের বিকাশধারা

প্রথম অনুচ্ছেদ : বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের ঐতিহাসিক পটভূমি

বাংলাদেশের মানুষ বরাবরই ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি ভক্তি সহকারে আস্থাশীল। ধর্মীয় মূল্যবোধ ও আস্থার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন এ দেশের মানুষের স্বাভাবিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির অংশ। কারণ ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টি ছিল মূলত এ দেশের মুসলমানদের ইসলামী চেতনার ফসল। জীবনের সকল স্তরে ইসলামী রীতিনীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়।[১২৫] সুতরাং পাকিস্তানী জনগণের প্রত্যাশা ছিল দেশের যাবতীয় ব্যবস্থাপনায় বিশেষত সামাজিক জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা তথা ব্যাংকিং পদ্ধতি হবে সম্পূর্ণ সুদমুক্ত। কিন্তু ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয় পর্যন্ত পাকিস্তান সরকার সুদভিত্তিকব্যবস্থা নির্মূল এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে ইসলামী নীতিমালার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্য কোনো প্রচেষ্টা গ্রহণ করেনি।[১২৬] বাংলাদেশে ৯০ শতাংশ মানুষ মুসলমান।[১২৭] আলিম সমাজের বহুমুখী প্রচেষ্টায় এবং বিভিন্ন ইসলামী সংগঠনের সভা-সেমিনার থেকে এ দেশের মানুষ সুদের ক্ষতি ও পাপ সম্পর্কে অবহিত হয়েছে। সুতরাং এ দেশের মানুষ সুদের প্রতি সর্বদা ঘৃণা প্রদর্শন করে; তারা সুদ বর্জন করতে বদ্ধপরিকর। সুদভিত্তিক

---

[১২৪] ওয়ালীউদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ, *মিশকাতুল মাসাবিহ*, বাব-কিতাবুল বুয়ু, হাদীস নং. ২৭৮১

[১২৫] A.K.M Fazlul Haque, *Islamic Banking in Bangladesh*, Master thesis, (International Univeraity of Japan, 1988-1989)

[১২৬] কামরুজ্জামান, *ইসলামী ব্যাংকের ইতিহাস* (ঢাকা: রিমঝিম প্রকাশনী-২০১৫), পৃ. ১১১

[১২৭] আবুল ফাতাহ্ মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, *ইসলামী অর্থনীতির আধুনিক রূপায়ন*, (ঢাকা : জনতা পাবলিকেশন্স,২য় সং, ২০০৩), পৃ. ৪৩৮

প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের নেতিবাচক ধারণা বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে বিষোদাগারে রূপ নেয় এবং ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার জন্য সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা তাদের মাধ্যমেই জাগ্রত হতে থাকে।

ইসলামে সুদকে সম্পূর্ণরূপে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। ঈমানের দাবি অনুসারে তারা সুদভিত্তিক কোন লেনদেনে শরীক হতে পারে না। সুদভিত্তিক লেনদেনে জড়িতদের বিরুদ্ধে আল্লাহ এবং তার রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পক্ষ থেকে জিহাদ ঘোষণা করা হয়েছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ– فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা বর্জন কর; যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। আর যদি তোমরা সুদ বর্জন না কর, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধ সুনিশ্চিত জানো।[১২৮] সুদ থেকে পরিত্রাণ লাভের নিমিত্তেই ইসলামী ব্যাংকিং-এর উৎপত্তি।[১২৯]

যুগ যুগ ধরে এদেশের মানুষ লড়াই করেছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং তাদের দোসরদের অর্পিত চড়া সুদের বিরুদ্ধে। ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং সুদ বঞ্চনার কারণে সুদের প্রতি এদেশের মানুষের মনে তৈরি হয়েছে প্রবল ঘৃণা। স্বভাবতই এদেশের মানুষের মনে দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা জাগে সুদমুক্ত ইসলামী অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার। ব্রিটিশ আধিপত্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রামের পথ পাড়ি দিয়ে পাকিস্তানের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৭১ সালে যখন স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে, তখন এদেশের মুসলিম জনসাধারণের মনে ইসলামী অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সে আকাঙ্ক্ষা আরো বহুগুণে বেড়ে যায়। স্বাধীনতা উত্তরকালে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথিতযশা ইসলামী চিন্তাবিদগণ।[১৩০] ক্রমাগতভাবে সুদমুক্ত ইসলামী অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পক্ষে যুক্তিপূর্ণ ও জোরালো বক্তব্য রাখেন।[১৩১]

তাঁদের প্রচার-প্রচারণায় ইসলামে হারামকৃত সুদকে চিরতরে বয়কট এবং অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর বিধান কায়েম করে সুদমুক্ত কল্যাণকর ইসলামী অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার বিষয় প্রাধান্য পায়। ইসলামী চিন্তাবিদগণ জনসাধারণকে এ ধারণা দিতে সক্ষম হন যে, এদেশে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে একদিকে যেমন মুসলিম সমাজকে সুদের করাল গ্রাস থেকে বাঁচানো সম্ভব অপরদিকে এ দেশের আপামর জনসাধারণের আর্থসামাজিক উন্নয়নও ঘটানো সম্ভব। ইসলামী অর্থব্যবস্থাই কেবল দেশের অর্থনীতিকে প্রাগ্রসর করে তুলতে পারে।[১৩২] ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার পক্ষে প্রামাণিক ও যুক্তিভিত্তিক ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা এদেশের জনমনকে চূড়ান্তভাবে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষী করে তোলে।

---

[১২৮] সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৭৮-৭৯

[১২৯] কাজী ওমর ফারুক, *ইসলামী ব্যাংকিং : পূর্বশর্ত ইসলামী ব্যক্তিত্ব* (ঢাকা : আহসান পাবলিকেশন, ১ম সং, ২০০৬), পৃ. ৬২

[১৩০] বাংলাদেশে একটি সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে ক'জন অর্থনীতিবীদ ও ইসলামী চিন্তাবিদ জোরালো ভূমিকা পালন করেছেন তন্মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের তৎকালীন অধ্যাপক প্রফেসর ড. এম এন হুদা, প্রফেসর ড. কে টি হোসেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ড. হাসান জামান, প্রিন্সিপাল আবুল কাশেম, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, মাওলানা মুহাম্মদ 'আবদুর রহীম, 'আল্লামা 'আজীজুল হক ও মাওলানা নূর মোহাম্মদ 'আজমী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

[১৩১] মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, পৃ. ৭৪

[১৩২] মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *ইসলামী অর্থনীতি নির্বাচিত প্রবন্ধ*, পৃ. ১১৬

স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই বিভিন্ন মহল থেকে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জোর দাবী উঠতে থাকে।[১৩৩] বর্তমানে বাংলাদেশ হচ্ছে পৃথিবীর মানচিত্রে এমন এক স্বাধীন রাষ্ট্র, যা ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৯০ বছর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কলোনীরূপে শাসিত হয়েছে এবং তারও আগে পুরো ১০০ বছর এ ভূখণ্ড ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নামক একটি বিলাতি ব্যবসায়ী কোম্পানি ও তাদের কলকাতা কেন্দ্রিক দালাল সহযোগী শ্রেণির মিলিত শোষণ ও লুণ্ঠনের ক্ষেত্র ছিল। এ সময় সুদখোর মহাজনদের নিষ্ঠুর নির্যাতন এ অঞ্চলের দরিদ্র মানুষের নিত্যদিনের ভাগ্যলিপিতে পরিণত হয়। এদেশের মানুষ দীর্ঘদিন উপনিবেশবাদী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে এবং তাদেরও দেশীয় লুটেরা সহযোগীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। তাদের এ লড়াই-এ রাজনৈতিক আযাদী হাসিলের আকাঙ্ক্ষার সাথে জড়িত ছিল তাদের বোধ ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে নিজস্ব ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার স্বপ্ন। বিশ্বাসগত কারণে এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সুদের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধমূলক মনোভাব গড়ে উঠেছে। সুদের বিরুদ্ধে তারা যুগযুগ ধরে সংগ্রাম করেছেন। বাংলাদেশের ফকির বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ, ফরায়েজী আন্দোলন এবং শেরে বাংলা ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির আন্দোলনে সুদ উচ্ছেদের দাবি ছিল সমোচ্চারিত।[১৩৪]

সুদের বিরুদ্ধে জনগণের ঐতিহ্যগত ক্ষোভ ও ঘৃণার পরিচয় এদেশের নানা কাহিনি ও উপাখ্যানে প্রকাশ পেয়েছে। সুদের বিরুদ্ধে প্রচন্ড ঘৃণার কারণে দেশে এ বিশ্বাস প্রচলিত হয়েছে যে, সাতজন সুদখোরের নাম লিখে গরুর গলায় ঝুলিয়ে দিলে সে গরুর ঘায়ের পোকা পড়ে যায়। মহাজনী সুদের মতো প্রাতিষ্ঠানিক সুদের ব্যাপারে ও জনগণের মনোভাব অভিন্ন। সুদমুক্ত ব্যাংক প্রতিষ্ঠা তাই এদেশের মানুষের বহু পুরনো প্রত্যাশা। আকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্যে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ব্রিটিশ শাসনাধীন বাংলাদেশের কক্সবাজার ও যশোরসহ একাধিক এলাকায় সুদমুক্ত ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার প্রচেষ্টার কথা জানা যায়। কিন্তু তৎকালীন আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিতে সেসব উদ্যোগ স্থায়ী ভিত্তি অর্জন করতে পারেনি।[১৩৫]

মোটকথা, মুসলিম জাতিসত্তা ও কুরআন-হাদীসের নির্দেশনা মোতাবেক অর্থনৈতিক কার্যক্রম পবিত্র ও হালাল রাখার নিমিত্তেই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এদেশে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের সূচনা হয়।

পাকিস্তান আমল

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধীনতা ছিন্ন করে স্বতন্ত্র জাতিসত্তা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই এ ভূখণ্ডটিতে অধিকাংশ জনগণের আদর্শিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে তাদের আর্থসামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ক্রমশ সংহত এবং জোরদার হয়ে ওঠে। ১৯৪৮ সালের ১ জুলাই স্টেট ব্যাংক অব

---

[১৩৩] মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *ইসলামী অর্থনীতি নির্বাচিত প্রবন্ধ*, পৃ. ১১৭

[১৩৪] মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা*, (ঢাকা: দারুস সালাম পাবলিকশন্স, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৮), পৃ. ৫৬

[১৩৫] কুড়ি শতকের গোড়ার দিকে কক্সবাজারে সুদ মুক্ত একটি স্বল্পকাল স্থায়ী ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। কক্সবাজারের দায়রা জজ আদালতের প্রধান পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট ফিরোজ আহমেদ চৌধুরী ইসলামী ব্যাংক কক্সবাজার শাখা উদ্বোধন উপলক্ষে ১৯৮৬ সালের ২৬ আগস্ট তারিখে ইসলামী ব্যাংকিং অনুষ্ঠিত সেমিনারে বক্তৃতা করেন। কুড়ি শতকের শুরুর দিকে যশোর দড়াটানা মোড়ে (যেখানে মুন্সী মেহেরুল্লাহর দর্জির দোকান ছিল, তার পাশে) একটি স্বল্পকালস্থায়ী ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয় বলে লেখককে ১৯৮৯ সালে জানান প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও সামাজিক ব্যক্তিত্ব জনাব আলী আনসারী।

পাকিস্তানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ব্যাংকের প্রথম গভর্নর জনাব জাহিদ হোসেন দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে শরিয়ার নীতিমালার ভিত্তিতে পুনর্গঠনের আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষে মত দেন।[১৩৬]

১৯৪৯ সালের ১২ মার্চ পাকিস্তান গণপরিষদে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের জন্য কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক 'আদর্শিক মূলনীতি প্রস্তাব' গৃহীত হয়। এ প্রস্তাবে দেশের অর্থব্যবস্থা ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে পুনর্গঠন এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর ১৯৫১ সালে পাকিস্তানের উভয় অংশের ৩১ জন বিশিষ্ট আলিম করাচিতে চারদিনের সম্মেলন শেষে সর্বসম্মতভাবে ইসলামী শাসনতন্ত্রের ২২ দফা শাসনতান্ত্রিক মূলনীতি প্রণয়ন করেন। এর চতুর্থ দফায় 'কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক সৎ কার্যাবলি চালু করা, নিষিদ্ধ কার্যাবলি করা, ইসলামী রীতি ও আচার-আচরণের পুনরুজ্জীবন ... ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য' বলে উল্লেখ করা হয়।[১৩৭] পাকিস্তান আমলের প্রায় সবটুকু সময়জুড়েই শাসনতান্ত্রিক বিতর্ক অব্যাহত থাকে। ইসলামী বিধি-বিধান বাস্তবায়নের দাবি ক্রমশ জোরদার হতে থাকে। সুদমুক্ত অর্থনীতি ও ব্যাংকব্যবস্থা গড়ে তোলার দাবি তার অংশ ছিল। একাডেমিক ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর ড. এম এন হুদা, প্রফেসর ড. কে টি হোসেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ড. হাসান জামান, ভাষাসৈনিক প্রিন্সিপাল আবুল কাশেম প্রমুখ এ ক্ষেত্রে সোচ্চার ছিলেন। রাজনীতির ময়দানে খেলাফতে রব্বানী পার্টি, নেজামে ইসলাম পার্টি, জামায়াতে ইসলামী সংগঠন ইসলামী অর্থনীতির ব্যাপারে জনগণের দাবিকে জোরেশোরে উচ্চারণ করে।

সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং, ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ[১৩৮] প্রভৃতি বই বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করার ফলে এ ব্যাপারে সুধী জনগণের মনোযোগ অধিকতর আকৃষ্ট হয়। এছাড়াও মাওলানা মোঃ আব্দুর রহিমের লেখা 'ইসলামী অর্থনীতি' এদেশে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং আন্দোলনে তত্ত্বীয় ভিত্তি নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে লেখালেখি,আলোচনা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম প্রভৃতির মাধ্যমে জনসচেতনতা ক্রমশঃ জোরদার হয়ে ওঠে। উলামায়ে কেরামের মধ্যে এক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী মাওলানা নুর মোহাম্মদ আজমী, শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১৩৯]

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের সূচনা

মুসলিম বিশ্বে ইসলামী ব্যাংকিং আন্দোলন শক্তিশালী হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তরকালে। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে বাংলাদেশ ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক বা আইডিবি'র চার্টারে স্বাক্ষর করে এবং নিজ দেশে ইসলামী শরিয়ার ভিত্তিতে অর্থনীতি ও ব্যাংকিং কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে পূনর্গঠনের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। ১৯৭৬ সালে

---

[১৩৬] মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকিং ঃ ঐতিহাসিক পটভূমি*, *ইসলামী ব্যাংকিং*, ৮ম সংখ্যা, জুলাই ১৯৮৯, জনসংযোগ বিভাগ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

[১৩৭] মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, পৃ. ৭৩

[১৩৮] লেখক : মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী

[১৩৯] মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, পৃ. ৭৪

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা মোঃ আব্দুর রহিমের নেতৃত্বে ঢাকায় 'ইসলামী ইকনোমিকস্ রিসার্চ ব্যুরো' প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংগঠন বাংলাদেশ ইসলামী অর্থনৈতিক চিন্তার বিকাশ ও ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে। ১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাসে সেনেগালের রাজধানী ডাকারে অনুষ্ঠিত ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা অনুমোদন করা হয়। বাংলাদেশ এ সম্মেলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়ে এ সুপারিশ অনুমোদন করে।[১৪০] ১৯৭৯ সালের নভেম্বরে সংযুক্ত আরব আমিরাতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব মোহাম্মদ মুহসিন দুবাই ইসলামী ব্যাংকের অনুরূপ বাংলাদেশ একটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য পররাষ্ট্র সচিবের কাছে লেখা চিঠিতে সুপারিশ করেন। এর পরপরই ডিসেম্বর মাসে অর্থমন্ত্রণালয়ের ব্যাংকিং উইং বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংকের অভিমত জানতে চায়। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে তৎকালীন পরিচালক জনাব এস এম ফখরুল আহসান ১৯৮০ ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার জন্য দুবাই ইসলামী ব্যাংক, মিসরের ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক, নাসের সোশ্যাল ব্যাংক এবং ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব ইসলামী ব্যাংকস-এর অফিস পরিদর্শন করেন। ১৯৮১ সালে তিনি বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে একটি প্রতিবেদন পেশ করেন।[১৪১]

১৯৮০ সালে পাকিস্তানের অনুষ্ঠিত ওআইসিভুক্ত দেশসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক শামসুল হক সদস্য দেশেসমূহের জন্য একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেন।[১৪২] ১৯৮০ সালের ১৫-১৭ ডিসেম্বর ইসলামী ইকনোমিকস্ রিসার্চ ব্যুরোর উদ্যোগে ঢাকায় ইসলামী ব্যাংকিং এর উপর একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের তৎকালীন গভর্নর জনাব নুরুল ইসলাম উক্ত সেমিনার উদ্বোধন করেন। তিনি তার ভাষণে বাংলাদেশে একটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।[১৪৩] ১৯৮১ সালের মার্চে ওআইসি দেশেসমূহের কেন্দ্রীয় ব্যাংকসমূহের গভর্নরদের সম্মেলন সুদানের খার্তুমে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে পেশকৃত এক প্রতিবেদনে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর জানান যে, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।[১৪৪] ১৯৮১ সালের এপ্রিল মাসে অর্থমন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে লেখা এক পত্রে পাকিস্তানের অনুরূপ বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের সকল শাখায়ও পরীক্ষামূলকভাবে পৃথক ইসলামী ব্যাংকিং কাউন্টার চালু করে এজন্য পৃথক লেজার রাখার পরামর্শ দেয়া হয়। ১৯৮১ সালের জানুয়ারি মাসে "মক্কা" এবং "তায়েফে" অনুষ্ঠিত তৃতীয় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সুপারিশ করেন: মুসলিম দেশসমূহের উচিত তাদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণার আলোকে একটি

[১৪০] মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, পৃ. ৭৫
[১৪১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬
[১৪২] মোহাম্মদ কুতুব উদ্দিন, *ইসলাম ও বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা* (পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-২০১৮), পৃ. ১৫২
[১৪৩] মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, পৃ. ৭৪
[১৪৪] উদ্দিন, *ইসলাম ও বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা*, পৃ. ১৫২

স্বতন্ত্র ব্যাংকব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার করা। এ ঘোষণা বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকারের ইতিবাচক মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।[১৪৫]

১৯৮১ সালের ২৬ অক্টোবর থেকে সোনালী ব্যাংক স্টাফ কলেজে ইসলামী ব্যাংকিং এর উপর এক মাস স্থায়ী সার্বক্ষণিক আবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। এ কোর্সে বাংলাদেশ ব্যাংক, সকল রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, বিআইবিএম ও প্রস্তাবিত ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ব্যাংক অব ঢাকা লিমিটেড বর্তমানে (ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড)-এর ২৭ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন; সোনালী ব্যাংক স্টাফ কলেজের প্রিন্সিপাল আজিজুল হক এ ব্যাপারে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন।[১৪৬] ১৯৮২ সালের ১৮ জানুয়ারি থেকে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম)-এর উদ্যোগে ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে দ্বিতীয় প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি ১৯৭৭ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন আর্থসামাজিক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ইসলামী ব্যাংকিং এর উপর সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলো হলো, ইসলামী ইকনোমিকস্ রিসার্চ ব্যুরো, ওয়ার্কিং গ্রুপ ফর ইসলামী ব্যাংকিং ইন বাংলাদেশ, বায়তুশ শরফ ইসলামী রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ইত্যাদি।

হিজরী চৌদ্দ শতকের সূচনালগ্নেই মহররম মাসের ১ তারিখে (২২ নভেম্বর ১৯৭৯) বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর আলহাজ্ব এম খালেদের নেতৃত্বে ঢাকায় বাংলাদেশ ইসলামী ব্যাংকার্স এসোসিয়েশন (বিবা) কাজ শুরু করে। ইতোপূর্বে সোনালী ব্যাংক স্টাফ ট্রেনিং কলেজে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী বিভিন্ন ব্যাংকের ব্যাংকারদের অনেকে বিবা-এর কার্যক্রম সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। ১৯৮২ সালে এ সংগঠন ব্যাংকার, আইনজীবী, সাংবাদিক, বাণিজ্যিক উদ্যোক্তাসহ বিভিন্ন স্তরের লোকদের নিয়ে পাঁচটি প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করে।

১৯৮২ সালের নভেম্বর মাসে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সফর করেন। এ সময় তারা বাংলাদেশে বেসরকারি খাতে যৌথ উদ্যোগে একটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় আইডিবি'র অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেন। প্রতিনিধিদল সন্তোষ প্রকাশ করেন যে, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং এর উপর প্রচুর কাজ হয়েছে এবং শীঘ্রই এদেশে ইসলামী ব্যাংকিং চালু করার প্রক্রিয়া চলছে। বাংলাদেশ ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার ব্যাপারে 'ইসলামী ইকনোমিকস্ রিসার্চ ব্যুর্রো (আইইইরবি) এবং 'বাংলাদেশ ইসলামী ব্যাংকার্স এসোসিয়েশন' (বিবা) অগ্রণী ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিতব্য ইসলামী ব্যাংকসমূহের জন্য দক্ষ ব্যাংকারের শূন্যতা পূরণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যাংকার ও অর্থনীতিবিদকে ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এছাড়া এদেশে ইসলামী ব্যাংকিং এর পক্ষে জনমত গঠন ও সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে তারা সেমিনার সিম্পোজিয়াম এবং ওয়ার্কশপের আয়োজন করে।

---

[১৪৫] উদ্দিন, *ইসলাম ও বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা*, পৃ. ১৫৩

[১৪৬] মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, পৃ. ৭৫

মুসলিম বিজনেসম্যান এসোসিয়েশন (বর্তমানে মুসলিম ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট এন্ড বিজনেসম্যান এসোসিয়েশন) ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোক্তা-মূলধন সংগ্রহে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।[১৪৭]

বহুমাত্রিক দীর্ঘ প্রচেষ্টার ফলসরূপে ১৯৮৩ সালের ৩০ মার্চ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম সুদমুক্ত ব্যাংক 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এক্ষেত্রে ১৯ জন বাংলাদেশি ব্যক্তিত্ব, ৪টি বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান এবং আইডিবিসহ মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের ১১টি ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারি সংস্থা এবং সৌদি আরবের দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় উদ্যোক্তারূপে এগিয়ে আসেন।

১৯৮৩ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত 'ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ব্যাংক অব ঢাকা লিমিটেড' নামে বাংলাদেশের প্রথম ইসলামী ব্যাংকের প্রস্তুতিমূলক কাজ করা হয় এবং এই নামেই তখন পর্যন্ত ব্যাংকের সাইনবোর্ড ও প্রচার পুস্তিকা ব্যবহার করা হয়। আলহাজ্ব মফিজুর রহমান ২৯ মার্চ পর্যন্ত প্রকল্প পরিচালক ছিলেন। এরপর এই ব্যাংক 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' নামে কার্যক্রম শুরু করে। একটি চমৎকার মনোগ্রাম তৈরি করে দেন দেশের খ্যাতিমান শিল্পী ও ক্যালিওগ্রাফার জনাব সবিহউল আলম। ১৯৮৩ সালের ৩০ মার্চ বুধবার সকাল ৯ টায় লাইসেন্সের শর্ত পূরণের জন্য ৭৫ নং মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় ব্যাংকের রেজিস্টার্ড অফিসে 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড'-এর কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে কোনো আনুষ্ঠানিক দাওয়াতপত্র ছাপা হয়নি। শুধু পত্রিকায় খবর দেখে অনেক লোক অনুষ্ঠানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বায়তুশ শরফের পীর সাহেব মাওলানা আব্দুল জব্বার, মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর ডাইরেক্টর জেনারেল ইয়াহিয়া, অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন সচিব ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের নির্বাহী সহসভাপতি জনাব কফিলউদ্দিন মাহমুদ, বাংলাদেশ ব্যাংকের গবেষণা পরিচালক জনাব ফখরুল আহসান, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর জনাব এম খালেদ, ঢাকার কালেক্টরস্ অব কাস্টমস্ জনাব শাহ আব্দুল হান্নান, 'দৈনিক দেশ'-এর সম্পাদক সানাউল্লাহ নূরী এবং দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক জনাব আখতার-উল-আলম সহ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন।

ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আবদুর রাজ্জাক লস্কর এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে জনাব এএফএম ইয়াহইয়া, জনাব এএসএম ফখরুল আহসান, জনাব কফিলউদ্দিন মাহমুদ, ব্যাংকের সাবেক প্রকল্প পরিচালক ও ভাইস চেয়ারম্যান জনাব আলহাজ্ব মফিজুর রহমান বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠান উপস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন ব্যাংকের ভারপ্রাপ্ত এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট ও প্রথম প্রধান নিবার্হী জনাব এম আজিজুল হক।

৩০ মার্চ ব্যাংকের অনানুষ্ঠানিক উদ্বোধনী দিনে ৪৮টি হিসাব খোলা হয় এবং তাতে জমার পরিমাণ ছিল ৩৫ লক্ষ টাকা। ব্যাংকের প্রথম হিসাব খোলা হয় "ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ"-এর নামে। ফাউন্ডেশন এর মহাপরিচালক জনাব এএফএম ইয়াহইয়া ফাউন্ডেশন এর পক্ষে ২৫ লাখ টাকা জমা দিয়ে

---

[১৪৭] এম কামালুদ্দীন চৌধুরী, *ইসলামী* ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ২১ বছরপূর্তি উপলক্ষে *দৈনিক সংগ্রামে* ২৩ জুলাই ২০০৪ তারিখে প্রকাশিত সাক্ষাতকার।

বাংলাদেশে ইসলামী শরিয়াহ মোতাবেক প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকে আল-ওয়াদিয়া নীতির ভিত্তিতে প্রথম হিসাব খোলার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেন।

৩০ মার্চ থেকে ১১ আগস্ট পর্যন্ত শুধু আল-ওয়াদিয়া চলতি হিসাবে টাকা জমা নেয়া হয়। এরপর ১৯৮৩ সালের ১২ আগস্ট সকালে মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার প্রধান সড়কে বিশাল প্যান্ডেলের নিচে ব্যাংকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।[১৪৮] ১২ আগস্ট, ১৯৮৩ থেকে চলতি হিসাব ছাড়াও মুদারাবা পদ্ধতিতে প্রফিট-লস শেয়ারিং ডিপোজিট একাউন্ট বা পি.এল.এস. হিসাব খোলা শুরু হয়।

বাংলাদেশ ইসলামী ব্যাংকিং এর বাস্তবায়ন

'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড'-এর সফল অগ্রযাত্রার পথ ধরে পরবর্তীতে এদেশে আরো কয়েকটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৭ সালে 'আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীতে 'ওরিয়েন্টাল ব্যাংক', যা বর্তমানে 'আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড' নামে পরিচালিত হচ্ছে। ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশে 'আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড' এবং 'সোশ্যাল ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশে 'ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে এর নাম হয় 'শামিল ব্যাংক অফ বাহ্‌রেইন' (ইসলামী ব্যাংকার্স)। বর্তমানে এদেশে এই ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম নেই। ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড। ২০০৪ সালের ১ জুলাই থেকে সুদভিত্তিক 'এক্সিম ব্যাংক' তার কার্যক্রম ইসলামী পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করে। ২০০৯ সালের ১ জানুয়ারি ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক সুদভিত্তিক ব্যাংকিং পরিহার করে ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তরিত হয়ে 'ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড' নাম ধারণ করে। ২০১৩ সালের ২০ মে ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে ১০টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক ছাড়াও ৯টি সুদভিত্তিক ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং শাখা এবং ২৪টি প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী উইন্ডো বর্তমানে কাজ করছে। এ সকল পরিসংখ্যান ও আলোচনা এ কথাই প্রমাণ করে যে, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং অতি প্রয়োজন। তাই শুধু পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক নয় অন্যান্য ব্যাংকগুলোও শাখা বা উইন্ডোর মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং-এর দিকে ঝুঁকছে। অনেক জনপ্রিয় কনভেনশনাল ব্যাংকও তাদের কার্যক্রম রূপান্তর করে ইসলামী ব্যাংকিং শুরু করছে। সর্বোপরি, সারা বিশ্বের ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার স্লোগান ও পদক্ষেপের সঙ্গে বাংলাদেশও ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদক্ষেপ ও চলমান ধারা অক্ষুণ্ন রেখে ২০২০ সাল পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংকিং সফল ও জনপ্রিয় ব্যাংকিং সেক্টর হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

তাই পরবর্তী অনুচ্ছেদে বর্তমান বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং সেক্টরের উন্নতি ও কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

---

[১৪৮] মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, পৃ. ৭৮

তৃতীয় অনুচ্ছেদঃ বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের বিকাশ ধারা

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার যাত্রা শুরু হয় ১৯৮৩ সালে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, এদেশে প্রতিষ্ঠিত সর্বপ্রথম ইসলামী ব্যাংক 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' এর সফলতার পথ ধরে ক্রমান্বয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে আরো কয়েকটি ইসলামী ব্যাংক। ২০২০ সাল পর্যন্ত এদেশে মোট ৮টি ব্যাংক পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে।[১৪৯] শরিয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত ও সুদমুক্ত এ সকল ইসলামী ব্যাংক হলো যথাক্রমে : ১. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ২. আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ৩. আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ৪. সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ৫. শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ৬. এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড এবং ৭. ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ৮. ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড। তন্মধ্যে দু'টি ব্যাংক- এক্সিম ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড এবং ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড প্রচলিত ব্যাংক থেকে ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তরিত হয়। বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত ও রূপান্তরিত ইসলামী ব্যাংকসমূহ অত্যন্ত সফলতার সাথে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রতিবছর ব্যাংকসমূহের মূলধন, আমানত, বিনিয়োগ, পরিসম্পদ, পরিচালনগত মুনাফা, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শাখা উল্লেখযোগ্য হারে ক্রমবৃদ্ধি লাভ করছে। প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থার বিপরীতে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বাণিজ্যিক সফলতার পাল্লা অধিকতর ভারী। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা ইতোমধ্যে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিস্তার লাভ করেছে।

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নমূলক খাতসমূহ যেমন : কৃষি, শিল্প, নির্মাণ, বিদ্যুৎ-গ্যাস ও পানি সরবরাহ, পরিবহণ ও যোগাযোগ, ব্যবসা-বাণিজ্য, দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদিতে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ প্রতিবছর সন্তোষজনক হারে ক্রমবৃদ্ধি লাভ করছে। কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য অর্থনৈতিক খাতে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ কার্যক্রম ক্রমবর্ধমান। শিল্পখাতে আকারভিত্তিক বিনিয়োগ পরিচালনায়ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্রমোন্নতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের সুদমুক্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রম এদেশের ব্যাংকিং জগতে সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা। পল্লী এলাকায় বসবাসরত সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মাঝে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রম ক্রমবিস্তার লাভ করছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহের খাতভিত্তিক বিনিয়োগের স্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তাতেও এই ব্যাংকগুলো অগ্রগতি লাভ করেছে। নিম্নে মোট ৮টি ইসলামী ব্যাংক- এর সার্বিক কার্যক্রমের বর্তমান চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। রিস্ক গ্রহণ, স্থিতিস্থাপকতা, মূলধন ফেরত দেওয়াসহ এমন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের জন্য ইসলামী ব্যাংকিং সেক্টর বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী অধিক সক্রিয় ও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপের কারণে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সেক্টরের দিন দিন বেড়েই চলছে। ঠিক তেমনি বাংলাদেশেও সমর্থন নীতি, জনসাধারণের অধিক চাহিদার জন্য ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের গুরুত্ব অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) সাম্প্রতিক উচ্চতর

[১৪৯] Financial System, bb.org.bd, সংগ্রহের তারিখ ২০.১১.২০২০।

অন্তর্ভুক্তিমূলক জিডিপি বৃদ্ধি এবং এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অবকাঠামোগত ও শিল্প প্রকল্পে আর্থিক মূলধন যোগানে ইসলামী ব্যাংকিং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। দেশের ব্যাংকিং সেক্টরে ১০৫২৮টি শাখার মাঝে ৮টি পূর্ণ ইসলামী ব্যাংক ১২৭৪ নিয়ে সারাদেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পাশাপাশি নয়টি কমার্শিয়াল কনভেনশনাল ব্যাংক ১৯টি শাখা এবং ১২টি কমার্শিয়াল কনভেনশনাল ব্যাংক ১৫৫ টি ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডো নিয়ে ইসলামী ব্যাংকিং সেবা প্রদান করছে। মার্কেন্টাইল ব্যাংক, মিডল্যান্ড ব্যাংক এবং এনবিআর কমার্শিয়াল ব্যাংকও ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডোর মাধ্যমে শরিয়াভিত্তিক ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছে। এছাড়াও আরও তিনটি প্রচলিত ব্যাংক যেমন যমুনা ব্যাংক, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক, এনবিআর গ্লোবাল ব্যাংক এগুলোকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তরিত হওয়ার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাংকগুলো রূপান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর ২০২১ সালের শুরুর দিকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক হিসেবে তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে। ইসলামী ব্যাংকিং খাতে ২০২০ সালে আমানত ও বিনিয়োগ যথাক্রমে ২.৩৫% এবং ৩.০৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্ববর্তী রিপোর্টের তুলনায় ইসলামী ব্যাংকিং সেক্টরে রেমিটেন্স এবং অতিরিক্ত তারল্য যথাক্রমে ২.৬৩ % এবং ২৯.১৬% বৃদ্ধি পেয়েছে। ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা শেষে বলা যায়, আমানত ও বিনিয়োগ বিবেচনায় ইসলামী ব্যাংকিং সেক্টর পুরো ব্যাংকিং সেক্টরের প্রায় এক-চতুর্থাংশ দখল করে রেখেছে।

প্রচলিত ব্যাংকগুলোর মতো, ইসলামী ব্যাংকগুলো কোভিড-১৯ মহামারীর নেতিবাচক প্রভাবগুলো মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মহামারীর বিরূপ প্রভাব নিরসনের জন্য ইসলামী ব্যাংকগুলোর মূল পদক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছে লকডাউনের সময় শাখাগুলো সীমিত পরিমাণে খোলা রাখা, বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশিত আর্থিক উদ্দীপনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন, বিনিয়োগের পরিশোধের জন্য সময় বাড়ানো, সময়মতো রেমিট্যান্স বিতরণ, হাতে নেওয়া কর্মীদের জন্য সুরক্ষাব্যবস্থা, অনলাইন ব্যাংকিং, ভার্চুয়াল সভা এবং প্রশিক্ষণের উপর জোর দেওয়া। ২০২০ সালের জুন এর শেষে ইসলামী ব্যাংকিং সেক্টরের মোট আমানত ২৯১৩০৯০.০১ মিলিয়ন টাকা। যা গত মার্চ এর তুলনায় ৬৬৯২৫.১৮ মিলিয়ন টাকা বা ২.৩৩% বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে গত বছরের তুলনায় ৩৮৮২৪৫৫২.২০ মিলিয়ন টাকা বা ১৫.১১% বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২০ সালের শেষের দিকে ইসলামী ব্যাংকিং খাতের মোট বিনিয়োগ (প্রচলিত ব্যাংকিং অর্থে ঋণ) ২৭৫৪৬৫৯.৬৩ মিলিয়ন ডলার দাঁড়িয়েছিল যা মার্চ, ২০২০ এর শেষের তুলনায় ৮১৫৭০.২০ মিলিয়ন বা ৩.০৫% বেশি এবং গত বছরের তুলনায় ৩০২৭৭৫.৩৯ মিলিয়ন বা ৯.০২% বিনিয়োগ বেড়েছে। ২০২০ সালের শেষে, বিনিয়োগ-আমানত অনুপাত (প্রচলিত অর্থে ক্রেডিট-আমানত অনুপাত) দাঁড়িয়েছিল ০.৯৫ যা মার্চ মাসে ছিল ০.৯৪ এবং জুন ২০১৯ এর শেষে ০.৯৭ ছিল।

২০২০ সালের জুনের শেষ দিকে ইসলামী ব্যাংকিং শিল্পের অতিরিক্ত তারল্য তহবিল ২৩৩৩৩৬৭.৮৯ মিলিয়ন টাকা ছিল যা মার্চ, ২০২০ এবং ২০১৯-এর শেষের তুলনায় ৩৩৩৯৯.৩৭ মিলিয়ন (৫.১..৬৮%) টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং গত বছরের তুলনায় ২১০৭৮.৬..৬৬ মিলিয়ন (২৯.১৬%) বেশি হয়েছে। ২০২০ সালের এপ্রিল-জুন এ ইসলামী ব্যাংকিং খাতে সংগৃহীত মোট রেমিট্যান্স ১০৩২৪১.২৩ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছিল, যা

মার্চ মাসের তুলনায় ২৬৬.০.০ মিলিয়ন টাকা বা ২.৬৩৩% এবং ২০১৯ এর তুলনায় ৬১১৭.০০ মিলিয়ন টাকা বা ৩০.৩০% বেশি। ২০২০ সালের ত্রৈমাসিকে পুরো ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রির সংগৃহীত রেমিট্যান্সের ২৭.৪৪% ইসলামী ব্যাংকগুলো অর্জন করেছে। কমার্শিয়াল কনভেনশনাল ব্যাংকের ইসলামী শাখা/উইন্ডোসহ ইসলামী ব্যাংকিং খাতের শাখার সংখ্যা জুন, ২০২০ এর শেষের দিকে ১৪৪৪ এ পৌঁছেছে, যা গত মার্চ, ২০২০ ছিল এবং ২০১৯ সালের জুনের শেষের দিকে ১২৬১ ছিল। ২০২০ সালের শেষের দিকে ইসলামী ব্যাংকিং খাতে মোট কর্মসংস্থান দাঁড়িয়েছিল ৩৬৫৮২ যা মার্চ, ২০২০ এ ৩৬৩৭২ এবং জুন ২০১৯ এর শেষ দিকে ৩৫৩৪১ ছিল।

	এপ্রিল-জুন ২০২০			জানুয়ারী-মার্চ ২০২০
	সকল ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক	সমস্ত ব্যাংকের মধ্যে ইসলামী ব্যাংকগুলোর শেয়ার (%)	সমস্ত ব্যাংকের মধ্যে ইসলামী ব্যাংকগুলোর শেয়ার (%)
	১	২	৩=(২/১*১০০)	৪
মোট আমানত	১১৮০৯৯৯৫.০০	২৯১৩০৩৯.০১	২৪.৬৭	২৫.০৪
মোট বিনিয়োগ	১১০০৬৩৮৯.০০	২৭৫৪৬৫৯.৬৩	২৫.০৩	২৪.৯৩
মোট রেমিটেন্স	৩৭৬২৮৬.৬০	১০৩২৪১.২৩	২৭.৪৪	২৭.১২
মোট অতিরিক্ত তারল্য	১৩৯৫৫৮০.৮০	৯৩৩৬৭.৮৯	৬.৬৯	৮.০৪
মোট শাখা	১০৫৮৮	১৪৪৮	১৩.৬৮	১৩.৪৯
মোট কৃষি ঋণ	৪৫৫৯২৮.৬০	১১৮১৭.৩৬	২.৫৯	২.৫৮

সারণি- ২.১৭: বাংলাদেশে কার্যরত সকল ব্যাংকের পরিসংখ্যান[১৫০]

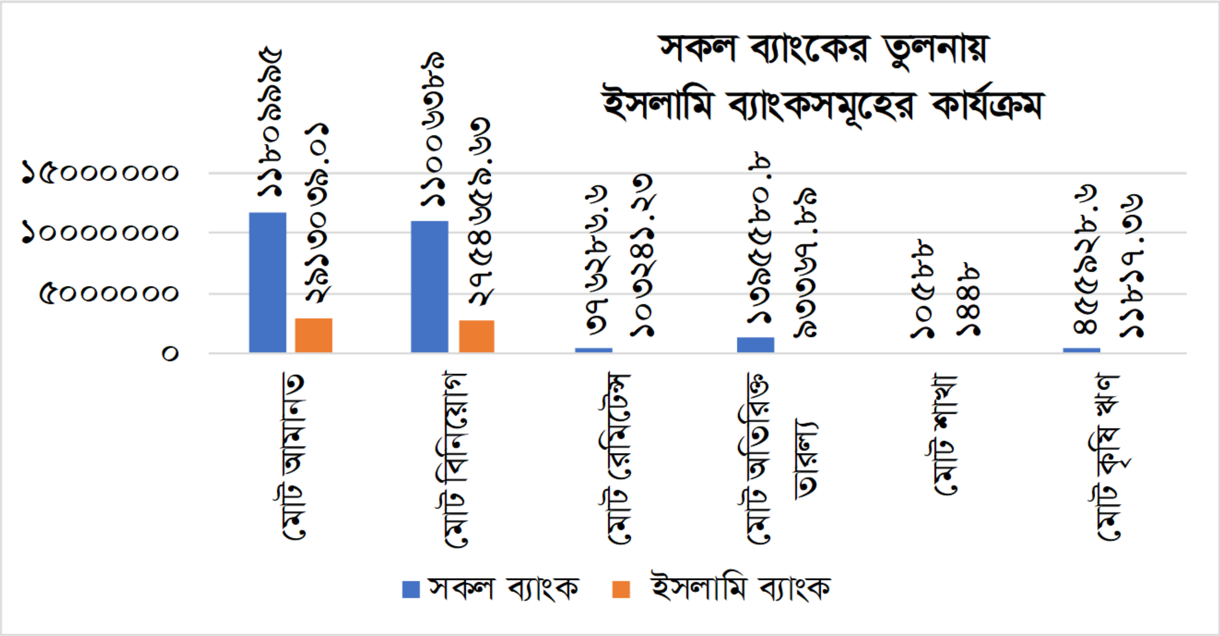

চিত্র- ২.১: সকল ব্যাংকের তুলনামূলক কার্যক্রম[১৫১]

[১৫০] বাংলাদেশ ব্যাংক, *ইসলামী ব্যাংকিং উন্নয়ন রিপোর্ট*-২০২০, পৃ. ৮
[১৫১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

ইসলামী ব্যাংকিং সেক্টরের পরিসংখ্যান	জুন-২০২০	মার্চ-২০২০	জুন-২০১৯	পরিবর্তন		% পরিবর্তন	
				ত্রৈমাসিক	বার্ষিক	ত্রৈমাসিক	বার্ষিক
মোট আমানত* (অনাদায়ী)	**২৯১৩০৩৯.০১**	**২৮৪৬১১৩.৮৩**	**২৫৩০৫৮৬.৪১**	**৬৬৯২৫.১৮**	**৩৮২৪৫২.৬০**	**২.৩৫**	**১৫.১১**
ক) পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক	২৭২২০৮৯.১৬	২৬৭৩৪০৭.৪৮	২৩৭৯৭২২.৬০	৪৮৬৮১.৬৮	৩৪২৩৬৬.৫৬	১.৮২	**১৪.৩৯**
খ) কনভেনশনাল ব্যাংকের ইসলামী শাখা	৯৫৭২২.৬৩	৮৮৪৮৮.১৯	৮৪১১৬.৫২	৭২৩৪.৪৪	১১৬০৬.১১	৮.১৮	**১৩.৮০**
গ) ইসলামী উইন্ডো ব্যাংকিং	৯৫২২৭.২২	৮৪২১৮.১৬	৬৬৭৪৭.২৯	১১০০৯.০৬	২৮৪৭৯.৯৩	১৩.০৭	**২৬.১৭**
মোট বিনিয়োগ* (অনাদায়ী)	**২৭৫৪৬৫৯.৬৩**	**২৬৭৩০৮৯.৪২**	**২৪৫১৮৮৪.২৪**	**৮১৫৭০.২০**	**৩০২৭৭৫.৩৯**	**৩.০৫**	**৯.০২**
ক) পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক	২৬২০১২৪.৪০	২৫৪৪২২৩.৫১	২৩২৩৪২২.৮৩	৭৫৯০০.৮৯	২৯৬৭০১.৫৭	২.৯৮	**৯.৫০**
খ) কনভেনশনাল ব্যাংকের ইসলামী শাখা	৭৮২৪৪.৫৮	৭৩৬৪২.৯৬	৭২৫১৯.৮০	৪৬০১.৬১	৫৭২৪.৭৭	৬.২৫	**১.৫৫**
গ) ইসলামী উইন্ডো ব্যাংকিং	৫৬২৯০.৬৫	৫৫২২২.৯৫	৫৫৯৪১.৬১	১০৬৭.৭০	৩৪৯.০৪	১.৯৩	৪.৩৫
বিনিয়োগ/আমানত অনুপাত	**০.৯৫**	**০.৯৪**	**০.৯৭**	**০.০১**	**-০.০২**	**০.৬৮**	**-২.৪০**
ক) পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক	০.৯৬	০.৯৫	০.৯৮	০.০১	-০.০১	১.১৪	-১.৪১
খ) কনভেনশনাল ব্যাংকের ইসলামী শাখা	০.৮২	০.৮৩	০.৮৬	-০.০১	-০.০৪	-১.৭৮	-৫.১৯
গ) ইসলামী উইন্ডো ব্যাংকিং	০.৬৬	০.৬৬	০.৮৪	০.০০	-০.১৮	০.০০	-২১.৮২
অতিরিক্ত তারল্য (+) ঘাটতি (-)	**৯৩৩৬৭.৮৯**	**৭২২৮৯.২৩**	**৫৯৯৭২.৫২**	**২১০৭৮.৬৬**	**৩৩৩৯৫.৩৭**	**২৯.১৬**	**৫৫.৬৮**
ক) পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক	৬১১৪৬.৮৪	৪৮৫৬০.০৭	৫৩২৮৭.৬৪	১২৫৮৬.৭৭	৭৮৫৯.২০	২৫.৯২	১৪.৭৫
খ) কনভেনশনাল ব্যাংকের ইসলামী শাখা	৪৮৬৬.৭৬	২১৬৭.২৩	১৬৫.৪৮	২৬৯৯.৫৩	৪৭০১.২৭	১২৪.৫৬	২৮৪০.৯৩
গ) ইসলামী উইন্ডো ব্যাংকিং	২৭৩৫৪.৩০	২১৫৬১.৯৪	৬৫১৯.৩৯	৫৭৯২.৩৬	২০৮৩৪.৯০	২৬.৮৬	৩১৯.৫৮
মোট রেমিটেন্স	**১০৩২৪১.২৩**	**১০০৫৯৩.১৯**	**৯৭১২৪.২৪**	**২৬৪৮.০৪**	**৬১১৭.০০**	**২.৬৩**	**৬.৩০**
ক) পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক	১০২৩৫৮.৩৬	১০০০৮৩.৯১	৯৬৪৩১.৪২	২২৭৪.৪৬	৫৯২৬.৯৫	২.২৭	৬.১৫
খ) কনভেনশনাল ব্যাংকের ইসলামী শাখা	৫২৩.২৬	৩২১.০০	৫১৬.১৬	২০২.২৬	৭.১০	৬৩.০১	১.৩৮
গ) ইসলামী উইন্ডো ব্যাংকিং	৩৫৯.৬১	১৮৮.২৮	১৭৬.৬৬	১৭১.৩২	১৮২.৯৫	৯০.৯৯	১০৩.৫৬
মোট শাখা	**১৪৪৮**	**১৪৩৬**	**১২৬১**	**১২**	**১৮৭**	**০.৮৪**	**১৪.৮৩**
ক) পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক	১২৭৪	১২৭৪	১২০১	০	৭৩	০.০০	৬.০৮
খ) কনভেনশনাল	১৯	১৯	১৯	০	০	০.০০	০.০০

ব্যাংকের ইসলামী শাখা							
গ) ইসলামী উইন্ডো ব্যাংকিং	১৫৫	১৪৩	৪১	১২	১১৪	৮.৩৯	২৭৮.০৫
মোট জনশক্তি	**৩৬৫৮২**	**৩৬৩৭২**	**৩৫৩৪১**	**২১০**	**১২৪১**	**০.৫৮**	**৩.৫১**
ক) পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক	৩৫৭৪৫	৩৫৫৩০	৩৪৭৫১	২১৫	৯৯৪	০.৬১	২.৮৬
খ) কনভেনশনাল ব্যাংকের ইসলামী শাখা	৩৬৪	৩৬১	৩৯১	৩	-২৭	০.৮৩	-৬.৯১
গ) ইসলামী উইন্ডো ব্যাংকিং	৪৭৩	৪৮১	১৯৯	-৮	২৭৪	-১.৬৬	১৩৭.৬৯

সারণি- ২.১৮: ইসলামী ব্যাংকিং সেক্টরের পরিসংখ্যাণ[১৫২]

২০২০ সালের জুন এর শেষে ইসলামী ব্যাংকিং সেক্টরের মোট আমানত ২৯১৩০৯০.০১ মিলিয়ন টাকা। যা গত মার্চ এর তুলনায় ৬৬৯২৫.১৮ মিলিয়ন টাকা বা ২.৩৩% বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে গত বছরের তুলনায় ৩৮৮২৪৫৫২.২০ মিলিয়ন টাকা বা ১৫.১১% বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২০ সালের জুনের শেষে ৮টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকের আমানত ছিল ২৭২২০৯.১৬ মিলিয়ন টাকা। আটটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকের আমানত পুরো ইসলামী ব্যাংকিং সেক্টরের ৯৩.৪৪% ছিল।

সমস্ত ইসলামী ব্যাংকের মধ্যে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের আমানতের পরিমাণ সর্বাধিক (৩৪.৪৮%), তারপরে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (১৩.৩০%), এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড (১২.০০%), আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (১১.১৭%), সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (৯.৩৯%), শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (৭.১৩%), ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড (৫.৫৭%), ইসলামী ব্যাংকিং শাখা (৩.২৯%), ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডোজ (৩.২২%) এবং আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (০.৪০%)।

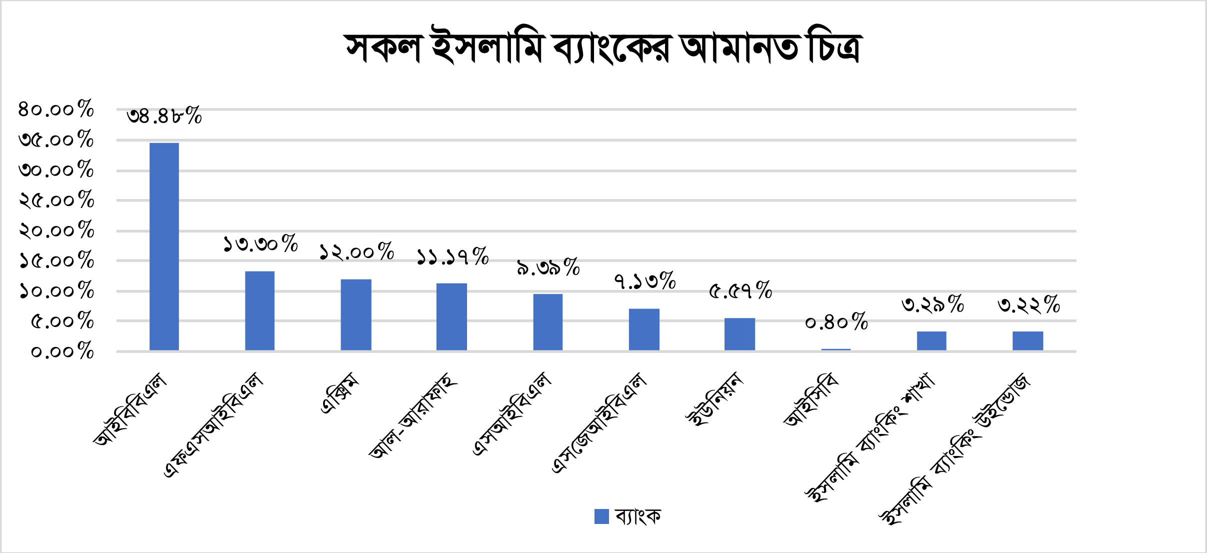

চিত্র- ২.২: সকল ইসলামী ব্যাংকের আমানত[১৫৩]

[১৫২] বাংলাদেশ ব্যাংক, *ইসলামী ব্যাংকিং উন্নয়ন রিপোর্ট*-২০২০, পৃ. ৯
[১৫৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

মোডভিত্তিক আমানত

ইসলামী ব্যাংকিং শিল্পের বিভিন্ন ধরনের আমানতের মধ্যে মুদারাবা টার্ম ডিপোজিটস সর্বোচ্চ স্থান অর্জন করেছে (৪৬.৬২%) তারপরে মুদারাবা সঞ্চয় আমানত (এমএসডি) (১৮.০০%), অন্যান্য আমানত (১৬.৭৩%), মুদারাবা বিশেষ সঞ্চয় (পেনশন/লাভ) আমানত (৯.৬২%), মুদারাবা বিশেষ নোটিশ

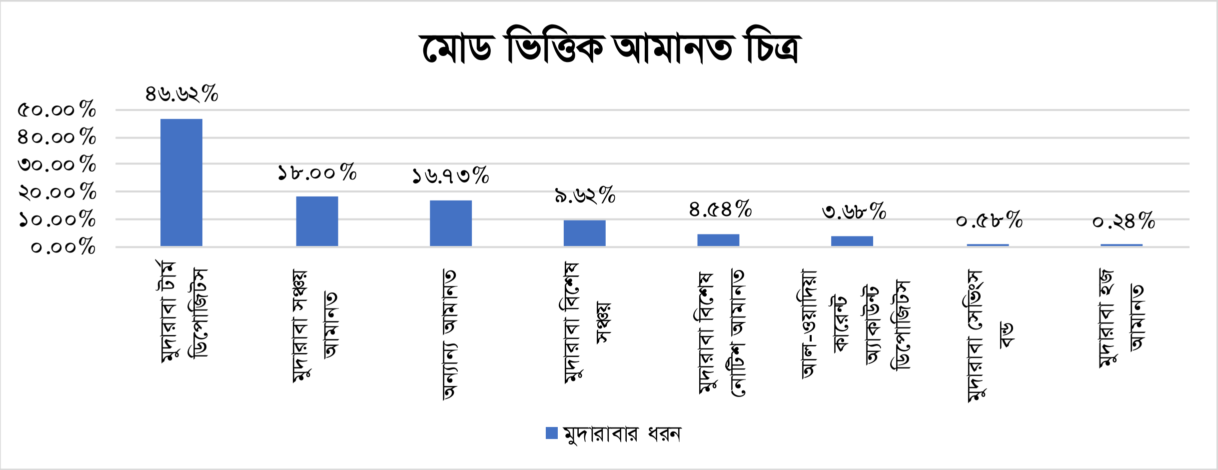

চিত্র- ২.৩: সকল ইসলামী ব্যাংকের মোড ভিত্তিক আমানত[১৫৪]

আমানত (৪.৫৪%), আল-ওয়াদিয়া কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডিপোজিটস (৩.৬৮%), মুদারাবা সেভিংস বন্ড (০.৫৮%) এবং মুদারাবা হজ আমানত (০.২৪%) ইত্যাদি।

বিনিয়োগ

২০২০ সালের শেষের দিকে ইসলামী ব্যাংকিং খাতের মোট বিনিয়োগ (প্রচলিত ব্যাংকিং অর্থে ঋণ) ২৭৫৪৬৫৯.৬৩ টাকা দাঁড়িয়েছিল যা মার্চ, ২০২০ এর শেষের তুলনায় ৮১৫৭০.২০ মিলিয়ন বা ৩.০৫% বেশি। এবং গত বছরের তুলনায় ৩০২৭৭৫.৩৯ মিলিয়ন বা ৯.০২% বিনিয়োগ বেড়েছে। সমস্ত ব্যাংকের মধ্যে ইসলামী ব্যাংকগুলোর মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ২৫.০৩%।

ইসলামী ব্যাংকগুলোর মোট বিনিয়োগের মধ্যে ৯৫.১২% ৮ টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকগুলোর, ২.৮৪% প্রচলিত ব্যাংকসমূহের 'ইসলামী ব্যাংকিং' শাখার এবং বাকী ২.০৪% ছিল ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডোর। ৮ টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকের মধ্যে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড সর্বাধিক বিনিয়োগ করেছে যা (৩৩.১২%), তারপরে যথাক্রমে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (১৪.৩৮%), এক্সিম ব্যাংক লিঃ (১৩.৩৭%), আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (১০.৯৯%), সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (৯.৯৯%), শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ (২.২৬%), ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড (৫.৭৬%) এবং আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (০.০১%)।

---

[১৫৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

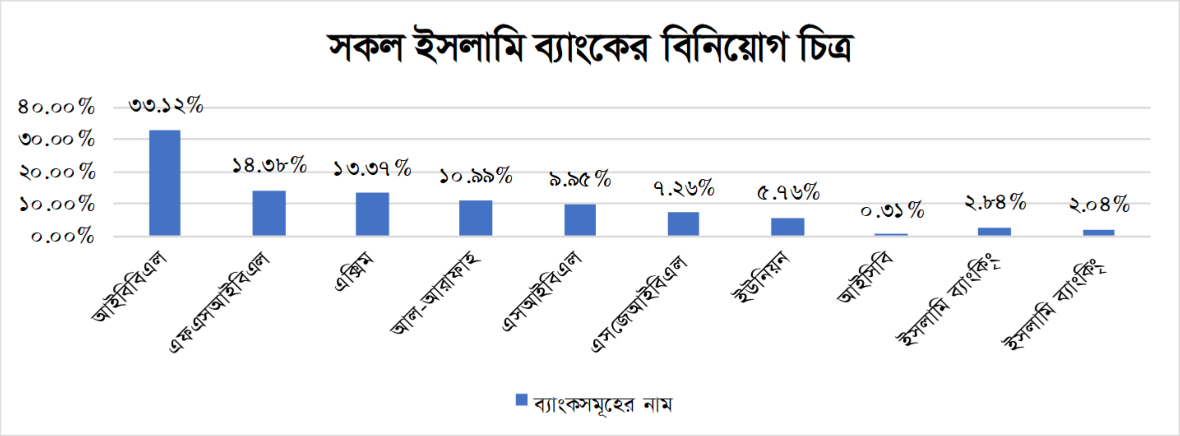

চিত্র- ২.৪: সকল ইসলামী ব্যাংকের মোট বিনিয়োগ

খাতভিত্তিক বিনিয়োগ

২০২০ সালের জুনে খাত-ভিত্তিক বিনিয়োগ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, বাণিজ্য খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ (৪৩.৯১%) যা সর্বোচ্চ ছিল। পরবর্তী অবস্থানটি শিল্প প্রকল্পে অর্থায়নের যা (২৩.৩৩%), বড় ও পরিষেবা শিল্প (১১.৫৫%), নির্মাণ (৯.০৫%), সিএমএসএম (কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প) (৪.৬৫%), গ্রাহক ফিনান্স (২.৯৯%), কৃষি, মৎস্য ও বনজ (১.৬৮%), পরিবহন (১.৩৯%), অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ (১.৩৯%), এবং দারিদ্র্য বিমোচন ও অন্যান্য (০.১৬%)।

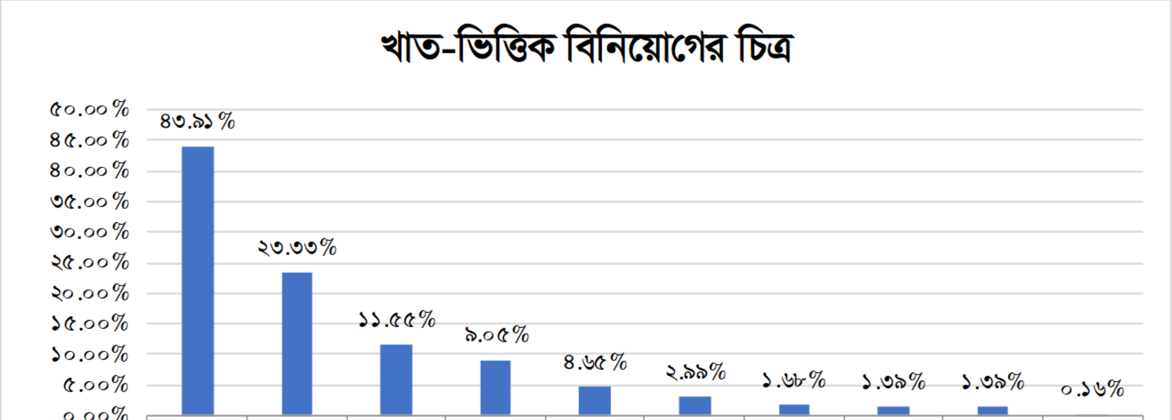

	বাণিজ্য খাতে	শিল্প প্রকল্পে অর্থায়নের	বড় ও পরিষেবা শিল্প	নির্মাণ	সিএমএসএম	গ্রাহক ফিনান্স	কৃষি, মৎস্য ও বনজ	পরিবহন	প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ	দারিদ্র্য বিমোচন ও অন্যান্য
খাতসমূহ	৪৩.৯১%	২৩.৩৩%	১১.৫৫%	৯.০৫%	৪.৬৫%	২.৯৯%	১.৬৮%	১.৩৯%	১.৩৯%	০.১৬%

চিত্র- ২.৫: সকল ইসলামী ব্যাংকের খাত ভিত্তিক বিনিয়োগ

মোডভিত্তিক বিনিয়োগ

মোডভিত্তিক বিনিয়োগের মাঝে বাই-মুরাবাহা মোডের (৪৪.৫২%) মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ হয়েছে, তারপরে বাই-মুয়াজাল (২৪.১৯%), এইচপিএসএম (১৮.৮৫%), ইজারা (৫.১৩%), অন্যরা (৩.৪৪%), সুরক্ষাসহ কোয়ার্ড (১.৪৪%), মুশারাকা (১.১১%), বাই-সালাম (০.০২%), মুদারাবা (০.০২%), এবং বাই-ইস্তিসনা (০.০২%)।

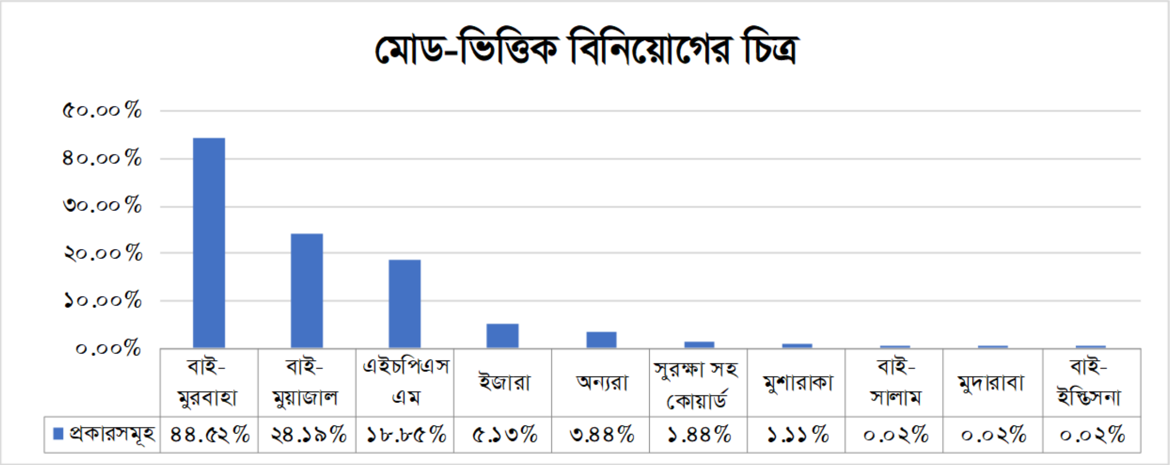

চিত্র- ২.৬: সকল ইসলামী ব্যাংকের মোড ভিত্তিক বিনিয়োগ[১৫৫]

ইসলামী ব্যাংকিং সেক্টর কৃষি ও পল্লী বিনিয়োগ কার্যক্রমের বিভিন্ন উপ-খাতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। ২০২০ সালের এপ্রিল-জুনের মধ্যে ইসলামী ব্যাংকিং সেক্টর কৃষি খাতে বিনিয়োগ করেছে ১১৮১৭.৩৬ মিলিয়ন টাকা যা আগের ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৪৪৪.৪৪ মিলিয়ন টাকা বেশি এবং ২০১৯ এর তুলনায় ২৩৯০.০৬ মিলিয়ন টাকা কম।

বিস্তারিত	ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কৃষিখাতে বিনিয়োগ (মিলিয়ন টাকায়)						
	বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা	বিনিয়োগ/ বিতরণের পরিমাণ	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার (%)	আদায়	আদায়যোগ্য বিনিয়োগ	অনাদায়ী বিনিয়োগ	শ্রেনিকৃত বিনিয়োগ
১	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
জুন-২০	৮৯৪৭.৭৫	১১৮১৭.৩৬	১৩২.০৭	৮৯৫৮.৪১	৩৭৩৭০.০৭	১২৫৪৯.২২	১৪৩০৩.২৮
মার্চ-২০	১৭৭৮৪.৭০	১১৩৪২.৯৩	৬৩.৭৮	১০১৮৩.৩৫	৩৩১৭৮.৪৬	১১৩১৯.৯৪	১৪৭০৯.৯১
জুন-১৯	৭১৬১.৯০	১৪২০৭.৪২	১৯৮.৩৮	১৪৭৪৬.৭১	৩৫৭৬১.০৫	৪৭৭০.৩৭	১৯৪৫৯.২৩
ত্রৈমাসিকে পরিবর্তন	-৮৮৩৬.৯৫	৪৭৪.৪৪	৬৮.২৯	-১২২৪.৯৩	৪১৯১.৬০	১২২৯.২৮	-৪০৬.৬৩
বার্ষিক পরিবর্তন	১৭৮৫.৮৫	-২৩৯০.০৬	-৬৬.৩০	-৫৭৮৮.২৯	১৬০৯.০২	৭৭৭৮.৮৬	-৫১৫৫.৯৫

সারণি- ২.১৯: কৃষি খাতে বিনিয়োগ

তারল্য পরিস্থিতি

২০২০ সালের জুনে ইসলামী ব্যাংকিং শিল্পের অতিরিক্ত তরলতা ছিল ৯৩৩৬৭.৮৯ মিলিয়ন টাকা, যা এ বছরের মার্চ মাসের তুলনায় ২১০৭৮.৬৬ মিলিয়ন (২৯.১৬%) এবং গত বছরের তুলনায় ৩৩৩৯৫৯.৩৭ মিলিয়ন (৫৫.৬৮%) বেশি ছিল। ৮টি ইসলামী ব্যাংক, প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং শাখা এবং প্রচলিত ব্যাংকগুলোর ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডোর অতিরিক্ত তরলতা যথাক্রমে ৬১১৪৬.৮৪ মিলিয়ন, ৪৮৬৬.৭৬ মিলিয়ন এবং ২৭৩৫৪.৩০ মিলিয়ন টাকা ছিল।

---

[১৫৫] বাংলাদেশ ব্যাংক, *ইসলামী ব্যাংকিং উন্নয়ন রিপোর্ট*-২০২০, পৃ. ১৩

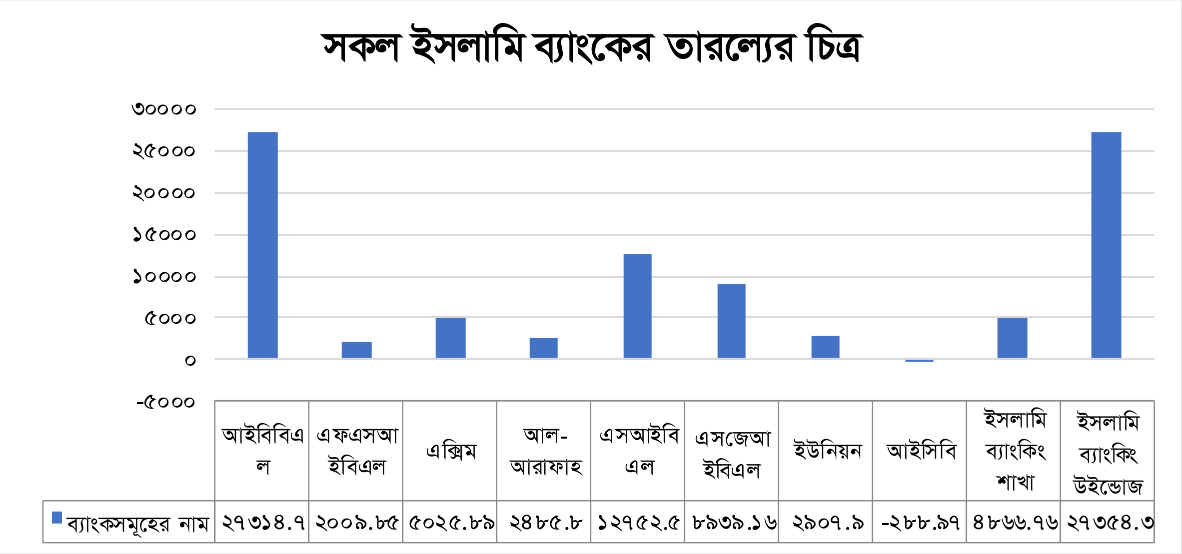

চিত্র- ২.৭: সকল ইসলামী ব্যাংকের তারল্য

রেমিটেন্স সংগ্রহ

দেশের ইসলামী ব্যাংকিং সেক্টর রেমিট্যান্স সংগ্রহ এবং সারা দেশে তা বিতরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ২০২০ সালের জুন মাসে ইসলামী ব্যাংকিং মোট ১০৩২৪১.২৩ মিলিয়ন টাকা সংগ্রহ করেছে, যা মার্চ মাসের তুলনায় ২৬৪৮.০৪ মিলিয়ন টাকা বা ২.৬৩৩% বেশি এবং ২০১৯ এর তুলনায় ৬১১৭.০০ মিলিয়ন টাকা বা ৬.৩০% বেশি ছিলো। ইসলামী ব্যাংকগুলোর মধ্যে, ২০২০ সালের এপ্রিল-জুন মাসে রেমিট্যান্স সংগ্রহের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড শীর্ষে অবস্থান (৭৯.৪৯%) করেছে। অন্যান্য ইসলামী ব্যাংক এবং তাদের সংগৃহীত রেমিট্যান্সের শেয়ারগুলো ছিল আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (৭..৬৫%)), সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (৬..৪৬%), ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (২.২৭%), এক্সিম ব্যাংক লিঃ (১.২৩%), শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক (১.১৩%), ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড (০.৯০%), ইসলামী ব্যাংকিং শাখা (০.৫১%), ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডোজ (০.৩৫%) এবং আইসিবি ইসলামী ব্যাংক (০.০১%)।

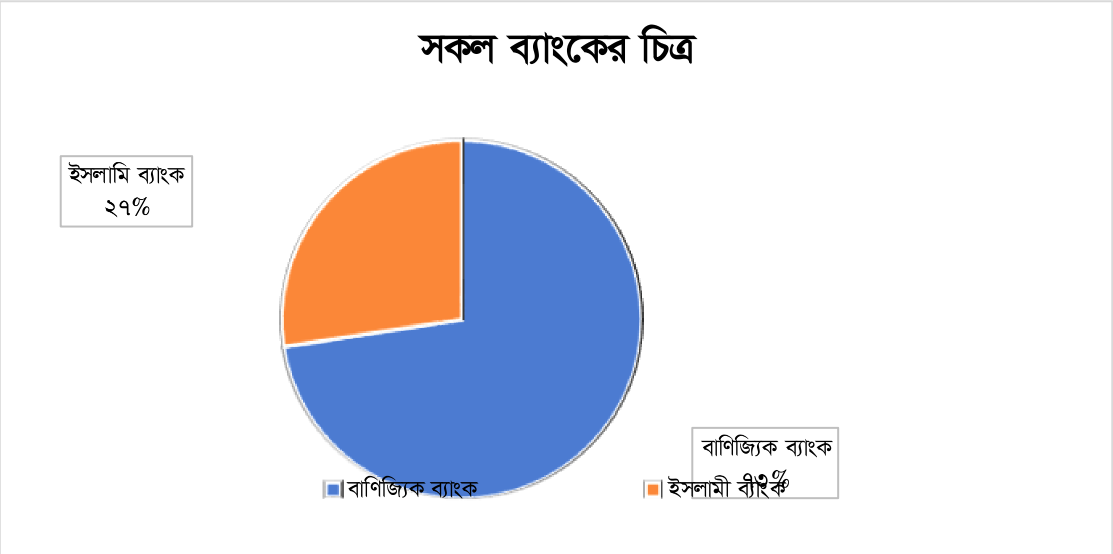

চিত্র- ২.৮: সকল ব্যাংকের রেমিটেন্স

ইসলামী ব্যাংকগুলো কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ ও প্রয়োগ করে। সিএসআর ক্রিয়াকলাপে ইসলামী ব্যাংকগুলির তহবিলের উৎস হল যাকাত, ক্ষতিপূরণ চার্জ এবং শরিয়াহ-অনুমোদিত উপার্জনের অন্যান্য উৎস। বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য এবং দাতব্য-ভিত্তিক সংস্থার মধ্যে তা ব্যয় করা হয়। ইসলামী ব্যাংকগুলো সুবিধাবঞ্চিত লোকদের সেবা দেয়, যারা চরম দারিদ্র্যের কারণে প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার বাইরে চলে যায়; ব্যাংকগুলো মানুষের প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে আর্থিক লেনদেন করে এবং দারিদ্র্যের প্রকোপ হ্রাস করার জন্য উৎপাদনমুখী প্রকল্প বা কার্যক্রম গ্রহণ করে। ২০২০ সালের এপ্রিল-জুন-এর শেষে সিএসআর কার্যক্রমের ব্যয় ৮৯৯.০০ মিলিয়ন টাকা রেকর্ড করা হয়েছিল যা ২০২০ সালের জানুয়ারি-মার্চ এর তুলনায় ৮৬৫.৬৭ মিলিয়ন টাকা এবং ২০১৯ সালের এপ্রিল-জুন মাসের তুলনায় ৩৭১.৪৪ মিলিয়ন টাকা বেশি।

শাখা বৃদ্ধি

প্রচলিত বাণিজ্যিক ব্যাংকের ইসলামী শাখা / উইন্ডোসহ ইসলামী ব্যাংকিং খাতের শাখার সংখ্যা ১৪৪৮ তে পৌঁছেছে যা আগের মার্চ মাসে ১৪৩৬ এবং ২০১৯ এ ১২৬১ ছিল। ২০২০ সালের এপ্রিল-জুনের শেষে, ৮টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকের ১২৭৪টি শাখা ছিল, ৯টি প্রচলিত বাণিজ্যিক ব্যাংকের ১৯টি ইসলামী ব্যাংকিং শাখা ছিল এবং ১২টি প্রচলিত ব্যাংকের ১৫৫টি ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডো ছিল। সমস্ত তফসিলী ব্যাংকের মধ্যে ইসলামী ব্যাংকগুলোর মোট ব্যাংক শাখা ১৩.৬৮% ছিল।

Name of the Bank		Urban	Rural *	Total
1		2	3	4=(2+3)
A)	**Full-fledged Islamic Banks**	**759**	**515**	**1274**
1|	Islami Bank Bangladesh Limited *	240	117	**357**
2|	ICB Islamic Bank Limited	32	1	**33**
3|	Social Islami Bank Limited *	85	76	**161**
4|	Al-Arafah Islami Bank Limited	95	89	**184**
5|	EXIM Bank Limited	71	60	**131**
6|	Shahjalal Islami Bank Limited	71	61	**132**
7|	First Security Islami Bank Limited	122	67	**189**
8|	Union Bank Limited	43	44	**87**
B)	**Islamic banking branches of conventional banks**	**18**	**1**	**19**
1|	The City Bank Limited	1	0	**1**
2|	AB Bank Limited	1	0	**1**
3|	Dhaka Bank Limited	2	0	**2**

4|	Premier Bank Limited	2	0	**2**
5|	Prime Bank Limited	5	0	**5**
6|	Southeast Bank Limited	4	1	**5**
7|	Jamuna Bank Limited	2	0	**2**
8|	Bank Alfalah Limited	1	0	**1**
9|	HSBC Limited	0	0	**0**
C)	**Islamic banking windows of Conventional banks**	**143**	**12**	**155**
1|	Sonali Bank Limited	58	0	**58**
2|	Janata Bank Limited**			**0**
3|	Agrani Bank Limited	15	0	**15**
4|	Pubali Bank Limited	12	0	**12**
5|	Trust Bank Limited	15	0	**15**
6|	Standard Bank Limited	3	1	**4**
7|	Bank Asia Limited	5	0	**5**
8|	Standard Chartered Bank	1	0	**1**
9|	NRB Global Bank	17	8	**25**
10|	Mercantile Bank***	7	3	**10**
11|	Midland Bank***	2	0	**2**
12|	NRBC Bank***	8	0	8
D)	**Total=A+B+C.**	**920**	**528**	**1448**

সারণি- ২.২০: দেশে ইসলামী ব্যাংকিং এর শাখা[১৫৬]

বাংলাদেশ ইসলামী ব্যাংকিং আমানত পরিচালনা ও বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যক্রমে অর্থায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টরের প্রায় ২৫% ভাগ নিয়ে ইসলামী ব্যাংকিং সেক্টরের আধিপত্য রয়েছে। পরিকল্পিতভাবে সহায়ক নীতি গ্রহণ ও প্রয়োগ করা হলে ইসলামী ব্যাংকিং-এর অন্যান্য বিভাগ যেমন ইসলামী মূলধন বাজার, ইসলামী বীমা (তাকাফুল) এবং ক্ষুদ্রঋণ খাতও বিকাশ লাভ করতে পারে। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিনিয়োগ সুকুক) বিধি, ২০১৮ জারি করেছে যা দেশে ইসলামী মূলধন বাজারকে উৎসাহিত করবে। যেহেতু ইসলাম সুদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে, ইসলামী ব্যাংকগুলো সুদের পরিমাণে সরকারী ট্রেজারি বিল এবং বাজারে বিদ্যমান বিনিয়োগের বন্ডে বিনিয়োগ করতে পারে না। সুতরাং, সুকুকের প্রবর্তনের ফলে ইসলামী

[১৫৬] বাংলাদেশ ব্যাংক, *ইসলামী ব্যাংকিং উন্নয়ন রিপোর্ট*-২০২০, পৃ. ১৪

ব্যাংকগুলোর তারল্য তহবিল পরিচালনা সহজতর হবে এবং সরকারি সংস্থা ও কর্পোরেশনগুলো বাজার থেকে তহবিল সংগ্রহের জন্য এটি ব্যবহার করবে। মুদারাবা ও মুশারাকার মতো আদর্শিক ইসলামী পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংকগুলো যে বিনিয়োগ করেছে তা সর্বনিম্ন পর্যায়ে (মোট বিনিয়োগের ২% এর নিচে) রয়েছে। মুদারাবা ও মুশারাকা মোডের অধীনে বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য সঠিক গাইডলাইন এবং নীতিমালা তৈরির জন্য তাদের গবেষণা ও বিকাশে (আরএন্ডডি) আরও বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত। ইসলামী ব্যাংকগুলি দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে বিনিয়োগ বাড়াতে পারে।

ইসলামী ফিন্যান্স ইন্ডাস্ট্রির শরিয়াহ সঙ্গতি সম্পর্কিত সমস্যাগুলো সুরাহা করার জন্য শরিয়াহ তদারকি ও নিরীক্ষণ সংস্থাগুলো থেকে আরও পরামর্শ ও পরামর্শক গ্রহণ কার্যকর হবে। ফলে, ইসলামী ব্যাংকিং শাখা এবং উইন্ডোসহ ইসলামী ব্যাংক ও প্রচলিত ব্যাংকগুলি ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অ্যাকাউন্টিং এবং অডিটিং সংস্থার (AAOIFI) সদস্য হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারে। তাছাড়া, বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং সেক্টর প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে আরও কার্যকরভাবে আর্থিক লেনদেন পরিচালনার জন্য শরিয়াহ-সঙ্গত ফিনটেক পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে। কোভিড -১৯ এর প্রাদুর্ভাব ইসলামী ব্যাংকিং খাতে প্রচলিত ব্যাংকিং খাতের ন্যায় চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। ইসলামী ব্যাংকিং খাতে মহামারীটির বিরূপ প্রভাব হ্রাস করার জন্য প্রণোদনা প্যাকেজগুলো যথাযথভাবে প্রয়োগ করা, সঞ্চয়-বিনিয়োগ প্রক্রিয়া এবং বাণিজ্য কার্যক্রম প্রচারের প্রয়োজন যার মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়ন ভূমিকা বজায় রাখতে পারবে। প্রকৃতপক্ষে, জাতীয় অর্থনীতির পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ায় কোভিড -১৯ মহামারীটি ইসলামী ব্যাংকগুলির জন্য স্থিতিস্থাপকতা বজায়, সাধারণ বাণিজ্যিক সরঞ্জামের পাশাপাশি সামাজিক সরঞ্জাম নিয়োগকে একটি পরীক্ষাতে পরিণত করেছে। ইসলামী ব্যাংকগুলি ছোট ও ক্ষুদ্র উদ্যোগে বিনিয়োগ এবং সিএসআর কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র ও নিঃস্বদের সহায়তার দিকে নজর দেওয়া উচিত। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইসলামী ব্যাংকিং উন্নয়নের রিপোর্ট অনুসারে বাংলাদেশ ইসলামী ব্যাংকিং খাত সুষ্ঠুভাবেই তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি দেশের সকল শ্রেণীর মানুষ ও প্রকল্পে ইসলামী ব্যাংকিং তাদের বিনিয়োগ পরিচালনা করছে। এভাবেই বাংলাদেশের সমৃদ্ধিতে ইসলামী ব্যাংকিং পরম বন্ধুর মতো পাশে থেকে কাজ করে যাচ্ছে।

সর্বোপরি, বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করতে এসডিজি এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে। যার পিছনে প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করে ব্যাংকিং সেক্টর। ব্যাংকিং সেক্টরই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চাকাকে উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে যেতে পারে। তাই আমরা এই অধ্যায়ে বাংলাদেশের সার্বিক ব্যাংকিং সেক্টর নিয়ে আলোচনা করেছি। বাংলাদেশে কয়েক ধরনের ব্যাংক অধিক প্রচলিত যেমন, বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক, বিদেশি ব্যাংক এবং ইসলামী ব্যাংক ইত্যাদি। বাংলাদেশ হওয়ার পূর্বেই এই বাংলা অঞ্চলে প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থা কার্যরত ছিল। যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে মুসলিমদের চাহিদাকে লক্ষ করে

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং শুরু হয়েছে। এই সকল ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক কাজ করে। এটি বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। সবগুলো ব্যাংকই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। আর কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাদের রূপরেখা নির্ধারণ করে দেয়। অভ্যন্তরীণ পরিচালনা ব্যতীত কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রত্যক্ষভাবে তাদের কাজের নিয়ন্ত্রক এবং তাদের প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। এভাবেই বাংলাদেশ ব্যাংককে মাদার অব অল ব্যাংক্স মনে করে সকল ব্যাংক তাদের কার্য প্রক্রিয়া চলমান রেখে দেশের সমৃদ্ধিতে অবদান রাখছে।

মোটকথা, বাংলাদেশে ৯০ শতাংশ মানুষ মুসলমান। ধর্মীয় মূল্যবোধ ও আস্থার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন এ দেশের মানুষের স্বাভাবিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির অংশ। ইসলামে সুদকে সম্পূর্ণরূপে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। ঈমানের দাবি অনুসারে তারা সুদভিত্তিক কোন লেনদেনে শরীক হতে পারে না। সুদভিত্তিক লেনদেনে জড়িতদের বিরুদ্ধে আল্লাহ এবং তার রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পক্ষ থেকে জিহাদ ঘোষণা করা হয়েছে। আর যদি তোমরা (সুদ বর্জন) না কর, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পক্ষ থেকে যুদ্ধ সুনিশ্চিত জানো।[১৫৭] এ দেশে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে একদিকে যেমন মুসলিম সমাজকে সুদের করাল গ্রাস থেকে বাঁচানো সম্ভব অপরদিকে এ দেশের আপামর জনসাধারণের আর্থসামাজিক উন্নয়নও ঘটানো সম্ভব। সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৮৩ সাল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এদেশে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু হয়েছিল। অদ্যবধি ইসলামী ব্যাংকিং সুচারুরূপে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

[১৫৭] সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৭৮-৭৯

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশে প্রচলিত ব্যাংকসমূহের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম

বাংলাদেশে প্রচলিত ব্যাংকসমূহের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম

বাংলাদেশে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক ছাড়াও অনেক বাণিজ্যিক ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। শাখা বা উইন্ডো ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে গ্রাহকদের চাহিদা অনুপাতে ইসলামী ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে থাকে। ইসলামী ব্যাংকিং এর এ ধরনটি কার্য পদ্ধতিতে শরিয়াহ পরিপালনের জন্য কনভেনশনাল ব্যাংকিং ও ইসলামী ব্যাংকিং এর ফান্ড পৃথক করে, ব্যাংকিং পরিচালনার নীতি মেনে চলে, স্বচ্ছতা ও সচেতনতামূলক প্রচারণার মাধ্যমে কর্মকর্তা ও সাধারণ মানুষকে ইসলামী ব্যাংকিং-এ পারদর্শী ও আকৃষ্ট করে তোলে। কারণ প্রচলিত ব্যবস্থায় ইসলামী ব্যাংকিং এর সফলতার গতি সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী ও আমানতকারীদের সুযোগ-সুবিধা বা ঝুঁকি সম্পর্কে জ্ঞান, ইসলামী ব্যাংকে স্বচ্ছ ও শরিয়াহ বিধিমাফিক হয় কি হয় না এ বিষয়গুলোর উপর নির্ভর করে। প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং শাখা বা উইন্ডোগুলো গ্রাহকসেবার মান উন্নত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কনভেনশনাল থেকে আলাদা হয়ে ইসলামী পণ্য ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে গ্রাহকদের সুদী কারবার থেকে ইসলামী ব্যাংকিং-এ অভ্যস্ত করে। কনভেনশনাল ব্যাংকগুলো কিভাবে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে মুনাফা অর্জন ও বণ্টন করে এই অধ্যায়ে তা আলোচনার প্রয়াস নেয়া হবে। এ অধ্যায়ে দু'টি পরিচ্ছেদ রয়েছে :

প্রথম পরিচ্ছেদ : প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং এর ধরন ও বিধান

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম

প্রথম পরিচ্ছেদ
প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং এর ধরন ও বিধান

একক ব্যাংকের অসুবিধা থেকে গ্রাহকদের রেহাই দিতে পৃথিবীতে আবির্ভাব হয় শাখা ব্যাংকের। পৃথিবীতে শাখা ব্যাংকের প্রচলন ঘটে ইংল্যান্ডে। যে ব্যাংকিং পদ্ধতিতে একটি কেন্দ্রীয় অফিসের অধীনে অনেকগুলো শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে শাখা ব্যাংকিং বলে। শাখা ব্যাংকিং ব্যবস্থা একটি পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা পরিচালিত হয়। শেয়ার মালিকদের পক্ষে পরিচালনা পর্ষদ সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে। এছাড়াও বিভিন্ন দেশ যেমন মালেশিয়া, বাংলাদেশ ও অন্যান্য দেশ কনভেনশনাল ব্যাংকে তাদের নীতি মোতাবেক ইসলামী উইন্ডো ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম ও সেবা প্রদান করে থাকে। এই পরিচ্ছেদটি প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের ধরন ও বিধান নিয়ে আলোচনা করবে। উক্ত পরিচ্ছেদটি তিনটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে:

প্রথম অনুচ্ছেদ : প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের ধরন

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : প্রচলিত ব্যাংকে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার বিধান

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : প্রচলিত ব্যাংকে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার শর্তাবলি

প্রথম অনুচ্ছেদ: প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের ধরন

বাংলাদেশে প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম ২ (দুই) ভাবে পরিচালিত হয়।

১. শাখা ব্যাংকিং

২. উইন্ডো ব্যাংকিং

নিচে উক্ত দুই ধরনের ব্যাংকিং নিয়ে আলোচনা করা হলো:

১. শাখা ব্যাংকিং

একক ব্যাংকের অসুবিধা থেকে গ্রাহকদের রেহাই দিতেই শাখা ব্যাংকের যাত্রা শুরু। পৃথিবীতে শাখা ব্যাংকের প্রচলন ঘটে ইংল্যান্ড থেকে অর্থাৎ শাখা ব্যাংকের আদিভূমি ইংল্যান্ড। আমাদের দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থাও শাখা ব্যাংকিং। সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, জনতা ব্যাংক লিমিটেড, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ইত্যাদি শাখা ব্যাংকের উদাহরণ।

Definition of Branch Banking (শাখা ব্যাংকিং এর সংজ্ঞা)

একটি প্রিন্সিপাল বা প্রধান শাখার অধীনে বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে যে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালিত হয় তাকে শাখা ব্যাংকিং বলা হয়। অর্থাৎ প্রধান শাখার মাধ্যমে দেশে এবং বিদেশে শাখাগুলো পরিচালিত হয় এবং বিভিন্ন ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে থাকে। সাধারণত কোম্পানি সংগঠন হিসেবে শাখা ব্যাংক গঠিত হয়। শেয়ারহোল্ডারদের নির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদ ব্যাংক পরিচালনা করে থাকে। প্রধান শাখার নির্দেশে অন্যান্য শাখা ব্যাংকগুলো পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। কার্যক্ষেত্র বিকেন্দ্রীভূত থাকলেও প্রতিটি শাখা ব্যাংকের আদর্শ, নীতি অভিন্ন হয়। মোটকথা প্রধান শাখার প্রতিনিধি হিসেবে শাখা ব্যাংকগুলো কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। বিশেষজ্ঞগণ শাখা ব্যাংকের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করেছেন। নিম্নে সেগুলো তুলে ধরা হলো:

১. প্রতিনিধিত্বকারী ব্যাংকিং

অধ্যাপক ম্যাকলিয়েড এর মতে,

> Branch banking system is that system of banking which controls and maintain many branches either the country or in abroad. Those banks are only the agents of any particular Bank.[১৫৮]
>
> যে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় দেশ-বিদেশে অনেকগুলো শাখা খুলে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে তাকে শাখা ব্যাংকিং বলা হয়। শাখাগুলো নির্দিষ্ট ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে।

[১৫৮] হোসেন আহমেদ, *ব্যাংকিং: নীতিমালা ও প্রয়োগ* (ঢাকা: ঘাস ফুল নদী), পৃ. ৩০

২. একাধিক শাখাধারী ব্যাংকিং ব্যবস্থা

অধ্যাপক এম. এন. মিশ্রের মতে,

"শাখা ব্যাংকিং ব্যবস্থার অধীনে কিছু সংখ্যক ব্যাংক তাদের অসংখ্য শাখা নিয়ে যে ব্যাংক ব্যবসা পরিচালনা করে থাকে তাকে শাখা ব্যাংক বলে।"[১৫৯]

অধ্যাপক জে এল হ্যানস এর মতে,

> A banking system with a small number of banks each with a large number of branches is known as branch banking.[১৬০]
>
> একটি ব্যাংকিং ব্যবস্থার অধীনে কিছু সংখ্যক ব্যাংক তাদের অসংখ্য শাখা নিয়ে যে ব্যাংক ব্যবসা পরিচালনা করে তাকে শাখা ব্যাংকিং বলে।

৩. কেন্দ্রীয় অফিসের অধীনে পরিচালিত ব্যাংকিং

অধ্যাপক এম এ মান্নান এর মতে,

'যে ব্যাংকিং পদ্ধতিতে একটি কেন্দ্রীয় অফিসের অধীনে অনেকগুলো শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে শাখা ব্যাংকিং বলে।'[১৬১]

পরিশেষে বলা যায় যে, শাখা ব্যাংকিং ব্যবস্থায় একটি প্রধান বা প্রিন্সিপাল শাখা থাকতে হবে এবং এর অধীনে থেকে দেশের যেকোনো স্থানে এমনকি দেশের বাইরেও শাখাসমূহ পরিচালিত হবে, এরূপ ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে শাখা ব্যাংকিং ব্যবস্থা বলা হয়। একটি প্রধান অফিসের অধীনে দেশে বিদেশে শাখা স্থাপন করে যে ব্যাংকব্যবস্থা গড়ে উঠে তাকে শাখা ব্যাংকিং বলে। উল্লেখ্য যে, শাখা ব্যাংকগুলোর কোনো নিজস্ব সত্তা নেই। প্রধান কার্যালয়ের নীতি পদ্ধতি মোতাবেক এ শাখাগুলোকে কার্য পরিচালনা করতে হয়। শাখা ব্যাংকব্যবস্থার প্রথম উদ্ভব হয় ব্রিটেনে। এখন পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই এ ব্যাংকব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে।

শাখা ব্যাংকিং-এর বৈশিষ্ট্য

বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকিং এর মধ্যে স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্যের কারণে শাখা ব্যাংকিং দ্রুত প্রসার লাভ করেছে। আমাদের দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির সাথে সাথে শাখা ব্যাংকিং ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেছে। শাখা ব্যাংকব্যবস্থা আমাদের সর্বোচ্চ সেবা প্রদানের মাধ্যমে তার গতিপথকে প্রশস্ত করেছে। যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যের কারণে শাখা ব্যাংকিং এর জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে তা নিম্নে আলোকপাত করা হলো:

১. শাখা ব্যাংক গঠনের ক্ষেত্রে অনেক নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। এটি একক অথবা যৌথ অংশীদারি ও যৌথ মালিকানাধীনে গঠিত হতে পারে।

---

[১৫৯] হোসেন আহমেদ, *ব্যাংকিং: নীতিমালা ও প্রয়োগ*, পৃ. ৩০

[১৬০] 'শাখা ব্যাংকিং কি', https://www.bankingnewsbd.com/what-is-branch-banking-or-definition-of-branch-banking, সংগ্রহ: ২৬.০৩.২০২১

[১৬১] হোসেন আহমেদ, *ব্যাংকিং: নীতিমালা ও প্রয়োগ*, পৃ. ৩০

২. পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশেই শাখা ব্যাংকের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়।
৩. শাখা ব্যাংকের মূলধন ও মুনাফার পরিমাণ অধিক হয়ে থাকে।
৪. শাখা ব্যাংক একটি বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান। ফলে দেশের সমগ্র শহর বা অঞ্চলের মধ্যে এর কার্যাবলি বিস্তৃত থাকে।
৫. সমগ্র বিশ্বে এর আইনগত অস্তিত্ব একক ব্যাংক গঠন আইনের মাধ্যমে স্বীকৃত।
৬. একটি প্রধান কার্যালয়ের অধীনে বা নিয়ন্ত্রণে শাখা ব্যাংকগুলো পরিচালিত হয়। এ ব্যাংকের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে একটি শক্তিশালী পরিচালনা পরিষদ থাকে।
৭. শাখা ব্যাংকের সকল প্রকার ব্যাংকিং কার্যাবলি সম্পাদন করা সম্ভব।
৮. শাখা ব্যাংকের ব্যাংকিং ক্ষেত্র বিস্তৃত, ফলে সকল ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতা রক্ষা সম্ভব নয়।
৯. শাখা ব্যাংকের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনেক সময় বিলম্ব ঘটে।
১০. ঝুঁকি হ্রাসের সুবিধাহেতু শাখা ব্যাংকের ঝুঁকির পরিমাণ অনেক কম হয়।
১১. বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান বিধায় শাখা ব্যাংকের শ্রম বিভাগ প্রবর্তন করা সহজসাধ্য হয়। ফলে এ ব্যাংক গ্রাহকদেরকে বিশেষায়িত ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করতে পারে।
১২. শাখা ব্যাংকব্যবস্থায় শাখা কার্যালয়ের মাধ্যমে অর্থ প্রেরণ করা হয় বলে খুব দ্রুত অর্থ প্রেরণ স্থানান্তর করা সম্ভব হয়।
১৩. শাখা ব্যাংকের তারল্য সুবিধা তুলনামূলকভাবে বেশি।
১৪. শাখা ব্যাংকব্যবস্থার সকল শাখা একটি প্রধান কার্যালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। সুদের হারে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না বলে ভারসাম্যপূর্ণ সুদের হার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়।
১৫. শাখা ব্যাংকের মালিক এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক গড়ে উঠে না।
১৬. শাখা ব্যাংকব্যবস্থায় ব্যাংকার গ্রাহক সম্পর্ক একক ব্যাংকের মতো উন্নত নয়।
১৭. শাখা ব্যাংক একই সাথে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে। ফলে ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়।
১৮. শাখা ব্যাংকের সঙ্গে উন্নত বৈদেশিক বিনিময় ও বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে উঠে।
১৯. শাখা ব্যাংকব্যবস্থায় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উন্নত ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করে ব্যাংক কর্মীদেরকে দক্ষ করে গড়ে তোলা হয়।
২০. এ ব্যাংকব্যবস্থায় অধিক সংখ্যক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।
২১. শাখা ব্যাংক বৃহদায়তন ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান হওয়ায় এ ব্যাংকব্যবস্থায় অর্থনৈতিক একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ সৃষ্টি হয়।
২২. শাখা ব্যাংকের অস্তিত্ব বিনষ্ট হয় না।

প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং শাখা

বর্তমানে বাংলাদেশের ৯টি প্রচলিত ব্যাংক ৪০টি ইসলামী ব্যাংকিং শাখার মাধ্যমে শাখাভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে।[১৬২] বাংলাদেশে কার্যরত শাখা ব্যাংকিং পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক শাখা পরিচালনাকারী ব্যাংকগুলো হচ্ছে - ১. দ্যা সিটি ব্যাংক লিমিটেড, ২. এবি ব্যাংক লিমিটেড, ৩. ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড, ৪. প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড, ৫. প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড, ৬. সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড, ৭. যমুনা ব্যাংক লিমিটেড, ৮. ব্যাংক আল-ফালাহ লিমিটেড, ৯. এনআরবি ব্যাংক লিমিটেড। এই ব্যাংকগুলো বিভিন্ন এলাকায় ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনার জন্য শাখা সম্প্রসারণ করছে। নিচে তাদের ব্যাংকিং শাখার সংখ্যার একটি তালিকা দেওয়া হলো:

ক্র নং	ব্যাংকের নাম	শাখা পরিমাণ
১	দ্যা সিটি ব্যাংক লিমিটেড	১
২	এবি ব্যাংক লিমিটেড	১
৩	ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড	২
৪	প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড	২২
৫	প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড	৫
৬	সাউথেস্ট ব্যাংক লিমিটেড	৫
৭	যমুনা ব্যাংক লিমিটেড	২
৮	ব্যাংক আল-ফালাহ লিমিটেড	১
৯	এনারবি ব্যাংক লিমিটেড	১
মোট		৪০

সারণি ৩.১: প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং শাখা[১৬৩]

এই ব্যাংকগুলো তাদের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম সুন্দরভাবে পরিচালনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং প্রতিনিয়ত পরিধি বাড়াচ্ছে।

২. উইন্ডো ব্যাংকিং

১৯৬০ সালে সূচনা হওয়ার পর থেকে ইসলামী ব্যাংকিং-এর ফাইন্যান্স উল্লেখযোগ্যহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেমন ২০০৯ থেকে ২০১৩ সালের মাঝে এ শিল্পে ১৬.৯৪% উন্নতি সাধন করেছে যা চিত্তাকর্ষক। এই শিল্প এখন আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ অনেক দেশ ইসলামী ব্যাংকিং বাস্তবায়ন করতে চায়। কিছু দেশ যেমন মালেশিয়া, বাংলাদেশ ও অন্যান্য দেশ কনভেনশনাল ব্যাংকে তাদের নীতি মোতাবেক

[১৬২] ইসলামী ব্যাংক উন্নয়ন রিপোর্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, ২০২১, পৃ. ২
[১৬৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২

ইসলামী উইন্ডো ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম ও সেবা প্রদান করছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, পাশ্চাত্যের প্রচলিত বিনিয়োগ ব্যাংকগুলো ১৯৬০ এর দশক থেকে মধ্য-প্রাচ্যে তাদের হাই নেট ওয়ার্থ (এইচএনডাব্লিও) গ্রাহকদের আকৃষ্ট করতে ইসলামিক উইন্ডো মডেল-এর সূচনা করেছিল। তবে, ইসলামিক উইন্ডোতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ ছিল সৌদি আরবের এনসিবি কর্তৃক কয়েকটি নির্বাচিত শাখাকে রূপান্তরিত করে ধীরে ধীরে তার খুচরা ব্যাংকিং কার্যক্রমকে ইসলামিকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ। শেষ পর্যন্ত এনসিবি পুরো ব্যাংকিং কার্যক্রমকে ইসলামিকরণের দিকে পরিচালিত করে।

উইন্ডো ব্যাংকিং-এর সংজ্ঞা

উইন্ডো ব্যাংকিং এর সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। যা নিচে উল্লেখ করা হলো:

১. গ্রাহক সেবা প্রদানের নির্ধারিত স্থান

> A physical place at a bank or brokerage where a customer goes to receive services. For example, a client may approach a window at a bank to deposit a check or make a withdrawal. Likewise, a client goes to a window at a brokerage to settle an account or deliver and receive securities. [১৬৪] একটি ব্যাংক বা ব্রোকারেজের একটি স্থান যেখানে গ্রাহকরা সেবা গ্রহণ করতে যান। উদাহরণস্বরূপ, একজন গ্রাহক চেক জমা দিতে বা উত্তোলনের জন্য একটি ব্যাংকের উইন্ডো ব্যাংকিং- এ যেতে পারেন। একইভাবে, একজন ক্লায়েন্ট অ্যাকাউন্ট নিষ্পত্তি করতে বা সিকিউরিটিজ প্রদান এবং গ্রহণ করতে একটি ব্রোকারেজ উইন্ডোতে যায়।

২. লেনদেন পরিচালনার নির্দিষ্ট সময়

> A time during which it would be advantageous to conduct a certain transaction. For example, an investor has a window in which to make a profit on a security by buying while the price tends to rise and selling when it tends to fall.
>
> এমন একটি সময় যাতে একটি নির্দিষ্ট লেনদেন পরিচালনা করা সুবিধাজনক হয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন বিনিয়োগকারীর কাছে একটি উইন্ডো ব্যাংকিং আছে যেখানে ক্রয়ের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করা যায়। যখন দাম বাড়তে থাকে এবং যখন এটি হ্রাস পায় তখন বিক্রি হয়।
>
> A period of time during which an action can be expected to generate a successful result. For example, underwriters may have a window for

[১৬৪] Financial Definition of Window, https://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Window, সংগ্রহ: ২৬.৩.২০২১

corporate debt issues sandwiched between two periods of heavy U.S. Treasury offerings.[১৬৫]

একটি সময়কাল যার মাঝে একটি কর্মে সফল ফলাফল উৎপন্ন করার আশা করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আন্ডাররাইটারদের কর্পোরেট সমস্যাগুলোর জন্য একটি উইন্ডো থাকতে পারে।

৩. বিশেষ সেবাপ্রদানকারী ব্যাংকিংব্যবস্থা

ইসলামী ব্যাংকিং-এ আগ্রহী গ্রাহকের জন্য কনভেনশনাল ব্যাংকের শাখার অভ্যন্তরে প্রস্তাবিত বিশেষায়িত ইসলামী ব্যাংকিং সেবাকে ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডো বলা হয়। একটি ইসলামী উইন্ডো একটি প্রচলিত ব্যাংকের মধ্যে একটি পৃথক বিভাগ, যা গ্রাহকদের জন্য ইসলামী আর্থিক পণ্যগুলো বিকাশ এবং অফার করার জন্য একটি স্বাধীন শরিয়াহ পরামর্শদাতা বোর্ডের (যা খ্যাতিমান, বিশ্বাসযোগ্য এবং সামাজ স্বীকৃত মুসলিম পণ্ডিতদের সমন্বয়ে গঠিত) নির্দেশনায় পরিচালিত হয়।

মোটকথা, যদি কনভেনশনাল শাখা বা প্রচলিত ব্যাংকের নির্দিষ্ট ইসলামী শাখার মাধ্যমে তার ইসলামী ব্যাংকিং পণ্য এবং সেবা প্রদান করতে পারে তাহলে তাকে ইসলামী উইন্ডো বলা হবে।

ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডো এর সুবিধাসমূহ

ইসলামী উইন্ডো পরিচালনা ও বাস্তবায়নে কম পরিশ্রম লাগে এবং ইসলামী সাবসিডিয়ারি থেকে অধিক কার্যকর। এটি ইসলামী ব্যাংকিং পরিষেবা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি ও কার্যকরী করার ফলপ্রদ পদ্ধতি।

এছাড়াও ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডো গ্রাহক আকর্ষণ ও আনার দ্রুত ও সহজ উপায়। কারণ কনভেনশনাল ব্যাংক এর চ্যানেল ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুত ইসলামী ব্যাংকিং পণ্য ও সেবা প্রদান সম্ভব। তবে এটি কনভেনশনাল ব্যাংকের পরিপূরক বা বিপরীত এবং বিকল্প ব্যাংকিং ব্যবস্থা হিসেবেই পরিচিত।

ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডো এর অসুবিধাসমূহ

ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডো সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে পরিচালিত। ম্যানেজমেন্ট এবং পরিচালনা পর্ষদেও ইচ্ছা থাকে সর্বাধিক লাভ করা। তাতে সামাজিক কল্যাণ ও শরিয়াহ পরিপালন সর্বোচ্চ গুরুত্ব পায় না। শরিয়াহ ভিত্তিক কার্যক্রম পর্যালোচনা ও শরিয়াহ পরিপালন নিশ্চিত করা যায় না। কারণ ইসলামী উইন্ডো ব্যাংকিং-এর কার্যক্রম কনভেনশনাল ব্যাংকের কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট। তাছাড়া কর্মকর্তাদের স্বল্প জ্ঞান ও অবহেলার কারণে সম্পূর্ণরূপে শরিয়াহ পরিপালন অনেক কঠিন হয়ে দাড়ায়।

---

[১৬৫] Financial Definition of Window, https://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Window, সংগ্রহ: ২৬.৩.২০২১

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার বিধান

পশ্চিমা দেশগুলোতে মুসলিম জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং ইসলামী বিনিয়োগকারীদের আগ্রহের কারণে প্রচলিত ব্যাংকগুলো ইসলামী আর্থিক পণ্যের বাজারে প্রবেশে আগ্রহী হয়ে উঠছে। দুর্ভাগ্যক্রমে, প্রায়শই এমন ঘটনা ঘটে যে এই প্রতিষ্ঠানগুলো এবং সুপারভাইজরী সংস্থাগুলো ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনা নীতিসমূহ ভালোভাবে জানে না। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, রিবা (সুদ), গারার ও মাইসির (চুক্তিগত অনিশ্চয়তা এবং জুয়া) এবং হারাম শিল্প যেমন শূকরের পণ্য, পর্নোগ্রাফি বা অ্যালকোহলযুক্ত পানীয়ের সাথে সম্পর্কিত শিল্পগুলো কুরআনে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, এছাড়াও ইসলামী আইনশাসনের অনেক নিয়ম-নীতি রয়েছে যা অনুশীলনকারীর জন্য অবশ্য পালনীয়।

কনভেনশনাল ব্যাংকগুলো ইসলামী ব্যাংকিং শুরু করার পূর্বে এই বিধানগুলো লক্ষ রাখতে হবে :

১. শরিয়াহ পরিপালন
২. ইসলামী ও প্রচলিত ব্যাংকিংয়ের ফান্ড আলাদাকরণ
৩. একাউন্টিং নীতিমালা
৪. আইন মেনে নেওয়া
৫. স্বচ্ছতা

১. শরিয়াহ পরিপালন

ইসলামী ফাইন্যান্স শরিয়াহকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নীতিমালা এবং অন্যান্য আইন বা বিধিবিধানের ভিত্তিতে পরিচালিত যা ফতোয়া নামে পরিচিত (যেগুলো যোগ্য মুসলিম স্কলার দ্বারা ইস্যু করা হয়)। এই নিয়ম-কানুন সম্বলিত কিছু বিষয় বেশ জটিল, ফলে সম্পৃক্ত সংস্থাগুলো প্রায়শই বিশেষজ্ঞের সহায়তা চাইতে বাধ্য হয়। ফলস্বরূপ, ইসলামী ব্যাংকগুলোতে যোগ্য আলেমদের সমন্বয়ে নিজস্ব শরিয়াহবোর্ড নিয়োগ করা একটি জরুরী বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবুও যেহেতু কিছু ক্ষেত্রে এই বিষয়ে দক্ষতা এখনও অপেক্ষাকৃত কম, তাই বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংক একই আলেমদেরকে নিয়োগ করে। এটির উপকারী দিকও রয়েছে তা হলো এর মাধ্যমে ব্যাংকগুলোর পরিষেবা এবং পণ্যগুলোর ধারাবাহিক প্রচার চলতে থাকে।

সুতরাং, ইসলামী সেবা দানে ইচ্ছুক একটি প্রতিষ্ঠান অবশ্যই প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে একটি শরিয়াহ বোর্ড অথবা কমপক্ষে শরিয়াহ পরামর্শদাতা নিয়োগ করবে। এই প্রাথমিক পদক্ষেপটি প্রতিষ্ঠানটির ভবিষ্যতের কার্যক্রমের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়, কারণ এর মাধ্যমে শরিয়াহ ঝুঁকি হ্রাস পাবে। আর্থিক নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোকেও তাদের নিজস্ব শরিয়াহ বিশেষজ্ঞদের বোর্ড নিয়োগ করতে হবে, যারা সে প্রতিষ্ঠানগুলোর যন্ত্র ও পরিষেবাদি সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করবেন।

ব্যাংক কর্তৃপক্ষের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তাদের সিদ্ধান্তগুলো যেন বিদেশি তদারকি এজেন্সিগুলোর শরিয়াহ বোর্ডগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। আন্তর্জাতিক শরিয়াহ নীতি নির্ধারণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমনঃ

১. ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য একাউন্টিং এবং অডিটিং সংস্থা (AAOIFI[166]) যেটি অ্যাকাউন্টিং, নিরীক্ষণ এবং শরয়ীহ আইনের ক্ষেত্র আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত;
২. ইসলামী আর্থিক পরিষেবা বোর্ড (IFSB), যা ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যকর তদারকি ও নিয়ন্ত্রণের মানদণ্ড প্রণয়ন করে।
৩. ইসলামী সম্মেলন সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৮৮ সালে জেদ্দায় উদ্বোধন করা ইসলামিক ফিকহ একাডেমি, যা বিশ্বজুড়ে মুসলিম আলেমদের স্বীকৃতি অর্জন করেছে। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে এর সিদ্ধান্তসমূহ পরিপালন করা বাধ্যতামূলক নয়, তথাপি অর্থনৈতিক ও আর্থিক বিষয়ে এর বিধি ও মতামত ইসলামী আর্থিক সংস্থা এবং নীতিনির্ধারকগণ বিবেচনা করেন।

২. ফান্ড পৃথকীকরণ

ইসলামিক ফাইন্যান্স এর অন্যতম নীতি হলো লেনদেনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধতা বজায় রাখা। কারণ ইসলামের শরিয়তসম্মত বিনিয়োগের নীতিমালা লংঘিত হয় এমন বিনিয়োগ এ কোন তহবিল কাজে লাগানো যাবে না। কনভেনশনাল ব্যাংকগুলো শরিয়াহ পরিপালনের নিমিত্তে ইসলামী পণ্য ও সেবাসমূহকে শরিয়াহ বহির্ভূত বিনিয়োগের সংশ্লিষ্টতা থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক রাখার নিশ্চয়তা দেয়। পরিচালনার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হলো, একটি ব্যাংক বিভিন্ন পদ্ধতিতে আমানত সংগ্রহ, হিসাব পরিচালনা ও রিপোর্ট তৈরি করে থাকে। যখনই এই ব্যাংক ইসলামী উইন্ডো খুলবে, তখন প্রচলিত ব্যাংকিং কার্যক্রম থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একটি শরিয়াসম্মত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়ন করতে হবে এবং উক্ত উইন্ডোর আর্থিক হিসাব সম্পূর্ণ পৃথক হতে হবে।

৩. একাউন্টিং ও অডিটিং নীতিমালা

১৯৭০ দশক থেকেই ইসলামিক ফাইন্যান্স ইন্ডাস্ট্রির দ্রুত প্রসার হতে থাকে। কিন্তু শুরুতে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন একাউন্টিং ও অডিটিং নিয়মনীতি পদ্ধতি ছিল না। সেজন্য বিশ্বব্যাপী ইসলামী সংস্থাগুলো তাদের নতুন প্রোডাক্ট সরবরাহ, সমস্যা দূরকরণ ও স্বচ্ছতার অভাব পূরণের লক্ষ্যে একাউন্টিং ও অডিটিং সমাধানের অনুভব করে ও নীতিমালা প্রণয়ন করে। নতুন নতুন প্রোডাক্ট এবং যন্ত্রপাতির ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবহার শুরু হওয়ায় ইসলামিক প্রোডাক্টগুলোর স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য ইসলামী একাউন্টিং নীতি প্রণয়ন কমিটির প্রয়োজন দেখা দেয়। সেই অভাব ঘোচাতে ১৯৯০ সালে AAOIFI প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো একাউন্টিং অডিটিং নীতি প্রণয়ন করা। যা সকল ইসলামী সংস্থাগুলো বাস্তবায়ন করতে পারে।[১৬৭]

---

[১৬৬] AAOIFI-এর পূর্ণ রূপ হচ্ছে Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institution। ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে শরিয়াহ্ নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালনায় সহায়তা করার নিমিত্তে ১৯৯০ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি আলজেরিয়ায় এ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রধান কার্যালয় বাহরাইনে অবস্থিত। ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের হিসাব সংরক্ষণ, পরিচালনা, মূলনীতি, লেনদেন পদ্ধতি ও বিনিয়োগসহ বিভিন্ন দিক ও বিভাগে গ্রহণযোগ্য শর'ঈ মান নির্ধারণ করা এর মূল কাজ।

[১৬৭] AAOIFI, *Shariah Standard (*Bahrain: AAOIFI, 4th Edition, 2003), P. 50

বিশ্বব্যাপী শরিয়াহ নীতিমালার মাঝে সমন্বয় সাধন ঘটানোর ক্ষেত্রেও AAOIFI গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কারণ বিভিন্ন দেশের শরিয়াহ সুপারভাইজরি কমিটিকে তাদের নিজস্ব শরিয়াহ বিশেষজ্ঞদের উপর নির্ভর করতে হয়। সেক্ষেত্রে কোনো বিষয়ে বিভিন্ন দেশের সুপারভাইজরি কমিটির মতামতের মাঝে বিরোধ দেখা দিতে পারে। অনেক অর্থনৈতিক সেবা বা প্রোডাক্ট এক দেশে গ্রহণযোগ্য ও বৈধ কিন্তু অন্য দেশে নিষিদ্ধ হতে পারে। যা ইসলামী পণ্যগুলোর cross-border বাণিজ্য ব্যাহত করবে এবং এ শিল্পের প্রবৃদ্ধি সীমাবদ্ধ করবে। এ বিবেচনায় যেখানে ইসলামীক ফাইন্যান্সের কার্যক্রম প্রাথমিক ধাপে আছে সেখানের কর্তৃপক্ষ এবং সংস্থাগুলোর উচিত হলো AAOIFI কর্তৃক প্রণীত নীতিমালার সাথে পরিচিত হওয়া এবং এর সর্বোচ্চ প্রয়োগ নিশ্চিত করা। কারণ ইতিমধ্যে প্রণীত হিসাব ও নিরীক্ষা নীতিমালা সুপারভাইজরি কমিটির প্রাথমিক ও নতুন চ্যালেঞ্জ কমাতে পারে।

এছাড়াও এটি শুধু আন্তর্জাতিক সক্রিয় প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য নয়; বরং যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য কল্যাণকর। কারণ এতে ইসলামী লেনদেনসমূহ ভালোভাবে বোঝা যাবে এবং বিশ্বব্যাপী মুসলিম-অমুসলিম বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করা যাবে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক আর্থিক কমিউনিটিতে ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভালোভাবে উপস্থাপন এবং এর অবস্থান উন্নত করবে।

৪. আইন মেনে নেওয়া

১. ইসলামী ব্যাংকিং এর নির্দিষ্ট কিছু ঝুঁকির বিষয়ে অর্থনৈতিক সংস্থা ও কর্তৃপক্ষকে নিবিড় গবেষণা করতে হয়। এর প্রেক্ষিতে বিভিন্ন বিষয়ের সমাধান ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য কিছু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা তৈরি হয়েছে, যেমন: ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক এবং আইএমএফ এর নেতৃত্বে ২০০০ সালে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামী ফিনান্সিয়াল সার্ভিস বোর্ড (IFSB)।

IFSB-এর মৌলিক উদ্দেশ্য এবং কাজগুলো হলো:

১. ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি ব্যবস্থাপনার দ্রুত প্রচার প্রসার এবং সমন্বয় করা।
২. আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করা প্রতিষ্ঠানসমূহের মাঝে সমন্বয় সাধন করা।
৩. ইসলামী আর্থিক সংস্থাগুলোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বিষয়টি সুদৃঢ় ও উন্নত করতে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া। যেমন, মূলধনের পর্যাপ্ততা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, কর্পোরেট গভর্নেন্স, স্বচ্ছতা ও মার্কেট ব্যবস্থাপনার জন্য IFSB বিভিন্ন নীতিমালা তৈরি করেছে।

৫. প্রচার, স্বচ্ছতা এবং সচেতনতামূলক প্রচারণা

প্রচলিত ব্যবস্থায় ইসলামী ব্যাংকিং এর সফলতার গতি সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী ও আমানতকারীদের সুযোগ-সুবিধা বা ঝুঁকি সম্পর্কে জ্ঞান ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। তাছাড়া শুরুতে গ্রাহককে এ বিষয় সম্পর্কে

ভালোভাবে জানানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যখনই গ্রাহক নতুন কোনো চুক্তিতে স্বাক্ষর করবে তখন তাকে সকল সুবিধা-অসুবিধা এবং ঝুঁকি সম্পর্কে অবহিত করা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। কেননা গ্রাহককে প্রচলিত ব্যাংকিং আমানতের তুলনায় ইসলামী ব্যাংকিং আমানত সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকতে হবে। নীতিনির্ধারকদের কোনো ধরনের প্রোডাক্ট সরবরাহ ও নিয়ন্ত্রণ করছে তা জানানোর জন্য গ্রাহকদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। নিয়ন্ত্রকরা গ্রাহকদেরকে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের প্রোডাক্টসমূহ সম্পর্কে ভালোভাবে জানাতে হবে এবং সচেতনতামূলক প্রচার-প্রসার চালাতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো আমানতকারীদেরকে তাদের অর্থ বিনিয়োগ হিসেবে দেওয়ার ক্ষেত্রে লাভ-ক্ষতির প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। গ্রাহকদেরকে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা সম্বলিত প্রসপেক্টাস সরবরাহ করার মাধ্যমে কাজটি সমাধান করা যায়।

বাংলাদেশে কার্যরত উইন্ডো ব্যাংকিং পদ্ধতিতে ইসলামী উইন্ডো পরিচালনাকারী ১৪টি ব্যাংক রয়েছে। এই ব্যাংকগুলো বিভিন্ন এলাকায় ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনার জন্য উইন্ডো সম্প্রসারণ করছে। নিচে তাদের ব্যাংকিং উইন্ডো সংখ্যার একটি তালিকা দেওয়া হলো:

ক্রম	নাম	উইন্ডো সংখ্যা
১	সোনালী ব্যাংক লিমিটেড	৫৮
২	জনতা ব্যাংক লিমিটেড	কার্যক্রম চলমান
৩	অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড	১৫
৪	পূবালী ব্যাংক লিমিটেড	১৭
৫	ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড	১৫
৬	ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড	৫
৭	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক লিমিটেড	১
৮	মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড	৪৫
৯	মিডলাইন ব্যাংক লিমিটেড	২
১০	এনআরবিসি ব্যাংক লিমিটেড	৮
১১	ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড	২
১২	ইউসিবি লিমিটেড	৮
১৩	মেঘনা ব্যাংক লিমিটেড	১
১৪	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড	১৫

সারণি ৩.২: প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডো[১৬৮]

প্রতিটি ব্যাংক উইন্ডো ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনা করার পরিধি বাড়াচ্ছে এবং শরিয়াহ পরিপালনের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে।

[১৬৮] ত্রৈমাসিক ইসলামী ব্যাংক উন্নয়ন প্রতিবেদন, বাংলাদেশ ব্যাংক, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২১, পৃ. ২

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার শর্তাবলি

প্রচলিত ব্যাংকিং-এ ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম ও শর্ত মানা অপরিহার্য। নিচে এ বিষয়ক কিছু শর্তাবলির বিবরণ দেওয়া হলো:

১. সময় ব্যবস্থাপনা

১. কনভেনশনাল ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া সকল নীতিমালা পালন করা বাধ্যতামূলক। পাশাপাশি রূপান্তর হওয়ার পর সকল লেনদেনে অবশ্যই শরিয়াহ পরিপালন করতে হবে। রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেলে তার পূর্বের সকল লেনদেন বাতিল করতে হবে। শরিয়াসম্মত নয় এমন কোনো লেনদেন করার সুযোগ নেই। তবে সেটা অতীব জরুরী হলে অবকাশ রয়েছে। কিন্তু রূপান্তরের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হলো ব্যাংকের অন্যান্য কার্যক্রম যেনো ব্যর্থ অথবা স্থবির না হয়ে যায়।

২. কোনো ব্যাংক যদি দ্রুত এবং তৎক্ষণাৎ রূপান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে; বরং আস্তে আস্তে ও আংশিক রূপান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহলে রূপান্তরের কাজ সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত তাকে ইসলামী ব্যাংক বলা এবং লাইসেন্স প্রদান করা হবে না। শেয়ার হোল্ডাররা নিজেদেরকে অনৈইসলামিক সেবা ও প্রোডাক্ট সরবরাহের অপরাধ থেকে মুক্ত করতে ইসলামী ব্যাংকিং রূপান্তর প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করতে হবে।[১৬৯]

৩. রূপান্তর কার্যক্রম চলাকালে ব্যাংকের অর্জিত অননুমোদিত সম্পদ ব্যবহার করা যাবে না; বরং তা দাতব্য কাজে ব্যয় করতে হবে।

২. রূপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা

১. রূপান্তর প্রক্রিয়া সফল করার জন্য ব্যাংকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যেমন, প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম তৈরি করা, শরিয়াহ লঙ্ঘিত লেনদেনের বিকল্প হিসেবে শরিয়াহসম্মত পদ্ধতি বের করা এবং রূপান্তর প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য কর্মকর্তাদেরকে উন্নত মানের প্রশিক্ষণ দেয়া।

২. পরিপূর্ণ ও যথাযথ ইসলামী ব্যাংকে পরিণত হতে ও কার্য পরিচালনা করতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নীতি প্রণয়নের জন্য যদি ব্যাংকিং আইন ও সুপারভাইজরি কমিটির কোনো প্রশাসনিক পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়। তাহলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আইনত যে সমস্ত বিষয়ে ইসলামী ব্যাংকিং এর সাথে বিরোধপূর্ণ সেগুলো পরিহার করতে হবে।

---

[১৬৯] AAOIFI, *Shariah Standard*, P. 155

৩. ব্যাংকের মৌলিক কাঠামো, কর্মসংস্থান, নিয়ম-কানুন ও কর্মচারীদের পদবীর অবকাঠামোকে সম্পূর্ণ শরিয়াসম্মত করার জন্য পুনঃবিবেচনা বা পুনর্গঠন করতে হবে।
৪. AAOIFI কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা অনুসারে একটি সুপারভাইজরি কমিটিও একটি অভ্যন্তরীণ ডিপার্টমেন্ট গঠন করতে হবে।
৫. ইসলামী শরিয়ার নিয়ম-কানুন ও নীতিমালাসম্মত চুক্তি পুনঃপ্রণয়ন করতে হবে।
৬. স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক ইসলামী ব্যাংকসমূহে হিসাব খোলা এবং বিভিন্ন কনভেনশনাল ব্যাংকে চালানো হিসাবগুলো নবায়ন করা। অতীব প্রয়োজন ব্যতীত কোনো কনভেনশনাল ব্যাংকের সাথে যে কোনো ধরনের লেনদেন সীমিত করতে হবে।
৭. কর্মকর্তাদের প্রস্তুত করতে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তাদেরকে ভালোভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া।
৮. AAOIFI কর্তৃক প্রণীত হিসাব, নিরীক্ষা, প্রশাসন এবং নৈতিক বিষয়ের নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা।[১৭০]

৩. বিভিন্ন ব্যাংকের সাথে লেনদেন

১. বিশ্বজুড়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর বর্ধনশীল হারে ইসলামী প্রোডাক্ট সরবরাহ করার চিন্তা করছে। বিভিন্ন দেশে ক্রমবর্ধমান মুসলিম জনসংখ্যার চাহিদার দিকে লক্ষ্য করে ইসলামী ব্যাংকিং চালু করতে ব্যাংকগুলো প্রচন্ড আগ্রহী। তাছাড়া শরিয়া সম্মতভাবে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতেও ইসলামী ব্যাংকিং চালু করছে।
২. প্রথমে একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সম্ভাবনাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবে। তারপর ইসলামী প্রোডাক্ট ও সেবা প্রদানে আগ্রহী হবে। তার কোনো একটি কার্যরত শাখার মাধ্যমে ইসলামী উইন্ডো খুলে তার কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।
৩. ইসলামিক উইন্ডো হলো কনভেনশনাল ব্যাংকের মাঝে শরিয়াসম্মত ব্যবসা পরিচালনার জন্য একটি উইন্ডো। এই ইসলামিক উইন্ডো আমানত সংগ্রহ করে থাকে এবং বিভিন্ন ছোট ও মাঝারি ধরনের কোম্পানিগুলোকে ইসলামী ব্যবসা-বাণিজ্যের বিভিন্ন পণ্য ও সেবা প্রদান করে। এক্ষেত্রে ইসলামী ও কনভেনশনাল ফান্ডকে অবশ্যই পৃথক রাখতে হবে।
৪. যখনই ইসলামিক উইন্ডো এর কার্যক্রম বৃদ্ধি পাবে তখনই ব্যাংককে অবশ্যই ইসলামী উইন্ডোকে সকল ক্ষেত্রে কনভেনশনাল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করতে হবে।

---
[১৭০] AAOIFI, *Shariah Standard*, P. 156

৫. ইসলামিক উইন্ডো সাবসিডিয়ারি শুরু করার পূর্বে ব্যাংক ইসলামী ব্যবসায়িক পন্থা ও লাভ-লোকসান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। কারণ সাধারণত ইসলামিক উইন্ডো এর সকল খরচ যেমন (কম্পিউটার সিস্টেম, ব্যবস্থাপনা খরচ, কর্মকর্তাদের বেতন ইত্যাদি) মাদার ব্যাংক বহন করে থাকে। অথচ ভবিষ্যতে ইসলামিক সাবসিডিয়ারিকে বহন করতে হবে।

৬. এটা অবশ্য লক্ষণীয় যে, ইসলামী উইন্ডোগুলোর উপর নির্ভর করে কনভেনশনাল ব্যাংকসমূহ ইসলামী আর্থিক শিল্পে প্রবেশের একটি গ্রহণযোগ্য মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করে।[১৭১]

৪. সম্পূর্ণ ইসলামী ব্যাংকে পরিণত হওয়া

১. যখন একটি কনভেনশনাল ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকিং-এ আগ্রহী গ্রাহক সংগ্রহের জন্য ইসলামিক উইন্ডো পরিচালনা করে। তখনই এই ব্যাংক একটি ইসলামিক সাবসিডিয়ারিতে পরিণত হওয়া কিংবা সম্পূর্ণ ইসলামী ব্যাংকে পরিণত হওয়ার সিদ্ধান্তও নিতে পারে।

২. সুদমুক্ত লেনদেন করতে কনভেনশনাল ব্যাংকের লেনদেনসমূহ এবং যন্ত্রাংশের ব্যবহার শরিয়ত সম্মতভাবে নবায়ন করতে হবে।

৩. চলতি এবং বিনিয়োগ হিসাবে রেমিটেন্স তথ্য ক্রেডিট এবং সিন্ডিকেট ফাইন্যান্সিং এর ক্ষেত্রে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে দ্বিপাক্ষিক লেনদেন ও চুক্তিসমূহ সম্পূর্ণ শরিয়াসম্মত করতে হবে।

৫. শরিয়াহসম্মত পদ্ধতিতে ব্যাংকিং এর বিভিন্ন সেবা প্রদান

১. ব্যাংকিং পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংকের জন্য সেবাদানের বিপরীতে সুদ গ্রহণ করা অনুমোদিত নয়। তবে প্রয়োজনে এই পরিষেবাসমূহ ইসলামী চুক্তি (যেমন মুরাবাহা, মুদারাবা এবং মুশারাকা) এর মাধ্যমে প্রদান করে মুনাফা অর্জন করবে। তবে বিভিন্ন কাজ সমাধানের সুবিধা প্রদানের ব্যয়বাবদ কমিশন চার্জ করা যাবে।

৬. বিনিয়োগের ক্ষেত্রে রূপান্তরের প্রভাব

১. সুদভিত্তিক সকল বিনিয়োগ পদ্ধতিসমূহ বন্ধ ও বাতিল করতে হবে এবং এর পরিবর্তে শরিয়াসম্মত সকল বিনিয়োগ পদ্ধতি চালু করতে হবে। যেমন মুদারাবা, মুশারাকা, মুরাবাহা, ইজারা, আল-ইজারা মুনতাহিয়া বিত তামলীক ও অন্যান্য শরিয়াহ অনুমোদিত বিনিয়োগ।

২. ব্যাংক রূপান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর সুদভিত্তিক ঋণ বাতিল করতে হবে চাই সেটা স্বল্পমেয়াদী কিংবা দীর্ঘমেয়াদি হোক না কেন। যদি ব্যাংক এই ঋণগুলো বাতিল করতে না পারে তাহলে এই ঋণ থেকে অর্জিত সুদ শরিয়াহ নির্দেশিত পথে ব্যয় করতে হবে।

---

[১৭১] AAOIFI, *Shariah Standard*, P. 158

৭. ইসলামী ব্যাংকিংয়ের রূপান্তর হওয়ার পূর্বে ব্যাংকের অনুমোদনযোগ্য সম্পদের ব্যবস্থাপনা

রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পূর্বে ব্যাংকের অর্জিত সম্পদের ব্যাপারে নিম্নবর্ণিত সকল নিয়ম মেনে কার্য পরিচালনা করতে হবে:

১. যদি কোনো কনভেনশনাল ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকিংয়ের রূপান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে ব্যাংকের পূর্ববর্তী সুদভিত্তিক চুক্তিসমূহ নিষ্পত্তির ব্যাপারে নতুন মালিকগণ বাধ্য।

২. যদি কোনো ব্যাংক তার বর্তমান অংশীদারদের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ইসলামী ব্যাংকিং- এ রূপান্তরিত হয় তাহলে সুদভিত্তিক ও অ-অনুমোদনযোগ্য লেনদেন নিষ্পত্তির জন্য তারা দায়িত্ববান এবং এই প্রক্রিয়াটিকেই ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের প্রথম ধাপ বা সূচক হিসেবে গণ্য করা হয়।

৩. রূপান্তর হওয়ার পূর্ববর্তী সুদ ও অ-অনুমোদনযোগ্য অর্জিত যে আয় বণ্টন করা হয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে মালিক ও গ্রাহক আলাদা, ব্যক্তিগত এবং নৈতিকভাবে দায়িত্ববান। ব্যাংক এককভাবে তা করতে বাধ্য নয়।

৪. পূর্বে কিংবা রূপান্তর প্রক্রিয়া চলাকালে ব্যাংকের যে সন্দেহযুক্ত আয় এখনো হাতে আসেনি সেগুলোর নিষ্পত্তি বাধ্যতামূলক নয়। হাতে আসা সন্দেহযুক্ত আয়ের ব্যাপারেও একই নিয়ম পালন করতে হয়। কারণ এগুলোর গ্রহণ যোগ্যতা নির্ভর করে :

    ১. এমন ব্যক্তির মতামতের উপর যার ইজতিহাদ করার যোগ্যতা রয়েছে।

    ২. শরিয়াহ বিষয়ে কার্যরত কোনো প্রতিষ্ঠানের মতামত।

    ৩. কিছু বিশিষ্ট ইসলামী স্কলারের মতামতের উপর।

৫. ব্যাংকের অধিকারে অ-আর্থিক নিষিদ্ধ সম্পদ থাকলে তা নষ্ট করে দিতে হবে। তাছাড়া ব্যাংকের যদি অ-অনুমোদনযোগ্য সম্পদ বা সেবা থেকে প্রাপ্ত আয়ের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার থাকে, তাহলে ব্যাংককে সেগুলো দাতব্য কাজে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ঠিক তেমনি রূপান্তরের সময় অ-অনুমোদনযোগ্য সম্পদ থেকে অর্জিত আয় এর ব্যাপারেও একই সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

৬. কনভেনশনাল ব্যাংক রূপান্তরিত হয়ে যাওয়ার পরও যদি শরিয়া বহির্ভূত সম্পদ থাকে তাহলে ব্যাংক বাধ্যতামূলকভাবে তা নষ্ট বা বাতিল করে দিতে হবে। যদি কিছু সম্পদ ও পণ্য বিক্রি করে দেয় তাহলে এর মূল্য দান করে দিতে হবে।

৭. যদি ব্যাংকের সম্পদ অ-অনুমোদনযোগ্য স্থান ও সেবা প্রদানের জন্য পরিকল্পিত হয় তাহলে তা পরিবর্তন করে শরিয়াসম্মত স্থান ও সেবার জন্য পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে।

৮. অননুমোদনযোগ্য দায় ব্যবস্থাপনা

১. ব্যাংকের দায় সুদভিত্তিক হলে সুদ পরিশোধ না করার জন্য সকল আইনি সহায়তা গ্রহণ ও প্রয়োগ করা উচিত। শুধু প্রয়োজনের ভিত্তিতেই সুদ পরিশোধ করা উচিত নয়। কিন্তু এটা মূলধনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

২. ব্যাংকের দায় যদি বাধ্যতামূলক হয় তাহলে ব্যাংককে সুদ প্রদানে বিরত থাকতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে। প্রয়োজনে পুনঃঅর্থায়ন কিংবা বাধ্যতামূলক সেবা দিতে না পারার ক্ষতিপূরণ দিতে হয়।

৩. ক্রেতা যদি তার সাথে চুক্তিকৃত শরিয়াহ অনুমোদনযোগ্য সম্পদ ও সেবার ব্যাপারে আলোচনার জন্য উপযুক্ত হয় এবং মেনে নেয়। তাহলে অনুমতি যোগ্য সম্পদের ব্যাপারে ব্যাংকে ক্রেতার সাথে আলোচনা করে তা নিষ্পত্তি করতে হয়।

৯. অননুমোদনযোগ্য বন্ধক ব্যবস্থাপনা

ব্যাংকের সম্পদের সাথে যুক্ত অ-অননুমোদনযোগ্য বন্ধকের নিষ্পত্তিকে শেয়ারহোল্ডাররা দ্রুত সম্পন্ন করবে।

সুদভিত্তিক সম্ভাব্য আয় এবং এগুলোর শরিয়াহসম্মত বিকল্প-এর ক্ষেত্রে রূপান্তরকরণের প্রভাব

১. ব্যক্তি, ব্যাংক বা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে জড়িত সকল প্রকার কনভেনশনাল কার্যক্রম যেখানে ব্যাংকের সম্পদ রয়েছে এবং সুদ প্রদানে বাধ্য এমন লেনদেন বাতিল করতে হবে। রূপান্তরকরণের সিদ্ধান্তের পূর্বে ব্যাংকের আমানত, অগ্রাধিকার শেয়ার, বিনিয়োগ বন্ড এবং সুদভিত্তিক সার্টিফিকেট এই বাতিলের অন্তর্ভুক্ত হবে।

২. ব্যাংকে তার পরিচালন অর্থ ও দায়বদ্ধতার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ করতে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

৩. শেয়ারহোল্ডাররা ব্যাংকের ক্যাপিটালের জন্য তাদের শেয়ার ক্যাপিটাল বাড়িয়ে দিতে পারে এবং চলতি ও বিনিয়োগ হিসাবের জন্য অন্য কোনো ব্যবস্থার মাধ্যমে মূলধন বৃদ্ধি করতে পারে।

৪. শরিয়াহ নীতি অনুসারে মুরাবাহা ও মুশারাকা ভাড়া পদ্ধতিতে ইসলামী বীমা সার্টিফিকেট দিতে পারে।

৫. বাই সালাম চুক্তি বাস্তবায়ন করা (যেখানে ব্যাংক সরবরাহকারী হিসেবে থাকবে) অথবা অগ্রিম মূল্য পরিশোধের ভিত্তিতে চুক্তি (যেখানে ব্যাংক প্রস্তুতকারক হিসেবে ভূমিকা পালন করবে)।

৬. বিক্রয় এবং ফেরতের শর্তে ব্যাংকের তারল্য বাড়াতে একটি ইজারা চুক্তির মাধ্যমে ব্যাংকের কিছু সম্পদ বিক্রি করে দেওয়া। এই চুক্তিটি অবশ্যই ইজারা এবং ইজারা মুনতাহিয়া বিত তামলিক নীতিমালা অনুসারে হবে। বিক্রয় এবং ভাড়ার চুক্তি দুটি সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা হবে।

৭. শরিয়াহ নীতিমালা অনুসরণ করে কোনো পণ্য ক্রয় করে তাওয়াররুক চুক্তির ভিত্তিতে পূর্ববর্তী বিক্রেতাকে বাদ দিয়ে নগদ অর্থের জন্য তৃতীয় পক্ষের কাছে বিক্রি করে দেওয়া।

৮. যদি ব্যাংকের মূলধন সুদ কিংবা অন্য কোনো শরিয়াহ বহির্ভূত লেনদেনের কারণে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এই অর্থ সেভাবে ব্যয় করতে হবে যেভাবে সুদভিত্তিক ও অননুমোদিত বিনিয়োগ থেকে অর্জিত উপার্জন ব্যয় করা হয়।

১০. অনুমোদনযোগ্য আয় বাতিল বা নষ্ট করা

১. রূপান্তর হওয়ার পূর্বের সকল আয় শরিয়তসম্মত উপায়ে দ্রুততম সময়ে বাতিল, নিষ্পত্তি বা দান করতে হবে। তবে এটি যদি ব্যাংকের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয় (যেমন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা ধ্বংস হয়ে যাওয়া বা ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে যাওয়া), তাহলে ধীরে ধীরে রূপান্তর কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

২. যেকোনো সুদ এবং অন্যান্য অননুমোদিতযোগ্য উপার্জনকে দাতব্য সংস্থা এবং সাধারণ জনসাধারণের উপযোগী করে তোলা উচিত। ব্যাংকের জন্য এই অর্থ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিজের সুবিধার জন্য ব্যবহার করা বৈধ নয়; বরং দাতব্য কাজে ব্যয় করতে হবে। যেমন, ব্যাংকের কর্মী ব্যতীত অন্য কাউকে প্রশিক্ষণ দেওয়া, গবেষণা তহবিল সরবরাহ করা, ত্রাণ সরঞ্জাম সরবরাহ করা, ইসলামিক দেশগুলোর জন্য আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা বা ইসলামিক বৈজ্ঞানিক, একাডেমিক প্রতিষ্ঠান, স্কুলসমূহ, ইসলামী জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য যা কিছু করা উচিত এবং অনুরূপ বিভিন্ন দাতব্য কাজে সুপারভাইজারি বোর্ডের রেজুলেশন অনুসারে অর্থ ব্যয় করা ব্যাংকের কর্তব্য।

মোটকথা, একটি প্রধান শাখার প্রতিনিধি হিসেবে শাখা ব্যাংকগুলো কার্যাবলি সম্পাদন করলে তাকে শাখা ব্যাংকিং বলা হয়। আর কনভেনশনাল শাখার মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনা করলে সেটা হয় ইসলামী উইন্ডো ব্যাংকিং। এভাবে ব্যাংকিং পরিচালনায় শরিয়াহ পরিপালন, ইসলামী ও প্রচলিত ব্যাংকিংয়ের তহবিল আলাদাকরণ, একাউন্ট নীতিমালা, ইসলামী আইন মেনে নেওয়া ও স্বচ্ছতা বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। এছাড়াও সময় ব্যবস্থাপনা, রূপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন ব্যাংকের সাথে লেনদেন, শরিয়াসম্মত পদ্ধতিতে ব্যাংকিং এর বিভিন্ন সেবা প্রদান, বিনিয়োগের ক্ষেত্রে রূপান্তরের প্রভাব, ইসলামী ব্যাংকিংয়ের রূপান্তর হওয়ার পূর্বে ব্যাংকের অনুমোদনযোগ্য সম্পদের ব্যবস্থাপনা, অ-অনুমোদনযোগ্য দায়ের ব্যবস্থাপনা এবং অননুমতিযোগ্য বন্ধক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সুষ্ঠু কার্যক্রম পরিচালনা ও তদারকি করতে হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম

প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকিং-এর মতো সকল আমানত গ্রহণ, বিনিয়োগ প্রদান ও অন্যান্য ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা সম্ভব হয় না। তাদের ব্যাংকিং পরিধি, লোকবল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ সীমিত পরিসরে থাকে। এ পরিচ্ছেদটি নিম্নোক্ত পাঁচটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে :

প্রথম অনুচ্ছেদ : আমানত গ্রহণ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : বিনিয়োগ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : মুনাফা বণ্টন

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : অন্যান্য ব্যাংকিং সেবা

পঞ্চম অনুচ্ছেদ : সামাজিক কার্যক্রম

প্রথম অনুচ্ছেদ : আমানত গ্রহণ

ব্যাংকের আমানত বলতে আমানতকারীদের জমাকৃত অর্থ বোঝানো হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকের বিভিন্ন আমানত হিসাবে গ্রাহকের নিকট থেকে যে অর্থ সংগ্রহ করে তাকেই ব্যাংক আমানত বলে। ব্যাংকিং কার্যক্রমের মূল কাজ হলো আমানত সংগ্রহ এবং তা বিতরণ অর্থাৎ সেই আমানতকে ঋণ বা বিনিয়োগ কার্যক্রমে ব্যবহার। ব্যাংকের একেবারে প্রাথমিক কাজ হল আমানত সমাবেশ করা। সমাজের মানুষের কাছে যে অলস অর্থ অব্যবহৃত পড়ে থাকে, তাকে বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে ব্যাংক সমাবেশ করে।

ইসলামী ব্যাংকও তার বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে আমানত সংগ্রহ করে থাকে। কেননা সঞ্চয় নিষ্ক্রিয়ভাবে পড়ে থাকা এবং আর্থসামাজিক কল্যাণে ব্যবহৃত না হওয়াকে ইসলাম অপছন্দ করে। তাই ইসলামী ব্যাংক আমানত সংগ্রহ করে এটাকে বিনিয়োগ কার্যক্রমে ব্যবহার করে, তা থেকে আয় হলে গ্রাহক বা আমানতকারীদের লাভ প্রদান করে এবং লোকসান হলে আমানতকারী নিতে বাধ্য থাকে। ব্যাংক অনেক ভাবে আমানত কার্যক্রম পরিচালনা করে।

বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ ও প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং শাখা ও উইন্ডো আমানত সংগ্রহের জন্য নিম্নোক্ত দুই ধরনের হিসাব সংরক্ষণ করে থাকে:

১. চলতি হিসাব (Current Account)

২. সঞ্চয়ী হিসাব (Investment Account)

১. চলতি হিসাব

চলতি হিসাব বলতে কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে গচ্ছিত জমা হিসাবকে বুঝায়, যার ধারক যেকোনো সময় গচ্ছিত অর্থ ফেরত নিতে পারেন। স্থান-কাল-পাত্রভেদে এই হিসাবকে বিভিন্ন পরিভাষায় ব্যক্ত করা হয়। যেমন- Checking Account, Chequing Account, Current Account, Demand Deposit Account, Share Draft Account[১৭২] ইত্যাদি। নিম্নে চলতি হিসাব সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য

সাধারণভাবে চলতি হিসাব ব্যবসায়ীদের জন্যই ডিজাইন করা হয়, ফলে এগুলো কখনো বিনিয়োগ বা সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় না। এ জামানতের বেশিরভাগই তারল্য জামানত এবং এখানে একদিনে লেনদেনের নির্ধারিত কোন সংখ্যা বা পরিমাণ নেই। বেশিরভাগ চলতি একাউন্টের নাম ফার্ম বা কোম্পানির নামানুসারে হয়। এ একাউন্টে চেকবুক সুবিধা প্রদান করা হয় এবং একাউন্টের মালিক তাদের নিজেদের নামে বা তৃতীয়পক্ষের মাধ্যমে অনুমোদনকৃত তাদের পক্ষে সকল ধরনের চেক বা ড্রাফট জমা করতে পারে। চলতি একাউন্টের বিপরীতে ব্যাংক কোন ধরনের লাভ পরিশোধ করে না। অন্যদিকে ব্যাংকগুলো এই ধরনের একাউন্টের উপরে সার্ভিস চার্জ ধার্য করতে পারে।[১৭৩]

চলতি হিসাবের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো:

১. চলতি হিসাবধারীদের এ ধরনের একাউন্ট খোলার মূল উদ্দেশ্য হলো তাদের ব্যবসায়িক লেনদেনকে আরও মসৃণ করে তোলা;
২. এখানে ক্যাশ বা চেকের মাধ্যমে জামানত করার নির্ধারিত কোন সীমা রাখা হয় না;
৩. এ হিসাব থেকে হিসাবধারীগণ ইচ্ছামতো যেকোনো সময় যেকোনো পরিমাণ অর্থ উত্তোলন করতে পারে;
৪. সাধারণভাবে চলতি হিসাবের বিপরীতে ব্যাংকগুলো কোনো ধরনের সুদ/লাভ প্রদান করে না। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে কিছু ব্যাংক বিশেষ চলতি হিসাব চালু করেছে যেখানে সুদ/মুনাফা প্রদান করা হয়;
৫. যেহেতু এই হিসাবগুলো ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে তাই চলতি হিসাবের কোনো সমাপ্তি সময় নির্ধারিত থাকে না।

---

[১৭২] https://en.wikipedia.org/wiki/Transaction_account, last edited on 15 October 2020, retrieved on 11.11.2020

[১৭৩] Nitya Prakash, *Banking Principles & Practice* (Lucknow: Creative Ecstasy, 2013), P. 56

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় চলতি হিসাব

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় চলতি হিসাবের কার্যক্রম সনাতন ব্যাংকের চলতি হিসাবের মতোই। তবে দর্শনগত দিক থেকে ইসলামী ব্যাংকসমূহ এ ব্যবস্থায় কিছু বিষয়ের প্রতিফলন ঘটায়, যেমন:

- এ হিসাব পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যাংক আল-ওয়াদিয়া নীতিমালার অনুসরণ করে;
- এ হিসাবে জমাকৃত অর্থ ব্যাংক ঋণ হিসেবে গণ্য করে;
- এ হিসাবে রক্ষিত অর্থ ব্যাংক হিফাজতের দায়িত্ব গ্রহণ করে;
- যেহেতু ব্যাংক এটাকে আমানত হিসেবে গ্রহণ করে, ফলে আমানতকারী যখনই তা ফেরত চায় তখনই তা ফেরত দিতে বাধ্য থাকে;
- ব্যাংক চলতি হিসাবে রক্ষিত অর্থ ব্যবহার করার অনুমতি নিয়ে তা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন বা লোকসান হলে একাই বহন করে।

ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় চলতি হিসাব পরিচালনার শরিয়াহ নীতি আল-ওয়াদিয়া

বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ এবং প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং শাখা ও উইন্ডো চলতি হিসাবে জমা গ্রহণ ও সেসব সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে উপকার লাভের ক্ষেত্রে আল-ওয়াদিয়া নীতির প্রয়োগ করে।

ক. আল-ওয়াদিয়ার পরিচয় ও শরয়ী বৈধতা

আল-ওয়াদিয়া ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় তহবিল সংগ্রহ ও তারল্যের যোগান দেয়ার জন্য সর্বাধিক কার্যকর ভূমিকা পালনকারী চুক্তি। নিম্নে ফিকহ ও আধুনিক ইসলামী ব্যাংকিং শাস্ত্রের দৃষ্টিতে আল-ওয়াদিয়া চুক্তির বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হলো:

খ. শাব্দিক অর্থ

আরবি الوديعة (আল-ওয়াদিয়া) শব্দটি একবচন, যার বহুবচন الودائع (আল-ওয়াদাঈহ)। শব্দটি الودع (আল-ওয়াদউন) শব্দ থেকে নির্গত। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দটির অর্থ পরিত্যাগ করা, ছেড়ে দেয়া, ফেলে রাখা ইত্যাদি।[১৭৪] এ অর্থে পবিত্র কুরআনের বাণী:

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى

"আপনার প্রতিপালক আপনাকে পরিত্যাগ করেননি বা আপনার ওপর বিরূপও হননি।"[১৭৫]

ওয়াদিয়াহ শব্দটি 'ফায়িলাতুন' ওজনে মূলত মাফউল (কর্তৃবাচক বিশেষ্য) এর অর্থ প্রদান করে। ফলে এর অর্থ দাঁড়ায় গচ্ছিত সম্পদ। এ চুক্তির আলোকে সম্পদের মালিক তার সম্পদ অপরের হেফাজতে অর্পণ করেন বিধায় তার সম্পদকে গচ্ছিত সম্পদ বলা হয়।

---

[১৭৪] আল-কাযওয়ানী আহমদ ইবন ফারিস, *মুজামু মাকাঈসুল লুগাহ* (বৈরূত: দারু ইয়াহইয়াউত তুরাছিল আরবি, ২০০১), খ. ৬, পৃ. ৯৬

[১৭৫] সূরা আদ-দুহা: ৩

গ. পারিভাষিক অর্থ

কখনো কখনো মানুষ এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় যে, তার ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য বিশ্বস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থ হয়। এভাবে নিজের সম্পদ ব্যবহার করার অনুমতিসহ অন্যের হিফাজতে অর্পণ করাকে শরিয়তের পরিভাষায় 'وديعة' বলে।[১৭৬] পরিভাষায় ফকীহগণ নিচের দুটি বিষয় বুঝাতে ওয়াদিয়াহ শব্দটি ব্যবহার করেন:

১. যে সম্পদ অন্যের কাছে সংরক্ষণের জন্য অর্পণ করা হয় (العين التي توضع عند الآخر ليحفظها)

২. কোনো সম্পদ অন্যের হিফাজতে সংরক্ষণ করার চুক্তি (الاستبانة في حفظ العين)

অবশ্য হানাফী মাযহাবে আল-ওয়াদিয়ার সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে এ দুটি অর্থকে যুক্ত করা হয়েছে এভাবে:

> الوديعة شرعا تسليط الغير على حفظ ماله صريحا أو دلالة، والوديعة ما تترك عند الأمين وهي أخص من الأمانة.
>
> "শরিয়া দৃষ্টিতে ওয়াদিয়া বলা হয় স্পষ্ট বা নির্দেশনার ভিত্তিতে কাউকে নিজের সম্পদ সংরক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ; আবার ওয়াদিয়া বলা হয় ঐ সম্পদকে, যা বিশ্বস্ত কারও কাছে গচ্ছিত রাখা হয়। এটি আমানতের চেয়ে সীমিত পরিসরের।"[১৭৭]
>
> من الودائع التى تكون الحساب الجارى، بحيث يتملك المصرف المبالغ المودعة، ويمكن لصاحبها سحبها فى اي وقت يشاء
>
> "আল ওয়াদীয়ার এমন এক ধরনের চলতি হিসাব বা কারেন্ট একাউন্ট যেখানে আমানতদার ব্যাংক সঞ্চিত অর্থ তার কারবারে খাটানোর অধিকার লাভ করে এবং আমানতকারী তার অর্থ যখন ইচ্ছা তুলে নিতে পারে।"[১৭৮]

অতএব ইসলামী ব্যাংকিংয়ে অনুশীলিত ওয়াদিয়া বলা হয় ঐ সম্পদকে যা গ্রাহকগণ ব্যাংকের কাছে গচ্ছিত রাখেন এবং ব্যাংককে উক্ত সম্পদ ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করেন ও তা সংরক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করেন। যিনি সম্পদ গচ্ছিত রাখেন তথা গ্রাহককে মুয়াদ্দি এবং যার কাছে গচ্ছিত রাখা হয় তথা ব্যাংককে মুয়াদ্দা ইলাইহি এবং যে বস্তু গচ্ছিত রাখা হয় তাকে মুয়াদ্দা বলা হয়।

---

[১৭৬] মাওলানা উবায়দুল হক ও অন্যান্য সম্পাদিত, *ফাতওয়া ও মাসাইল* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০১), খ. ৬, পৃ. ২২৫

[১৭৭] মুহাম্মদ আমীন ইবনু আবিদীন, *আর রাদ্দুল মুহতার* (বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ২০০০), খ. ৫, পৃ. ৬৬৩; নজমুদ্দীন বিন ইবরাহীম ইবনু নুজাইম, *আল-বাহরুর রায়েক* (বৈরূতঃ দারু ইয়াহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, ২০০২), খ. ৭, পৃ. ৪৬৪

[১৭৮] আলী ইবন নায়েফ আশশাহুদ, *আল মুফাসসাল ফি আহকামির রিবা*, ৩য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল জীল, তা.বি. ৩য় খন্ড), পৃ. ১৭২

ঘ. আল-ওয়াদিয়ার বৈধতা

ইসলামী শরিয়ার দৃষ্টিতে আল-ওয়াদিয়ার বৈধতা মূলত দুটি বিষয়ের বিধানের ওপর নির্ভর করে (১) অন্যের সম্পদ নিজের কাছে গচ্ছিত রাখা এবং (২) অন্যের গচ্ছিত সম্পদ ফেরত দেয়া।

পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা' ও কিয়াসের মাধ্যমে ওয়াদিয়া সংশ্লিষ্ট এ দুটি বিষয়ের বৈধতা প্রমাণিত হয়। অন্যের সম্পদ নিজের কাছে গচ্ছিত রাখা পরস্পর উত্তম কাজে সহযোগিতা করার একটি অংশ, যা সামগ্রিকভাবে পণ্যের কাজে সহযোগিতার একটি অংশ। মহান আল্লাহ বলেন,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

তোমরা সৎকাজে ও তাকওয়ায় পরস্পরের সহযোগিতা করো।[১৭৯]

ফকীহগণ ওয়াদিয়া তথা গচ্ছিত সম্পদকে আমানত হিসেবে বিবেচনা করে তা ফেরত দেয়া আবশ্যক গণ্য করেছেন। কেননা মহান আল্লাহ বলেন,

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ

তোমরা পরস্পরের আমানত রাখলে যার কাছে আমানত রাখা হয় সে যেন তা ফেরত দেয়।[১৮০]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا

নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে আমানত যথাস্থানে অর্পণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।[১৮১]

হাদিসে এসেছে,

أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك.

কেউ তোমার কাছে আমানত রাখলে তা যথাযথভাবে আদায় করো এবং যে তোমার সাথে খেয়ানত করল তুমি তার সাথে খেয়ানত করো না।[১৮২]

হিজরতের ঘটনার বিবরণে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, হিজরতের সময় মহানবি (সা.) তাঁর কাছে গচ্ছিত মানুষের আমানত যথাযথভাবে আদায় করার জন্য আলী (রা.) কে দায়িত্ব প্রদান করেন।[১৮৩]

ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ওয়াদিয়া জমাগ্রহণ নীতি তথা জমাকারীর থেকে অনুমতি নিয়ে উক্ত সম্পদ ঋণ হিসেবে নিয়ে তা ব্যবহারের বৈধতা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি তার পিতা যুবাইর রা. সম্পর্কে বলেন :

أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِيهِ بِالْمَالِ فَيَسْتَوْدِعُهُ إِيَّاهُ فَيَقُولُ الزُّبَيْرُ لاَ وَلَكِنَّهُ سَلَفٌ، فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ

[১৭৯] সূরা আল-মায়িদা: ২

[১৮০] সূরা আল-বাকারাহ: ২৮৩

[১৮১] সূরা আন নিসা: ৫৮

[১৮২] আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা তিরমিযী, *সুনানে তিরমিযী*, (বৈরূত: দারুল মারিফা, ২০০২), কিতাবুল বুয়ু, বাব নং ৩৮, হাদীস নং- ১২৬৪

[১৮৩] আহমাদ ইবনে হুসাইন আল-বায়হাকী, *আসসুনান আল-কুবরা*, (কায়রো: দারুল হাদীস, ২০০৮), কিতাবুল ওয়াদিয়া, বাবু মা জাআ ফীত তারগীব ফী আদাইল আমানাত, খন্ড-৫, হাদীস নং ১২৬৯৬, পৃ. ৫৫৪

তাঁর নিকট কেউ যখন কোনো সম্পদ আমানত রাখতে আসতো তখন যুবাইর রা. বলতেন, না, এভাবে নয় তুমি তা আমার কাছে ঋণ হিসেবে রেখে যাও। কেননা, আমি ভয় করছি যে, তোমার মাল নষ্ট হয়ে যেতে পারে।[১৮৪]

যুবাইর রা. কর্তৃক সম্পদ আমানতের পরিবর্তে ঋণ হিসেবে গ্রহণের দুটি অন্তর্নিহিত কারণ রয়েছে:

১. আমানতের সম্পদ নষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর দায়ভার আমানত গ্রহণকারীর ওপর বর্তায় না কিন্তু ঋণের ক্ষেত্রে এর বিধান বিপরীত;
২. ঋণ হিসেবে গ্রহণ করলে ঋণ গ্রহীতা উক্ত সম্পদ ব্যবহারের পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত হন বিপরীত পক্ষে ঋণদাতার চাহিদা মতো তা ফেরত দিতে ও কোনো প্রকার ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকেন।

ওয়াদিয়াহ প্রকারভেদ

প্রধানত ২ (দুই) প্রকার। যথা-

১. আমানতের কর্তৃত্ব সম্বলিত ওয়াদিয়া (الوديعة يد الأمانة/ Entrustment): ওয়াদিয়া বা গচ্ছিত সম্পদের মূল অবস্থা হলো তা জমাগ্রহণকারীর কাছে আমানত স্বরূপ। এ কারণে রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, من أودع وديعة فلا ضمان عليه *"কেউ কারও কাছে কোনো সম্পদ গচ্ছিত রাখার পর তা নষ্ট হলে তাতে কোনো ক্ষতিপূরণ নেই।"*[১৮৫] জমা গ্রহণকারী বা সম্পদের তত্ত্বাবধায়ক এতে কোনো ধরনের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, ব্যবহার বা উপকারভোগের কোনো অধিকার রাখেন না।
২. দায়ভারের কর্তৃত্ব সম্বলিত ওয়াদিয়াহ (الوديعة يد الضمان/ Position of liability) : গচ্ছিত সম্পদে তত্ত্বাবধায়ক যখন কর্তৃত্বের অধিকার সংরক্ষণ করেন তখন ঐ ওয়াদিয়াহ দায়ভারের কর্তৃত্ব সম্বলিত ওয়াদিয়াহ বলা হয়। সেক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক বা জমাগ্রহণকারী এ গচ্ছিত সম্পদ ঋণ হিসেবে গ্রহণ করেন ও তাতে কর্তৃত্বের পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণ করেন।

ইজমার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, সর্বযুগের সর্বস্তরের আলিম অন্যের কাছে সম্পদ গচ্ছিত রাখা এবং গচ্ছিত সম্পদ ফেরত দেয়ার আবশ্যকতার ওপর একমত হয়েছে। ইমাম ইবনুল মুনজির সহ অনেকে উক্ত ইজমা বর্ণনা করেছেন।[১৮৬]

অতএব পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার ভিত্তিতে ওয়াদিয়ার বৈধতা প্রমাণিত। তাছাড়া বাস্তবতার নিরিখেও এটি মানুষের জন্য অতিপ্রয়োজনীয় একটি বিষয় বিধায় শরিয়তও এর বৈধতা প্রদান করে।

---

[১৮৪] আবু আব্দুল্লাহ্ মুহম্মদ ইবনে ইসমাঈল, *সহীহ বুখারী*, (কায়রোঃ দারুস সালাম, ২০০০) হাদীস নং ৩১২৯, পৃ. ৮৭

[১৮৫] সুনানে ইবনে মাজাহ, *আবওয়াবুস সাদাকাত*, বাবুল অদী'য়াহ, হাদীস নং- ২৪০১

[১৮৬] মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীম ইবনুল মানজির, *আল-ইজমা'* (রিয়াদঃ দারু আলামুল কুতুব, ২০০৩), পৃ. ১২৯

আল-ওয়াদিয়ার প্রায়োগিক কর্মকৌশল

আল-ওয়াদিয়া চলতি হিসাবে আমানতকারী ও আমানতদার-এ দু'টি পক্ষ থাকে। আমানতকারীকে 'মুয়াদ্দি' ও জমা গ্রহণকারী বা আমানতদার বা হিফাজতকারীকে 'মুয়াদ্দা ইলায়হি' এবং যে বস্তু জমা রাখা হয় তাকে 'মুয়াদ্দা' বলা হয়। আমানতদার জমাকৃত জিনিসটির কোন প্রকার পরিবর্তন না করে জমাকারীর নিকট থেকে সাময়িকভাবে ব্যবহার করার অনুমতি লাভ করেন। এক্ষেত্রে গচ্ছিত অর্থ হিফাজতকারীর নিকট ঋণ হিসেবে গণ্য হয়। অতএব আল-ওয়াদিয়া হলো ঐ চুক্তি যার ভিত্তিতে গচ্ছিত অর্থ কারো নিকট স্বেচ্ছায় আমানত রাখা হয় এবং আমানত গ্রহণকারী ঐ অর্থ ব্যবহার করার অনুমতি পেয়ে থাকেন[১৮৭]। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহ উল্লিখিত আল-ওয়াদিয়া নীতির ভিত্তিতে চলতি হিসাবে আমানতকারীর অর্থ গচ্ছিত রাখে এবং আমানতদার হিসেবে গচ্ছিত এ আমানতের সংরক্ষণ ও নিরাপদ হিফাজত করে।

চলতি হিসাবের মুনাফা

পূর্বের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, আল-ওয়াদিয়া চুক্তির শরয়ী নীতিমালা অনুযায়ী চলতি হিসাবে সঞ্চিত অর্থ গ্রাহকের থেকে গৃহীত ঋণ হিসেবে গণ্য। শরিয়তের সাধারণ নীতিমালা হলো, ঋণের বিপরীতে কোনো প্রকার সুবিধা বা মুনাফা প্রদান করা যাবে না। ফিকহের অন্যতম একটি সূত্র হলো, كل قرض جرأ نفعا فهو ربا *"ঋণের বিপরীতে কোনো সুবিধা দেয়া সুদ"*[১৮৮]। অতএব চলতি হিসাবে মুনাফা দেয়া সুদ হিসেবে গণ্য হয় বিধায় ইসলামী ব্যাংকগুলো চলতি হিসাবের বিপরীতে কোনো প্রকার মুনাফা প্রদান করে না।

ইসলামী ব্যাংকিং শাখা ও উইন্ডোতে আল ওয়াদিয়া চলতি হিসাবের প্রবাহ চিত্র

ব্যাংকিং সেক্টরের মোট চলতি হিসাবের আমানতের পরিমাণ

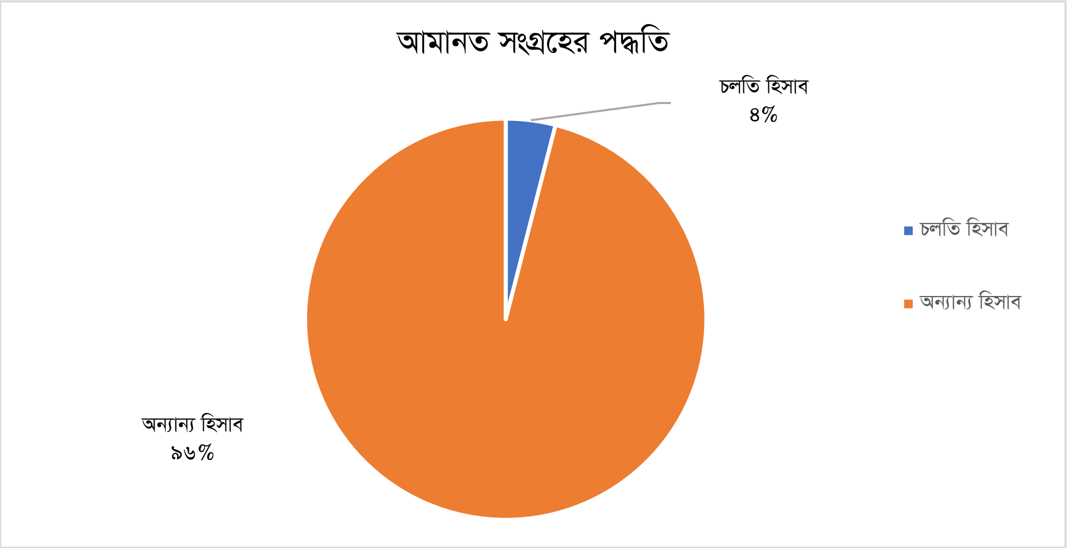

চিত্র ৩.১: ইসলামী ব্যাংকিং সেক্টরের আমানত সংগ্রহ[১৮৯]

---

[১৮৭] মুহা. কামরুজ্জামান, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, (ঢাকা: রিমঝিম প্রকাশনী, ২০১৫), পৃ. ৩৪৬

[১৮৮] আল-বায়হাকী, *আসসুনান আল-কুবরা*, কিতাবুল বুয়ু, বাবু কুল্লু কারদিন জাররা নাফআন ফাহুআ রিবা, ৫/৫৩০, হাদীস নং-১০৭০৫

[১৮৯] বাংলাদেশ ব্যাংকের রিপোর্ট: বাংলাদেশ ব্যাংক, ত্রৈমাসিক ইসলামী ব্যাংক উন্নয়ন প্রতিবেদন, জুন-জুলাই ২০২১, পৃ. ৭

প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংক শাখা ও উইন্ডোগুলো যে পরিমাণ আমানত সংগ্রহ করেছে তার একটি চিত্র তুলে ধরা হল:

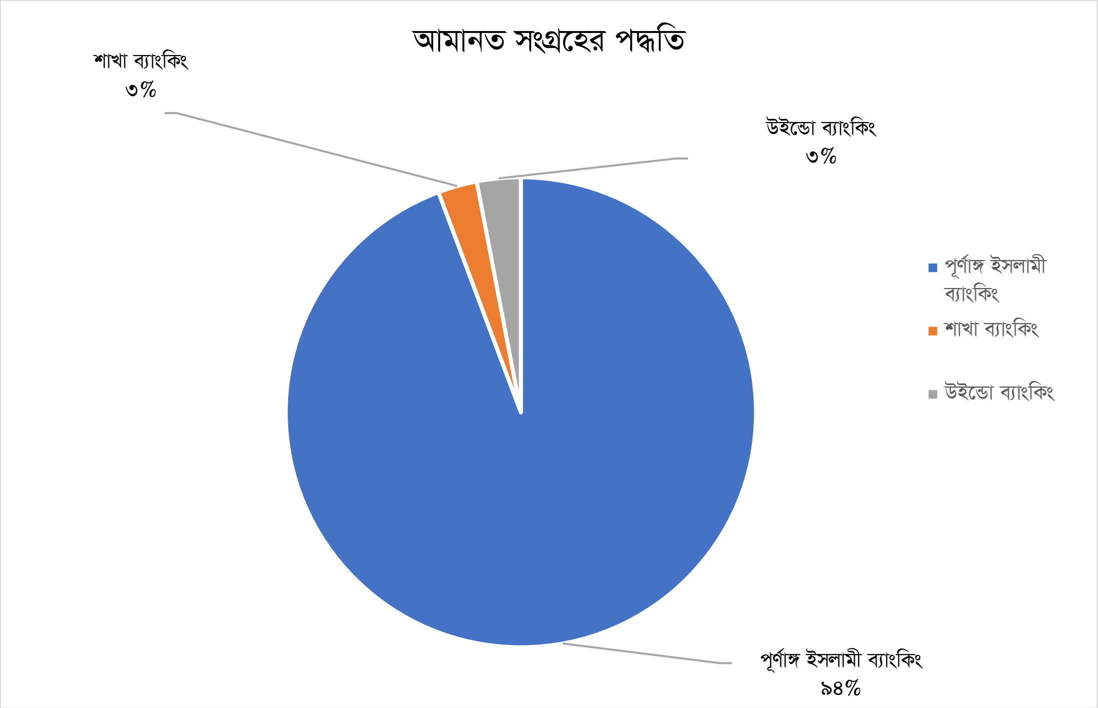

চিত্র. ৩.২: ইসলামী শাখা ও উইন্ডোর আমানত সংগ্রহ পদ্ধতি[১৯০]

ইসলামী ব্যাংক শাখা এবং উইন্ডোগুলো তুলনামূলক ভাবে আমানত সংগ্রহে তাদের অবদান রেখে চলছে।

২. সঞ্চয়ী হিসাব

ক. পরিচিতি ও কর্মকৌশল

সাধারণত নির্দিষ্ট এবং স্থির আয়ের লোকজন সঞ্চয়ের উদ্দেশ্য ব্যাংকে যে হিসাব খোলে তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলা হয়। সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে ব্যাংক আমানতকারীদের সাথে এমন এক প্রকার চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যে, আমানত ব্যবহারে ব্যাংকের পূর্ণ অধিকার থাকবে এবং এই আমানত ব্যবহার করে ব্যাংক যে মুনাফা অর্জন করবে তা একটি সম্মত অনুপাতে ব্যাংক ও আমানতকারীদের মাঝে বণ্টিত হবে। অবশ্য সুদী ব্যাংকে নির্ধারিত হারে সুদ প্রদান করা হয়। সঞ্চয়ী হিসাবের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,

> A savings account is a basic type of bank account that allows you to deposit money, keep it safe, and withdraw funds, all while earning interest.[১৯১]

---

[১৯০] বাংলাদেশ ব্যাংকের রিপোর্ট: বাংলাদেশ ব্যাংক, ত্রৈমাসিক ইসলামী ব্যাংক উন্নয়ন প্রতিবেদন, জুন-জুলাই ২০২১, পৃ. ৬

[১৯১] Justin Pritchard, *What Is a Savings Account?*, https://www.thebalance.com/savings-accounts-4073268, Collected: 12.12.2020

সঞ্চয়ী হিসাব এমন এক মৌলিক ব্যাংক হিসাব যা একজন গ্রাহককে অর্থ জমা প্রদান, নিরাপদে রাখা, অর্থ উত্তোলন এমনকি সুদ অর্জনের সুবিধা প্রদান করে।

সঞ্চয়ী হিসাব ব্যক্তিহিসাবধারীদের জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় সঞ্চয়। এই একাউন্টগুলোতে একাউন্ট থেকে জমা এবং উত্তোলনের জন্য শুধুমাত্র চেক সুবিধা প্রদান করা হয় না সেই সাথে অন্যান্য সুবিধা প্রদান করা হয়। বেশিরভাগ ব্যাংকেই অর্থ উত্তোলনের নির্ধারিত সীমা এবং পরিমাণ দেয়া থাকে কিন্তু, খুব কম ব্যাংকই এগুলো প্রয়োগ করে। যদি ব্যাংক মনে করে এই একাউন্টগুলো একটি চলতি একাউন্ট হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, তাহলে তারা একাউন্টের উপর সকল ধরনের বিধি নিষেধের প্রয়োগ করতে পারে।[১৯২] সঞ্চয়ী হিসাবে জমাকৃত অর্থ ব্যাংক ব্যবহারের পূর্ণ অধিকার রাখেন এবং জমাকারী গ্রাহক মুনাফার অধিকারী হন। ফলে উভয় পক্ষ এ একাউন্ট থেকে উপকৃত হন।

বর্তমান সময়ে বিভিন্ন ধরনের সঞ্চয়ী হিসাব রয়েছে। যেমন সাধারণ সঞ্চয়ী হিসাব, বিভিন্ন মেয়াদী ফিক্সড ডিপোজিট, মাসিক জমার ভিত্তিতে বিভিন্ন মেয়াদী স্কিম ইত্যাদি।

খ. ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় সঞ্চয়ী হিসাব পরিচালনার শরয়ী নীতি

বাংলাদেশে কর্মরত সকল ইসলামী ব্যাংক ও কনভেনশনাল ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং শাখা ও উইন্ডো শুধুমাত্র মুদারাবা চুক্তির ভিত্তিতে সঞ্চয়ী হিসাব পরিচালনা করে থাকে।

গ. মুদারাবার পরিচয়

নিম্নে মুদারাবার আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ এবং এর শরয়ী বৈধতা আলোচনা করা হলো:

১. আভিধানিক অর্থ

মুদারাবা (المضاربة) শব্দটি দারবুন (ضرب) মূলধাতু থেকে নির্গত। আরবিতে এর কয়েকটি অর্থ রয়েছে। যেমন- প্রহার করা, দৃষ্টান্ত প্রদান, ভ্রমণ করা বা কোনো কিছু অন্বেষণ করা। মুদারাবা শব্দটি ইরাকবাসীর পরিভাষা। এজন্য হানাফী ও হাম্বলী মাযহাবের কিতাবে এ পরিভাষাটি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। পক্ষান্তরে হেজাযবাসী (মালিকি ও শাফিয়ি মাযহাব) মুদারাবা বুঝাতে কিরাদ (القراض) বা মুকারাদা (المقارضة) শব্দের ব্যবহার করেন। কিরাদ শব্দের অর্থ কর্তন করা।[১৯৩]

২. পারিভাষিক অর্থ

ফকীহগণ ভিন্ন ভিন্ন শব্দমালায় মুদারাবার সংজ্ঞা প্রদান করলেও তাদের মূল উদ্দেশ্য অভিন্ন। তাদের প্রদত্ত সংজ্ঞাসমূহের মূল নির্যাস হলো,

---

[১৯২] Nitya Prakash, *Banking Principles &Practice* (Lucknow: Creative Ecstasy, 2013), P. 57

[১৯৩] মুহাম্মদ ইবনে মুকাররাম ইবনে মানজুর, *লিসানুল আরব* (বৈরূত: দারু ইয়াহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, ১৯৯৯), খ. ২, পৃ. ৩২

دفع مال إلى غيره ليتصرف فيه، ويكون الربح بينهما على ما شرطا، فيكون الربح لرب المال بسبب ماله لأنه نماء ماله، وللمضارب باعتبار عمله الذي هو سبب وجود الربح.

কাউকে কারবার সম্পন্ন করার জন্য সম্পদ প্রদান করা এই মর্মে যে, নির্ধারিত শর্তের ভিত্তিতে উভয়ের মধ্যে মুনাফা বণ্টিত হবে। পুঁজিপতিকে মুনাফা দেয়া হবে এ কারণে যে, মুনাফা মূলত তার সম্পদের বর্ধিত অংশ, আবার উদ্যোক্তাকে এজন্য মুনাফা প্রদান করা হবে যে, এ মুনাফা তার শ্রমেরই ফসল।[১৯৪]

Accounting Auditing and Organization for Islamic Financial Institutions এর দৃষ্টিতে মুদারাবা হলো,

المضاربة شركة في الربح بمال من جانب (رب المال) وعمل من جانب آخر (المضارب)

মুদারাবা বলা হয় মুনাফায় এমন অংশীদারিত্বকে যেখানে একপক্ষ (মূলধনের মালিক) মূলধন যোগান দেয় এবং অপরপক্ষ (উদ্যোক্তা) শ্রম প্রদান করে।"[১৯৫]

অতএব মুদারাবা এক প্রকার অংশীদারি কারবার, যার মাধ্যমে চুক্তির ভিত্তিতে মুনাফায় অংশীদারিত্ব স্থাপিত হয়। এ পদ্ধতিতে একপক্ষ পুঁজির যোগান দেয় এবং অন্যপক্ষ ঐ পুঁজি ব্যবহার করে স্বীয় শ্রম, সময় ও অভিজ্ঞতা দিয়ে সরাসরি ব্যবসা পরিচালনা করে এবং চুক্তির ভিত্তিতে মুনাফায় অংশীদারিত্ব লাভ করে। এভাবে একপক্ষের মূলধন এবং অন্যপক্ষের দৈহিক শ্রম, মেধা ও বুদ্ধির সমন্বয়ে যে ব্যবসা পরিচালিত হয় তাকে মুদারাবা বলে।

ঘ. মুদারাবার শরয়ী বৈধতা

পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার ভিত্তিতে মুদারাবা চুক্তির বৈধতা প্রমাণিত হয়। যেমন-

১. পবিত্র কুরআনের দলিল

মহান আল্লাহ বলেন,

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

"অন্যরা আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে পৃথিবীতে ভ্রমণ করে।"[১৯৬]

এ আয়াতে আল্লাহ যেসব সাহাবীর প্রশংসা করেছেন তাঁদের মধ্যে অনেকে মুদারাবার ভিত্তিতে ব্যবসাকার্যে নিয়োজিত ছিলেন। এ ব্যবসা পদ্ধতি বৈধ না হলে তিনি প্রশংসা করতেন না। তাই ফকীহগণ উপরোক্ত আয়াতকে মুদারাবা বৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

---

[১৯৪] আলাউদ্দিন মুহাম্মদ আহমদ আস-সমরকান্দী, *তুহফাতুল ফুকাহা* (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৩), খ. ৩, পৃ. ১৯

[১৯৫] AAOIFI, *Shariah Standard*, P. 130

[১৯৬] সূরা আল-মুযযাম্মিল, ২০

২. হাদীস শরিফের বর্ণনা

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (তাঁর পিতা) আব্বাস (রা.) কাউকে মুদারাবার ভিত্তিতে ব্যবসা করার জন্য পুঁজি দেওয়ার সময় তাকে শর্ত প্রদান করতেন, সে যেন সাগরপথে সফরে না যায়, কোন উপত্যকায় অবতরণ না করে, সেখানে কোন সজীব যকৃতধারী (অর্থাৎ ক্রীতদাস) যেন খরিদ না করে। যদি (নিষেধ করার পরও) সে তা করে তবে সে তার জন্য দায়ী থাকবে। পরবর্তী সময়ে তিনি তার এ সকল শর্তের কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামকে অবহিত করলে নবিজি তাতে অনুমতি ও বৈধতা প্রদান করেন।[১৯৭]

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

ثلاث فيهن البركة، المقارضة، والبيع إلى أجل، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع

তিনটি জিনিসের মধ্যে বরকত নিহিত। বাকিতে বিক্রি, মুকারাদাহ (মুদারাবা) এবং বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে নয় বরং ঘরে খাওয়ার জন্য যবের সঙ্গে গম মেশানো।[১৯৮]

তাছাড়া মহানবি (সা.) যখন দুনিয়ায় প্রেরিত হয়েছিলেন মানুষ তখন মুদারাবা পদ্ধতিতে ব্যবসা করত। তিনি তাদের নিষেধ করেননি, এভাবে বিষয়টিতে নীরব থাকা তাঁর সম্মতি প্রদান করে। নবিজির সম্মতিও হাদিসের দলিলের অন্তর্ভুক্ত।

৩. ইজমার প্রমাণ

অনেক সাহাবীর পক্ষ হতে বর্ণিত আছে, তারা মুদারাবা চুক্তি অনুযায়ী ব্যবসা করার জন্য এতিমের সম্পদ লোকদের দিতেন। বর্ণনাকারী সাহাবীগণ হচ্ছেন : উমর, আলী, উসমান, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, উবায়দুল্লাহ ইবনে উমর ও আয়েশা (রা.) প্রমুখ। তাদের সমসাময়িক কেউ মুদারাবার ভিত্তিতে এক এতিমের মাল অপরের হাতে তুলে দেওয়ার আপত্তি করেছেন। এভাবেই বিষয়টি সাহাবীদের ইজমা বা ঐকমত্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৯৯]

৬. মুদারাবা কর্মকৌশল

মুদারাবার ভিত্তিতে পরিচালিত সঞ্চয়ী হিসাবে জমাকৃত অর্থকে আমানত বলা হলেও মূলত এগুলো এক ধরনের অংশীদারী বিনিয়োগ। ইসলামী ব্যাংকগুলো এসব অর্থ ইচ্ছেমতো যে কোন শরিয়াহসম্মত

---

[১৯৭] আল-বায়হাকী, *আসসুনান আল-কুবরা*, কিতাবুল কিরাদ, বাববিহীন, খ. ৬, পৃ. ২০৬, হাদীস নং ১১৬১১। হাদীসটির সনদে দুর্বলতা রয়েছে।

[১৯৮] মুহাম্মদ ইবন ইয়াযিদ ইবনে মাজাহ, *সুনানে ইবনে মাজাহ*, (রিয়াদঃ দারুস সালাম, ১৯৯৯), কিতাবুত তিজারাহ, বাবুশ শরীকাহ ওয়াল মুদারাবা, হাদীস ২২৮৯

[১৯৯] ইমাম আলাউদ্দীন আল-কাসানী, *বাদায়িউস সানায়ি*, (বৈরূতঃ দারুল কিতাবিল আরাবী, ২য় প্রকাশ, ১৯৮২), খ. ৬, পৃ. ৭৯

কারবারে বিনিয়োগ করে থাকে। এ পদ্ধতির হিসাব খোলার সময়ই ব্যাংক তার অর্থ আমানতকারীর নিকট থেকে হিসাব খোলার ফরমে লিখিত নীতিমালার মাধ্যমে বিনিয়োগের অনুমতি গ্রহণ করে।

মুদারাবা চুক্তির আওতায় আমানতকারীগণ মূলধনের মালিক (সাহিবুল মাল) হিসেবে তাদের অর্থের বিনিয়োগ থেকে অর্জিত লাভের অংশীদার হওয়ার আশায় নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যাংকে জমা রাখে। ব্যাংক উদ্যোক্তা (মুদারিব) হিসেবে বিশ্বস্ততার সাথে তার অর্থায়ন প্রক্রিয়ায় বা বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহে অর্থ ব্যবহার করে। এভাবে ব্যাংক আমানতকারীদের বৃহত্তর স্বার্থ সংরক্ষণ করে থাকে। বিনিয়োগ থেকে যে লাভ অর্জিত হয়, তা আমানতকারী এবং ব্যাংকের মধ্যে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে পূর্বনির্ধারিত হারে বণ্টিত হয়। লাভ বণ্টনের হার নির্ধারিত হয় চুক্তি বা আকদ-এর বিধান অনুসারে। যদি কোন লোকসান হয় তাহলে তার সম্পূর্ণ দায় আমনতকারী তথা সম্পদের মালিকদের ওপর বর্তায়।

চ. বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং এ সঞ্চয়ী হিসাব

বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ মুদারাবা নীতিমালার ভিত্তিতে বিভিন্ন মুদারাবা সঞ্চয়ী ও স্কিম হিসাব খুলে জনগণের অর্থ আমানত হিসেবে জমা গ্রহণ করে থাকে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ ও কনভেনশনাল ব্যাংকের ইসলামী শাখা ও উইন্ডোসমূহের প্রচারপত্র ও ওয়েবসাইটে অনুসন্ধানের ভিত্তিতে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে নিম্নরূপ সঞ্চয়ী হিসাব চালু রয়েছে:

- সাধারণ মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব
- বিশেষ মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব
- সাধারণ মুদারাবা মেয়াদী সঞ্চয়ী হিসাব: ৩ মাস/ ৬ মাস/ ১২ মাস/ ২-৫ বছর
- বিশেষ মুদারাবা মেয়াদী সঞ্চয়ী হিসাব
- মুদারাবা শর্ট নোটিশ জমা হিসাব
- মুদারাবা হজ্জ সঞ্চয়ী হিসাব
- মুদারাবা সঞ্চয় বন্ড
- মুদারাবা বৈদেশিক মুদ্রা জমা (সঞ্চয়) হিসাব
- মুদারাবা ওয়াক্বফ জমা হিসাব
- মুদারাবা মোহর সঞ্চয় প্রকল্প বা স্কিম
- বিভিন্ন পেনশন স্কিম
- উচ্চ শিক্ষা সঞ্চয় প্রকল্প বা স্কিম

বিভিন্ন ব্যাংকগুলো এই সকল হিসাব পরিচালনা করে থেকে। কোনো কোনো ব্যাংক ৫, ৭, ৯, ১০ বা এর থেকেও বেশি ধরনের হিসাব পরিচালনা করে থাকে।

কোন কোন ব্যাংক কোন কোন হিসাব পরিচালনা করে তার একটি তালিকা প্রদান করা হলো:

ক্রমিক	ব্যাংক নাম	আমানত পদ্ধতি
১	দ্যা সিটি ব্যাংক লিমিটেড	• মুদারাবা সঞ্চয় হিসাব • মুদারাবা টার্ম ডেপোজিট • মুদারাবা মাসিক সঞ্চয় হিসাব • মুদারাবা শর্ট নোটিস ডেপোজিট
২	এবি ব্যাংক লিমিটেড	• মুদারাবা সঞ্চয় হিসাব • মুদারাবা টার্ম ডেপোজিট • মুদারাবা মাসিক সঞ্চয় হিসাব • মুদারাবা শর্ট নোটিস ডেপোজিট • মুদারাবা হজ্জ সঞ্চয় হিসাব • মুদারাবা ক্যাশ ওয়াকফ হিসাব • মুদারাবা বিবাহ সঞ্চয় হিসাব • মুদারাবা পেনশন সঞ্চয় হিসাব
৩	ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড	• মুদারাবা সঞ্চয় হিসাব • মুদারাবা টার্ম ডেপোজিট • মুদারাবা মাসিক সঞ্চয় হিসাব • মুদারাবা শর্ট নোটিস ডেপোজিট • মুদারাবা হজ্জ সঞ্চয় হিসাব • মুদারাবা ক্যাশ ওয়াকফ হিসাব • মুদারাবা বিবাহ সঞ্চয় হিসাব • মুদারাবা পেনশন সঞ্চয় হিসাব • মুদারাবা গিফ্ট চেক • মুদারাবা গোল্ড ডেপোজিট হিসাব • মুদারাবা সিলভার ডেপোজিট হিসাব
৪	প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড	• মুদারাবা সঞ্চয় হিসাব • মুদারাবা টার্ম ডেপোজিট • মুদারাবা মাসিক সঞ্চয় হিসাব • মুদারাবা শর্ট নোটিস ডেপোজিট • মুদারাবা হজ্জ সঞ্চয় হিসাব • মুদারাবা ক্যাশ ওয়াকফ হিসাব • মুদারাবা বিবাহ সঞ্চয় হিসাব • মুদারাবা পেনশন সঞ্চয় হিসাব • মুদারাবা গিফ্ট চেক • মুদারাবা গোল্ড ডেপোজিট হিসাব • মুদারাবা সিলভার ডেপোজিট হিসাব • মুদারাবা প্রিমিয়ার জিনিয়াস হিসাব • মুদারাবা বৈদেশিক সঞ্চয় হিসাব

৫	প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড	• মুদারাবা সঞ্চয় হিসাব • মুদারাবা স্পেশাল নোটিস ডেপোজিট • মুদারাবা ফিক্সড ডেপোজিট
৬	সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড	• মুদারাবা সঞ্চয় হিসাব • মুদারাবা টার্ম ডেপোজিট • মুদারাবা মাসিক সঞ্চয় হিসাব • মুদারাবা মোহর হিসাব
৭	যমুনা ব্যাংক লিমিটেড	• মুদারাবা সঞ্চয় হিসাব • মুদারাবা টার্ম ডেপোজিট • মুদারাবা শর্ট নোটিস ডেপোজিট
৮	ব্যাংক আল-ফালাহ লিমিটেড	• আল ফালাহ ইসলামিক বিজনেস ওয়ে • আল ফালাহ রেমিট্যান্স হিসাব • ইসলামিক ডিজিটাল সঞ্চয় হিসাব • মুশারাকা সঞ্চয় হিসাব
৯	এনআরবি ব্যাংক লিমিটেড	• মুদারাবা সঞ্চয় হিসাব • মুদারাবা টার্ম ডেপোজিট • মুদারাবা মাসিক সঞ্চয় হিসাব • মুদারাবা পেনশন সঞ্চয় হিসাব

সারণি ৩.৩: প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী শাখা[২০০]

ইসলামী ব্যাংকিং শাখাসমূহ এই সব পদ্ধতিতে আমানত সংগ্রহ করে থাকে।

১	সোনালী ব্যাংক লিমিটেড	• মুদারাবা সঞ্চয় হিসাব • মুদারাবা টার্ম ডেপোজিট • মুদারাবা স্পেশাল নোটিস ডেপোজিট • মুদারাবা হজ্জ সঞ্চয় হিসাব • মুদারাবা মাসিক সঞ্চয় হিসাব • মুদারাবা মাসিক প্রফিট স্কিম
২	জনতা ব্যাংক লিমিটেড	কার্যক্রম চলমান
৩	অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড	• মুদারাবা সঞ্চয় হিসাব • মুদারাবা টার্ম ডেপোজিট • মুদারাবা স্পেশাল নোটিস ডেপোজিট • মুদারাবা হজ্জ সঞ্চয় হিসাব • মুদারাবা মাসিক সঞ্চয় হিসাব • মুদারাবা মোহর সঞ্চয় হিসাব • মুদারাবা ক্যাশ ওয়াকফ ডেপোজিট • মুদারাবা প্রবাসী কল্যাণ সঞ্চয় হিসাব
৪	পূবালী ব্যাংক লিমিটেড	• মুদারাবা সঞ্চয় হিসাব

[২০০] স্ব স্ব ব্যাংকের ওয়েবসাইট, সংগ্রহের ১২.১২.২০২১

		• মুদারাবা টার্ম ডেপোজিট • মুদারাবা শর্ট নোটিস ডেপোজিট • মুদারাবা হজ্জ সঞ্চয় হিসাব • মুদারাবা পেনশন ডেপোজিট
৫	ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড	• মুদারাবা সঞ্চয় হিসাব • মুদারাবা টার্ম ডেপোজিট • মুদারাবা শর্ট নোটিস ডেপোজিট • মুদারাবা হজ্জ সঞ্চয় হিসাব • মুদারাবা পেনশন ডেপোজিট
৬	ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড	• মুদারাবা সঞ্চয় হিসাব • মুদারাবা টার্ম ডেপোজিট • মুদারাবা স্পেশাল নোটিস ডেপোজিট • মুদারাবা হজ্জ সঞ্চয় হিসাব • মুদারাবা পেনশন ডেপোজিট • মুদারাবা ক্যাশ ওয়াকফ হিসাব
৭	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক	• সাদিক চলতি হিসাব • সাদিক সাদাকাহ হিসাব • সাদিক সঞ্চয় হিসাব • সাদিক ই-সঞ্চয় হিসাব • সাদিক সুপার সেভার প্রিমিয়াম • সাদিক টার্ম ডেপোজিট • সাদিক গ্রাজুয়েট হিসাব • সাদিক হজ্জ সঞ্চয় হিসাব
৮	মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড	কার্যক্রম চলমান
৯	মিডলাইন ব্যাংক লিমিটেড	• মুদারাবা সঞ্চয় হিসাব • মুদারাবা টার্ম ডেপোজিট • মুদারাবা স্পেশাল নোটিস ডেপোজিট • মুদারাবা হজ্জ সঞ্চয় হিসাব • মুদারাবা মাসিক সঞ্চয় হিসাব • মুদারাবা মোহর সঞ্চয় হিসাব • মুদারাবা ক্যাশ ওয়াকফ ডেপোজিট • মুদারাবা প্রবাসী কল্যাণ সঞ্চয় হিসাব
১০	এনআরবিসি ব্যাংক	• মুদারাবা সঞ্চয় হিসাব • মুদারাবা এনডিসি হিসাব • মুদারাবা সহজ সঞ্চয়ী হিসাব • মুদারাবা মেয়াদী সঞ্চয়ী হিসাব • মুদারাবা মাসিক কিস্তি স্কিম • মুদারাবা মাসিক মুনাফা প্রকল্প

১১	ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড	• মুদারাবা সঞ্চয় হিসাব • মুদারাবা টার্ম ডেপোজিট • মুদারাবা স্পেশাল নোটিস ডেপোজিট • মুদারাবা হজ্জ সঞ্চয় হিসাব • মুদারাবা মাসিক সঞ্চয় হিসাব • মুদারাবা স্কুল ব্যাংকিং হিসাব • মুদারাবা ইমারাহ/গৃহিণী সঞ্চয় হিসাব • মুদারাবা মিলিওনিয়ার স্কিম • মুদারাবা ক্যাশ ওয়াকফ ডেপোজিট
১২	ইউসিবি ব্যাংক লিমিটেড	• মুদারাবা সঞ্চয় হিসাব • মুদারাবা টার্ম ডেপোজিট • মুদারাবা মাসিক সঞ্চয় হিসাব • মুদারাবা প্রবাসী সঞ্চয় হিসাব
১৩	মেঘনা ব্যাংক লিমিটেড	কার্যক্রম চলমান
১৪	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড	কার্যক্রম চলমান

সারণি ৩.৪: প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী উইন্ডো[২০১]

উইন্ডো ব্যাংকিং পরিচালনাকারী ব্যাংকগুলো এই পদ্ধতিগুলোতে আমানত সংগ্রহ করে থাকে।[২০২]

ছ. প্রবাহচিত্র

প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং শাখা ও উইন্ডোতে মুদারাবা পদ্ধতিতে আমানত সংগ্রহের চিত্র:

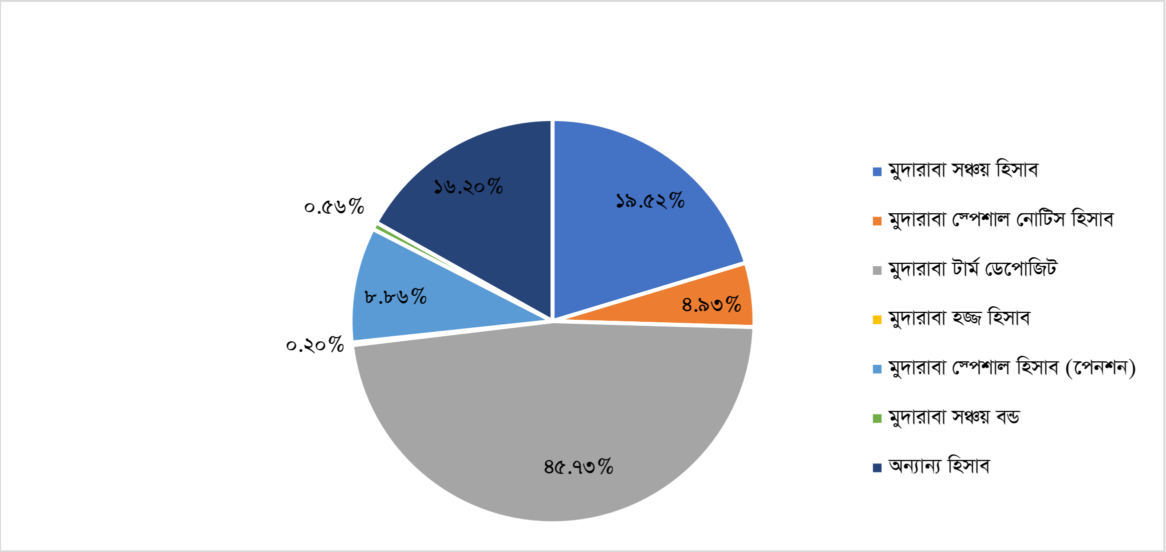

চিত্র ৩.৩: প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং শাখা ও উইন্ডোর আমানত[২০৩]

[২০১] স্ব স্ব ব্যাংকের ওয়েবসাইট, সংগ্রহের ১২.১২.২০২১

[২০২] প্রাগুক্ত, সংগ্রহের ১২.১২.২০২১

[২০৩] বাংলাদেশ ব্যাংকের রিপোর্ট: বাংলাদেশ ব্যাংক, *ত্রৈমাসিক ইসলামী ব্যাংক উন্নয়ন প্রতিবেদন*, ২০২০, পৃ. ৫

ইসলামী ব্যাংকগুলো যে হিসাবসমূহ পরিচালনা করে তার মাঝে সবচেয়ে বেশি আমানত জমা হয় মুদারাবা টার্ম ডেপোজিট একাউন্টে যা মোট ডেপোজিট এর ৪৫.৭৩%। মুদারাবা সঞ্চয় হিসাব ১৯.৫২%, মুদারাবা স্পেশাল হিসাব (পেনশন) ৮.৮৬%, মুদারাবা স্পেশাল নোটিস হিসাব ৪.৯৩%, মুদারাবা সঞ্চয় বন্ড ০.৫৬%, মুদারাবা হজ্জ হিসাব ০.২০%, অন্যান্য হিসাব ১৬.২০% আমানত সংগ্রহ করে। ইসলামী ব্যাংকগুলো আমানত সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন ধরনের হিসাব পরিচালনা করে। তবে আল ওয়াদিয়া ও মুদারাবা এই দুইটি মৌলিক হিসাবের উপর ভিত্তি করেই অন্যান্য হিসাবসমূহ পরিচালনা করে থাকে। গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী প্রতিটি ব্যাংক বিভিন্ন হিসাব খোলা এবং পরিচালনার করে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: বিনিয়োগ

বিনিয়োগব্যবস্থা হচ্ছে ব্যাংকের প্রাণশক্তি। কারণ ভালো বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যাংক তার মুনাফা বৃদ্ধি করে অগ্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারে। আর বিনিয়োগে ব্যর্থ হলে ব্যাংক নিজে যেমন মুনাফা হতে বঞ্চিত হবে তেমনি আমানতকারীদেরও মুনাফা দিতে সক্ষম হবে না। আর আমানতকারীগণ মুনাফা না পেয়ে তাদের আমানত তুলে নিলে ব্যাংক তার অস্তিত্ব সংকটে পড়বে। তবে ইসলামী ব্যাংক প্রচলিত সুদী ব্যাংকের মতো সব ধরনের পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করতে পারে না। ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি ও বিনিয়োগের খাত শরিয়াহ তথা আল-কুরআন ও হাদীসের আলোকে হওয়া আবশ্যক।

বাংলাদেশের প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং ও উইন্ডো ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ পদ্ধতি পর্যালোচনা করে তা নিম্নোক্ত ভাগে বিভক্ত করা যায়:

- ক্রয়-বিক্রয় ভিত্তিক বিনিয়োগ পদ্ধতি
- অংশীদারিত্ব ভিত্তিক বিনিয়োগ পদ্ধতি
- ভাড়াভিত্তিক বিনিয়োগ পদ্ধতি

ক্রয়-বিক্রয়ভিত্তিক বিনিয়োগ পদ্ধতি

এ পদ্ধতির অধীনে প্রদত্ত বিনিয়োগগুলো হলো:

১. বাই মুরাবাহা বিনিয়োগ

২. বাই মুয়াজ্জাল বিনিয়োগ

৩. বাই সালাম বিনিয়োগ

৪. বাই ইসতিসনা বিনিয়োগ

প্রত্যেকটি পদ্ধতির বিস্তারিত বর্ণনা নিচে আলোচনা করা হলো:

১. মুরাবাহা (المرابحة) : শব্দটি আরবী ربح শব্দমূল হতে উদ্ভূত। ربح এর আভিধানিক অর্থ লাভ, অর্জন, কৃতকার্যতা, সফলতা, উপকার প্রভৃতি।[২০৪] ইংরেজিতে বলা হয় Profit।

ব্যবহারিক অর্থে মুরাবাহা এর অর্থ প্রদান করতে যেয়ে

হেদায়া গ্রন্থকার বলেন: "প্রথম মূল্যের (ক্রয়মূল্যের) সাথে লাভ যুক্ত করে প্রথম চুক্তির মাধ্যমে অর্জিত মালিকানা হস্তান্তর করাকে মুরাবাহা বলা হয়।"[২০৫]

ড.এম. উমার চাপরার ভাষায়:

> Bai Murabaha in its simplest sense stands for supply of goods by the seller to the buyer at a specified profit margin mutually agreed between them[২০৬].

বাহরাইনভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা AAOIFI বাই মুরাবাহার সংজ্ঞায় বলেছে:

"ক্রয়মূল্যের ওপর উভয়ের সম্মতিতে নির্ধারিত লাভ যোগ করে পণ্য বিক্রি করাকে বাই মুরাবাহা বলা হয়। এ লাভ বিক্রয় মূল্যের শতকরা হারে হতে পারে কিংবা নির্দিষ্ট হতে পারে। ক্রয়ের অঙ্গীকার ছাড়া এই লেনদেন সম্পন্ন হলে তাকে 'সাধারণ মুরাবাহা' বলা হয়। আর পণ্য ক্রয়ের অঙ্গীকারের ভিত্তিতে ব্যাংকের মাধ্যমে কোনো পণ্য ক্রয় করাকে 'ব্যাংকিং মুরাবাহা' বলা হয়।' 'ক্রয়মূল্য এবং তার ওপর নির্ধারিত লাভ' এ বিষয় দুটি বাই আল মুরাবাহার মূল প্রতিপাদ্য"। [২০৭]

ইসলামী ব্যাংকিং এর প্রেক্ষিতে বাই মুরাবাহা বলতে এমন ব্যবসায়িক চুক্তি বুঝায় যার অধীনে ব্যাংক বিনিয়োগ গ্রাহকের অনুরোধে সরবরাহকারী থেকে নির্ধারিত মালামাল ক্রয় করে ক্রয়-মূল্যের সাথে পূর্ব স্বীকৃতি লাভ যোগ করে গ্রাহকের নিকট বিক্রি করবে। বিনিয়োগ গ্রাহক চুক্তির শর্তানুসারে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিক্রয় মূল্য পরিশোধ করে মালামাল গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবেন।

বাই মুরাবাহা বৈধ হওয়ার দলিল

বাই মুরাবাহা ইসলামী শরিয়াহ অনুমোদিত একটি কেনাবেচা পদ্ধতি।

আল কুরআনের বিধান

কেনাবেচাকে হালাল ঘোষণা করে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন:

---

[২০৪] ড.ইবরাহীম মাদকূর ও অন্যান্য, *আল মু'জামুল ওয়াসীত* (দিল্লি: কুতুবখানা হুসাইনিয়া দেওবন্দ, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ৩২২

[২০৫] বুরহানুদ্দীন আবুল হাসান 'আলী ইবন আবী বাকর আল ফারগানী, আল-হিদায়াতু শারহিল বিদায়াহ আল মুবতাদী, ৩য় খণ্ড (বৈরুত: আল ইহইয়্যাউত তুরাছিল আরাবী, তা.বি), পৃ. ৫৬

[২০৬] Dr. M. Umar Chapra, *Towards a Just Monetary System* (U.K. The Islamic Foundation Leicester.1985 A.D.), P. 169-170.

[২০৭] AAOIFI, *Shariah Standard (*Bahrain: AAOIFI, Standard-6, 2015), P. 222

اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰوا

আর আল্লাহ কেনাবেচাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম।[২০৮]

সুন্নাহর বিধান

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ الْمَدَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وسلم ‏.‏ ‏"‏ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ ‏"‏ ‏.

দাউদ বিন সালিহ আল মাদানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কেনাবেচা সম্পাদিত হয় পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে"।[২০৯]

বাই মুরাবাহায় ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের সম্মতিতে ক্রয়মূল্যের ওপর লাভ যোগপূর্বক কেনাবেচা সম্পাদিত হয় বলে তা বৈধ।

হাদীস শরীফে আরো বর্ণিত আছে:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً،

فَاشْتَرَاهَا بِدِينَارٍ، وَبَاعَهَا بِدِينَارَيْنِ، فَرَجَعَ فَاشْتَرَى لَهُ أُضْحِيَّةً بِدِينَارٍ، وَجَاءَ بِدِينَارٍ، إِلَى النَّبِيِّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَصَدَّقَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا لَهُ أَنْ يُبَارَكَ لَهُ فِي تِجَارَتِهِ

হাকিম ইবনু হিযাম রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জন্য একটি কুরবানির পশু কেনার উদ্দেশ্যে তাকে একটি দিনারসহ বাজারে পাঠালেন। তিনি এক দিনারে তা ক্রয় করে দুই দিনারে বিক্রি করলেন। এরপর তিনি ফিরে এলেন। আবার গিয়ে এক দিনারে একটি কুরবানির পশু কিনলেন। তারপর পশু ও অতিরিক্ত দিনার নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেটি দান করে দিলেন এবং তার ব্যবসায়ে বরকতের জন্য দু'আ করলেন।"[২১০] এ হাদীস থেকে জানা যায় যে লাভে কেনাবেচা করা বৈধ।

বাই মুরাবাহার প্রকারভেদ

বাই মুরাবাহা প্রথমত দু'প্রকার। যথা:

১. মুরাবাহা মুতলাকাহ (সাধারণ মুরাবাহা)

---

[২০৮] সূরা আল- বাকারাহ, আয়াত-২৭৫

[২০৯] ইমাম ইবনে মাজাহ, সুনানু ইবনু মাজাহ, (কায়রো: দারুস সালাম, ২০০০), হাদীস: ২১৮৫, খ. ২ পৃ. ৭৭৩

[২১০] ইমাম আবু দাউদ, সুনানু আবি দাউদ (বয়রুত: মাকতাবাতুল আসরিয়াহ, ২০০০) খ. ৩, হাদীস নং-৩৩৮৬, পৃ. ২৫৬

২. মুরাবাহা লিলু আমিরি বিশ্ শিরা (ক্রয়ের আদেশদাতার নিকট লাভে বিক্রি)[২১১]

মুরাবাহা মুতলাকাহ (সাধারণ মুরাবাহা)

ক্রেতার অনুরোধ ছাড়াই বিক্রেতা কর্তৃক কোনো পণ্য কিনে মালিকানা ও দখল লাভের পর ক্রয়মূল্যের সঙ্গে নির্ধারিত মুনাফা যোগ করে বিক্রি করাকে বাই আল মুরাবাহা আল মুতলাকাহ (بيع المرابحة المطلقة) বা সাধারণ মুরাবাহা' বলা হয়। ফিকহের পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে মুরাবাহা বলতে এ ধরনের মুরাবাহার কথাই বলা হয়েছে।

মুরাবাহা লিল আমিরি বিশ্শিরা (ক্রয়ের আদেশদাতার নিকট লাভে বিক্রি)

ক্রেতার অনুরোধে তার চাহিদা মোতাবেক বিক্রেতা কর্তৃক পণ্য ক্রয় করে মালিকানা ও দখল লাভের পর ক্রয়মূল্যের সঙ্গে সম্মত মুনাফা যোগ করে বিক্রয়মূল্য নির্ধারণপূর্বক উক্ত ক্রেতার কাছে বিক্রি করাকে বাই আল মুরাবাহা লিল আমিরি বিশ্শিরা (بيع المرابحة للآ مر بالشراء) বা ক্রয়ের আদেশদাতার নিকট লাভে বিক্রি করা হয়। এ ধরনের মুরাবাহাকে ব্যাংকিং মুরাবাহাও বলা হয়ে থাকে।

মুরাবাহার ক্ষেত্রে পণ্যের বিক্রয়মূল্য নগদে পরিশোধিত হতে পারে আবার বাকিতেও হতে পারে। ব্যাংকিং মুরাবাহাতে সাধারণত পণ্যের মূল্য ভবিষ্যতের কোনো নির্দিষ্ট সময় বা বাকিতে পরিশোধের শর্ত করা হয়।

ইমাম শাফঈ (র.) বলেন,

> ولا بأس في أن يسلف الرجل فيما ليس عنده أصله وإذا أرى الرجل الرجل السعلة فقال اشتر هذه وأربحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز والذي قال أربحك فيها بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعا وإن شاء تركه

> কোন ব্যক্তি এমন কিছু বিক্রি করলে কোন দোষ নেই যেটির মূল তার কাছে নেই, যেমন যদি একজন লোক অন্য কোনো লোককে পণ্য বিক্রি করতে দেখে, তখন সে বলে, "এটা কিনুন, আমি আপনাকে এভাবে লাভ দিব।" তারপর সে এটা কিনেছে, তাহলে এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয।[২১২]

ইবনুল কাইয়ুম (র.) বলেন,

> رجل قال لغيره "اشتر هذه الدّار – أو هذه السلعة من فلانٍ – بكذا و كذا, وأنا أربحك كذا كذا"

[২১১] ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, *ইসলামী ব্যাংক শরী'আহ্ ম্যানুয়্যাল* (ঢাকা: শরী'আহ্ সেক্রেটারিয়েট, ২০২০) পৃ. ২২

[২১২] ইমাম শাফঈ, *কিতাবুল উম্ম*, (দারুল ফিক্‌র, ওমান), খণ্ড-৩, পৃ. ৩৯

"এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে বলল যে, উমুক বাড়িটি আমাকে কিনে দাও বা উমুক পণ্যটি আমাকে কিনে দাও এতো টাকার বিনিময়ে। আমি তোমাকে এত টাকা লাভ দিব। তাহলে তা সঠিক হবে।"[২১৩]

ইসলামী ব্যাংকে অনুশীলিত মুরাবাহা

ইসলামী ব্যাংকে সাধারণ মুরাবাহার পরিবর্তে মুরাবাহা লিল আমিরি বিশশিরা পদ্ধতি অনুশীলন করা হয়। এ পদ্ধতিতে দুটি ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সংঘটিত হয়। প্রথমটি ব্যাংক ও সরবরাহকারীর মধ্যে এবং দ্বিতীয়টি ব্যাংক ও বিনিয়োগ গ্রাহকের মধ্যে। ব্যাংক প্রথমে নগদ মূল্যে সরবরাহকারী বা উৎপাদকের নিকট থেকে পণ্য ক্রয় করে। এরপর ব্যাংক ক্রয়কৃত পণ্যটি নির্ধারিত সময়ে বাকিতে মূল্য পরিশোধের শর্তে বিনিয়োগ গ্রাহকের কাছে মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিক্রি করে। এ দুটি ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিতেই শরিয়াহর সব নিয়ম-কানুন পরিপালন করা জরুরি।

বাই মুরাবাহা অনুশীলনের ধারাবাহিকতা

কেনাবেচা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে করণীয়

১. গ্রাহক কর্তৃক আবেদন: গ্রাহক প্রথমে তার প্রার্থিত পণ্য ক্রয়ের জন্য ব্যাংক বরাবর আবেদন করবেন।

২. গ্রাহক কর্তৃক অঙ্গীকার প্রদান: গ্রাহক ব্যাংককে এই মর্মে অঙ্গীকার প্রদান করবেন যে, ব্যাংক কর্তৃক পণ্য ক্রয়ের পর গ্রাহক তা কিনে নিবেন।

৩. **ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকারী থেকে পণ্য ক্রয়:** অঙ্গীকারনামা বা ওয়াদা চুক্তির আলোকে গ্রাহকের অর্ডার অনুযায়ী ব্যাংক সরবরাহকারী থেকে পণ্য ক্রয় করবে।

৪. **পণ্যের ওপর ব্যাংকের মালিকানা ও দখল লাভ:** বিনিয়োগ গ্রাহকের কাছে পণ্য বিক্রির পূর্বে ব্যাংকের জন্য উক্ত পণ্যের ওপর মালিকানা এবং প্রত্যক্ষ (physical) বা পরোক্ষ (constructive) দখল (possession) অর্জন করবে।

৫. **ব্যাংক ও বিনিয়োগ গ্রাহকের মাঝে মুরাবাহা চুক্তি সম্পাদন:** ব্যাংক সরবরাহকারী বা উৎপাদনকারী থেকে পণ্য কিনে তার ওপর মালিকানা ও দখল লাভের পর গ্রাহকের সাথে কেনাবেচা চুক্তি সম্পাদন করবে।

৬. **ব্যাংক কর্তৃক বিনিয়োগ গ্রাহককে পণ্য বুঝিয়ে দেয়া:** ব্যাংকের সাথে গ্রাহকের কেনাবেচা চুক্তি সম্পাদন করে ব্যাংক গ্রাহককে সংশ্লিষ্ট পণ্য বুঝিয়ে দিবে ও গ্রাহক তা বুঝে নিবে।

৭. **বিনিয়োগ গ্রাহক কর্তৃক মূল্য পরিশোধ:** বিনিয়োগ গ্রাহকের কাছে পণ্য বিক্রি ও হস্তান্তরের পর ব্যাংক তার কাছে মূল্য ও লাভ বাবদ অর্থের পাওনাদার হবে। এক্ষেত্রে ব্যাংকের হিসাবে গ্রাহকের নামে বিনিয়োগ দায় সৃষ্টি হবে।

---

[২১৩] ইবনু কাইয়ূম আল জাওযিয়্যাহ, *ইলামুল মুআ'ককিয়ীন*, (দার ইবন আল-জাওযী, দাম্মাম, সৌদি আরব), খণ্ড-৪, পৃ. ২৭

মুরাবাহা ইমপোর্ট বিল (Murabaha Import Bill) বিনিয়োগ

১. এলসির শর্তানুযায়ী পণ্যসামগ্রীর প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস ব্যাংকের নিকট পৌছলে ব্যাংক এমআইবি (মুরাবাহা ইমপোর্ট বিল) পদ্ধতিতে গ্রাহককে বিনিয়োগ দিতে পারে। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক পণ্য পৌঁছার পূর্বেই বিলের বিপরীতে মূল্য পরিশোধ করে থাকে।

২. বাই মুয়াজ্জাল

আরবি بيع (বাই) ও أجل (আজল) শব্দ থেকে 'বাই মুয়াজ্জাল' পরিভাষাটি উদ্ভূত হয়েছে। বাই শব্দের অর্থ কেনাবেচা আর আজল শব্দের অর্থ নির্ধারিত সময়, অবকাশ, বিলম্বে পরিশোধযোগ্য, বাকি, নগদের বিপরীত ইত্যাদি। অতএব বাই মুয়াজ্জাল অর্থ বাকিতে ক্রয়-বিক্রয়।

পারিভাষিক অর্থ

ইসলামী আইনজ্ঞ ও ফকীহ্‌গণ بيع موجل -কে নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। এক্ষেত্রে আল্লামা বুরহান উদ্দিন মারগিনানী (র.) প্রদত্ত সংজ্ঞা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন:

ভবিষ্যতে নির্ধারিত কোন সময়ে একত্রে অথবা নির্ধারিত কিস্তিতে সম্মত মূল্য পরিশোধের শর্তে শরিয়া অনুমোদিত পণ্য সামগ্রী বিক্রয় করাই بيع موجل।[২১৪]

আলী হায়দার আমীন আফেন্দীর মতে,

বাই মুয়াজ্জাল হলো এমন এক ধরনের ক্রয়-বিক্রয় যাতে পণ্যটি নগদে ও মূল্য বাকীতে (বিলম্বে) পরিশোধ করা হয়।[২১৫]

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো ছাড়াও ইসলামী আইনজ্ঞ, ফকীহ্ ও সমকালীন ইসলামী চিন্তাবিদগণ- بيع موجل এর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।

ড. এম উমর চাপরার মতে,

"Bai Muazaal refers to sale against deferred payment either in lumpsum or installments."[২১৬]

এক কথায় ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে একটি সম্পাদিত চুক্তি। ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের সম্মতিতে নির্ধারিত মূল্যে ক্রেতার কাছে বাকীতে বিক্রয় করেন এবং এই মূল্য ভবিষ্যতে কোন নির্ধারিত তারিখে একত্রে বা নির্দিষ্ট কিস্তিতে পরিশোধ করা হয়।

---

[২১৪] আল্লামা বুরহান উদ্দিন আলী ইবনু আবি বকর মারগিনানী, *আল-হিদায়া*, দেওবন্দ (ভারত) : থানভী লাইব্রেরী, ৩য় খন্ড, পৃ. ২১

[২১৫] আলী হায়দার আমীন আফিন্দী, *দুরার আল- হুক্কাম শরহ মাজাল্লাতিল আহকাম* (বৈরুত : লেবানন : দারুল কুতুব আল-ইসলামীয়্যাহ) ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৪

[২১৬] M. Umar Chapra, Dr., *Towards a Just Monetary System,* Leicester : London : Isalamic Foundation, 1985, P. 169

ইসলামী ব্যাংকে অনুশীলিত মুয়াজ্জাল

বাই-মুয়াজ্জাল ব্যাংক এবং গ্রাহকের মাঝে একটি চুক্তি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ফলে ব্যাংক গ্রাহকের অর্ডার এবং চাহিদা অনুসারে ক্রয়কৃত পণ্যগুলো গ্রাহকের কাছে একটি সম্মত মূল্যে বিক্রি করে। এই মূল্য ভবিষ্যতের যে কোনোও নির্দিষ্ট তারিখে একসাথে বা নির্দিষ্ট কিছু কিস্তির মাধ্যমে ব্যাংককে প্রদান করবে।

বাই মুয়াজ্জাল বৈধ হওয়ার দলিল

আল্লাহ তাআলার বাণী

বাই মুয়াজ্জাল ইসলামী শরিয়া অনুমোদিত একটি কেনাবেচা পদ্ধতি। কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা বাই বা কেনাবেচাকে হালাল ঘোষণা করে বলেছেন-

اَحَلَّ اللّٰہُ الۡبَیۡعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰوا

"আর আল্লাহ কেনাবেচাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম"।[২১৭]

সুন্নাহর বিধান

বাই মুয়াজ্জাল বৈধ হওয়ার পক্ষে হাদীসে সুস্পষ্ট দলিল রয়েছে :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ইহুদির নিকট থেকে বাকিতে খাদ্য কিনেছিলেন এবং তার কাছে তার লৌহবর্ম বন্ধক রেখেছিলেন'।[২১৮]

বাই মুয়াজাল ও বাই মুরাবাহার মৌলিক পার্থক্য

বাই মুরাবাহা	বাই মুয়াজ্জাল
বাই মুরাবাহা হচ্ছে লাভে বিক্রয়;	বাই মুয়াজ্জাল হচ্ছে বাকিতে বিক্রয়;
এতে লোকসান নেই;	লাভ, লোকসান দুটোই হতে পারে;
বাই মুরাবাহা নগদে বা বাকিতে হতে পারে;	বাই মুয়াজ্জাল অবশ্যই বাকিতে হতে হবে;
গ্রাহককে অবশ্যই ক্রয়মূল্য জানাতে হবে।	গ্রাহককে ক্রয়মূল্য জানানোর কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

সারণি ৩.৫ : বাই মুয়াজাল ও বাই মুরাবাহার মৌলিক পার্থক্য

সুতরাং মুরাবাহা চুক্তিতে পণ্যের ক্রয়মূল্য, মুনাফা আলাদাভাবে উল্লেখ করা অপরিহার্য কিন্তু বাই মুয়াজ্জাল চুক্তির বেলায় এসব তথ্য জানানো বাধ্যতামূলক নয়। শুধু বিক্রয়মূল্য ঘোষণা করলেই চলে।

[২১৭] সূরা আল- বাকারাহ, আয়াত-২৭৫
[২১৮] সহিহ মুসলিম, (ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত: ঢাকা), হাদীস নং-৩৯৭১

বাই মুয়াজ্জাল অনুশীলনের ধারাবাহিকতা

কেনাবেচা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে করণীয়

১. **গ্রাহকের আবেদন:** বাই মুরাবাহার মতো বাই মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতেও বিনিয়োগ গ্রাহক প্রথমে তার প্রার্থিত পণ্য পাবার জন্য ব্যাংক বরাবর আবেদন করবেন।

২. **গ্রাহকের অঙ্গীকার:** গ্রাহক ব্যাংককে এই মর্মে অঙ্গীকার প্রদান করবেন যে, ব্যাংক কর্তৃক পণ্য ক্রয়ের পর গ্রাহক তা কিনে নিবেন।

৩. **ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকারী থেকে পণ্য ক্রয়:** গ্রাহকের অঙ্গীকার বা ওয়াদার আলোকে গ্রাহকের অর্ডার অনুযায়ী ব্যাংক সরবরাহকারী থেকে পণ্য ক্রয় করবে।

৪. **পণ্যের ওপর ব্যাংকের মালিকানা ও দখল লাভ:** বিনিয়োগ গ্রাহকের কাছে পণ্য বিক্রির পূর্বে ব্যাংকের জন্য উক্ত পণ্যের ওপর মালিকানা এবং প্রত্যক্ষ (physical) বা পরোক্ষে (constructive) দখল অর্জন করবে।

৫. **ব্যাংক ও বিনিয়োগ গ্রাহকের মাঝে বাই মুয়াজ্জাল চুক্তি সম্পাদন:** ব্যাংক সরবরাহকারী বা উৎপাদনকারী থেকে পণ্য কিনে তার ওপর মালিকানা ও দখল লাভের পর গ্রাহকের সাথে কেনাবেচা চুক্তি সম্পাদন করবে। চুক্তিতে পণ্যের পরিমাণ, ক্রয়মূল্য, লাভের পরিমাণ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় তথ্য উল্লেখ করবে।

৬. **ব্যাংক কর্তৃক বিনিয়োগ গ্রাহককে পণ্য বুঝিয়ে দেয়া:** ব্যাংকের সাথে গ্রাহকের কেনাবেচা চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর ব্যাংক গ্রাহককে সংশ্লিষ্ট পণ্য বুঝিয়ে দেবে।

৭. **বিনিয়োগ গ্রাহক কর্তৃক মূল্য পরিশোধ:** বিনিয়োগ গ্রাহকের কাছে পণ্য বিক্রি ও হস্তান্তরের পর ব্যাংক তার কাছে বিক্রয়মূল্যের পাওনাদার হবে। এক্ষেত্রে ব্যাংকের নিকট গ্রাহকের নামে বিনিয়োগ দায় সৃষ্টি হবে।

৩. বাই সালাম

বাই সালাম (بيع السلم)-এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে অগ্রিম ক্রয়। আরবী ভাষায় سلم অর্থ সমর্পণ করা। বাই সালামের আরেকটি পরিভাষা হচ্ছে বায়‘ সালাফ (بيع السلف)। বাই সালাম হচ্ছে হিজাজের প্রচলিত পরিভাষা। অর্থাৎ ইরাকিরা যাকে বলে বাই সালাফ, হিজাজীরা তাকেই বলে বাই সালাম।[২১৯]

ব্যাবহারিক ও পারিভাষিক অর্থে বাই সালাম হলো:

هو بيع شئ موصوف فى الذمة بثمن معجل

অগ্রিম মূল্য পরিশোধের বিপরীতে ভবিষ্যতে সরবরাহের শর্তে পণ্য ক্রয় করাকে বাই সালাম বলে।[২২০]

---

[২১৯] আবদুর রহমান আল-জাযিরী, *কিতাবুল ফিক্‌হি আলাল মাযাহিবিল আরবাআ* (কায়রো: দারুত তাকওয়া, ২০১৫) ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৮

[২২০] AAOIFI, *Shariah Standard*, P. 180

মুফতী মুহাম্মদ ত্বাকী উসমানীর মতে:

> Salam is sale wherby the seller undertakes to supply some specific goods to the buyer at a future date in exchange of an advanced price fully paid at spot.[২২১]
>
> সালাম হলো এমন একটি বিক্রয় যেখানে বিক্রেতা স্পটে সম্পূর্ণ প্রদত্ত অগ্রিম মূল্যের বিনিময়ে ভবিষ্যতের তারিখে ক্রেতাকে কিছু নির্দিষ্ট পণ্য সরবরাহ করার দায়িত্ব নেয়।

Guidlines for Islamic Banking -এ প্রদত্ত সংজ্ঞায় বলা হয়েছে:

> Salam means advance puchase. It is a mode of business under which the buyer pays the price of the goods in advance on the condition that the goods would be supplied/delivered a particular future time, the seller supplies the goods within the fixed time.[২২২]
>
> সালাম মানে অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করা। এটি ব্যবসার একটি মোড যার অধীনে ক্রেতা পণ্যের মূল্য অগ্রিম প্রদান করে এই শর্তে যে পণ্যটি ভবিষ্যতের একটি নির্দিষ্ট সময়ে সরবরাহ/ডেলিভার করা হবে, বিক্রেতা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পণ্য সরবরাহ করে।

মালামালের মূল্য হিসেবে অগ্রিম প্রদত্ত অর্থকে বলা হয় رأس مال السلم (রা'সু মালিস সালাম) বা সালামের মূলধন। নির্দিষ্ট সময়ান্তে সরবরাহযোগ্য পণ্যকে বলা হয় المسلم فيه (আল মুসলামু ফিহি), ক্রেতাকে বলা হয় مسلم (মুসলিম) এবং বিক্রেতাকে المسلم إليه (আল মুসলামু ইলাইহি)।[২২৩]

বাই সালাম বৈধ হওয়ার দলিল

আল্লাহ তাআলার বাণী

বাই সালাম একটি শরিয়াহ সম্মত বিনিয়োগ পদ্ধতি। কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা এর বৈধতা স্বীকৃত। আল কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

اَحَلَّ اللّٰهُ الۡبَيۡعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰوا

“আর আল্লাহ কেনাবেচাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম”।[২২৪]

বাই সালাম বৈধ হওয়ার পক্ষে আরো একটি দলিল হলো:

---

[২২১] Jaber Abdullah, “Islamic Mode of Fianance Salam and Istisha”, *Journal of Islamic Banking & Finance, Karachi : The International Association of Islamic Banks Karachi,* Vol-26, No-4, Oct-Dec 2009, P. 71

[২২২] Guidlines for Islamic Banking, Bangladesh Bank, 2009, P-13

[২২৩] আসসাইয়িদ সাবিক, *ফিকহুস সুন্নাহ* (কায়রো: দারুল কিতাব আল-আরাবী, ১৯৭১), ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২২

[২২৪] সূরা আল- বাকারাহ, আয়াত-২৭৫

يَآيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِذَا تَدَايَنۡتُمۡ بِدَيۡنٍ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكۡتُبُوۡهُ

হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নির্দিষ্ট মেয়াদে কোনো ঋণের লেনদেন কর, তখন তা লিখে রাখ।[২২৫] উল্লিখিত আয়াত প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন-

أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ هذه

الآية– يَآيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِذَا تَدَايَنۡتُمۡ بِدَيۡنٍ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكۡتُبُوۡهُ

আমি এই মর্মে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সালাফ (বাই সালাম) নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদানকৃত একটি চুক্তি। একে আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে হালাল করেছেন এবং অনুমতি দিয়েছেন। অতঃপর তিনি এই আয়াতে 'হে মুমিনগণ, যখন তোমরা কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের আদান-প্রদান কর, তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও' তিলাওয়াত করেন।'[২২৬] ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো বলেছেন, 'এই আয়াত বিশেষভাবে বাই সালাম সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।(ইবন কাসির)

সুন্নাহর বিধান

বাই সালাম বৈধ হওয়ার পক্ষে নিম্নোক্ত হাদীস রয়েছে:

قَدِمَ رسولُ اللهِ– صلى الله عليه و سلم– المدينةَ وهم يَسْلِفون في التمرِ السنتين والثلاثَ

فنهاهم، وقال مَن أسلفَ ، سَلَفًا فلْيُسْلِفْ في كيلٍ معلومٍ ، ووزنٍ معلومٍ ، إلى أجلٍ معلومٍ.

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় আগমন করলে লোকেরা এক বছর ও দুই বছরের জন্য সালাফ (বাই সালাম) করতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'খেজুরের ক্ষেত্রে কেউ সালাফ করলে সে যেন তা নির্দিষ্ট পরিমাপ ও নির্দিষ্ট পরিমাণ খেজুরের মধ্যে করে।' অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বললেন, 'কোনো বস্তুতে কেউ সালাফ করলে সে যেন তা নির্দিষ্ট পরিমাপ, ওজন ও নির্দিষ্ট মেয়াদে করে'।[২২৭]

সমান্তরাল বাই সালাম

১. বাই সালামের প্রথম চুক্তিতে যে পণ্য সরবরাহের কথা বলা হয়েছে সে অনুযায়ী পণ্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে তৃতীয় পক্ষের সাথে সমান্তরাল সালাম চুক্তি করা বিক্রেতার জন্য বৈধ, যাতে বিক্রেতা প্রথম চুক্তির দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

---

[২২৫] সূরা আল- বাকারাহ, আয়াত-২৮২

[২২৬] আবু মুহাম্মাদ ইবনুল কুদামা আল-মুকাদ্দিসি, *আল মুগনি* (কায়রো: মাকতাবাতুল কাহেরা, ১৯৬৮), খণ্ড. ৪, পৃ. ২০৭

[২২৭] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, *সহিহ বুখারি*, (কায়রো: দারুস সালাম, ২০০০), হাদীস: ২২৪০, খ. ৩ পৃ. ৮৫

২. প্রথম চুক্তিতে যে পণ্য ক্রয়ের কথা বলা হয়েছে সে পণ্য বিক্রির উদ্দেশ্যে তৃতীয় পক্ষের সাথে সমান্তরাল বাই সালাম করা ক্রেতার জন্যও বৈধ, যাতে তিনি পণ্যটি বিক্রি করতে পারেন।

৩. উপরিউক্ত উভয় ক্ষেত্রেই একটি বাই সালাম চুক্তিকে আরেকটি বাই সালাম চুক্তির সাথে যুক্ত করা বৈধ নয় ; বরং উভয় চুক্তিতেই পক্ষদ্বয়ের অধিকার ও কর্তব্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হওয়া আবশ্যক। সুতরাং প্রথম বাই সালাম চুক্তির ক্ষেত্রে কোনো এক পক্ষ চুক্তির শর্ত পালনে ব্যর্থ হলে অপর পক্ষ (শর্ত পালনে ব্যর্থ হওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ) তা সমান্তরাল সালাম চুক্তির পক্ষের ওপর চাপিয়ে দিতে পারবেন না।

৪. বাই সালামের অন্যান্য বিধান সমান্তরাল বাই সালামের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

ইসলামী ব্যাংকে বাই সালাম অনুশীলনের ধারাবাহিকতা

১. বাই সালাম বিনিয়োগের ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই প্রথমে ব্যাংক ও বিনিয়োগ গ্রাহকের মধ্যে বাই সালাম চুক্তি সম্পাদিত হবে।

২. বাই সালাম চুক্তিপত্রে পণ্যের নাম, পরিমাণ, গুণগতমান, মূল্য ও সরবরাহের সময় ও স্থান উল্লেখ করতে হবে।

৩. চুক্তি সম্পাদনের পর পণ্যের অগ্রিম মূল্য বিনিয়োগ গ্রাহককে এককালীন পরিশোধ করতে হবে।

৪. পণ্য উৎপাদিত বা প্রস্তুত হওয়ার পর ব্যাংক বিনিয়োগ গ্রাহকের নিকট থেকে তা বুঝে নেবে। পণ্যের সরবরাহ কিস্তিতে বা এককালীন হতে পারবে তবে তা চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকতে হবে।

৫. বিনিয়োগ গ্রাহক থেকে পণ্য বুঝে নেয়ার মাধ্যমে ব্যাংক তার ওপর মালিকানা অর্জন করে তৃতীয় পক্ষের কাছে বাই মুরাবাহা কিংবা বাই মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে বিক্রি করতে পারবে।

৬. বাই সালামের পণ্য বিক্রির জন্য বিনিয়োগ গ্রাহককে বিক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করা যাবে।

৭. রফতানি এলসির শর্ত মোতাবেক বিনিয়োগ গ্রাহক বা বিক্রয় প্রতিনিধি হিসেবে পণ্য নির্ধারিত দামে রফতানি বা বিক্রয় করতে বাধ্য থাকবেন এবং এক্ষেত্রে গ্রাহকের ইচ্ছাকৃত অপারগতা, অদক্ষতা ও অসুবিধার জন্য তিনি দায়ী থাকবেন।

৮. বাই সালাম পদ্ধতিতে নির্ধারিত পণ্য নির্দিষ্ট তারিখে নির্ধারিত স্থানে সরবরাহে ব্যর্থ হলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সৃষ্ট প্রকৃত আর্থিক ক্ষতি বিনিয়োগ গ্রাহকের নিকট থেকে আদায় করা যাবে।

৯. বিনিয়োগগ্রাহক ইচ্ছাকৃতভাবে নির্দিষ্ট সময়ে পণ্য সরবরাহ না করলে মূল বিনিয়োগের ওপর ক্ষতিপূরণ ধার্য করা যাবে। তবে তা ব্যাংকের আয় খাতে স্থানান্তর না করে দাতব্য কাজে ব্যয় করতে হবে।

৪. বাই ইসতিসনা

ইসতিসনা শব্দটি আরবি صنع (সনউ'ন) শব্দ থেকে উদ্ভূত। সনউ'ন শব্দের অর্থ কাজ, শিল্প, পেশা, কারিগরি দক্ষতা ইত্যাদি। আর বাই ইসতিসনা হলো শিল্পে দক্ষ কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে এই মর্মে চুক্তি করা যে, সে কোনো কিছু তৈরি করে দেবে।

ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে পারস্পরিক সম্পাদিত এমন চুক্তিকে ইসতিসনা বলে যাতে ক্রেতা কর্তৃক নির্দেশিত বস্তু বিক্রেতা কর্তৃক তৈরি করে দেয়ার অঙ্গীকার থাকে। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান (মুস্তাসনি) কোন কারিগর বা কারখানার মালিকের নিকট তার উদ্দিষ্ট দ্রব্য নির্ধারিত মূল্যের বিনিময়ে প্রস্তুত করে দেয়ার প্রস্তাব করলে এবং কারিগর বা মালিক ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করলে এক্ষেত্রে ইসতিসনা চুক্তি সম্পাদিত হয়।[২২৮]

এছাড়াও ইসতিসনার নানান সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে।

ক্রেতার ফরমায়েশ অনুযায়ী ভবিষ্যতের নির্ধারিত সময়ে পণ্য সামগ্রী তৈরি করে দেয়ার শর্তে অগ্রীম কিস্তিতে মূল্য পরিশোধে কারো সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়াকে ইসতিসনা বলে।[২২৯]

দি এ্যাকাউন্টিং এন্ড অডিটিং অর্গানাইজেশন ফর ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন (AAOFI) বায়' ইসতিসনার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছে:

Istisna is a contract of sale of specified items to be manufactured or constructed, with an obligation on the part of the manufacturer or builder (contractor) to deliver them to the customer upon completion.[২৩০]

ইসতিসনা বৈধ হওয়ার দলিল

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নলিখিত হাদীস থেকে ইসতিসনা বৈধ হওয়ার পক্ষে দলিল গ্রহণ করা যায়-

عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ أَتَى رِجَالٌ إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ يَسْأَلُونَهُ عَنْ الْمِنْبَرِ فَقَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى فُلاَنَةَ امْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ أَنْ مُرِي غُلاَمَكِ النَّجَّارَ يَعْمَلُ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ فَأَمَرَتْهُ يَعْمَلُهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ بِهَا فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ فَجَلَسَ عَلَيْهِ

---

[২২৮] *ইসলামী ব্যাংকিং মাসায়েল ও ফতোয়া* (১৯৮৩-২০০১), ঢাকা : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, শরী'আহ্ কাউন্সিল সচিবালয় সংকলিত, জনসংযোগ বিভাগ প্রকাশিত, সেপ্টেম্বর ২০০২, পৃ. ২৭

[২২৯] *ফতোয়ায়ে আলমগীরী*, ৩য় খণ্ড, ভারত : দেওবন্দ, যাকারিয়া লাইব্রেরী, পৃ. ২০৭

[২৩০] Shariah Standards No 10, Salam and Paralle Salam, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, 2004-05, Bahrain : Manama, Appendix C : Definitions, P. 174

আবু হাযিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত, 'তিনি বলেন, কিছু লোকে সাহল বিন সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কাছে এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিম্বর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন আনসারী মহিলার কাছে সংবাদ পাঠালেন, তোমার গোলামকে বলো, সে যেন আমার জন্য কাঠ দিয়ে একটি মিম্বার তৈরি করে দেয়- লোকদের সাথে কথা বলার সময় যার উপর আমি বসতে পারি। সাহ্‌ল রাদিয়াল্লাহু আনহু উক্ত মহিলার নামও উল্লেখ করেছিলেন। সে মহিলা তার গোলামকে গাবা নামক স্থানের কাঠ দিয়ে মিম্বার বানানোর নির্দেশ দিলেন। তারপর সে (গোলামটি) তা নিয়ে এলো এবং সে মহিলা এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এরপর তার নির্দেশক্রমে তা স্থাপন করা হলো এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উপর উপবেশন করলেন।[২৩১]

প্যারালাল/সমান্তরাল ইসতিসনা

১. বাই ইসতিসনার প্রথম চুক্তিতে যে পণ্য সরবরাহের কথা বলা হয়েছে সে অনুযায়ী বিক্রেতা পণ্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে তৃতীয় পক্ষের সাথে সমান্তরাল ইসতিসনা চুক্তি করতে পারবে, যাতে বিক্রেতা প্রথম চুক্তির দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

২. প্রথম চুক্তিতে যে পণ্য ক্রয়ের কথা বলা হয়েছে সে পণ্য বিক্রির উদ্দেশ্যে তৃতীয় পক্ষের সাথে সমান্তরাল ইসতিসনা করা ক্রেতার জন্যও বৈধ, যাতে তিনি পণ্যটি বিক্রি করতে পারেন।

৩. উল্লিখিত উভয় ক্ষেত্রেই একটি ইসতিসনা চুক্তিকে আরেকটি ইসতিসনা চুক্তির সাথে শর্তযুক্ত করা বৈধ নয়; বরং উভয় চুক্তি স্বতন্ত্র হওয়ার কারণে পক্ষদ্বয়ের অধিকার ও কর্তব্যও স্বতন্ত্র হবে। সুতরাং কোন ইসতিসনা চুক্তির ক্ষেত্রে কোনো এক পক্ষ চুক্তির শর্ত পালনে ব্যর্থ হলে অপর পক্ষ তা সমান্তরাল ইসতিসনা চুক্তির পক্ষের ওপর চাপিয়ে দিতে পারবে না।

৪. বাই ইসতিসনার অন্যান্য বিধান সমান্তরাল ইসতিসনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

ইসলামী ব্যাংকে অনুশীলিত বাই ইসতিসনা

ইসতিসনা হলো একজন প্রস্তুতকারক/বিক্রেতা এবং একজন ক্রেতার মধ্যে একটি চুক্তি যার অধীনে প্রস্তুতকারক/বিক্রেতা নির্দিষ্ট পণ্য তৈরি করার পর বিক্রি করে। যা ইসলামী শরিয়াহ ও দেশীয় আইনের অধীনে অনুমোদিত। অগ্রিম প্রদেয় সম্মত মূল্যে তৈরি করার পরে বা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কিস্তির মাধ্যমে বা ক্রেতার দেওয়া অর্ডারের ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট ভবিষ্যতের তারিখের মধ্যে পণ্য সরবরাহ করা হয়। বাই ইসতিসনা এমন একটি কেনাবেচা চুক্তি যেখানে ক্রেতার নির্দেশে বিক্রেতা কোনো বস্তু তৈরি

[২৩১] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, *সহিহ বুখারি*, (কায়রো: দারুস সালাম, ২০০০), হাদীস: ২০৯৪, খ. ৩ পৃ. ৬১

করে দেয়ার অঙ্গীকার করেন। এক্ষেত্রে ক্রয়ের আদেশদাতা বা ব্যাংককে বলা হয় মুসতাসনি। আদেশগ্রহীতা বা গ্রাহক হলেন সানে। আদেশের মাধ্যমে তৈরি করা পণ্যকে বলা হয় মাসনু।

বাই সালাম ও বাই ইসতিসনার মধ্যে পার্থক্য

১. বাই সালামের ক্ষেত্রে পণ্যের পুরো দাম চুক্তির সময় পরিশোধ করতে হয়। কিন্তু ইসতিসনার ক্ষেত্রে পণ্যের আংশিক বা পুরো দাম চুক্তি অনুযায়ী অগ্রিম কিংবা পণ্য সরবরাহের সময় অর্থাৎ বাকীতে পরিশোধ করা যায়।

২. বাই সালাম সাধারণত কৃষিপণ্য আগাম কেনার চুক্তি। আর ইসতিসনার সম্পর্ক প্রধানত শিল্প-পণ্যের উৎপাদন বা নির্মাণের সাথে।

বাই-ইসতিসনা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ প্রদানে শরিয়া দৃষ্টিতে পরিপালনীয় বিষয়সমূহ

বাই-ইস্তিসনা বিনিয়োগের চুক্তিপত্র সম্পাদন

১. বাই- ইসতিসনা বিনিয়োগের অন্যতম বিষয় হচ্ছে চুক্তি। এ চুক্তি অনুযায়ী ক্রেতার ফরমায়েশে বিক্রেতা পণ্যসামগ্রী উৎপাদন ও সরবরাহ করে থাকেন। তাই চুক্তিপত্রে (BAI-ISTISNA AGREEMENT) পণ্যের নাম, গুণগত মান, মূল্য, পরিমাণ ইত্যাদির উল্লেখ থাকতে হবে।

২. বাই-ইসতিসনায় মাল সরবরাহের সময় সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া জরুরী নয়, তবে ব্যাংকের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় সীমা নির্ধারণ করে নিতে হবে।

৩. চুক্তিপত্রে মালের পরিবহন, বীমা, গুদামজাতকরণ ইত্যাদির খরচ ও মালামালের দায়-দায়িত্ব নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

৪. চুক্তি সম্পাদনের সময় পণ্যের সম্পূর্ণ মূল্য বা কিস্তিভিত্তিক মূল্য গ্রাহককে পরিশোধ করতে হবে।

৫. মালামালের সরবরাহ কিস্তি ভিত্তিক বা এককালীন হতে পারবে। তবে তা চুক্তিপত্রে পূর্বেই উল্লেখ থাকতে হবে।

৬. কোনো নির্দিষ্ট পণ্য সামগ্রী পূর্বেই উৎপাদন করা হয়ে থাকলে, যা বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত, এমন পণ্য বাই ইসতিসনা পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে না। কেননা বাই ইসতিসনা বলতে ক্রেতার অর্ডার অনুযায়ী বিক্রেতা পণ্য তৈরি করবেন।

৭. উৎপাদন শুরুর পূর্ব পর্যন্ত যে কোনো একপক্ষ এককভাবে চুক্তি বাতিল করতে পারবে। তবে তা অবশ্যই অপর পক্ষকে জানাতে হবে।

৮. চুক্তিপত্রের সকল বিষয় গ্রাহককে অবহিত করে এবং তার অনুমতি নিয়ে গ্রাহক, ব্যাংকের প্রতিনিধি ও সাক্ষীগণ উপস্থিত থেকে যথাস্থানে স্বাক্ষর করবেন।

৯. বাই-ইসতিসনা চুক্তিপত্রে সাক্ষীর স্বাক্ষর অবশ্যই থাকতে হবে।

গ্রাহককে পণ্যের অগ্রিম মূল্য প্রদান

১. চুক্তি সম্পাদনের সময় মালামালের সম্পূর্ণ মূল্য বা আংশিক মূল্য গ্রাহককে পরিশোধ করা যাবে।
২. ব্যাংক কর্তৃক অগ্রিম ক্রয় মূল্য এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যাতে উক্ত পণ্য বিক্রয়ের পরও ব্যাংক তার প্রত্যাশিত মুনাফা অর্জন করতে পারে।

জামানত

চুক্তি স্বাক্ষরকালে অথবা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে ব্যাংক প্রয়োজনে কোনো ব্যক্তিগত গ্যারান্টি বা নগদ জামানত বা সহায়ক জামানত গ্রহণ করতে পারবে।

মালামাল সরবরাহ ও দায়-দায়িত্ব

১. ব্যাংকের কাছে বাই-ইসতিসনা পদ্ধতিতে ক্রয়কৃত মালামাল কার্যকরভাবে হস্তান্তর বা ডেলিভারি না করা পর্যন্ত উৎপাদিত মালের পরিমাণ, গুণাগুণ ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা সুনির্দিষ্টভাবে বিক্রেতার দায়িত্বে থাকবে।
২. মালামাল ডেলিভারি নেয়ার পর ব্যাংক উক্ত মালের মালিক হবে এবং সর্বশেষ ক্রেতার কাছে তা হস্তান্তর বা সরবরাহ করা পর্যন্ত মালামালের সকল দায়-দায়িত্ব ব্যাংককে বহন করতে হবে।

বিক্রয় প্রতিনিধি হিসেবে চুক্তি

গ্রাহক কর্তৃক ব্যাংকের কাছে সরবরাহকৃত মালামাল পুনঃবিক্রয় করার জন্য উক্ত গ্রাহককে ব্যাংক বিক্রয় প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ দিতে পারবে। তবে এক্ষেত্রে গ্রাহক ও ব্যাংকের মধ্যে আলাদাভাবে বিক্রয় প্রতিনিধি চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।

ক্ষতিপূরণ (Compensation) আদায়

১. যদি গ্রাহক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পণ্য সরবরাহে ব্যর্থ হন এবং এক্ষেত্রে ব্যাংক কোনো ক্ষতিপূরণ দাবী করে তাহলে গ্রাহক থেকে মূল বিনিয়োগের টাকাসহ ক্ষতিপূরণ আদায় করা যেতে পারে। তবে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ যেন জুলুমের পর্যায়ে না পড়ে। বরং যেন তা ইনসাফপূর্ণ হয়।
২. চুক্তি অনুযায়ী উৎপাদন শুরু হওয়ার পর কোনো পক্ষ ইচ্ছাকৃতভাবে চুক্তি ভঙ্গ করলে চুক্তি ভঙ্গকারী পক্ষের ওপর ক্ষতিপূরণ আরোপ করা যেতে পারে। তবে সঙ্গত কোনো কারণে চুক্তি লঙ্ঘিত হলে কোন পক্ষের ওপর জরিমানা আরোপিত হবে না।
৩. সমকালীন ফকীহ্গণের মতে বাই-ইসতিসনার ক্ষেত্রে আরোপিত ক্ষতিপূরণ ব্যাংকের বৈধ আয়রূপে গ্রহণ করা যাবে। Doubtful Income খাতে রাখতে হবে না।

৩. অংশীদারিত্ব পদ্ধতি

অংশীদারিত্ব পদ্ধতি ২ ধরনের বিনিয়োগ প্রদান করা হয়:

১. মুদারাবা
২. মুশারাকা

ব্যাংকিং বিনিয়োগে মুদারাবার বৈশিষ্ট্য

১. মুদারাবা কারবারে দুটি পক্ষ থাকে। এক পক্ষ সাহিবুল মাল বা মূলধন সরবরাহকারী এবং অপর পক্ষ মুদারিব বা মূলধন পরিচালনাকারী।
২. বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংক সাহিবুল মাল হিসেবে মূলধনের যোগান দিবে আর গ্রাহক মুদারিব হিসেবে কারবার পরিচালনা করবেন। উল্লেখ্য, জমাগ্রহণের ক্ষেত্রে জমাকারী সাহিবুল মাল হিসেবে মূলধন যোগান দিবেন আর মুদারিব হিসেবে ব্যাংক ব্যবসা পরিচালনা করবে।
৩. ব্যাংক সাহিবুল মাল হিসেবে কারবার ব্যবস্থাপনায় অংশ নিবে না তবে ব্যবসায়ে তদারকি এবং পরামর্শ ও উপদেশ দিতে পারবে।
৪. ব্যবসায়ের লাভ চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে বণ্টিত হবে। মূলধনের প্রকৃত ক্ষতি সাহিবুল মাল হিসেবে ব্যাংক বহন করবে। মুদারিব হিসেবে গ্রাহক কর্তৃক চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন, অবহেলা, অব্যবস্থাপনা বা বিশ্বাস ভঙ্গের কারণে ব্যবসায়ে ক্ষতি হলে ব্যাংক তার নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবে।
৫. ব্যাংকের অনুমতি ছাড়া গ্রাহক অন্য কোনো উৎস থেকে ব্যবসায়ের মূলধন নিতে পারবেন না। নিলে তা তার ব্যক্তিগত ঋণ বলে গণ্য হবে।
৬. মুদারিব কারবার থেকে লাভের নির্ধারিত অংশের অতিরিক্ত কোনো পারিশ্রমিক বা ভাতা কিংবা নিজস্ব কোনো খরচ নিতে পারবেন না। তবে কারবার পরিচালনার কাজে স্বাভাবিক ও অপরিহার্য খরচ নিতে পারবেন।
৭. চুক্তির মেয়াদ শেষে লাভ-লোকসান হিসাব চূড়ান্ত করে কারবার সমাপ্ত করতে হবে।

মুশারাকা

মুশারাকা (مشاركة) আরবি শব্দ। মুশারাকার অর্থ কোন বিষয়ে পরস্পর একে অন্যের অংশীদার হওয়া।[২৩২] এটি (شرك) শব্দমূল হতে উদ্ভূত। শির্ক হচ্ছে অংশীদারিত্ব। অংশীদারিত্ব বুঝাতে আরবি ভাষায় শিরক (شرك) ও (شركة) শিরকাত শব্দ দু'টি ব্যবহৃত হয়।

পারিভাষিক সংজ্ঞা

অংশীদারিত্ব পদ্ধতিগুলোর গুরুত্বপূর্ণ একটি হলো মুশারাকা। এর সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে আলেমগণ ও বিভিন্ন সংস্থা মতামত প্রকাশ করেছে।

হানাফী মাযহাব মতে,

عَقْدٌ بَيْنَ الْمُشَارِكِينَ فِي الأَصلِ و الرِّبْحِ

দুই বা দুইয়ের অধিক ব্যক্তি চুক্তিযোগ্য কোন একটি বস্তুর মধ্যে অংশীদার হওয়া।[২৩৩]

---

[২৩২] ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল, *মুসনাদে আহমদ* (বয়রুতঃ দারু ইহইয়ায়িস তুরাছ আল-আরাবি, ১৯৯৩), খ. ৩য়, পৃ. ৪২৫
[২৩৩] ইমরান আশরাফ ওসমানী, *ব্যাংকিং ও আধুনিক ব্যবসা বাণিজ্যের ইসলামী রূপরেখা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

ثبوت الحق في شيئ لإثنين فأكثرعلي جهة الشيوع

মালেকী মাযহাব মতে, ‘দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মাঝে কোন মূল্যবান বস্তুর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়া।[২৩৪]

الإجتماع في استحقاق أو تصرف

শাফি‘ঈ মাযহাবের মতে, ‘দুই বা ততোধিক ব্যক্তির জন্য অনির্দিষ্টভাবে কোন হক প্রতিষ্ঠিত হওয়া।[২৩৫]

হাম্বলী মাযহাবের মতে, ‘কোন অধিকার বা কর্তৃত্বের মধ্যে অংশীদার হওয়া।’[২৩৬]

ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (IDB) মুশারাকার সংজ্ঞায় বলেছে:

Musharaka is an Islamic financing technique that adopts ‘equity sharing’ as a means of financing projects. Thus, embraces different types of profit and loss sharing partnerships. The partners (entrepreneurs, bankers etc.) share both capital and management of project so that profits will be distributed among them according to agreed ratio and loss is shared as per their equity participation (ratio).[২৩৭]

মুশারাকা হলো মূলধনে অংশীদারিত্ব বা ইক্যুইটি শেয়ারিংয়ের ভিত্তিতে কোন প্রকল্পে বিনিয়োগের একটি ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে লাভ-লোকসানভিত্তিক বিভিন্ন অংশীদারি কারবার গড়ে ওঠে। এ প্রকল্পের লাভ বা ক্ষতি অংশীদারগণকে বহন করতে হয়। অংশীদারগণ (উদ্যোক্তা, ব্যাংক ইত্যাদি) প্রকল্পে মূলধন সরবরাহ করেন ও ব্যবস্থাপনায় অংশ নেন।

The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOFI) মুশারাকার সংজ্ঞায় বলেছে:

Musharaka is a form of partnership between the Islamic Bank and its clients whereby each party contributes to the capital of partnership in equal or verifying degrees to establish a new project or share in an existing one and whereby each of the parties becomes an owner of the capital on a permanent or declining basis and shall have his due share of profits.[২৩৮]

---

[২৩৪] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম, *شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون* রিয়াদ : ইমাম মুহাম্মদ ইবন সাউদ ইউনিভার্সিটি, ১৪০১ হি., পৃ. ২৪

[২৩৫] মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম, *شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون* রিয়াদ : ইমাম মুহাম্মদ ইবন সাউদ ইউনিভার্সিটি, ১৪০১ হি., পৃ. ৯৮

[২৩৬] ইব্‌ন কুদামাহ্ আল-মকদসী, *আল-মুগনি*, রিয়াদ, সৌদি আরব : মাকতাবাতু রিয়াদ, ১৪০৩ হি., পৃ. ৩

[২৩৭] http:www.isdb.org/englishdocs/idbhome/glossary-e.doc.

[২৩৮] AAOIFI, *Shariah Standard (*Bahrain: AAOIFI, Standard-6, 2015), Musharaka Financing, Appendix E : Definitions, P. 187

মুশারাকা হলো ইসলামী ব্যাংক এবং গ্রাহকের মধ্যে এক ধরনের অংশীদারি কারবার। যেখানে প্রত্যেক অংশীদার সমান বা ভিন্নমাত্রায় কোন নতুন কিংবা প্রতিষ্ঠিত প্রকল্পে মূলধন গঠনে অংশ নেয়। প্রত্যেক অংশীদার স্থায়ী কিংবা ক্রমহ্রাসমান ভিত্তিতে মূলধনে মালিকানা লাভ করে এবং মুনাফায় অংশ পায়। সুতরাং মুশারাকা হলো দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা সংস্থার মধ্যে এক ধরনের অংশীদারিত্বের চুক্তি। এখানে সকল অংশীদার ব্যবসায়ে মূলধন সরবরাহ করবে এবং তাদের সবাই বা কেউ কেউ ব্যবসা পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। ব্যবসায়ে লাভ হলে পূর্ব চুক্তি অনুসারে সকল অংশীদারের মধ্যে বণ্টিত হবে আর লোকসান হলে মূলধন অনুপাতে তা সকলকে বহন করতে হবে।

ইসলামী ব্যাংকিং-এ অনুশীলিত মুশারাকার বৈশিষ্ট্য

১. মুশারাকা একটি যৌথমূলধনি কারবার যেখানে ব্যাংক ও বিনিয়োগ গ্রাহক উভয়েই মূলধন ও কারবার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।
২. অর্জিত লাভ চুক্তির শর্ত অনুযায়ী গ্রাহক ও ব্যাংক উভয়ের মধ্যে বণ্টিত হবে।
৩. ব্যবসায়ের প্রকৃত লোকসান মূলধন অনুপাতে ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়ে বহন করবে।
৪. মুশারাকা কারবারের হিসাব চূড়ান্ত হওয়ার আগেই কোনো অংশীদারকে অনুমানের ভিত্তিতে লাভ আগাম দেয়া যাবে। তবে আগাম দেয়া লাভ হিসাব চূড়ান্ত হওয়ার পর প্রকৃত লাভ-ক্ষতির সাথে সমন্বয় করতে হবে।
৫. অব্যবস্থাপনা, চুক্তির কোনো শর্ত ভঙ্গ, বিশ্বাস ভঙ্গ ইত্যাদি কারণে কোনো ক্ষতি হলে দায়ী পক্ষকে তা বহন করতে হবে।
৬. ব্যাংক মুশারাকা কারবারের চুক্তিতে যে কোনো যুক্তিসঙ্গত ও শরিয়াসম্মত শর্ত আরোপ করতে পারবে।
৭. বিনিয়োগ গ্রাহক যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ করবেন। ব্যাংক নিজে অথবা মনোনীত নিরীক্ষক দিয়ে এই হিসাব পরিদর্শন ও নিরীক্ষণ করতে পারবে।

মুশারাকা বৈধ হওয়ার পক্ষে দলিল

আল্লাহ তা'আলার বাণী

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন:

وَ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَآءِ لَيَبْغِىْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ قَلِيْلٌ مَّا هُمْ

অধিকাংশ অংশীদার একে অন্যের ওপর নিশ্চিত জুলুম করে। একমাত্র ঈমানদার ও সৎকর্মশীলরা এরূপ নয় এবং এদের সংখ্যা কম।[২৩৯]

[২৩৯] সূরা আস-ছোয়াদ, আয়াত নং-২৪

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা ন্যায়পরায়ণ অংশীদারদের অংশীদারি কারবারকে অনুমোদন দিয়েছেন। অংশীদারি বা মুশারাকা ব্যবসা অবৈধ হলে আল্লাহ তা'আলা তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করতেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা বলেন, দুইজন অংশীদারের মধ্যে আমি তৃতীয়জন হিসেবে ততক্ষণ অবস্থান করি যতক্ষণ তারা একে অন্যের সাথে খিয়ানত না করে। তাদের মধ্যে কেউ তার সাথী (অংশীদার) -এর সাথে খিয়ানত করলে আমি তাদের মধ্য থেকে বের হয়ে যাই"।[২৪০]

সাইব ইবন আবি সাই ব আল মাখযুমী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়ত লাভের পূর্বে তার ব্যবসায়িক অংশীদার ছিলেন। মক্কা বিজয়ের দিন সাইব (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হলে তিনি তাকে বলেছিলেন-

مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي كَانَ لَا يُدَارِي وَلَا يُمَارِي

আমার ভাই ও আমার অংশীদারকে স্বাগত যিনি তার অংশীদারের সঙ্গে মতবিরোধে ও বিবাদে লিপ্ত হন না।[২৪১]

يَدُ اللهِ عَلَى الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَتَخَاوَنَا

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "দু'জন অংশীদারের ওপর ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রহমত থাকে যতক্ষণ তাঁরা একে-অন্যের খিয়ানত না করে।"[২৪২]

উল্লিখিত হাদীসগুলো থেকে অংশীদারি কারবারের বৈধতা প্রমাণিত হয়। অংশীদারি কারবার অবৈধ হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদেরকে তা করতে নিষেধ করতেন। তিনি অংশীদারি কারবারকে অবৈধ বলেননি; বরং বলেছেন, যেসব অংশীদার খিয়ানত করে না তাদের ওপর আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন।

মুশারাকার প্রকারভেদ

মুশারাকা বলতে সাধারণত শিরকাতুল আকদকে বুঝায়। শিরকাতুল আকদ হলো চুক্তিভিত্তিক অংশীদারি ব্যবসা (partnership business) শিরকাতুল আকদ প্রধানত চার প্রকার।[২৪৩] যথা-

---

[২৪০] আবুল হাসান আলী ইবনে ওমর, *সুনানু দারা কুতনি* (বয়রুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ-২০০৪), খ. ৩য়, হাদীস নং-৩৩৮৩, পৃ. ৪৪২
[২৪১] ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল, মুসনাদে আহমদ (বয়রুত: দারু ইহইয়ায়িস তুরাছ আল-আরাবি ১৯৯৩), ৩য় খন্ড, পৃ. ৪২৫
[২৪২] আবুল হাসান আলী ইবনে ওমর, *সুনানু দারা কুতনি* (বয়রুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ-২০০৪), খ. ৩য়, হাদীস নং-২৯৩৪, পৃ. ৪৪২
[২৪৩] *শরীআহ ম্যানুয়েল*, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড (ঢাকা: আবিবিএল, প্রকাশ-২০২০), পৃ. ৫৭

- শিরকাতুল মুফাওয়াদা (شِرْكَةُ المُفَاوَضَةِ)
- শিরকাতুল ইনান (شِرْكَةُ العِنَانِ)
- শিরকাতুল আবদান (شِرْكَةُ الأَبْدَانِ)
- শিরকাতুল উজুহ (شِرْكَةُ الوُجُوْهِ)

নিম্নে শিরকাতুল আকদের প্রত্যেক প্রকারের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করা হলো:

শিরকাতুল মুফাওয়াদা (সমতাভিত্তিক অংশীদারিত্ব)

ব্যবসায়ে অংশীদারদের পুঁজি ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সমতা থাকলে তাকে শিরকাতুল মুফাওয়াদা বা সমতাভিত্তিক অংশীদারিত্ব বলে। সম-অংশীদারি কারবারে সকল অংশীদারের মূলধন, লাভ-লোকসান ও দায়িত্ব-কর্তব্য সমান হয়।[২৪৪]

শিরকাতুল ইনান (অসম অংশীদারিত্ব)

অসম অংশীদারিত্বকে শিরকাতুল ইনান বলা হয়। এক্ষেত্রে মূলধন (equity), ব্যবস্থাপনা ও লাভে সমান অংশীদারিত্ব বাধ্যতামূলক নয়। একজনের চেয়ে অন্যের মূলধন বেশি বা কম হতে পারে। একজন অংশীদারকে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেয়া বৈধ। লাভ সমানভাবে বণ্টিত হওয়া বাধ্যতামূলক নয়, বরং চুক্তিতে উল্লেখিত অনুপাতে লাভ বণ্টিত হবে। কোনো লোকসান হলে তা মূলধনের অনুপাতে অংশীদারদের বহন করতে হবে। এ পদ্ধতিতেই অধিকাংশ অংশীদারি ব্যবসা (partnership business) পরিচালিত হয়ে থাকে।[২৪৫]

শিরকাতুল আবদান (শ্রম ও দক্ষতাভিত্তিক অংশীদারিত্ব)

শ্রম ও দক্ষতাকে পুঁজি করে পরিচালিত অংশীদারি ব্যবসাকে শিরকাতুল আবদান বলা হয়। এ পদ্ধতিতে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা পক্ষ একটি অংশীদারি (partnership) ব্যবসা করে। তারা নিজেদের শ্রম ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ব্যবসা করবে এবং চুক্তি অনুযায়ী তাদের মাঝে লাভ ভাগ করে নিবে। [২৪৬]

শিরকাতুল উজুহ (সুনামভিত্তিক অংশীদারিত্ব)

অংশীদারদের সুনামকে পুঁজি করে যে অংশীদারি ব্যবসা পরিচালিত হয়, তাকে শিরকাতুল উজুহ বলা হয়।[২৪৭] এ ধরনের কারবারে একাধিক ব্যক্তি কোনো পুঁজি বা মূলধন ছাড়াই কেবল তাদের সুনাম ও ব্যবসায়ী মহলে তাদের বিশ্বস্ততাকে পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করে অন্যের নিকট থেকে বাকিতে পণ্য ক্রয়পূর্বক নগদে বিক্রি করার মাধ্যমে ব্যবসা করে থাকে এবং তা থেকে অর্জিত লাভ চুক্তি অনুযায়ী

---

[২৪৪] শরীআহ ম্যানুয়েল, *ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড*, প্রকাশ-২০২০, পৃ. ৫৮
[২৪৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮
[২৪৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮
[২৪৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

ভাগ করে নেয়। ব্যবসায়ে প্রত্যেক অংশীদারের মালিকানা তাদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারণ করা, সেভাবে লাভ ভাগ করে নেয়া এবং সে অনুযায়ী লোকসান বহন করাই শিরকাতুল উজুহ-এর মূলকথা।

ইসলামী ব্যাংকে বিনিয়োগ পদ্ধতি হিসেবে মুশারাকার প্রয়োগ

ইসলামী ব্যাংকগুলোতে শিরকাতুল ইনান প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট ব্যবসায়ের পুঁজির একটি অংশ প্রদান করে গ্রাহক এবং অবশিষ্ট অংশ প্রদান করে ব্যাংক। একাধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মুশারাকা হলে অন্যান্য অংশীদারের মতো ব্যাংকও পুঁজির একটি অংশ প্রদান করে। সাধারণত গ্রাহকের ওপর ব্যবসা পরিচালনার দায়িত্ব থাকে। তবে ব্যাংক ইচ্ছা করলে ব্যবস্থাপনায় অংশ নিতে পারে। ব্যবসায়ে লাভ হলে তা চুক্তিতে বর্ণিত অনুপাতে ব্যাংক ও অংশীদারদের মধ্যে বণ্টিত হয় আর লোকসান হলে পুঁজির অনুপাতে ব্যাংক ও অন্যান্য অংশীদার তা বহন করে। ইসলামী ব্যাংকিং-এ প্রয়োগের দিক থেকে মুশারাকা দু'প্রকার হতে পারে:

১. মুশারাকা মুস্তামির্‌রা (الْمُشَارَكَةُ الْمُسْتَمِرَّةُ) বা চলমান মুশারাকা
২. মুশারাকা মুতানাকিছা (الْمُشَارَكَةُ الْمُتَنَاقِصَةُ) বা ক্রমহ্রাসমান মুশারাকা।

এ দুপ্রকার মুশারাকার বিবরণ নিয়ে দেয়া হলো:

মুশারাকা মুস্তামির্‌রা (চলমান মুশারাকা)

কোনো মেয়াদ নির্দিষ্ট না করে মুশারাকা চুক্তি করা হলে তাকে মুশারাকা মুসতামির্‌রা বা চলমান মুশারাকা বলা হয়। এ পদ্ধতিকে মুশারাকা তাম্মা (الْمُشَارَكَةُ التَّامَّةُ) বা পূর্ণাঙ্গ মুশারাকা এবং মুশারাকা দাইমা (الْمُشَارَكَةُ الدَّائِمَةُ) বা স্থায়ী মুশারাকা (permanent musharaka)-ও বলা হয়। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক কোনো ব্যবসায়ী বা কোম্পানিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধন সরবরাহ করবে। লাভ হলে চুক্তি অনুযায়ী ব্যাংক তার প্রাপ্য অংশ গ্রহণ করবে আর লোকসান হলে মূলধন অনুপাতে তা বহন করবে। এ ধরনের মুশারাকা চুক্তিতে কোনো মেয়াদ উল্লেখ থাকে না। এই পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক উদ্যোক্তার মাধ্যমে কোনো প্রকল্প বা শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করার জন্য অর্থায়ন করতে পারবে। মূলধনের শেয়ার অর্জন করার মাধ্যমেও ব্যাংক কোনো চলতি শিল্প প্রতিষ্ঠানে অর্থায়ন করতে পারবে। এক্ষেত্রে ব্যাংক উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় অংশ নেয়ার অধিকার পাবে এবং এ জাতীয় স্থায়ী মুশারাকা সাধারণত বৃহৎ ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পে করা হয়। তবে ব্যাংক ক্ষুদ্র শিল্প ও গ্রাহকদেরকে অর্থায়নের ক্ষেত্রেও এ পদ্ধতি অনুশীলন করতে পারবে।

মুশারাকা মুতানাকিছা (ক্রমহ্রাসমান মুশারাকা)

মুশারাকা মুতানাকিছা এমন এক ধরনের অংশীদারি কারবার যেখানে অংশীদারদের কোনো এক পক্ষ অপর পক্ষের শেয়ারের অংশ ক্রমান্বয়ে ক্রয়ের অঙ্গীকার করে থাকে।

মুশারাকা মুতানাকিছা বা ক্রমহ্রাসমান মুশারাকায় ব্যাংক তার মূলধনের অংশ গ্রাহকের নিকট বিক্রি করে থাকে। নির্দিষ্ট কিস্তিতে গ্রাহক ব্যাংকের শেয়ারের মূল্য পরিশোধ করেন এবং ক্রমান্বয়ে ব্যাংকের মালিকানা হ্রাস পায় ও গ্রাহকের মালিকানা বৃদ্ধি পায়। ফলে, একপর্যায়ে গ্রাহক প্রকল্পের সম্পূর্ণ মালিক হয়ে যান। আর গ্রাহক কর্তৃক উক্ত প্রকল্পের সম্পূর্ণ মালিকানা অর্জনের পূর্ব পর্যন্ত প্রকল্পে কোনো লাভ হলে, তা চুক্তি অনুযায়ী ব্যাংক ও গ্রাহকের মাঝে বন্টিত হবে। লোকসান হলে মূলধনের অনুপাতে তা উভয়ে বহন করবে। এ ধরনের মুশারাকায় সাধারণত ব্যাংকের মালিকানা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়ার অনুপাতে মুনাফায় ব্যাংকের অংশও হ্রাস পেতে থাকে।

মুশারাকা ডকুমেন্টারি বিল (এমডিবি)

প্রচলিত ব্যাংকের ইনল্যান্ড বিল পারচেজ (IBP) পদ্ধতির পরিবর্তে ইসলামী ব্যাংক মুশারাকা ডকুমেন্টারি বিল (MDB) পদ্ধতি অনুশীলন করে যা রপ্তানি পরবর্তী অর্থায়ন হিসেবে বিবেচিত হয়। ইস্যুকারী ব্যাংকের স্বীকৃতি প্রাপ্তির পর শাখা গ্রাহকের অনুকূলে মুশারাকা বিনিয়োগ প্রদান করে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মুশারাকা ডিলে গ্রাহকের আনুপাতিক অংশীদারিত্ব ও লভ্যাংশের অনুপাত চুক্তিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়। রপ্তানি পণ্য জাহাজীকরণ পরবর্তী (post shipment) পর্যায়ে যখন গ্রাহক (রপ্তানিকারক) মালামাল তৈরি করে জাহাজীকরণ সম্পন্ন করার পর ব্যাংকে এক্সপার্টে বিলের অর্থ পাওয়ার জন্য বিল জমা দিবেন তখন ব্যাংক এ পদ্ধতিতে বিনিয়োগ প্রদান করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ডিলের পরিবহন ব্যয়, জাহাজ ভাড়া, ফ্যাক্টরি ভাড়া ও শ্রমিকের বকেয়া বেতনসহ বিভিন্ন ব্যবসায়িক দেনা মেটানোর উদ্দেশ্যে গ্রাহক বিনিয়োগের জন্য আবেদন করেন। ব্যবসায়ী তার ব্যবসার শেষ প্রান্তে এসে ব্যাংককে তাতে শরিক হওয়ার প্রস্তাব করলে ব্যাংক তাতে শরিক হতে পারে। সংশ্লিষ্ট মুশারাকা ডিল/চুক্তিতে গ্রাহকের অংশীদারিত্ব ও লভ্যাংশের অনুপাত সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। এটি কারো চলমান ব্যবসায়ে কাউকে শরিক/অংশীদার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার সাথে তুলনীয়। তবে এ ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত শর্তগুলো পালন করতে হবে:

১. বিল আদায়ের ক্ষেত্রে যে ঝুঁকি থাকে অংশীদার হিসেবে ব্যাংক তা বহন করতে সম্মত হবে।
২. ব্যাংকের ইক্যুইটি রপ্তানিকৃত মালামাল তৈরি ও রপ্তানি করতে যেসব খরচ হয় সংশ্লিষ্ট ব্যবসার সেসব খাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।
৩. মুশারাকার অন্যান্য সাধারণ নীতিমালা মেনে চলতে হবে।

এক্ষেত্রে, প্রথমেই অর্থাৎ এলসি প্রাপ্তির সময়েই মুশারাকা চুক্তি করে নেয়া সর্বোত্তম এবং মুশারাকার শরয়ী নীতির সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। ব্যাংক প্রথমেই গ্রাহকের সাথে মুশারাকা চুক্তি করে রাখার চেষ্টা

করে এবং যখন প্রয়োজন হয় তখন তা কার্যকর করে। যদি তা সম্ভব হয় তাহলে ব্যবসার শেষ প্রান্তে গিয়ে ব্যাংক যখন তহবিল (ইক্যুইটি) প্রদান করে তখন মুশারাকা চুক্তি সম্পাদন করে।

২. ভাড়াভিত্তিক বিনিয়োগ

১. ইজারা বা লিজিং।

ইজারাঃ আরবি أَجْرٌ (আজার) বা أُجْرَةٌ (উজরাতুন) শব্দ হতে ইজারা পরিভাষাটি উদ্ভূত। আজর মানে প্রতিদান, লাভ, মজুরি বা ভাড়া। ইজারা হলো এমন এক ধরনের ভাড়া চুক্তি যেখানে বিনিময়মূল্য, লাভ বা ভাড়ার বিনিময়ে কোনো সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ লাভ করা যায়। এখানে সম্পদের মালিককে বলা হয় ভাড়াদাতা আর সম্পদ ব্যবহারকারীকে বলা হয় ভাড়াগ্রহীতা।

পারিভাষিক অর্থ

ইসলামী ফিকহের পরিভাষায় 'ইজারা' পৃথক দু'টি পদ্ধতির জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রথম পদ্ধতিতে ইজারার অর্থ কোন ব্যক্তি থেকে শ্রম গ্রহণ করা যার বিনিময়ে তাকে বেতন-ভাতা প্রদান করা হয়। ইজারার দ্বিতীয় প্রকারের সম্পর্কে মানবীয় সেবার সাথে নয়; বরং আসবাবপত্র এবং সম্পদের সুবিধাভোগের (ব্যবহারের অধিকারের) সাথে। এই দৃষ্টিতে 'ইজারা' অর্থ মালিকানাধীন কোন নির্দিষ্ট জিনিসের সুযোগ-সুবিধা অপর কোন ব্যক্তির নিকট এমন কোন ভাড়ার বিনিময়ে হস্তান্তর করা যা তার নিকট থেকে দাবী করা যায়। এ থিসিসের আলোচনার উদ্দেশ্য দ্বিতীয় প্রকারের সাথে অধিক সম্পৃক্ত। কেননা তাকে সাধারণত পুঁজি বিনিয়োগ এবং অর্থায়নের পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।[২৪৮]

AAOIFI ইজারার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে :

ইজারা এমন এক ধরনের চুক্তি যেখানে ভাড়া দাতা ও ভাড়াগ্রহীতা দু'টি পক্ষ থাকে। এ পদ্ধতিতে ভাড়াগ্রহীতা সুনির্দিষ্ট প্রতিদান বা ভাড়া প্রদানপূর্বক ভাড়াদাতার মালিকানাধীন সম্পদ থেকে সেবা/সুবিধা ভোগ করে। অর্থাৎ এটা একটি ভাড়া চুক্তি যেখানে ভাড়াদাতার মালিকানাধীন কোন নির্দিষ্ট সম্পদ স্থিরকৃত মেয়াদে নির্ধারিত ভাড়ায় গ্রহীতার নিকট ভাড়া দেয়া হয়।[২৪৯]

সেন্ট্রাল শরিয়া বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংক অব বাংলাদেশ কর্তৃক প্রণীত ও বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরিত (প্রস্তাবিত) ইসলামী ব্যাংকিং আইনে ইজারার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে :

'ইজারা (Leasing) বলতে এমন একটি ব্যবসায়িক পদ্ধতিকে বুঝাবে যেখানে ব্যাংক কর্তৃক ক্রয়কৃত এমন সম্পদ যা ব্যবহারের ফলে বিলীন হয় না। নির্দিষ্ট কোন মেয়াদের জন্য গ্রাহকের নিকট ভাড়া প্রদান

[২৪৮] মুফতী মুহাম্মদ তাক্বী উসমানী, মুহাম্মদ জাবের হোসাইন অনূদিত, *ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি*, (ঢাকা: মাকতাবাতুল আশরাফ, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০০৮), পৃ. ১৫২-১৫৩

[২৪৯] Ijarah is mechanism of leasing of property pursuant to a contract under which a specified permissible benefit in the form of a usufruct is obtained for a specified period in return for a specified permissible consideration. [Drm: AAOIFI, Shariah Standards 2002, P. 158].

করে থাকে; এ পদ্ধতিতে সম্পত্তির আইনগত মালিকানা ব্যাংকের থেকে যাবে। অপরদিকে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী গ্রাহক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত ভাড়ায় সে সম্পদ ব্যবহারের অধিকার ভোগ করবে।[২৫০]
উপরিউক্ত সংজ্ঞার আলোকে বলা যায়, 'অর্থ কিংবা মুনাফার বিনিময়ে কোন জিনিসকে ভোগ করতে দেয়া' যেমন- ঘর, বিল্ডিং বা কোন মেশিনারিজ বস্তু নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে কাউকে ভোগ করতে দেয়া। ইসলামী ব্যাংক মেশিনারী সামগ্রী, যানবাহন, বাড়িঘর, জাহাজ ইত্যাদি সম্পূর্ণ নিজস্ব মালিকানায় রেখে গ্রাহককে তা ভাড়ার চুক্তিতে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ইজারা দিতে পারে। অন্য কথায় এ পদ্ধতিতে ব্যাংক স্থানান্তরযোগ্য সম্পক্তি ক্রয় করে এবং তা মক্কেলের নিকট একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভাড়া পদ্ধতিতে লিজ নেয়। ইজারার মেয়াদ শেষে ব্যাংক সম্পত্তি ফেরত পায়।
ইজারার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পরিভাষাগুলো ব্যবহৃত হয়:

- মুআজ্জির (مُؤَجِّرْ) তথা ভাড়াদাতা (lessor): যে ব্যক্তি কোনো সম্পদ ভাড়া দেন।
- মুছতাজির (مُسْتَأجِرْ) তথা ভাড়াগ্রহীতা (lessee): যে ব্যক্তি কোনো সম্পদ ভাড়ায় গ্রহণ করেন।
- মুছতাজার (مُسْتَأجَرْ) তথা ভাড়ায় দেয়া বস্তু (leased): যে সম্পদটি ভাড়া দেয়া হয়।
- মাজুর (مَأْجُوْرْ): ভাড়ায় প্রদত্ত সম্পদের ব্যবহারযোগ্যতা/উপকার (usutruct), যার ওপর ভাড়া চুক্তি করা হয়।
- উজরা (أُجْرَة) তথা ভাড়া (rent); উপকার ভোগ করার বিনিময় হিসেবে যা আদায় করা হয়।

ক্রয়-বিক্রয়

আরবি 'বাই' শব্দের অর্থ কেনাবেচা বা কোনো কিছুর বিনিময়ে মালিকানা হস্তান্তর করা। এইচপিএসএম পদ্ধতিতে প্রতি কিস্তির মধ্যে গ্রাহক ব্যাংকের সম্পদ ব্যবহারের বিনিময়ে ভাড়া পরিশোধের পাশাপাশি সম্পদের অংশ কেনার বিপরীতে ব্যাংককে ক্রয়মূল্যও প্রদান করেন। হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্‌ক (HPSM) পদ্ধতির মধ্যে ইজারা বা ভাড়ার বিষয়টি মুখ্য। বাকি বিষয় দুটি আনুষঙ্গিক। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক ও বিনিয়োগ গ্রাহক কোনো সম্পদের মালিকানা যৌথভাবে অর্জন করে। সম্পদের একাংশের মালিক হন গ্রাহক আর অবশিষ্টাংশের মালিক হয় ব্যাংক। সংশ্লিষ্ট সম্পদে ব্যাংক যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে, সে পরিমাণ সম্পদের মালিক ব্যাংক। এরপর ব্যাংক তার মালিকানাধীন অংশটুকু গ্রাহকের কাছে নির্ধারিত ভাড়ার বিনিময়ে ইজারা প্রদান এবং কিস্তিতে বিক্রি করার চুক্তি করে। ইজারা পদ্ধতির আয়কে বলা হয় ভাড়া (rent)। প্রকল্পে ব্যাংকের মালিকানা কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাড়াও কমে যায়। কিন্তু গ্রাহকের সুবিধার্থে গড় ভাড়ার ভিত্তিতে প্রতিটি কিস্তি সমপরিমাণে পরিশোধ করার সুযোগ দেয়া হয়। এ পদ্ধতিকে ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতি (reducing method) বলা হয়।

[২৫০] ইসলামিক ব্যাংকস সেন্ট্রাল শরী'আহ্ বোর্ড জার্নাল, (ঢাকা: সেন্ট্রাল শরী'আহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস, প্রথম সংখ্যা, মার্চ ২০০৫), পৃ. ১৩৪

হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্‌ক (HPSM) বৈধ হওয়ার দলিল

ইজারা (hire), বাই (purchase) ও শিরকাতুল মিল্‌ক (share in ownership)-এ তিন পদ্ধতির সমন্বয়ে হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্‌ক (hire purchase under shirkatul melk) পদ্ধতিটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ পদ্ধতিগুলো বৈধ হওয়ার পক্ষে শরিয়া দলিল রয়েছে।

ইজারা বৈধ হওয়ার দলিল

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

আপনি যাদেরকে শ্রমিক নিযুক্ত করেন তাদের মধ্যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্তরাই উত্তম।[২৫১]

শুআইব আলাইহিস সালাম কর্তৃক মূসা আলাইহিস সালামকে শ্রমিক নিযুক্ত করার ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত আয়াত নাযিল হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হিজরত করার সময় পথ দেখানারে জন্য একজন অমুসলিম ব্যক্তিকে পথনির্দেশক নিয়োগ করেছিলেন (বুখারি, কিতাবুল ইজারা)। অতএব, হাদীসের বর্ণনানুযায়ী মজুরির বিনিময়ে শ্রমিক নিয়োগ করা বৈধ। প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকের মজুরি হচ্ছে তার সেবার বিনিময়মূল্য। একজন শ্রমিক মজুরির বিনিময়ে তার শ্রম বা সেবা বিক্রি করে থাকে। ইসলামী শরিয়াতে এটাকে বৈধ বলা হয়েছে।

বাই বৈধ হওয়ার দলিল

বাই হালাল হওয়ার ব্যাপারে আল কুরআনে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। যেমন-

"আর আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম"।

শিরকাতুল মিল্ক বৈধ হওয়ার দলিল

কোনো সম্পদের ওপর যৌথ মালিকানা অর্জনে শরিয়তে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন-

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

"তারা (উত্তরাধিকারীরা) এক-তৃতীয়াংশে অংশীদার হবে।"[২৫২]

এখানে মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তিতে যৌথ অংশীদারিত্বের কথা বলা হয়েছে। এটা শিরকাতুল মিলক।

ইসলামী ব্যাংকে এইচপিএসএম বিনিয়োগ পদ্ধতির প্রয়োগ

ইসলামী ব্যাংক শিল্পপ্রতিষ্ঠান, রিয়েল এস্টেট, পরিবহণ ইত্যাদি খাতে এইচপিএসএম পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করতে পারে।

---

[২৫১] সূরা আল কাসাস, আয়াত-২৬

[২৫২] সূরা আন নিসা, আয়াত-১২

এইচপিএসএম (শিল্প)

শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক কোনো প্রকল্পের যন্ত্রপাতি (mechineries) বা স্থায়ী সম্পদ বিনিয়োগ গ্রাহকের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ক্রয় বা নির্মাণ করবে। অতঃপর ব্যাংক তার অংশ গ্রাহকের কাছে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ভাড়া দিবে এবং বিভিন্ন কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে গ্রাহকের কাছে সম্পদটি ক্রমান্বয়ে বিক্রি করবে। গ্রাহক প্রতিটি কিস্তি পরিশোধ করার মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে ব্যাংকের অংশ কিনে নিবেন। পাশাপাশি সম্পদে ব্যাংকের অংশটি ব্যবহারের বিনিময়ে গ্রাহক ব্যাংককে ভাড়া (rent) পরিশোধ করবেন।

এইচপিএসএম (পরিবহন)

একই পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক গাড়ি, জাহাজ ইত্যাদি পরিবহন খাতেও বিনিয়োগ করতে পারবে। এক্ষেত্রে ব্যাংক ও গ্রাহক যৌথভাবে ক্রয়ের মাধ্যমে কোনো গাড়ির বা জাহাজের মালিকানায় অংশীদার হবে। ব্যাংক তার মালিকানাধীন অংশ গ্রাহকের কাছে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ভাড়া দিবে এবং সেইসাথে ব্যাংকের অংশ গ্রাহকের কাছে কিস্তিতে ক্রমান্বয়ে বিক্রয়ের চুক্তি করবে। বিনিয়োগের মেয়াদের মধ্যে ব্যাংকের অংশটি কিস্তিতে ভাগ করে দেয়া হবে। গ্রাহক প্রতি কিস্তি পরিশোধ করার মাধ্যমে ব্যাংকের মালিকানাধীন একেকটি অংশ ক্রয় করে নিবেন। এভাবে ক্রমান্বয়ে জাহাজ/গাড়িতে ব্যাংকের মালিকানা কমতে থাকবে এবং গ্রাহকের অংশ বাড়তে থাকবে।

এইচপিএসএম (রিয়েল এস্টেট/গৃহনির্মাণ)

রিয়েল এস্টেটে বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও ইসলামী ব্যাংক এইচপিএসএম পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারবে। এ পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক ও গ্রাহক যৌথভাবে কোনো বাড়ি নির্মাণ বা অ্যাপার্টমেন্ট ক্রয় করবে। অতঃপর ব্যাংক তার অংশটি গ্রাহকের কাছে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ভাড়া দিবে এবং তা গ্রাহকের কাছে ক্রমান্বয়ে বিক্রির চুক্তি করবে। বিনিয়োগের মেয়াদের মধ্যে ব্যাংকের অংশটি কিস্তিতে ভাগ করে দেয়া হবে। গ্রাহক প্রতি কিস্তি পরিশোধ করার মাধ্যমে ব্যাংকের মালিকানাধীন একেকটি অংশ ক্রয় করে নিবেন। এভাবে ক্রমান্বয়ে বাড়ি/অ্যাপার্টমেন্ট-এ ব্যাংকের মালিকানা কমতে থাকবে এবং গ্রাহকের অংশ বাড়তে থাকবে। কোন কোন ব্যাংক কোন কোন পদ্ধতিতে বিনিয়োগ প্রদান করে তার একটি তালিকা প্রদান করা হলো:

ক্রমিক	ব্যাংক নাম	বিনিয়োগ পদ্ধতি
১	দ্যা সিটি ব্যাংক লিমিটেড	• মুরাবাহা • এইচপিএসএম • বাই মুয়াজ্জাল • করদ
২	এবি ব্যাংক লিমিটেড	• মুরাবাহা • এইচপিএসএম • বাই মুয়াজ্জাল
৩	ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড	• মুরাবাহা • এইচপিএসএম • বাই মুয়াজ্জাল • ইজারা
৪	প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড	• মুরাবাহা • এইচপিএসএম • বাই মুয়াজ্জাল • সালাম • মুশারাকা
৫	প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড	• মুরাবাহা • মুয়াজ্জাল • সালাম • মুশারাকা • এইচপিএসএম • তিজারাহ
৬	সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড	• মুরাবাহা • এইচপিএসএম • বাই মুয়াজ্জাল • সালাম
৭	যমুনা ব্যাংক লিমিটেড	• মুরাবাহা • মুয়াজ্জাল • সালাম • মুশারাকা • এইচপিএসএম
৮	ব্যাংক আল-ফালাহ লিমিটেড	• মুরাবাহা • ইজারা • সালাম • মুশারাকা
৯	এনআরবি ব্যাংক লিমিটেড	• কার্যক্রম চলমান

সারণি ৩.৫: প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং শাখার বিনিয়োগ মোড[২৫৩]

[২৫৩] স্ব স্ব ব্যাংকের ওয়েব সাইট ও বার্ষিক রিপোর্ট, ২০২০

ইসলামী ব্যাংকিং শাখাসমূহ এইসব পদ্ধতিতে বিনিয়োগ প্রদান করে থাকে।

১	সোনালী ব্যাংক লিমিটেড	• মুরাবাহা • মুয়াজ্জাল • সালাম • এইচপিএসএম • ইসতিসনা
২	জনতা ব্যাংক লিমিটেড	কার্যক্রম চলমান
৩	অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড	• মুরাবাহা • মুয়াজ্জাল • এইচপিএসএম
৪	পূবালী ব্যাংক লিমিটেড	• মুয়াজ্জাল • এইচপিএসএম
৫	ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড	• মুরাবাহা • মুয়াজ্জাল • সালাম
৬	ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড	• মুরাবাহা • মুয়াজ্জাল • সালাম • মুশারাকা • এইচপিএসএম • করদ
৭	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক	• মুরাবাহা • মুয়াজ্জাল • সালাম
৮	মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড	• মুরাবাহা • মুয়াজ্জাল • সালাম • মুশারাকা • এইচপিএসএম • করদ
৯	মিডলাইন ব্যাংক লিমিটেড	• কার্যক্রম চলমান
১০	এনআরবিসি ব্যাংক	• মুরাবাহা • মুয়াজ্জাল • সালাম • ইসতিসনা • এইচপিএসএম
১১	ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড	• মুরাবাহা • মুয়াজ্জাল

		• সালাম • ইসতিসনা • এইচপিএসএম
১২	ইউসিবি ব্যাংক লিমিটেড	• মুরাবাহা • মুয়াজ্জাল • সালাম • এইচপিএসএম • ইজারা
১৩	মেঘনা ব্যাংক লিমিটেড	• মুরাবাহা
১৪	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড	কার্যক্রম চলমান

সারণি ৩.৬: প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং উন্ডোর বিনিয়োগ মোড[২৫৪]

উইন্ডো ব্যাংকিং পরিচালনাকারী ব্যাংকগুলো এই পদ্ধতিগুলোতে বিনিয়োগ প্রদান করে থাকে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : মুনাফা বণ্টন

বাংলাদেশে মুদারাবা আমানতকারীদের মুনাফা বণ্টন

মুদারাবা আমানতকারীরা মূলত ইসলামী ব্যাংকের সরাসরি বিনিয়োগকারী। তাদের বিনিয়োগের বিপরীতে যথাযথ মুনাফা প্রাপ্তির জন্য একটি স্ট্যান্ডার্ড কাঠামো দরকার। কেননা আল-কুরআন ও আল-হাদীসে প্রত্যেকের ন্যায্য অধিকার, মুনাফা ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান করার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্দেশনা রয়েছে। যেমন,

وَيۡلٌ لِّلۡمُطَفِّفِيۡنَ ﴿۱﴾ الَّذِيۡنَ اِذَا اکۡتَالُوۡا عَلَى النَّاسِ يَسۡتَوۡفُوۡنَ ﴿۲﴾ وَ اِذَا كَالُوۡهُمۡ اَوۡ وَّزَنُوۡهُمۡ يُخۡسِرُوۡنَ ﴿۳﴾

ধ্বংস তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়, যারা লোকদের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে; আর যখন তাদেরকে মেপে দেয় অথবা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়।[২৫৫]

الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ

মুনাফা চুক্তিকারীদ্বয়ের শর্ত অনুপাতে হবে, ক্ষয়-ক্ষতি মূলধনের উপর বর্তাবে।[২৫৬]

---

[২৫৪] স্ব স্ব ব্যাংকের ওয়েব সাইট ও বার্ষিক রিপোর্ট-২০২০

[২৫৫] সূরা আল-মুতাফফিফিন, আয়াত- ১,২,৩

[২৫৬] আবু বকর ইবনে আবি শাইবা, *মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা* (রিয়াদ: মাকতাবাতুর রাশাদ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৯ হি.), খ. ৬, হাদীস নং. ১৯৯৬৪

এ আয়াত ও হাদিসের নির্দেশনা হলো, কারো কাছ থেকে যে পরিমাণ সম্পদ নেওয়া হবে তাকে সে পরিমাণ ফেরত দিতে হবে। পাশাপাশি ন্যায় প্রতিষ্ঠায় গৃন সম্পদ (আমানত) থেকে অর্জিত মুনাফা পূর্ব নির্ধারিত চুক্তির হার অনুযায়ী বণ্টন করা বাধ্যতামূলক। সে বিবেচনায় মুনাফা বণ্টনের দুটি কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে যা অবশ্যই স্বচ্ছ, অনুধাবনযোগ্য এবং সকল প্রয়োজনীয় তথ্যের সমন্বয়ে হওয়া দরকার। এ প্রয়োজনের তাগিদেই ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতিতে মুদারাবা ডিপোজিটরদের মাঝে মুনাফা বণ্টনের নিম্ন বর্ণিত পদ্ধতি বিদ্যমান।

১. ওয়েটেজ পদ্ধতি (Weightage Based Framework);

২. আইএসআর (Income Sharing Ratio) পদ্ধতি।

৪.১. ওয়েটেজ ভিত্তিক রূপরেখা (Weightage Based Framework)

পরিচয় ও ইতিহাস

মুদারাবা জমাকারীদের মুনাফা বণ্টনে অভিন্ন হিসাবায়ন পদ্ধতি অনুসরণ, বিভিন্ন ইস্যু স্পষ্টকরণ এবং মুনাফা অর্জনে ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে যে বণ্টনরীতি ব্যবহার করা হয় তাকেই ওয়েটেজ পদ্ধতি বলা হয়। মূলত বাংলাদেশে ওয়েটেজ পদ্ধতি (Weightage Based Framework) বা গুরুত্বভিত্তিক মুনাফা বণ্টন কাঠামো সর্বপ্রথম ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের মাধ্যমে ১৯৮৩ সালে গৃহীত হয়। প্রকৃতপক্ষে ইসলামী ব্যাংকের তাৎক্ষণিক বিশেষ প্রয়োজন মেটাতে এ রূপরেখা তৈরি করা হয়েছিল। সে সময় সুদভিত্তিক ব্যাংকিং পরিবেশের মধ্যে দেশে প্রথম ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হতে বেশকিছু চ্যালেঞ্জ ছিল। একদিকে শরিয়া পরিপালন, অন্যদিকে প্রচলিত প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকসমূহের বাজার নির্ধারকগুলোর অনুসরণ করা ছিল একটি দুঃসাধ্য কাজ। এক্ষেত্রে, ইসলামী ব্যাংকের প্রাথমিক উদ্বেগ ছিল শরিয়াহ ভিত্তিক ব্যাংকিং চালু রাখা এবং প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা। এ সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশ ব্যাংক পরিপূর্ণ ইসলামী ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংকের শাখাসমূহ এবং কনভেনশনাল ব্যাংকসমূহের ইসলামী ব্যাংকিং শাখার জন্য মুনাফা বণ্টনের পদ্ধতিকে সংগতিপূর্ণ করার লক্ষ্যে ওয়েটেজ বেজ্‌ড মূলনীতির আলোকে একটি মুনাফা বণ্টনের কাঠামো প্রস্তুত করে। যা ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১ এর অধীনে অনুমতিপ্রাপ্ত সকল পূর্ণ ইসলামী ব্যাংক ও প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী শাখাসমূহের উপর প্রযোজ্য হয়। তাছাড়া এ পদ্ধতি ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের স্টান্ড্যার্ড প্রণয়নকারী সংস্থা তথা আউফি প্রদত্ত নীতিমালার অনুরূপ।[২৫৭]

ক. ওয়েটেজ পদ্ধতিতে মুনাফাবণ্টন কাঠামোর উদ্দেশ্য

- মুদারাবা জমাকারীদের মুনাফা বণ্টনে অভিন্ন হিসাবায়ন পদ্ধতি অনুসরণ;

[২৫৭] সাক্ষাতকারে জনাব আব্দুল আওয়াল সরকার, নির্বাহী পরিচালক (অবসরপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ ব্যাংক, তারিখ: ১৬.০৪.২০২০

- মুনাফা হিসাবায়ন পদ্ধতির বিভিন্ন ইস্যু স্পষ্ট করা; যা প্রায়ই ইসলামী ব্যাংকগুলোর মাঝে অস্পষ্টতা সৃষ্টি করে;
- মুদারাবা আমানতকারীদের এ নিশ্চয়তা প্রদান করা যে, তারা তাদের বিনিয়োগের আয় ন্যায্যভাবে পাচ্ছে;
- নতুন নতুন ইসলামী ব্যাংককে মুনাফা বণ্টনের একটি পদ্ধতি প্রদান। যেসব ব্যাংক এখনও মুনাফা বণ্টনের কোনো কাঠামো প্রস্তুত করেনি।[২৫৮]

খ. ওয়েটেজ পদ্ধতির মূলনীতি

এ পদ্ধতি অনুযায়ী ইসলামী ব্যাংকের মুদারাবা জমার বিপরীতে প্রদেয় বিনিয়োগের আয় বণ্টনের সময় নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসৃত হয়:

১. বিনিয়োগের মাধ্যমে মুদারাবা আমানতকারীরা আয়ের অংশীদার হবেন। এ ধরনের আয়ের মধ্যে মুনাফা, লভ্যাংশ, ডিভিডেন্ড, মূলধনের লভ্যাংশ, ভাড়া, বিনিময় থেকে আয় এবং অন্যান্য তহবিলের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত আয় অন্তর্ভুক্ত হবে;

২. মুনাফা ভাগের অনুপাত বা প্রফিট শেয়ারিং রেশিও (PSR), আমানতের গুরুত্ব (Weightage) এবং মুদারাবা জমা সংক্রান্ত যে কোনো পরিবর্তন অবশ্যই অর্থ বছর কিংবা মুদারাবা চুক্তির শুরুতেই ঘোষণা করতে হবে এবং তা যথাযথভাবে মুদারাবা আমানতকারীদেরকে অবগত করতে হবে;

৩. কোনো অর্থ বছর বা মুদারাবা চুক্তির শুরুতে ব্যাংক মুনাফা ভাগের অনুপাত কমাতে বা বাড়াতে পারে; কিন্তু কোনো অর্থ বছরের শেষে এটি কমানো বাড়ানো যাবে না;

৪. অনুপাত অনুসারে কোনো অর্থ বছরের মোট আয় থেকে প্রথমেই মুদারাবা আমানতের আয় বণ্টন করা হবে। মোট বিনিয়োগের মধ্যে মুদারাবা আমানতের পরিমাণ বেশি হলে, মুদারাবা ফান্ডের অংশকে ১০০% বিবেচনা করতে হবে। মুদারাবা আমানত থেকে অর্জিত মুনাফা পূর্ব নির্ধারিত হারে আমানতকারীদের মাঝে বণ্টন করতে হবে;

৫. যদি কোনো ক্ষতি সমন্বয়ক রিজার্ভ থাকে যা ব্যবস্থাপনা ব্যয় এবং বিনিয়োগের ক্ষতি পূরণে কাজ করে; তবে তা অর্থ বছরের শুরুতে অথবা পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী মুদারাবা বিনিয়োগের আয় থেকে বাদ যাবে;

৬. মুদারাবা আমানত ব্যাংকের অন্যান্য বিনিয়োগের উপর অগ্রাধিকার পাবে। যেমন: মুদারাবা আমানতের তহবিল পূর্ণরূপে বিনিয়োগের পর ব্যাংকের ইক্যুইটি এবং ব্যয়মুক্ত তহবিল বিনিয়োগের জন্য বিবেচিত হবে। ব্যাংকের ইক্যুইটি বলতে পরিশোধিত মূলধন, বিধিবদ্ধ রিজার্ভ, বিনিয়োগজনিত ক্ষতিপূরণ রিজার্ভ, সাধারণ রিজার্ভ এবং ব্যাংকের সৃষ্ট কোন তহবিল বা রিজার্ভ

---

[২৫৮] M. Azizl Huq, *Profits Payout to Mudaraba Depositors*, Dhaka: Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT), 2012, P. 6

অন্তর্ভুক্ত হবে এবং বুঝাবে। ব্যয়মুক্ত তহবিল বলতে বুঝায়, ব্যাংককর্তৃক গৃহীত ব্যয়মুক্ত তহবিল এবং ব্যাংকের এমন আয়, যার কোনো অংশীদার নেই;

৭. মুদারাবা তহবিল ইসলামী ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত বিনিয়োগের সকল কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করা যাবে। যেমন- সাধারণ বিনিয়োগ, শেয়ার এবং সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ, অন্যান্য ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতিস্থাপন ইত্যাদি। ব্যাংকের শরিয়াহ সুপারভাইজরি কমিটির পাশাপাশি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদকর্তৃক অনুমোদিত হবে;

৮. বিদেশি মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয় থেকে পাওয়া আয় অবশ্যই আলাদাভাবে দেখাতে হবে এবং তা আমানতকারীদের মাঝে বিতরণযোগ্য আয়ের সাথে যুক্ত করতে হবে;

৯. ইসলামী ব্যাংক এবং প্রচলিত ব্যাংকসমূহের ইসলামী ব্যাংকিং শাখার প্রত্যেক ধরনের মুদারাবা জমার উপর পৃথক পৃথক গুরুত্ব আরোপ (weightage) করতে হবে। এই গুরুত্ব আরোপ (weightage) জামানতের সকল ধরন, সময়, প্রকার এবং অর্থ উত্তোলনের সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি বিষয় মুনাফা নিরূপণের জন্য বিবেচিত হবে। এক্ষেত্রে, এটি মেনে নেয়া হয় যে, যত লম্বা সময় মুদারাবা জমা ভোগ-দখলে থাকবে তত বেশি ঝুঁকি থাকবে;

১০. মুদারাবা আমানত বলতে কোনো অর্থ বছরের মাস শেষে ব্যাংকের হিসাব-নিকাশ বহিতে সকল ধরনের মুদারাবা জমা হিসাবের গড়কে বুঝায়; ব্যাংক কোম্পানি আইন **১৯৯১** অনুযায়ী বিধিবদ্ধ তারল্য রিজার্ভ বাদ দেয়ার পর যার মুনাফা বিতরণ করা হয়।[২৫৯]

গ. ওয়েটেজ পদ্ধতির গঠনকাঠামো

ওয়েটেজ পদ্ধতির গঠনকাঠামোতে ৩ (তিন) ধরনের টেবিল বিবেচনা করা হয়।

১. টেবিল ১: মুনাফা হিসাবায়নের ফরমেট-১: অর্থ বছরের জন্য মোট বিনিয়োগে অংশগ্রহণকারী তহবিলের অনুপাত (সংযুক্ত-১ এ যেমনটি দেখানো হয়েছে)।

২. টেবিল ২: মুনাফা হিসাবের ফরমেট-২: অর্থ বছরের জন্য বিতরণযোগ্য মুনাফা (সংযুক্তি-২ এ যেমনটি দেখানো হয়েছে)।

৩. টেবিল ৩: মুনাফা হিসাবের ফরমেট-৩: মুদারাবা আমানতকারীদের মধ্যে বিতরণযোগ্য মুনাফার বণ্টন এবং অর্থ বছরের জন্য মুনাফার হার (সংযুক্তি-৩ এ যেমনটি দেখানো হয়েছে)।[২৬০]

---

[২৫৯] Mohammad Yahya Mujaddidi, “Profit Distribution in the Islamic Banks-Daily Product Basis and Allocation of Weightages”, *Journal of Islamic Business and Management* 2017, 7(1), 39-51, https://doi.org/10.26501/jibm/ 2017.0701-004, Pp 39-46; M. Azizl Huq, Profits Payout to Mudaraba Depositors, P. 7-9.

[২৬০] Shah, Adeel Ahmed and Siddiqui, Danish Ahmed, *Sharia Based Profit & Loss Distribution in Islamic Banking. Reality or Myth? An Analysis Based on the Application of Weightages*

ঘ. পদ্ধতি বা নিয়ম (Methodology)

উদাহরণস্বরূপ,

ক্রম	আল-আমিন ইসলামী ব্যাংকের ৩১. ১২.২০২০ তারিখ ভিত্তিক ব্যবসায়িক তথ্য		
	বিবরণ		কোটি টাকায়
১	পেইড-আপ ক্যাপিটাল এবং রিজার্ভ		১০০
২	মোট আল-ওয়াদি'আহ্ এবং অন্যান্য ব্যয়মুক্ত আমানত		১২০
	মোট		২২০
৩	মুদারাবা আমনত ঃ		
	ক	মুদারাবা হজ্জ আমানত (১০ বছর বা এর থেকে বেশি মেয়াদী)	৫
	খ	মুদারাবা বিশেষ সঞ্চয়ী স্কিম (১০ বছর পর্যন্ত)	৩০
	গ	মুদারাবা সঞ্চয়ী বন্ড (৫ বছর মেয়াদী)	৫
	ঘ	মুদারাবা সঞ্চয়ী বন্ড (৮ বছর মেয়াদী)	১০
	ঙ	মুদারাবা মেয়াদী আমানত (৩ মাস)	৮০
	চ	মুদারাবা মেয়াদী আমানত (৬ মাস)	১০০
	ছ	মুদারাবা মেয়াদী আমানত (১২ মাস)	৯০
	জ	মুদারাবা মেয়াদী আমানত (২৪ মাস)	৭০
	ঝ	মুদারাবা মেয়াদী আমানত (৩৬ মাস)	১০০
	ঞ	মুদারাবা সঞ্চয়ী আমানত	২৫০
	ট	মুদারাবা শর্ট নোটিশ ডিপোজিট (এসএনডি)	৪০
৪	মোট মুদারাবা আমানত (টাকা)		৭৮০ কোটি
৫	মোট ফান্ড (২২০ টাকা + ৭৮০ টাকা)		১০০০ কোটি
৬	মোট বিনিয়োগ স্থিতি (প্রফিট রিসিভএবল, প্রফিট/রেন্ট/কম্পেনসেশন সাসপেন্স ইত্যাদি বাদে)		৮০০ কোটি
৭	গ্রস বিনিয়োগজনিত আয়		৯৬ কোটি

ধরে নেয়া যাক, উপরোল্লিখিত তহবিল এবং বিনিয়োগের গড় স্থিতি জানুয়ারি' ২০২০ থেকে ডিসেম্বর' ২০২০ পর্যন্ত একই ছিল এবং মুদারাবা আমানত ও ব্যাংকের মধ্যে মুনাফা ভাগের অনুপাত বা প্রফিট শেয়ারিং রেশিও (PSR) ৬৫ ঃ ৩৫। বাংলাদেশ ব্যাংকের বাধ্যতামূলক তারল্য সংরক্ষণ (CRR এবং SLR বাবদ) এর হার ১০%।

(December 11, 2018). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3299520 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3299520, p. 16-18; Accesed on 11-12-2020; M. Azizl Huq, Profits Payout to Mudaraba Depositors, P. 9.

ক্রম	একটি ইসলামী ব্যাংকের আমানতের উপর প্রদেয় গুরুত্ব বা ওয়েটেজ তথ্য		
	বিবরণ		ওয়েটেজ
১	মুদারাবা আমনত ঃ		
	ক	মুদারাবা হজ্জ আমানত (১০ বছর বা এর থেকে বেশি মেয়াদী)	১.৩৫
	খ	মুদারাবা বিশেষ সঞ্চয়ী স্কিম (১০ বছর পর্যন্ত)	১.৩০
	গ	মুদারাবা সঞ্চয়ী বন্ড (৫ বছর মেয়াদী)	১.১০
	ঘ	মুদারাবা সঞ্চয়ী বন্ড (৮ বছর মেয়াদী)	১.২৫
	ঙ	মুদারাবা মেয়াদী আমানত (৩ মাস)	০.৮৮
	চ	মুদারাবা মেয়াদী আমানত (৬ মাস)	০.৯২
	ছ	মুদারাবা মেয়াদী আমানত (১২ মাস)	০.৯৬
	জ	মুদারাবা মেয়াদী আমানত (২৪ মাস)	০.৯৮
	ঝ	মুদারাবা মেয়াদী আমানত (৩৬ মাস)	১.০০
	ঞ	মুদারাবা সঞ্চয়ী আমানত	০.৭৫
	ট	মুদারাবা শর্ট নোটিশ ডিপোজিট (এসএনডি)	০.৫৫

ঘ. ২. টেবিল-১: ২০২০ সালে মোট আমানত স্থিতিতে বিভিন্ন ধরনের ফান্ডের অনুপাত

মাস	আমানত স্থিতি	মুদারাবা আমানত							বিয়োজিত তারল্য রিজার্ভ	মোট মুদারাবা আমানত	**Cost Free Fund Deployed**
		মুদারাবা হজ্জ্ব	এমএসএস	মুদারাবা সঞ্চয়ী বন্ড	মুদারাবা মেয়াদী	মুদারাবা সঞ্চয়ী	এসএনডি	মোট			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯= (৩-৮)	১০ (১১*১০%)	১১ (৯-১০)	১২ (২-১১)
জানুয়ারি	৮০০	৫	৩০	১৫	৪৪০	২৫০	৪০	৭৮০.০০	৭৮.০০	৭০২.০০	৯৮.০০
ফেব্রুয়ারি	৮০০	৫	৩০	১৫	৪৪২	২৫১	৪২	৭৮৫.০০	৭৮.৫০	৭০৬.০০	৯৩.৫০
মার্চ	৮০০	৫	২৯	১৫	৪৪১	২৪৯	৪০	৭৭৯.০০	৭৭.৯০	৭০১.১০	৯৮.৯০
এপ্রিল	৮০০	৬	৩১	১৪.৫	৪৪১	২৫০	৪১	৭৮৩.০০	৭৮.৩৫	৭০৫.১৫	৯৪.৮৫
মে	৮০০	৫	৩১	১৫.৫	৪৪০	২৫০	৪০	৭৮১.০০	৭৮.১৫	৭০৩.৩৫	৯৬.৬৬৫
জুন	৮০০	৪	২৮	১৫	৪৩৮	২৫০	৩৮	৭৭৩.০০	৭৭.৩০	৬৯৫.৭০	১০৪.৩০
জুলাই	৮০০	৫	৩০	১৫	৪৩৯	২৪৮	৩৯	৭৭৬.০০	৭৭.৬০	৬৯৮.৪০	১০১.৬০
আগস্ট	৮০০	৫	২৯	১৬	৪৩৯	২৫০	৪০	৭৭৯.০০	৭৭.৯০	৭০১.১০	৯৮.৯০
সেপ্টেম্বর	৮০০	৫	৩২	১৫	৪৪০	২৫০	৪০	৭৮২.০০	৭৮.২০	৭০৩.৮০	৯৬.২০
অক্টোবর	৮০০	৭	৩০	১৪.৫	৪৪০	২৫১	৪১	৭৮৩.০০	৭৮.৩৫	৭০৫.১৫	৯৪.৮৫
নভেম্বর	৮০০	৫	২৯	১৪.৫	৪৪০	২৫১	৪০	৭৭৯.০০	৭৭.৯৫	৭০১.৫৫	৯৮.৪৫
ডিসেম্বর	৮০০	৩	৩১	১৫	৪৪০	২৫০	৩৯	৭৭৮.০০	৭৭.৮০	৭০০.২০	৯৯.৮০
মোট মাসিক প্রোডাক্ট	৯৬০০	৬০	৩৬০	১৮০	৫২৮০	৩০০০	৪৮০	৯৩৬০.০০	৯৩৬.০০	৮৪২৪.০০	১১৭৬.০০
মোট বার্ষিক প্রোডাক্ট	৮০০	৫	৩০	১৫	৪৪০	২৫০	৪০	৭৮০.০০	৭৮.০০	৭০২.০০	৯৮.০০
প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর অনুপাত										৮৭.৭৫%	১২.২৫%

Note: Outstanding Investment = Total Outstanding Investment – (Credit Balance of Profit Receivable A/C, Unearned Income A/C, Profit/Rent/Compensation Suspense A/C etc.)

$$\text{Ratio of M. Deposits (Including Bank's Equity)} = \frac{\text{Net M.Deposits (Col.13)x100}}{\text{Outstanding Investment (Col.2)}}$$

$$\text{Ratio of C. F. Fund} = \frac{\text{Cost Free Fund (Col.14)x 100}}{\text{Outstanding Investment (Col.2)}}$$

ঘ. ২. টেবিল-২ : ২০২০ সালের জন্য বিতরণযোগ্য মুনাফা

ক্রম	বিবরণ	পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	টেবিল ১ অনুযায়ী মোট বিনিয়োগে মুদারাবা জামানত এবং ব্যয়মুক্ত তহবিলের অনুপাত (ব্যাংকের ইক্যুইটিসহ)	৮৭.৭৫% ঃ ১২.২৫
২	মোট বিনিয়োগ আয়	৯৬.০০
৩	ক্রমিক নং ১ অনুযায়ী ব্যয় মুক্ত তহবিলের শেয়ার এবং মোট বিনিয়োগ আয়ের ব্যাংকের ইক্যুইটি	১১.৭৬
৪	ক্রমিক নং ১ অনুযায়ী মোট বিনিয়োগ আয়ের মুদারাবা জামানতের শেয়ার	৮৪.২৪
৫	**বিয়োগঃ**	
	ক. ব্যবস্থাপনা ফি (মনে করি ক্রমিক নং ৪ এর ২০%)	১৬.৮৪৮
	খ. বিনিয়োগজনিত ক্ষতির জন্য অফ-সেটিং রিজার্ভ (মনে করি ক্রমিক নং ৪ এর ১৫%)	১২.৬৩৬
	মোট (৫ক + ৫খ) = (২০% + ১৫%) = ক্রমিক নং ৪ এর ৩৫%	২৯.৪৮৪
৬	মুদারাবা আমানতকারীদের মোট বিতরণযোগ্য মুনাফা (টেবিল-৩ এ দেখানো হয়েছে) (৪-৫) (মনে করি ক্রমিক নং ৪ এর ৬৫%)	৫৪.৭৫৬

ঘ. ২. টেবিল-৩ : মুদারাবা গ্রাহকদের বিতরণযোগ্য মুনাফার বিবরণ এবং ২০২০ সালের মুনাফার পরিমাণ

বিতরণযোগ্য মুনাফা (টেবিল ২ থেকে, ক্রমিক নং ৬) ৫৪.৭৫৬ কোটি টাকা।

ক্রম	আমানতের ধরন		মোট বার্ষিক প্রোডাক্ট	ওয়েটেজ	ওয়েটেড প্রোডাক্ট	বিতরণযোগ্য মুনাফার অংশ	মুনাফার হার
১	২		৩	৪	৫	৬	৭
১	মুদারাবা হজ্জ সেভিংস						
	ক)	১০ বছরের বেশি মেয়াদে	৫.০০	১.৩৫	৬.৭৫	০.৫৩৫১৫২৩৯৩	১০.৭০%
২	মুদারাবা বিশেষ সঞ্চয় (পেনশন স্কিম)						
	ক)	১০ বছর মেয়াদী	৩০.০০	১.৩০	৩৯	০.৩০৯১৯৯১৬০২	১০.৩১%
৩	মুদারাবা সঞ্চয়ী বন্ড						
	ক)	৮ বছর মেয়াদী	১০.০০	১.২৫	১২.৫	০.৯৯১০২২৯৪৯	৯.৯১%
	খ)	৫ বছর মেয়াদী	৫.০০	১.১	৫.৫	০.৪৩৬০৫০০৯৮	৮.৭২%
	গ)	**মোট (সাব-টোটাল)**	**১৫.০০**		**১৮**	**১.৪২৭০৭৩০৪৭**	**৯.৫১%**
৪	মুদারাবা মেয়াদী আমানত						
	ক)	৩৬ মাস মেয়াদী	১০০.০০	১.০০	১০০.০০	৭.৯২৮১৮৩৫৯৫	৭.৯৩%
	খ)	২৪ মাস মেয়াদী	৭০.০০	০.৯৮	৬৮.৬০	৫.৪৩৮৭৩৩৯৪৬	৭.৭৭%
	গ)	১২ মাস মেয়াদী	৯০.০০	০.৯৬	৮.৬৪	৬.৮৪৯৯৫০৬২৬	৭.৬১%
	ঘ)	৬ মাস মেয়াদী	১০০.০০	০.৯২	৯২.০০	৭.২৯৩৯২৮৯০৮	৭.২৯%
	ঙ)	৩ মাস মেয়াদী	৮০.০০	০.৮৮	৭০.৪০	৫.৫৮১৪৪১৫১	৬.৯৮%
	চ)	**মোট (সাব-টোটাল)**	**৪৪০.০০**	**-**	**৪১৭.৪**	**৩৩.০৯২২৩৮৩৩**	**৭.৫২%**
৫	মুদারাবা সঞ্চয়ী আমানত		২৫০.০০	০.৭৫	১৮৭.৫০	১৪.৮৬৫৩৪৪২৪	৫.৯৫%
৬	মুদারাবা এসএনডি		৪০.০০	০.৫৫	২২	১.৭৪৪২০০৩৯১	৪.৩৬
৭	**সর্বমোট (১ক+২ক+৩গ+৪চ+৫+৬+৭)**		**৭৮০.০০**	**-**	**৬৯০.৬৫**	**৫৪.৭৫৬**	

ওয়েটেজ (Weightage) পদ্ধতির জন্য আবশ্যিকভাবে অনুসরণীয় কর্ম

- ইসলামী ব্যাংক এবং প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং শাখা মুদারাবা আমানতকারীদের মাঝে মুনাফা বিতরণের হিসাবায়নের তথ্য সংরক্ষণ করবে, যাতে সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিরীক্ষা, বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে শরিয়া পরামর্শক কমিটির নিরীক্ষা কাজ সহজতর হয়। ইসলামী ব্যাংকের সকল বিভাগ সম্পর্কিত কর্তৃপক্ষ অবশ্যই এমন ধরনের তথ্যকে অনুমোদন প্রদান করবেন;
- ইসলামী ব্যাংকগুলো বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি মোতাবেক পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত মুনাফা প্রদানের একটি কাঠামো প্রকাশ করবে। এ মুনাফা প্রদানের গঠনকাঠামো সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগের কর্মচারীদের নিকট থাকবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এর একটি অনুলিপি বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করতে হবে। ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনকৃত মুনাফা হারের কোন ধরনের পরিবর্তন বা পরিমার্জনের তথ্য অবশ্যই বাংলাদেশ ব্যাংককে তাৎক্ষণিক জানাতে হবে।[২৬০]

ঙ. ওয়েটেজ (Weightage) পদ্ধতির দুর্বলতা বা সমস্যা

- স্বভাবতই দায়ের দিক থেকে তহবিল-আয়, ব্যাংক এবং মুদারাবা আমানতকারীদের মধ্যে বণ্টনের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। এর জন্য দুটি বিধিবদ্ধ কাঠামো তৈরি করা হয়। প্রথম পদক্ষেপটি হল- পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে সরাসরি হিসাবের মাধ্যমে তহবিল আয় থেকে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা ফি নিশ্চিত করা এবং নির্ধারিত গুরুত্ব (Weightage) অনুযায়ী অবশিষ্ট তহবিল আয় বিভিন্ন মুদারাবা আমানতকারীদের মধ্যে বণ্টনের জন্য রাখা। কিন্তু ব্যাংককে এই গুরুত্ব (Weightage) শিডিউলের বাইরে রাখা হতো। গুরুত্ব (Weightage) শিডিউলের কোনো পরিবর্তন বা ডিপোজিট মিক্স ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা ফি এর ক্ষেত্রে প্রভাব পড়ে না। ব্যাংক স্বার্থ সুরক্ষিত রাখাই হল গুরুত্বভিত্তিক (Weightage) কাঠামোর মূলভিত্তি;
- মুনাফা বিতরণের গুরুত্বভিত্তিক কাঠামো সকল মুদারাবা আমানতকারীদের থেকে ব্যাংকের (মুদারিব) জন্য সুনির্দিষ্ট একক ব্যবস্থাপনা ফি নির্ধারণ করা হয়। অথচ বিভিন্ন মুদারাবা আমানতকারীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের গুরুত্ব বা ওয়েটেজ রয়েছে;
- আয়বণ্টন কাঠামোটি দুটি পদক্ষেপ বা টায়ার-এ বিভক্ত। প্রথম পদক্ষেপ বা টায়ার-এ বিতরণযোগ্য তহবিল আয় থেকে পূর্বনির্ধারিত হারে (মনে করি ৩০%) ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা ফি

---

[২৬০] M. Azizl Huq, *Profits Payout to Mudaraba Depositors*, P. 15

শুরুতেই আলাদা করা হয়। এরপর বিতরণযোগ্য তহবিল আয়ের অবশিষ্ট অংশ মুদারাবা আমানতকারীদের জন্য রাখা হয়। দ্বিতীয় পদক্ষেপ বা টায়ার-এ প্রত্যেক মুদারাবা আমানতকারীদের গ্রুপ অনুযায়ী নির্ধারিত গুরুত্বারোপ বা ওয়েটেজ অনুসারে মুনাফার হার হিসাব করা হয়। কিন্তু ব্যাংক (মুদারিব) সবসময় গুরুত্বারোপ তালিকা বা ওয়েটেজ সিডিউলের বাইরে থাকে।

এতে আমানতকারীদের মুনাফা হার নিম্নোক্ত তিনটি উপাদানের সাথে সংযুক্ত থাকে:

১. মুনাফার সম্ভাব্যতাঃ উদাহরণস্বরূপ- তহবিলের আয়ের পরিমাণ। আর এটি নির্ধারিত হয় অর্থ বছরের হিসাব শেষে। ব্যাংক (মুদারিব) নিজের স্বার্থে এ আয়কে সর্বোচ্চ পরিমাণে বাড়িয়ে নেয়।

২. ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা ফিঃ উদাহরণস্বরূপ- তহবিলের আয়ের অংশীদার হওয়া, ব্যাংক তার নিজের ব্যবস্থাপনার জন্য তহবিলের আয় বরাদ্দ করে। আমানতকারীদের মুনাফা তহবিলের আয়ের সাথে সংযুক্ত থাকে।

৩. গুরুত্বারোপের তালিকা বা ওয়েটেজ শিডিউল: আমানতকারীদের বিভিন্ন গ্রুপের ধরন অনুসারে নির্ধারিত হয়। যে গ্রুপের গুরুত্ব বা ওয়েটেজ বেশি সে গ্রুপের মুনাফার হারও বেশি।

উল্লিখিত দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিষটির ক্ষেত্রে আগে থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া থাকে এবং সেগুলো ব্যাংক এবং আমানতকারীদের চুক্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে। গুরুত্বভিত্তিক গঠনকাঠামো একটি অনুমানের উপর গঠন করা হয়েছে, যাতে আমানতকারীদের মুনাফার হার এই তিন নির্ধারক (তহবিল আয়ের বিতরণ, ব্যবস্থাপনা ফি এবং গুরুত্ব বা ওয়েটেজ) এর উপর নির্ভর করবে। কিন্তু গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এ ধারণাভিত্তিক কাঠামো ভুল। আরও দুটি নির্ণায়ন আছে, যা মুনাফার হারকে প্রভাবিত করে। আর তা হলো- গুরুত্বের শিডিউল এবং ডিপোজিট মিক্স।

- ক্ষতি সমন্বয়ক অংশীদারি পদ্ধতিঃ গুরুত্বভিত্তিক (Weightage) গঠনকাঠামো বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কোন ক্ষতি সমন্বয়ক প্রভিশন না রেখেই প্রচারিত হয়েছে। এ গঠনকাঠামোর ব্যাপক প্রসার বা নিয়মাবদ্ধতার জন্য এতে ক্ষতি সংক্রান্ত বিষয়াবলি অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। সেই সাথে এই ধরনের নিয়মের যে কোন অপব্যবহার রুখতে যথেষ্ট বিধিবদ্ধ নিরাপত্তাব্যবস্থা থাকা দরকার।[২৬১]

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ও কনভেনশনাল ব্যাংকের ইসলামী শাখা ও উইন্ডোসমূহে মুদারাবা ডিপোজিটরদের মুনাফা বণ্টনের ক্ষেত্রে গুরুত্বভিত্তিক (Weightage)

---

[২৬১] M. Azizl Huq, *Profits Payout to Mudaraba Depositors,* P. 19-20

পদ্ধতিটি যখন চালু হয়েছিল, তখন এদেশে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম মাত্র শুরু হয়। তখন প্রচলিত ব্যাংকের বিকল্প হিসেবে টিকে থাকা ও শরিয়াহ্ পরিপালনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার সন্ধিক্ষণে এ পদ্ধতি চালু করা হলেও সিকি শতাব্দীর অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতার নিরিখে এতে বেশকিছু সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা দেখা যায়। যার ফলে কখনো আমানতকারী আবার কখনো ব্যাংকের মুনাফার অংশ যথাযথ প্রাপ্তিতে জটিলতা দেখা দেয়। তদুপরি অনেক সময় শরিয়াহ্ পরিপালনেও চ্যালেঞ্জের মুখমুখি হতে হয়।[২৬২]

৪.২. মুনাফা বণ্টনের আইএসআর ভিত্তিক রূপরেখা (ISR Based Framework):

ক. পরিচয়

আইএসআর (ISR=Income Sharing Ratio) গঠনকাঠামো ইসলামী ব্যাংকের মুনাফা বণ্টনের ২০০৮ সংস্করণ। এ সংস্করণটি বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং এর ২৫ বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রণীত এবং চলমান পদ্ধতির ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ঘাটতি থেকে মুক্ত। মুদারাবা নীতির আলোকে ইসলামী ব্যাংক মুনাফা প্রদানের শর্তে আমানত গ্রহণ করে, যাতে ব্যাংক উদ্যোক্তা (মুদারিব) এবং আমানতকারী তহবিল সরবরাহকারী (সাহিব আল-মাল) হিসেবে ভূমিকা পালন করে। এই নীতির অধীনে, বিনিয়োগ এবং অর্থায়ন থেকে পাওয়া মুনাফা আমানতকারী এবং ব্যাংকের মধ্যে পূর্ব-নির্ধারিত অনুপাত অনুসারে ভাগ করা হয়। ক্ষতির ক্ষেত্রে যদি ব্যাংকের তহবিল ব্যবস্থাপনার গাফিলতি না থাকে তবে সম্পূর্ণ ক্ষতি আমানতকারী গ্রহণ করে। ব্যাংকের আয়ের উপর আমানতকারীদের আর্থিক আকাঙ্ক্ষা এবং বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের মুনাফার উপর ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই আদর্শিক গঠনকাঠামোটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এই মুনাফা বণ্টনের গঠনকাঠামো অবশ্যই স্বচ্ছ, অনুধাবনযোগ্য এবং সকল প্রয়োজনীয় তথ্যকে একত্রিত করে।

২০০৮ সালে ব্যাংক এশিয়া টিমের মাধ্যমে এম. আযীযুল হক এ পদ্ধতির প্রচলন করেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ব্যাংকস কনসালটেনটিভ ফোরাম, সেন্ট্রাল শরিয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ উত্তম পদ্ধতি হিসেবে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলোকে আইএসআর অনুসরণের পরামর্শ দিয়েছে। বর্তমানে ব্যাংক এশিয়া, সিটি ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক, এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক এবং সোনালী ব্যাংক এ পদ্ধতি অনুসরণ করছে।[২৬৩]

খ. বৈশিষ্ট্য

১. বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রচারিত গুরুত্বভিত্তিক গঠনকাঠামোতে ইসলামী ব্যাংকের জন্য একটি একক ব্যবস্থাপনা ফি নির্ধারিত থাকে। যদিও বিভিন্ন ধরনের আমানতকারীর জন্য আলাদা আলাদা ওয়েটেজ বা গুরুত্ব বিদ্যমান। কোনো এক শ্রেণির আমানতের ওয়েটেজ বা গুরুত্ব বৃদ্ধি পেলে ব্যাংকের শেয়ার অনুপাত অপরিবর্তিত রেখেই স্বংক্রিয়ভাবে অন্য শ্রেণির আমানতের ওয়েটেজ বা

---

[২৬২] অবশ্য অনেকে এ সীমাবদ্ধতা বিশেষত শরিয়াহ্ পরিপালনে সমস্যার বিষয়টি সঠিক নয় বলে মন্তব্য করেন। যেমন সাক্ষাতকারে জনাব আব্দুল আওয়াল সরকার, তারিখ: ১৬.০৪.২০২০

[২৬৩] জনাব কে এম মীজানুর রহমান, ইসলামী ব্যাংকিং প্রধান, ব্যাংক এশিয়া, সাক্ষাতকারে এ তথ্য প্রদান করেন, তারিখ: ১৬.০৪.২০২০

গুরুত্বের উপর বিপরীতমুখী প্রভাব পড়ে। এটি ন্যায্য নয়। এছাড়াও ওয়েটেজ পদ্ধতিতে দ্বি-মুখী হিসাবায়ন বর্তমান, যা আমানতকারী বা গ্রাহকরা বুঝতে পারে না। সংশোধিত কাঠামো (২০০৮ সংস্করণ) এই অপূর্ণতা থেকে মুক্ত এবং এটি আমানতকারীদের জন্যও ন্যায়সংগত পদ্ধতি। আইএসআর পদ্ধতি একমুখী একক হিসাবায়ন। এই কাঠামোর অধীনে ব্যাংক যদি কোন আমানতকারী শ্রেণিকে বিশেষ সুবিধা প্রদান করতে চায় তবে তা ব্যাংকের খরচে করতে হবে, গ্রাহকদের ব্যয়ে নয়;

২. এ কাঠামোর হিসাবের প্রক্রিয়া খুবই সাধারণ। মাসভিত্তিতে হিসাবায়ন হতে পারে। তবে বার্ষিক মুনাফার হার অবশ্যই মাসিক হারের ভিত্তিতেই হবে;

৩. মুনাফার হার খুব সহজেই ধারাবাহিকভাবে পুরো বছর ধরে হালনাগাদ হতে পারে। যেহেতু পুরো বছর ধরে প্রকৃত মুনাফা বর্তমান থাকে, তাই এক্ষেত্রে কোনো প্রভিশন (সঞ্চিতা) ব্যবহার করা হয় না। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সাময়িক হার প্রতিনিয়ত সমন্বয় করতে হয়;

৪. এ কাঠামো অধিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে। গ্রাহকের জ্ঞাতার্থে প্রতি মাসে বিতরণকৃত মুনাফার হার ব্যাংকের শাখায় ইলেকট্রনিক বোর্ডে প্রকাশ করা হয়। ব্যাংকের গ্রাহক এ ব্যবস্থায় প্রত্যেক মাসেই হিসাবনিকাশ দেখতে পায় এবং তাদের বিনিয়োগের ফলাফল জানতে অর্থ বছর শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় না;

৫. যেহেতু বিভিন্ন ধরনের হিসাবের হালনাগাদ মুনাফার হার ব্যাংকার এবং গ্রাহকের উভয়ের জানা থাকে- তাই তারা উভয়ে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ মধ্যস্থতায় পৌঁছতে পারে।[২৬৪]

গ. মূলনীতি

ইসলামী ব্যাংকগুলো আইএসআর পদ্ধতিতে মুদারাবা আমানতকারীদের মাঝে আয় বণ্টনের জন্য নিচের মূলনীতিগুলো অনুসরণ করে:

১. মুদারাবা তহবিল ব্যবহারের মাধ্যমে বিনিয়োগ কর্মকাণ্ড থেকে প্রাপ্ত আয় ব্যাংকের মুদারাবা আমানতকারীদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। এ ধরনের আয়ের মধ্যে মুনাফা, লভ্যাংশ, মূলধনী আয়, ভাড়া, বিনিময় লাভ এবং তহবিল বিনিয়োগ থেকে অন্য যে কোন আয় অন্তর্ভুক্ত থাকে;

২. সকল ধরনের মুদারাবা আমানতকারীদের মাঝে Investment Income Sharing Ratio (IISR) বা বিনিয়োগ আয় বণ্টনের অনুপাত ব্যাংক অবশ্যই প্রত্যেক অর্থ বছর বা মুদারাবা চুক্তির শুরুতে ঘোষণা দিবে এবং তা মুদারাবা আমানতকারীদের নিকট যথাযথভাবে প্রকাশ করতে হবে;

---

[২৬৪] M. Azizl Huq, *Profits Payout to Mudaraba Depositors,* P. 29-30

৩. ব্যাংক প্রয়োজনে অর্থ বছরের শুরুতে বা মুদারাবা চুক্তির সময়ে বিনিয়োগ আয় বণ্টনের অনুপাত (IISR) বাড়াতে বা কমাতে পারে কিন্তু অর্থ বছরের শেষে এ অনুপাত কমানোর ঘোষণা দিতে পারবে না;

৪. ইসলামী ব্যাংককর্তৃক গৃহীত মুদারাবা তহবিল ব্যাংকের শরিয়াহ সুপারভাইজরি কমিটির অনুমতির পাশাপাশি পরিচালনা পর্ষদের দ্বারা অনুমোদনকৃত সকল ধরনের বিনিয়োগ কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করতে পারবে; যেমন সাধারণ বিনিয়োগ; শেয়ার এবং সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ; অন্যান্য ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানে তহবিল প্রতিস্থাপন (Fund Placement) ইত্যাদি;

৫. বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্জিত মুনাফা বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত বণ্টনযোগ্য আয়ের সাথে যোগ করা যাবে;

৬. বিভিন্ন ধরনের মুদারাবা হিসাবের নির্দিষ্ট সময়, জমার ধরন এবং অর্থ উত্তোলনের সীমাবদ্ধতার উপর ভিত্তি করে মুনাফার হিসাবায়ন করা যেতে পারে;

৭. কোনো সন্দেহযুক্ত আয় (Doutful Income), অনুপার্জিত আয় (Unearned Income) এবং আমানতকারী মুনাফা সুরক্ষা তহবিল (Depositor's Profit Equalization Fund) যদি থাকে, তবে তা মুনাফা বণ্টনের পূর্বে তহবিল আয় থেকে বাদ দিতে হবে;

৮. মুদারাবা আমানতকারীরা কোন তহবিল বর্হিভূত আয়ের (Non-funded Income) অংশীদার হবেন না। তহবিল বহির্ভূত আয়ে কমিশন, সেবামূল্য বা বিভিন্ন ফি (Utility Bills), ডিডি-টিটি ক্রয় বিক্রয় ও ইস্যু, এল.সি ইস্যু, পরিবর্তন এবং পরিমার্জন, টি.সি. ইস্যু, ব্যাংক গ্যারান্টি, লকারের ভাড়া ইত্যাদি আদায় বা সংগ্রহের সাথে সংযুক্ত কমিশন অন্তর্ভুক্ত।[২৬৫]

ঘ. আইএসআর-এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়

(ক) বিনিয়োগযোগ্য তহবিলের সমষ্টি। যেমনঃ ব্যাংকের তহবিল, গ্রাহকের খরচবিহীন আমানত (Cost-free Deposits Provision) এবং মুদারাবা আমানতকারীদের তহবিল;

(খ) নির্ধারিত সময়ের বিতরণযোগ্য বিনিয়োগ আয় বা তহবিল আয় থেকে বিনিয়োগ সংক্রান্ত সাময়িক খরচ (Provision) বাদ;

(গ) নির্ধারিত সময়ের আয় বণ্টন পূর্ব বিয়োগের হার (Pre-sharing Yield Rate);

(ঘ) বিভিন্ন মুদারাবা আমানতের অংশীদারী অনুপাত।[২৬৬]

---

[২৬৫] M. Azizl Huq, *Profits Payout to Mudaraba Depositors*, P. 3-32

[২৬৬] ibid, P. 3-32

৬. প্রয়োগ পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে যে কোনো সময়ের জন্য মুদারাবা আমানতের মুনাফার হার জানা যায়, যা নিম্নোক্ত ব্যবহারিক উদাহরণের মাধ্যমে দেখা যেতে পারে:

- ❖ উপরে বর্ণিত 'ক' ধারার অংক (বিনিয়োগযোগ্য তহবিল সমষ্টি)...... ১,০০০.০০ কোটি টাকা
- ❖ উপরে বর্ণিত 'খ' ধারার অংক (বিতরণযোগ্য তহবিল আয়)........... ১৪২.৮৫৭ কোটি টাকা
- ❖ বিনিয়োগ সংক্রান্ত সাময়িক খরচ (Provision) নাই।
- ❖ নির্ধারিত সময়ের আয় বন্টনপূর্ব বিনিয়োগ আয়ের শতকরা হার (Pre-sharing Yield Rate) হবে :

$$\frac{\text{তহবিল আয় X ১০০}}{\text{বিনিয়োগযোগ্য তহবিলের সমষ্টি}} = \frac{\text{১৪২.৮৫৭ কোটি X ১০০}}{\text{১,০০০.০০ কোটি}} = \text{১৪.২৮৫৭\%}$$

- ❖ পূর্বসম্মত বিভিন্ন মুদারাবা আমানতকারী ও ব্যাংকের মধ্যে অংশীদারী অনুপাত।

আমানতের ধরন	ব্যাংকের অনুপাত (ব্যবস্থাপনা ফি)	গ্রাহকের অনুপাত
এসএনডি (বিশেষ নোটিশ আমানত)	৫০%	৫০%
১ বছর মেয়াদী আমানত	৪০%	৬০%
২ বছর মেয়াদী আমানত	৩০%	৭০%
৩ বছর মেয়াদী আমানত	২০%	৮০%

মুনাফার হার হবে নিম্নরূপ :[২৬৭]

আমানতের ধরন	ব্যাংকের অনুপাত (ব্যবস্থাপনা ফি)	গ্রাহকের অনুপাত
এসএনডি (বিশেষ নোটিশ আমানত)	৫০% x ১৪.২৮৫৭ = ৭.১৪২৯%	৫০% x ১৪.২৮৫৭ = ৭.১৪২৯%
১ বছর মেয়াদী আমানত	৪০% x ১৪.২৮৫৭ = ৫.৭১৪৩%	৬০% x ১৪.২৮৫৭ = ৮.৫৭১৪%
২ বছর মেয়াদী আমানত	৩০% x ১৪.২৮৫৭ = ৪.২৮৫৮%	৭০% x ১৪.২৮৫৭ = ৯.৯৯৯৯%
৩ বছর মেয়াদী আমানত	২০% x ১৪.২৮৫৭ = ২.৮৫৭২%	৮০% x ১৪.২৮৫৭ = ১১.৪২৮৫%

[২৬৭] গ্রাহকের অনুপাতের সাথে আয় বন্টন পূর্ব বিনিয়োগ আয়ের শতকরা হার (Pre-sharing Yield Rate) গুন করে গ্রাহকের মুনাফার হার পাওয়া যাবে। আমানত সামষ্টিক তহবিল (Pre-sharing Yield Rate) এর থেকে পাওয়া এ সকল ধরনের মুদারাবা আমানতের মুনাফার হার নির্ণায়ক হিসেবে কাজ করে।

ব্যাংক ও গ্রাহকদের চূড়ান্ত মুনাফার হার:

আমানতের ধরন	Pre-distribution Yield	ব্যাংকের অনুপাত (ব্যবস্থাপনা ফি)	গ্রাহকের অনুপাত
এসএনডি (বিশেষ নোটিশ আমানত)	১৪.২৮৫৭%	৭.১৪২৯%	৭.১৪২৯%
১ বছর মেয়াদী আমানত	১৪.২৮৫৭%	৫.৭১৪৩%	৮.৫৭১৪%
২ বছর মেয়াদী আমানত	১৪.২৮৫৭%	৪.২৮৫৮%	৯.৯৯৯৯%
৩ বছর মেয়াদী আমানত	১৪.২৮৫৭%	২.৮৫৭২%	১১.৪২৮৫%

চ. লোকসান পদ্ধতি (Loss-Sharing Methodology)

ধরা যাক, পূর্বে উল্লিখিত সামষ্টিক আমানত (Deposits Pool) একই থাকা অবস্থায় পরবর্তী হিসাব বছরে (Accounting Period) লোকসান সামষ্টিকভাবে ২০ (বিশ) কোটি টাকা। মুদারাবা এবং মুশারাকা নীতি অনুযায়ী সামষ্টিক আমানতের (Deposits Pool) মূলধনের অংশগ্রহণ অনুপাত অনুসারে পুল সদস্যরা ক্ষতি শেয়ার করেন। উল্লিখিত ২০ কোটি টাকার ক্ষতি নিম্নোক্তভাবে হিসাবায়নের দ্বারা ব্যাংক ও আমানতকারী বহন করবে।

- উপরে বর্ণিত ‘ক’ ধারার অংক (বিনিয়োগযোগ্য তহবিল সমষ্টি).........১,০০০.০০ কোটি টাকা
- উপরে বর্ণিত ‘খ’ ধারার অংক (বিতরনযোগ্য ক্ষতি সমষ্টি)............ - ২০.০০ কোটি টাকা
- বিনিয়োগ সংক্রান্ত সাময়িক খরচ (Provision) নাই।
- নির্ধারিত সময়ের ক্ষতির অংশ বহনের হার হবে :

$$\frac{\text{তহবিল আয় X ১০০}}{\text{বিনিয়োগযোগ্য তহবিলের সমষ্টি}} = \frac{\text{২০ কোটি X ১০০}}{\text{১,০০০.০০ কোটি}} = \text{২\%}$$

- ব্যাংক (সকল আমানতকারীদের সাধারণ মুদারিব) ব্যবস্থাপনা ফি বাবদ কোনো কিছু প্রাপ্য হবে না।

অতএব উপরিক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, মুদারাবা আমানতকারীদের মুনাফা বণ্টনের আইএসআর (ISR) পদ্ধতিতে মূলত পূর্বের ওয়েটেজ পদ্ধতির সীমাবদ্ধতাসমূহ উত্তরণের চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে তা আমানতকারী এবং ব্যাংক উভয়ের জন্য তুলনামূলক কল্যাণকর ও শরিয়াহ্ পরিপালনে অধিকতর সহায়ক।

কোন কোন ব্যাংক কোন কোন পদ্ধতিতে বিনিয়োগ প্রদান করে তার একটি তালিকা প্রদান করা হলো:

ক্রমিক	ব্যাংক নাম	মুনাফা বণ্টন পদ্ধতি
১	দ্যা সিটি ব্যাংক লিমিটেড	আইএসআর
২	এবি ব্যাংক লিমিটেড	ওয়েটেজ
৩	ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড	ওয়েটেজ
৪	প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড	ওয়েটেজ
৫	প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড	ওয়েটেজ
৬	সাউথেস্ট ব্যাংক লিমিটেড	ওয়েটেজ
৭	যমুনা ব্যাংক লিমিটেড	ওয়েটেজ
৮	ব্যাংক আল-ফালাহ লিমিটেড	ওয়েটেজ
৯	এনাআরবি ব্যাংক লিমিটেড	কার্যক্রম চলমান

সারণি ৩.৭: প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং উন্ডোর মুনাফা বণ্টন পদ্ধতি[২৬৮]

ইসলামী ব্যাংকিং শাখাসমূহ এই সব পদ্ধতিতে মুনাফা বণ্টন কওে থাকে।

ক্রমিক	ব্যাংক নাম	মুনাফা বণ্টন পদ্ধতি
১	সোনালী ব্যাংক লিমিটেড	আইএসআর
২	জনতা ব্যাংক লিমিটেড	ওয়েটেজ
৩	অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড	ওয়েটেজ
৪	পূবালী ব্যাংক লিমিটেড	ওয়েটেজ
৫	ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড	ওয়েটেজ
৬	ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড	আইএসআর
৭	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক	ওয়েটেজ
৮	মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড	ওয়েটেজ
৯	মিডলাইন ব্যাংক লিমিটেড	ওয়েটেজ
১০	এনআরবিসি ব্যাংক	ওয়েটেজ
১১	ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড	ওয়েটেজ
১২	ইফসিবি ব্যাংক লিমিটেড	ওয়েটেজ
১৩	মেঘনা ব্যাংক লিমিটেড	ওয়েটেজ
১৪	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড	আইএসআর

সারণি ৩.৮: প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং উন্ডোর বিনিয়োগ মোড[২৬৯]

উইন্ডো ব্যাংকিং পরিচালনাকারী ব্যাংকগুলো এই পদ্ধতিগুলোতে মুনাফা বণ্টন করে থাকে।

---

[২৬৮] স্ব স্ব ব্যাংকের ওয়েব সাইট ও বার্ষিক রিপোর্ট ২০২০

[২৬৯] প্রাগুক্ত

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : অন্যান্য ব্যাংকিং সেবা

বৈদেশিক বাণিজ্য (Foreign Trade): ইসলামী ব্যাংকগুলো শরিয়া অনুমোদিত পন্থায় দেশের আমদানি-রপ্তানি ও বৈদেশিক মুদ্রা নীতির অধীনে বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। যেমন:

১. আমদানি বাণিজ্য (Import)

২. রপ্তানি বাণিজ্য (Export)

৩. বৈদেশিক বাণিজ্যে বিভিন্ন সেবা ও মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়। যেমন- ট্রাভেলার্স চেক (TC) ইস্যু, এন্ডোর্সমেন্ট, বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়, FTT ও FDD পরিশোধ, হজ্বের বিষয়ে ব্যাংকিং সেবা এবং আন্তর্জাতিক ব্যাংক গ্যারান্টি ও কাউন্টার গ্যারান্টি ইস্যুকরণ প্রভৃতি।[২৭০]

আমদানি বাণিজ্য (Import)

ব্যাংক ইসলামী শরিয়াহ অনুমোদিত পন্থায়, দেশের প্রচলিত আমদানি, ও বৈদেশিক মুদ্রানীতির অধীনে বিভিন্ন ধরনের শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য, ভোগ্য ও অন্যান্য পণ্য ও উপকরণের আমদানি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। আমদানী বাণিজ্যে ব্যাংকের প্রধান কাজ হলো:

ক. গ্রাহকের পক্ষে এল.সি. বা ঋণপত্র খোলা: আমদানিকারক আমদানিকৃত পণ্যের ব্যয়ভার সম্পূর্ণ নিজে বহন করলে সেক্ষেত্রে ব্যাংক সার্ভিস চার্জ বা কমিশনের বিনিময়ে গ্রাহকের পক্ষে পণ্য আমদানীর ব্যবস্থা করে থাকে।

খ) আমদানী পণ্যের বিপরীতে বিনিয়োগ (এমআইবি/এমপিআই) প্রদান: আমদানী পণ্যের মূল্য পরিশোধ করা আমদানীকারকের পক্ষে সম্ভব না হলে ব্যাংক গ্রাহকের (আমদানীকারক) আবেদনের প্রেক্ষিতে ঐসব পণ্য কাস্টমস থেকে ছাড় করে নেয়। পরে ঐসব পণ্যের আমদানী মূল্যের সাথে নির্দিষ্ট মুনাফা যুক্ত করে ব্যাংক এমপিআই বিনিয়োগ পদ্ধতিতে গ্রাহককে পণ্য সরবরাহ করে থাকে।

L.C. খোলার ক্ষেত্রে শরিয়াহ দৃষ্টিতে পরিপালনীয় বিষয়সমূহ

গ্রাহকের আবেদন:

L.C. খোলার জন্য গ্রাহরিকর পক্ষ থেকে আবেদন করতে হবে। গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে ব্যাংক নির্দিষ্ট পণ্য আমদানীর জন্য এল.সি. খুলবে। ইসলামী ব্যাংকে যা গ্রাহকের জন্য আল-ওয়া'দু বিল বাই (পণ্য ক্রয়ের অঙ্গীকার) হিসাবে গণ্য হবে।[২৭১]

---

[২৭০] TT (Telephonic Transfer) : টেলিফোন, টেলেক্স, ফ্যাক্স-এর মাধ্যমে এক স্থানের ব্যাংক হতে অন্য স্থানের ব্যাংকে মূল্য পরিশোধ করার জন্য বা অর্থ স্থানান্তরের জন্য ব্যাংকের গোপনীয় টেষ্ট সম্বলিত যে নির্দেশ প্রেরণ করা হয় তাকে TT বলে।
Draft (ড্রাফট্): ব্যাংক কর্তৃক লিখিত ও স্বাক্ষরিত এমন একটি দলিল (Instrument) যার মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বা প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য এক ব্যাংক আরেক ব্যাংককে নির্দেশনা দিয়ে থাকে।

[271] L.C.(Letter of Credit): আমদানী ও ক্রয়ের ক্ষেত্রে মালামালের মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান পূর্বক আমদানীকারক বা ক্রেতার অনুরোধে কোন ব্যাংক কর্তৃক রপ্তানীকারক বা বিক্রেতার অনুকূলে যে পত্র দেয়া হয় তাকে ঋণপত্র বা Letter of Credit বলে। মূল্য পরিশোধের এ মাধ্যমটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হলেও বর্তমান অভ্যন্তরীণ

গ্রাহককে হালাল ও দেশীয় আমদানী নীতির আওতাভুক্ত পণ্য আমদানীর জন্য আবেদন করতে হবে। শরিয়াহ্ অঅনুমোদিত কোনো পণ্য আমদানীর জন্য আবেদন করতে পারবেন না।

দলিল সম্পাদন (Documentation):

গ্রাহকের সততা, ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা ও দায়-দেনা আছে কিনা ইত্যাদি সম্পর্কে এল.সি. খোলার পূর্বেই খোঁজ-খবর নিতে হবে, যাতে ব্যাংক ভুল বশতঃ কোন অসাধু গ্রাহকের পক্ষে দায়িত্ব না নিয়ে ফেলে। এল.সি. খোলার জন্য ব্যাংক তার চাহিদা মোতাবেক গ্রাহকের পক্ষ থেকে লাইসেন্স ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, যেমনঃ IRC (Import Registration Certificate), Trade Licence, TIN, VAT Registration Certificate, Chamber of Commerce Gi Membership Certificate, Indent/Proforma Invoice, Insurance Cover Note ইত্যাদি, যাচাই বাছাই (Scrutiny) পূর্বক গ্রহণ করবে। যাতে আমদানী পণ্য গ্রাহককে সরবরাহ করতে কোনো সমস্যা না হয় কিংবা ব্যাংক দেশীয় আমদানী নীতি পরিপন্থী কোনো কাজ করে না ফেলে।[২৭২] L.C. Application Form, LCA (Letter of Credit Authorisation) Form, IMP (Import) Form, Guarantee Form I Murabaha Agreementmn অন্যান্য Charge Documents- এ গ্রাহকের স্বাক্ষর Verification সহ তা যথাযথভাবে পূরণ করে রাখতে হবে।[২৭৩]

এল.সি. সার্ভিস চার্জ বা ওয়াকালাহ্ ফি

এল. সি. কৃত পণ্যের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার গ্রাহক (আমদানীকারক) বহন করার চুক্তি করলে ব্যাংক শুধুমাত্র সার্ভিস চার্জ বা উজরত বিল ওয়াকালাহ (ওকালাত বা নেগোসিয়েশন ফি) গ্রহণ করতে পারবে। Foreign Correspondence Charge, Telex Charge, SWIFT Charge, Courier Charge ইত্যাদি ইনসাফপূর্ণ হতে হবে।

নথিভূক্তি ও সমন্বয়কালীন (Lodgement/Retirement) করণীয়

Lodgement কিংবা Retirement- এর পূর্বে এল.সি. ফাইলের সাথে সংশিষ্ট ডকুমেন্টস (যেমন Invoice, Bill of Lading, Bill of Exchange, Bank Forwading Date, Packing List, Inspection Certificate, Radiation Free Certificate- If required ইত্যাদি)

বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও মাধ্যমটি বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। A Letter of credit is a written undertaking given by a bank on behalf of its customer to pay up to a certain amount to a supplier of another country within the prescribed time limit, on fulfillment of the terms and conditions stipulated in the credit.

[২৭২] IRC: Import Registration Certificate, TIN : Tax Identification Number, VAT : Value Added Tax.

[২৭৩] LCA Form : Letter of Credit Authorization Form.

ঠিক আছে কিনা তা নিরীক্ষা করতে হবে। যাতে পরবর্তীকালে গ্রাহক ও ব্যাংকের মাঝে কোন ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি না হয়। Documents আসার পর তা Clear (সঠিক) বিবেচিত হলে গ্রাহকের সম্মতির ভিত্তিতে লজমেন্ট বা রিটায়ারমেন্ট (নথিভূক্তি বা সমন্বয়) করতে হবে।

অসঙ্গতিপূর্ণ দলিল প্রত্যাখ্যান (Dishonour of Documents)

ডকুমেন্ট-এ কোনোরূপ অসঙ্গতি (Discrepancy) থাকলে তা টেলেক্স বা ক্যাবল ম্যাসেজের মাধ্যমে Negotiating Bank -কে যৌক্তিক সময়ের মধ্যে (UCPDC-এর শর্তানুযায়ী) অবহিত করতে হবে। বিলম্বিত বার্তার কারণে সমস্যা দেখা দিলে তার দায় দায়িত্ব ব্যাংককেই বহন করতে হবে। অসঙ্গতির বিষয়টি গ্রাহককেও জানাতে হবে। যাতে লজমেন্ট বা রিটায়ারমেন্টের বিষয়টি গ্রাহকের সম্মতির ভিত্তিতেই হয়।

অসঙ্গতি মাশুল (Discrepancy Charge)

ডকুমেন্ট-এর যথাযথ ডিসক্রিপেন্সী দেখিয়েই ডিসক্রিপেন্সী চার্জ করতে হবে। এক্ষেত্রে যেসব Clause না ধরলেই নয় সেগুলোই ধরতে হবে। চার্জ অবশ্যই ইনসাফপূর্ণ ও আন্তর্জাতিক আমদানী রীতিনীতি মাফিক হতে হবে।

MIB (Murabaha Import Bill) বিনিয়োগ প্রদানে শরিয়াহ্‌র দৃষ্টিতে পরিপালনীয় বিষয়সমূহ

এমআইবি বিনিয়োগ প্রক্রিয়া

এল.সি.কৃত পণ্য সামগ্রীর ডকুমেন্ট (Bills of Lading, Certificates of Origin, স্বাক্ষরিত চালান তথা এল.সি.-এ বর্ণিত শর্তানুযায়ী Full Set of Documents) ব্যাংকের নিকট পৌঁছালে ব্যাংক লজমেন্ট (নথিভূক্ত) করবে। এরপর এমআইবি (মুরাবাহা ইমপোর্ট বিল) পদ্ধতিতে গ্রাহককে বিনিয়োগ প্রদান করা হয়। তাই এ পদ্ধতিতে ব্যাংক মালামাল পৌঁছার পূর্বেই বিলের বিপরীতে পণ্যের মূল্য পরিশোধ করে থাকে।

কোনো অবস্থাতেই শরিয়াহ নিষিদ্ধ পণ্য আমদানী করা যাবে না। শরিয়াহ্‌ সম্মত পণ্যই আমদানী করতে হবে।

এল.সি.'র সময়ই গ্রাহক থেকে Irrevocable Letter of Authority নিতে হবে। নচেৎ মুরাবাহা পণ্যের মালিকানা অর্জিত হবে না। কেননা IRC (Import Registration Certificate), Trade Licence, TIN, VAT, Invoice/Indent ইত্যাদি যেসব Certificate- এর ভিত্তিতে মালামাল আমদানী করা হয় তা গ্রাহকের নামে থাকে। মালিকানা অর্জন ছাড়া বিক্রয় শুদ্ধ হবে না। প্রয়োজনে এমআইবি ও এমপিআই একই দিনেও করা যেতে পারে।

এমআইবি এগ্রিমেন্ট

- এমআইবি বিনিয়োগ ক্রিয়েট করার পূর্বে মুরাবাহা এগ্রিমেন্ট সম্পাদন করতে হবে। চুক্তিপত্র কোনো অবস্থায়ই তারিখবিহীন অপূরণকৃত কিংবা শুধু স্বাক্ষর নিয়ে (Blank & Undated) রাখা যাবে না। এটা শরিয়াহর পরিপন্থী।
- মুরাবাহা চুক্তিপত্রে (MURABAHA AGREEMENT) পণ্যের নাম, গুণগতমান, পরিমাণ, মূল্য, প্রফিট ইত্যাদির উল্লেখ থাকতে হবে।
- চুক্তিপত্রের সকল বিষয় গ্রাহককে অবহিত করে তার সম্মতিতে উপযুক্ত সাক্ষীর সম্মুখে গ্রাহক, ব্যাংকের প্রতিনিধি ও সাক্ষীগণ যথাস্থানে স্বাক্ষর করবে।

মুনাফা গ্রহণ

- এমআইবি ও এমপিআই আলাদা দু'টি প্রক্রিয়া হলেও মূলতঃ মুরাবাহা পদ্ধতিতে তা একটি বিনিয়োগ। তাই এক্ষেত্রে Single Deal হতে হবে এবং Mark up Profit অনধিক এক বছরের জন্য হতে হবে। MIB- এর দিন থেকেই মুরাবাহা বিনিয়োগের দিন গণনা করতে হবে।
- এমআইবি বিনিয়োগের দিনই বিনিয়োগকৃত পণ্যের ওপর পুরো ১ বছরের জন্য প্রফিট চার্জ করতে হবে।
- এম.আই.বি.কালীন সময়ের প্রফিট আলাদাভাবে গ্রাহক থেকে আদায় করা যেতে পারে। অতঃপর ঐ মালামাল এমপিআই হলে চার্জকৃত বাকী প্রফিট ও প্রিন্সিপাল এমপিআইতে ট্রান্সফার করতে হবে।
- কোনো অবস্থাতেই এম.আই.বি.কালীন সময়ের প্রফিট এম.পি.আই.তে ট্রান্সফারকালীন প্রিন্সিপালের সাথে যোগ করা যাবে না। তাতে প্রফিটের ওপর পুন:প্রফিট চার্জ হয়ে যাবে, যা সুদেরই পর্যায়ভূক্ত।

মালের মালিকানা ও দখল নিশ্চিতকরণ:

- MIB/MPI (TR)-এর ক্ষেত্রে অবশ্যই মালামাল-এর ওপর ব্যাংকের মালিকানা ও দখল নিশ্চিত করতে হবে। নচেৎ কেনা-বেচা শুদ্ধ হবে না।

অন্য বিনিয়োগের টাকা দিয়ে L.C. -'র মার্জিন প্রদান

কম্পোজিট লিমিটের সুযোগে বাই মুয়াজ্জাল বিনিয়োগের টাকা দিয়ে কোনোভাবেই এল.সি'র মার্জিন পরিশোধ করা যাবে না। কেননা বাই-মুয়াজ্জাল একটি আলাদা বিনিয়োগ, সেখানে ব্যাংক কর্তৃক পণ্য কেনা-বেচা ছাড়া প্রফিট নেয়া শরিয়াহ্ সম্মত নয়।

MPI (Murabaha Post Import) বিনিয়োগ প্রদানে শরিয়াহ্র দৃষ্টিতে পরিপালনীয় বিষয়সমূহ

এম.পি.আই. বিনিয়োগ প্রক্রিয়া

এল.সি.কৃত মালামাল দেশে আসার পর গ্রাহক (আমদানীকারক) নগদে মালামাল ছাড় করিয়ে নিতে ব্যর্থ হয়ে বিনিয়োগ সুবিধার জন্য আবেদন করলে ব্যাংক তার এ আবেদন মঞ্জুর পূর্বক গ্রাহকের (আমদানীকারক) পক্ষে বিল পরিশোধ করে মালামাল ছাড় করে নিজের তত্ত্বাবধানে গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে পণ্য মূল্যের বাইরে আনুষাঙ্গিক যা খরচাদি হয় তা পণ্যের মূল্যের সাথে যুক্ত করে মোটের ওপর লভ্যাংশ ধার্যসহ ব্যাংক আমদানী পণ্যের চূড়ান্ত বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করবে এবং তা গ্রাহকের নিকট বিক্রয় করবে। পরবর্তীকালে গ্রাহক তার সুবিধামতো যথার্থ মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে ব্যাংক থেকে মালামাল ডেলিভারী নেবেন। ইসলামী ব্যাংকের এই বিনিয়োগ প্রক্রিয়াকে MPI (Murabaha Post Import) বলা হয়।

বিনিয়োগের চুক্তিপত্র সম্পাদন

- মুরাবাহা চুক্তিপত্রে (MURABAHA AGREEMENT) পণ্যের নাম, গুণগতমান, পরিমাণ, মুল্য, পরিবহনের ধরন ও স্থান, প্রফিট ইত্যাদির উল্লেখ থাকতে হয়।
- চুক্তিপত্রে মূল্য পরিশোধের দিন-তারিখ নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। পণ্য ক্রয় করে লভ্যাংশসহ তা গ্রাহকের নিকট বিক্রয় ও হস্তান্তর করার পূর্বে নির্দিষ্ট মেয়াদ উল্লেখ পূর্বক প্রত্যেক ডিলের জন্য ব্যাংক আলাদা আলাদা চুক্তিপত্র (বাই মুরাবাহা এগ্রিমেন্ট) সম্পাদন করবে। চুক্তিপত্র কখনো তারিখবিহীন ও অপূরণকৃত রাখা যায় না।
- মালামালের কাস্টমস্ ডিউটি, ট্যাক্স, ভ্যাট ইত্যাদি পরিশোধ করতে হলে তা বিনিয়োগের প্রিন্সিপালের সাথে যুক্ত হবে এবং সে কথা চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকতে হয়।
- চুক্তিপত্রে মালের পরিবহন, বীমা, গুদামজাতকরণ ইত্যাদির খরচকে বহন করবে তা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হয়।
- চুক্তিপত্রের সকল বিষয় গ্রাহককে (আমদানীকারক) অবহিত করে তার অনুমতি নিয়ে উপযুক্ত সাক্ষীর সম্মুখে গ্রাহক, ব্যাংকের প্রতিনিধি ও সাক্ষীগণ যথাস্থানে স্বাক্ষর করতে হয়।
- মুরাবাহা চুক্তিপত্রে সাক্ষীর স্বাক্ষর অবশ্যই থাকতে হবে।

মুনাফা গ্রহণ

- MIB কে MPI এ স্থানান্তর করতে হলে ওই দিনগুলোর ওপর ধার্যকৃত প্রফিট ও Principal Amount লেজার ট্রান্সফারের মাধ্যমে MPI বিনিয়োগ নিতে হবে।

- এমপিআই করার পূর্বে মালামালের বিপরীতে কাস্টম্স ডিউটি, ট্যাক্স, ভ্যাট ইত্যাদি ব্যাংক পরিশোধ করে থাকলে তা পণ্যের মূল্য হিসাবে গণ্য হয়ে বিনিয়োগের প্রিন্সিপাল-এর সাথে যুক্ত হবে।
- কাস্টমস ডিউটি, ট্যাক্স, ভ্যাট ইত্যাদি প্রিন্সিপাল হিসাবে যুক্ত হলে তার ওপর পুরো বছরের জন্য প্রফিট চার্জ না করে এমআইবিকালীন দিনগুলো বাদ দিয়ে বছরের বাকী দিনগুলোর জন্য প্রফিট চার্জ করতে হবে। এক্ষেত্রে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এমআইবি-এর দিন থেকেই মুরাবাহা বিনিয়োগের দিন গণ্য করতে হবে।

বিনিয়োগকৃত মালের ইন্স্যুরেন্সকরণ

- এমপিআইকৃত মালামালের বিপরীতে ব্যাংকের নিয়মানুযায়ী ইন্স্যুরেন্স করতে হবে।
- গ্রাহকের নিকট থেকে নগদ টাকা নিয়ে কিংবা কমিশন বাদে মূল টাকা তার আল্-ওয়াদিয়াহ্চলতি হিসাব ডেবিট করে বিনিয়োগের ইন্স্যুরেন্স করতে হবে।
- বাধ্য হয়ে গ্রাহকের পক্ষে ব্যাংককে ইন্স্যুরেন্স করতে হলে তা লেজারে Other Charge হিসেবে এন্ট্রি দিতে হবে। এর বিপরীতে কোনো প্রফিট নেয়া যাবে না। যত দ্রুত সম্ভব ইন্স্যুরেন্সের টাকা গ্রাহক হতে আদায় করে নিতে হবে।
- দেশের বিদ্যমান ইসলামী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীসমূহের মাধ্যমে গ্রাহকের বিনিয়োগ ইন্স্যুরেন্স করতে হবে। প্রচলিত বীমা কোম্পানীর মাধ্যমে বীমা করা যাবে না, যারা সুদী পদ্ধতিতে পলিসি প্রদান করে থাকে। এ ব্যাপারে ব্যাংকের কর্মকর্তাগণ গ্রাহককে অনুপ্রাণিত করবেন।

ক্ষতিপূরণ (Compensation) আদায়

- মেয়াদোত্তীর্ণ বিনিয়োগের ওপর অতিরিক্ত কোনো প্রফিট আদায় করা যাবে না। তবে গ্রাহকের ইচ্ছাকৃত গড়িমসির জন্য ক্ষতিপূরণ আদায় করা যেতে পারে। কেননা ঋণ পরিশোধে সামর্থ থাকা সত্ত্বেও তা পরিশোধে গড়িমসি করা জুলুম। ক্ষতিপূরণ আদায়ের হার বিনিয়োগের প্রফিট হারের চেয়েও বেশি হতে পারে।
- মেয়াদোত্তীর্ণ বিনিয়োগের ওপর কোনো ক্ষতিপূরণ আদায় করা হলে তা কোনোভাবেই ব্যাংকের আয় খাতে নেয়া যাবে না। বরং তা ব্যাংকের Compensation Realized (ক্ষতিপূরণ আদায়) খাতে রাখতে হবে।
- প্রত্যেক উইন্ডো/শাখাকে ৬ মাস অন্তর Compensation Realized-এর টাকা প্রধান কার্যালয়ের CAD (Central Accounts Division) অথবা যে রকম নির্দেশনা প্রদান করা হয় সে বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

- CAD (Central Accounts Division) অথবা যে রকম নির্দেশনা প্রদান করা হয় সে বিভাগ, প্রধান কার্যালয়ে প্রেরিত Compensation Realized -এর টাকা উইন্ডো/ শাখাওয়ারী রেজিস্টারে এন্ট্রি করবে যাতে কোনো অবস্থাতেই Balance Sheet (স্থিতিপত্র)/ Annual Report (বার্ষিক প্রতিবেদন)-এ উক্ত টাকা ব্যাংকের আয় খাতে অন্তর্ভূক্ত হতে না পারে।
- প্রধান কার্যালয়ের CAD (Central Accounts Division) অথবা যে রকম নির্দেশনা প্রদান করা হয় সে বিভাগ প্রত্যেক বছর ব্যাংকে কত টাকা Compensation Realized হলো তার হিসাব পৃথকভাবে সংরক্ষণ করবে।

পণ্য হেফাজত ও ডেলিভারী

- পণ্যসামগ্রী যথাযথভাবে গোডাউনে সংরক্ষণ করতে হবে। এক্ষেত্রে বিনিয়োগ কর্মকর্তা, গ্রাহক ও গোডাউন সুপারভাইজার-এর যৌথ স্বাক্ষর থাকা বাঞ্ছনীয়, যাতে কোনোরূপ ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি না হয়।
- গোডাউন খুবই সুরক্ষিত হতে হবে যাতে মালামালের পূর্ণ হেফাজত নিশ্চিত হয়। এক্ষেত্রে ব্যাংকের বিদ্যমান নীতিমালা যথাযথভাবে পরিপালন করতে হবে।
- মালামাল ডেলিভারিতে পূর্ণ স্বচ্ছতা থাকতে হবে। নগদ টাকা বা আল্-ওয়াদিয়াহ্ (চলতি) হিসাব ডেবিট-এর মাধ্যমে গৃহীত টাকার সমপরিমাণ মালামাল ডেলিভারী দিতে হবে।
- নগদ টাকা বা আল্-ওয়াদিয়াহ্ (চলতি) হিসাব ডেবিট করে গৃহীত টাকার হিসাব লেজারে বা কম্পিউটারে যথাসময়ে এন্ট্রি দিতে হবে। এক্ষেত্রে গ্রাহক কিংবা ব্যাংক কোনো পক্ষই যেন কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়- সে ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বিনিয়োগ পুনঃতফসিল (Reschedule)

- মুরাবাহার মালামাল গোডাউনে থাকা অবস্থায় বা অবিক্রিত অবস্থায় বিনিয়োগটি মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে পড়লে গ্রাহকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিনিয়োগ পুনঃতফসিল (Reschedule)-এর মাধ্যমে বকেয়া টাকা পরিশোধের সময়সীমা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এটা হবে গ্রাহকের প্রতি ইহসান।
- আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষার্থেই মালামালের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্য (Down payment) পরিশোধ সাপেক্ষে তার অনুমোদন দিতে পারবে। তবে কোনোভাবেই রিসিডিউলকৃত বিনিয়োগের ওপর পুনঃপ্রফিট চার্জ করা যাবে না।

মুরাবাহা (MPI) বিনিয়োগকে HPSM বিনিয়োগ পদ্ধতিতে রূপান্তরকরণ

মুরাবাহা পণ্যসামগ্রী বিদ্যমান থাকা অবস্থায়, যদি তা Non-Fungible (পুর্নব্যবহার যোগ্য) ও Rentable (ভাড়া যোগ্য) হয়, এবং গ্রাহক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হয়, তবে গ্রাহকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিনিয়োগটি HPSM (ভাড়ায় ক্রয়)-এ Convert করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রথমে পূর্বের মুরাবাহা চুক্তি বাতিল করতে হবে। তারপর মওজুদ মালামালের মূল্য গ্রাহক ও ব্যাংক উভয়ের সম্মতিতে পুনঃনির্ধারণ পূর্বক নতুনভাবে HPSM চুক্তি করতে হবে। আর যদি বিনিয়োগকৃত মালামালের অস্তিত্ব না থাকে তবে কোনো অবস্থায়ই অন্য বিনিয়োগে রূপান্তর করা যাবে না।

প্রচলিত ব্যাংকের বা শাখার 'সি.সি. পেজকৃত মালামালের বিপরীতে বিনিয়োগ

প্রচলিত ব্যাংকের বা শাখার কোন গ্রাহকের সি.সি. পেজকৃত মালামাল থাকলে সেক্ষেত্রে গ্রাহক ও সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা শাখা মালের মূল্য নির্ধারণ করবে এবং গ্রাহক মালামালগুলোর মালিকানা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের বা শাখার নিকট হস্তান্তর করবে। তারপর ইসলামী ব্যাংক বা শাখা ঐ ব্যাংক থেকে মালামালগুলো ক্রয় করে গ্রাহকের নিকট লভ্যাংশসহ বিক্রয় করবে। তবে সুদী ব্যাংকের বা শাখার সুদ কিংবা অন্যান্য চার্জ উক্ত গ্রাহককেই পরিশোধ করতে হবে। কোনোভাবেই ইসলামী ব্যাংক বা শাখা তা পরিশোধ করতে পারবে না। ইসলামী ব্যাংক শুধুমাত্র মওজুদ মালামালের মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করতে পারবে।

প্রচলিত ব্যাংকের বা শাখার 'সি.সি. হাইপো'র বিপরীতে বিনিয়োগ

যদি কোন গ্রাহক প্রচলিত ব্যাংকের বা শাখার সি.সি. হাইপোর মাধ্যমে ঋণ সুবিধা গ্রহণ করার পর ইসলামী ব্যাংকে বা শাখায় হালাল পদ্ধতিতে ব্যবসা করতে আগ্রহী হন সেক্ষেত্রে সি.সি. হাইপোর বিপরীতে যেহেতু কোনো মালামালের অস্তিত্ব থাকে না তাই প্রথমে ঐ গ্রাহককে সাময়িক সময়ের জন্য কর্দ দিয়ে সুদী ব্যাংকের বা শাখার প্রিন্সিপাল টাকা সমন্বয়ে ইসলামী ব্যাংক বা শাখা বা উইন্ডো সাহায্য করতে পারে। তবে পূর্ববর্তী ব্যাংকের বা শাখার প্রাপ্য সুদ গ্রাহককেই পরিশোধ করতে হবে। ইসলামী ব্যাংক সুদ পরিশোধে সহযোগিতা করবে না। কর্দের বিপরীতে ইসলামী ব্যাংক বা শাখা সার্ভিস চার্জ নিতে পারবে এবং ইসলামী ব্যাংক বা শাখা তার আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষার্থে প্রয়োজনে বন্ধকী জামানতও নিতে পারবে। কর্দের টাকা পরিশোধের পর ইসলামী ব্যাংক বা শাখা তাকে বিনিয়োগ প্রদান করবে। এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক বা শাখা এ নীতি গ্রহণ করতে পারে যে, গ্রাহক কর্দের যে পরিমাণ টাকা পরিশোধ করবে ইসলামী ব্যাংক বা শাখা সে পরিমাণ টাকার পণ্য ক্রয় করে তাকে বিনিয়োগ দেবে। তবে এ পদ্ধতিটি শরিয়াহর দৃষ্টিতে সন্দেহমুক্ত নয় বিধায় ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড বর্তমানে পদ্ধতিটি প্রয়োগ করে না।

বিবিধ

বাই-ইসতিসনা পদ্ধতি একটি ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে ব্যাংকের সাধারণ ডিপোজিটরদের ডিপোজিটের টাকা দিয়েই বিনিয়োগ করা হয়। তাই এ বিনিয়োগে ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত যাবতীয় নীতিমালা ও কর্মপন্থা যথাযথভাবে উইন্ডোসমূহকে অনুসরণ করতে হবে, যাতে ব্যাংকে রক্ষিত গ্রাহকদের ডিপোজিটের কোন ক্ষতি না হয় এবং ইসলামী ব্যাংকের বা শাখার বা উইন্ডোর মাধ্যমে গ্রাহক উপকৃত হবার পরিবর্তে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং শাখা ও উইন্ডোগুলো যেহেতু তাদের মূল ব্যাংকের সাথে বিভিন্ন ভাবেই জড়িত। তাই তারা চাইলেও এককভাবে সব ধরনের সেবা দিতে পারে না। কিছু কিছু শাখা ও উইন্ডো ব্যাংকগুলো আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য করে থাকে।

যে সমস্ত ইসলামী শাখা পরিচালনাকারী ব্যাংক আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য করে থাকে সেগুলো হলো:

১. প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড
২. যমুনা ব্যাংক লিমিটেড
৩. ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড
৪. সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড
৫. এবি ব্যাংক লিমিটেড
৬. স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড
৭. ব্যাংক আলফালাহ লিমিটেড।

যে সমস্ত ইসলামী শাখা পরিচালনাকারী ব্যাংক আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য করে থাকে সেগুলো হলো:

১. ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড
২. ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড
৩. অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড
৪. পূবালী ব্যাংক লিমিটেড।

এই ব্যাংকগুলো ইসলামী ব্যাংকিং এর বিভিন্ন সেবার পাশাপাশি আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য করে থাকে।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ : সামাজিক কার্যক্রম

প্রচলিত ব্যাংকের শাখা ও উইন্ডো ব্যাংকিং এককভাবে কোনো সামাজিক কার্যক্রম করতে পারে না। পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকগুলোর মতো তাদের স্বাধীনতা ও সক্ষমতা থাকে না বিধায় তারা সিএসআর পরিচালনা করতে পারে না। এই ব্যাংকগুলোর কনভেনশনাল কার্যক্রমের অধীনেই সিএসআর বা সামাজিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে।

মোটকথা, বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ চলতি হিসাবে জমা গ্রহণ ও সেসব সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে উপকার লাভের ক্ষেত্রে আল-ওয়াদিয়া নীতির প্রয়োগ করে। এছাড়াও সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে ব্যাংক আমানতকারীদের সাথে এমন এক প্রকার চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যে, আমানত ব্যবহারে ব্যাংকের পূর্ণ অধিকার থাকবে এবং এই আমানত ব্যবহার করে ব্যাংক যে মুনাফা অর্জন করবে তা একটি সম্মত অনুপাতে ব্যাংক ও আমানতকারীদের মাঝে বণ্টিত হবে। আমানতকারীদের থেকে প্রাপ্ত অর্থ ইসলামী ব্যবসায়িক বিভিন্ন মোডে বিনিয়োগ করে। বিনিয়োগ কার্যক্রমের পাশাপাশি অনেক পরিষেবাও প্রদান করে থাকে। এই বিনিয়োগ ও পরিষেবা থেকে অর্জিত মুনাফা ব্যাংক ও আমানত দাতার মুনাফা হিসেবে গণ্য হয়। যে আয় সন্দেহজনক মনে হবে তা, শরিয়াহ সুপারভাইজরি কমিটির নির্দেশনা মোতাবেক জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতে ব্যাংক বাধ্য থাকে। এভাবেই ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম

বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম

মানুষ নিরাপত্তার সাথে তাদের কষ্টার্জিত অর্থ যত্নে রাখতে পারছে এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করতে পারছে। ইসলামী ব্যাংকিং জনগণের অলস পড়ে থাকা অর্থ কোনো শিক্ষিত বা অশিক্ষিত এবং দক্ষ বা অদক্ষ মানুষকে নতুন বা চাহিদাসম্পন্ন ব্যবসায় বিনিয়োগ প্রদান করে। এর মাধ্যমে উদ্যোগহীন ও উদ্যোক্তাদের মুনাফা অর্জিত হয় এবং সার্বিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণ সাধিত হয়। এছাড়াও ইসলামী ব্যাংকিং আরো অনেক ধরনের কল্যাণমূলক সেবা প্রদানের মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রার মান সহজ ও উন্নত করছে। সমাজের পিছিয়ে থাকা মানুষদের ইচ্ছা ও চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বহুমাত্রিক সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। শিক্ষা একটি জাতির মেরুদণ্ড, সেজন্য দেশের শিক্ষা খাতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছে এবং প্রতিষ্ঠানসহ ছাত্র-ছাত্রীদের সহায়তা ও বৃত্তি প্রদান করছে। এভাবে ইসলামী ব্যাংকিং দেশ সমাজ ও জাতির সার্বিক কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। এ অধ্যায়ে আমরা ইসলামী ব্যাংকিং- এর কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত জানব। অধ্যায়টি নিম্নোক্ত দুটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে :

প্রথম পরিচ্ছেদ : আমানত গ্রহণ, বিনিয়োগ ও মুনাফা বণ্টন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : অন্যান্য ব্যাংকিং সেবা ও সামাজিক কার্যক্রম

প্রথম পরিচ্ছেদ
আমানত সংগ্রহ, বিনিয়োগ ও মুনাফা বণ্টন

ব্যাংকের আমানত বলতে আমানতকারীদের জমাকৃত অর্থ বোঝানো হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকের বিভিন্ন আমানত হিসেবে গ্রাহকের নিকট থেকে যে অর্থ সংগ্রহ করে তাকেই ব্যাংক আমানত বলে। ব্যাংকিং কার্যক্রমের মূল কাজ হলো আমানত সংগ্রহ এবং তা বিতরণ অর্থাৎ সেই আমানতকে ঋণ বা বিনিয়োগ কার্যক্রমে ব্যবহার। ব্যাংকের একেবারে প্রাথমিক কাজ হলো আমানত সংগ্রহ করা। সমাজের মানুষের কাছে যে অলস অর্থ অব্যবহৃত পড়ে থাকে, তাকে বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে ব্যাংক সংগ্রহ করে। ইসলমি ব্যাংকও তার বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে আমানত সংগ্রহ করে থাকে। কেননা সঞ্চয় নিষ্ক্রিয়ভাবে পড়ে থাকা এবং আর্থ-সামাজিক কল্যাণে ব্যবহৃত না হওয়াকে ইসলাম অপছন্দ করে। তাই ইসলামী ব্যাংক আমানত সংগ্রহ করে এটাকে বিনিয়োগ কার্যক্রমে ব্যবহার করে, তা থেকে আয় হলে গ্রাহক বা আমানতকারীদের লাভ প্রদান করে

এবং লোকসান হলে আমানতকারী নিতে বাধ্য থাকে। এই পরিচ্ছেদে আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব। পরিচ্ছেদটিকে তিনটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে:

প্রথম অনুচ্ছেদ: আমানত সংগ্রহ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: বিনিয়োগ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ: মুনাফা বণ্টন

প্রথম অনুচ্ছেদ: আমানত সংগ্রহ

ইসলামী ব্যাংকগুলো আমানত সংগ্রহকেই প্রধান কাজ হিসেবে মনে করে থাকে। তাই মানুষের প্রয়োজনে ব্যাংক নতুন ও পুরাতন বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে আমানত কার্যক্রম পরিচালনা করে।

ইসলামী ব্যাংকের আমানত গ্রহণের নীতি ও পদ্ধতি[২৭৪]

১. ইসলামী ব্যাংক জনসাধারণের সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তুলতে উৎসাহ যোগায়। শুধু বড় সঞ্চয়ের প্রতি আগ্রহী না হয়ে ছোট জমাকারীদের সম্পদকে জাতীয় আর্থিক প্রবাহে নিয়োজিত করতে কাজ করে।
২. ইসলামী ব্যাংক সকলের কাছে সঞ্চয়ের এ চিত্র তুলে ধরে যে, সঞ্চয়ের মাধ্যমে তিনি ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হতে পারেন এবং একই সাথে তিনি সামাজিক দায়িত্বও পালন করতে পারেন।
৩. সঞ্চয়ী গ্রাহক ও ব্যাংকের সম্পর্ক মুদারাবা পদ্ধতির অংশীদারি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এক্ষেত্রে গ্রাহক 'সাহিবুল মাল' এবং ব্যাংক 'মুদারিব' হিসেবে দায়িত্ব পালন করে।
৪. ইসলামী ব্যাংক জনগণের সঞ্চয়কে শরিয়াহ অনুমোদিত খাতে শরিয়াহ সম্মত পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে হালাল মুনাফা অর্জনে সহযোগিতা করে।
৫. ইসলামী ব্যাংক শরিয়াহর 'আল ওয়াদিয়া' নীতির ভিত্তিতে 'আল ওয়াদিয়া চলতি হিসাব' পরিচালনা করে। এক্ষেত্রে গ্রাহক হলেন 'মুয়াদ্দি' আর ব্যাংক 'মুয়াদ্দা ইলাইহি'। এ হিসাবে জমাকৃত অর্থ ব্যবহারের ব্যাপারে গ্রাহক ব্যাংককে অনুমতি দেয়। ব্যাংক গ্রাহককে তার অর্থ চাওয়ামাত্র ফেরত দেয়ার অঙ্গীকার করে।

ইসলামী ব্যাংকসমূহ দুটি পদ্ধতিতে আমানত সংগ্রহ কর্মসম্পাদন করে থাকে। নিম্নে সেগুলোর বিবরণ প্রদত্ত হলো:

১. আল-ওয়াদিয়া চলতি হিসাব

---

[২৭৪] কামরুজ্জামান, *ইসলামী ব্যাংকের ইতিহাস ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং* (ঢাকা: রিমঝিম প্রকাশনী-২০১৫), পৃ. ২৩৬

২. মুদারাবা হিসাব

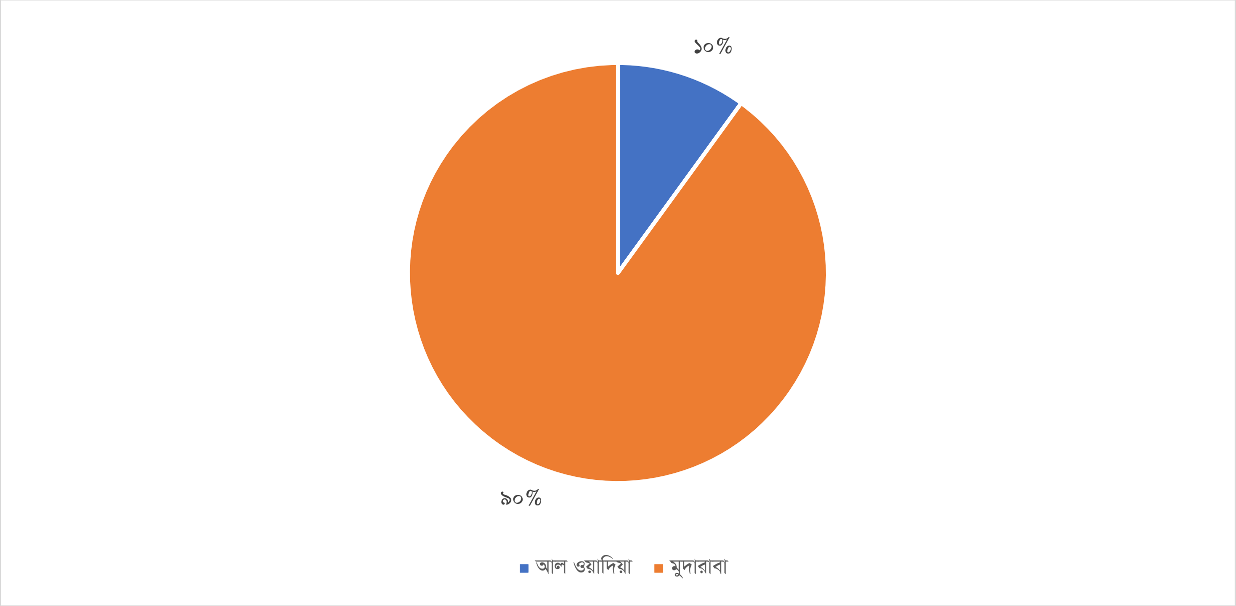

চিত্র: ৪.১ ইসলামী ব্যাংকসমূহে আমানত গ্রহণ পদ্ধতি[২৭৫]

ইসলামী ব্যাংকসমূহ তাদের সিংহভাগ আমানত মুদারাবা আমানতে সংগ্রহ করে থাকে। প্রায় ৯০% বেশি আমানত মুদারাবার বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে জমা করা হয়। প্রায় ১০% এর মতো আমানত আল-ওয়াদিয়া হিসাবের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।

১. আল ওয়াদিয়া চলতি হিসাব

ইসলামী ব্যাংক সুদভিত্তিক ব্যাংকের চলতি হিসাবের বিকল্প 'আল ওয়াদিয়া' পদ্ধতি অনুসরণ করে। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক (মুয়াদ্দা ইলাইহি) জমাকারীর (মুয়াদ্দি) অর্থ (মুয়াদ্দা) জমা নেয়। জমাকারী (মুয়াদ্দি) ব্যাংককে এ অর্থ ব্যবহারের অনুমতি দেয়। এ হিসাবে জমাকারী ব্যাংকের সাথে কোনো ব্যবসায়ে অংশ নেয় না এবং কোনোরূপ ঝুঁকিও বহন করেন না। তিনি তার জমা টাকা যে কোনো সময় ফেরত নেয়ার অধিকার রাখেন। এ পদ্ধতিতে জমাকারী ব্যাংকের কাছ থেকে কোনো মুনাফা পান না। জমাকৃত অর্থের নিরাপদ হিফাজত করা ও অন্যান্য সেবা প্রদানের বিনিময়ে ব্যাংক জমাকারীর নিকট থেকে সার্ভিস চার্জ নিতে পারে। এভাবেই ইসলামী ব্যাংকসমূহ তাদের আল-ওয়াদিয়া হিসাব পরিচালনা করে।

পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকসমূহের আল-ওয়াদিয়া চলতি হিসাবের প্রবাহ

ইসলামী ব্যাংকসমূহ ২০২০-'২১ অর্থ বছরে কি পরিমাণ বা কি অনুপাতে আল ওয়াদিয়া হিসাবে জমা পেয়েছে তার একটি চিত্র দেওয়া হলো,

[২৭৫] বাংলাদেশ ব্যাংক, *ইসলামী ব্যাংকিং উন্নয়ন রিপোর্ট*, জুলাই-সেপ্টেম্বার ২০২১, পৃ. ৫

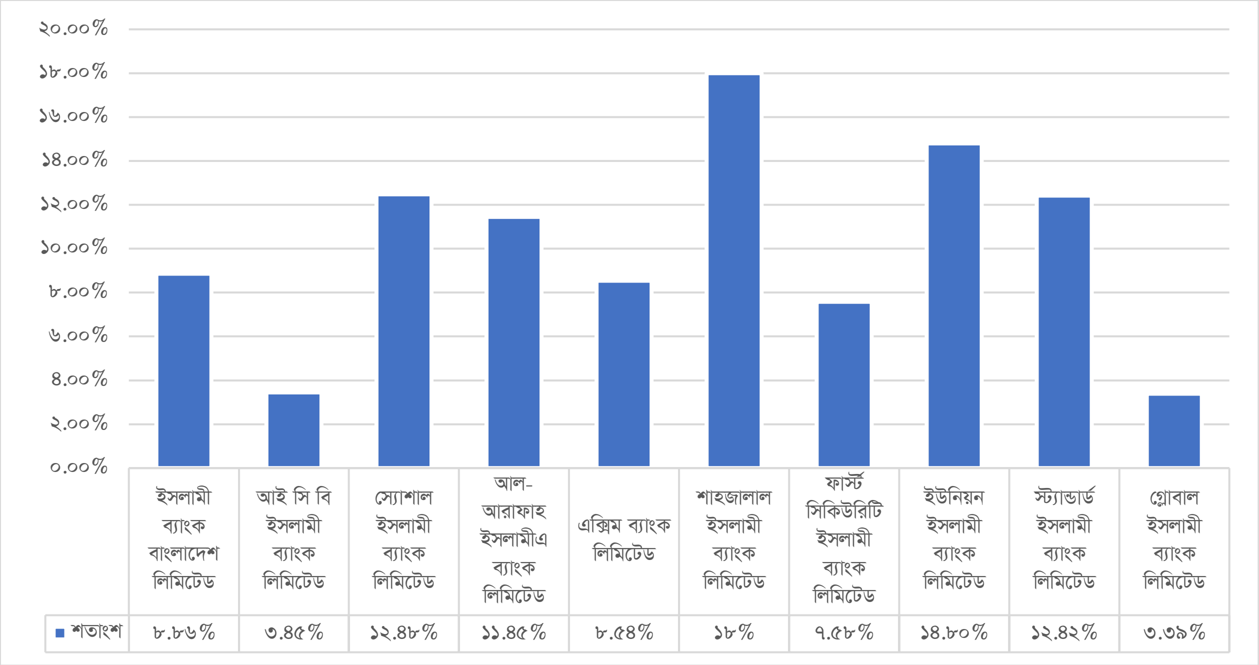

চিত্র: ৪.২ চলতি হিসাবে ব্যাংকসমূহের আমানতের পরিমাণ[২৭৬]

এই অর্থ বছরে ইসলামী ব্যাংকসমূহ ৬৯৯,৮৪৭,৩ ৪১,৯৫৮ টাকা আল ওয়াদিয়া আমানত হিসেবে সংগ্রহ করে। সংগ্রহের ক্ষেত্রে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ১৮% আল-ওয়াদিয়াতে পেয়েছিল। ইউনিয়ন ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ১৪.৮০%, স্যোশাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ১২.৮৪%, স্ট্যান্ডার্ড ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ১২.৪২%, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ১১.৪৫%, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড তাদের সংগৃহীত আমানতের ৮.৮৬%, এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড ৮.৫৪%, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ৭.৫৮%, আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ৩.৪৫% ও গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ৩.৩৯% ডিপোজিট কালেক্ট করেছিল। প্রতিটি ব্যাংক তাদের সংগৃহীত আমানতের মাঝে আল-ওয়াদিয়াতে উপরিউক্ত অনুপাতে আমানত পেয়েছিল।

২. মুদারাবা হিসাব

'মুদারাবা' পরিভাষাটি আরবি 'দারবুন' শব্দমূল হতে উদ্ভূত।[২৭৭] আরবি ভাষায় শব্দটির শাব্দিক প্রহার করা, অন্বেষণ করা, দৃষ্টান্ত দেয়া, পরিভ্রমণ করা, সফর করা ইত্যাদি। সাধারণত 'মুদারাবা' বলতে বুঝায় ব্যবসার জন্য সফর করা; আল্লাহ্‌র রহমতের তালাশে সফর করা। আল কুরআনুল কারীমে শব্দটি পরিভ্রমণ করা অর্থে

[২৭৬] প্রতিটি ব্যাংকের বার্ষিক রিপোর্ট ২০২০
[২৭৭] ফজলুর রহমান, আরবী-বাংলা অভিধান, পৃ. ১১৫

বহু জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'অন্যরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধানে জমিনে ভ্রমণ করে।'[২৭৮] পরিভাষায়, মুদারাবা এক ধরনের অংশীদারি কারবার যেখানে দু'টি পক্ষ থাকে। একপক্ষ মূলধন সরবরাহ করেন এবং অপরপক্ষ মেধা ও শ্রম ব্যয় করে উক্ত মূলধন দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করেন। ব্যবসায়ে লাভ হলে পূর্ব চুক্তি অনুসারে উভয়পক্ষের মধ্যে বণ্টিত হয়। আর লোকসান হলে মূলধন সরবরাহকারীকে তা বহন করতে হয়।[২৭৯] মূলধন সরবরাহকারী পক্ষকে বলা হয় "সাহিবুল মাল" (صاحب المال) আর ব্যবসায় পরিচালনাকারী পক্ষকে বলা হয় "মুদারিব"(مضارب) ।

অন্যভাবে বলা যায় যে, 'মুদারাবা' হলো অংশিদারি কারবারের একটি পদ্ধতি। মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে ব্যবসা পরিচালনার জন্য দু'টি পক্ষ চুক্তিবদ্ধ হন। একপক্ষ (পুঁজির মালিক) মূলধন সরবরাহ করে। অন্যপক্ষ তার মেধা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, সামর্থ্য ও পরিশ্রমের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনার উদ্যোগ নেন। মুদারাবা চুক্তির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী 'সাহিবুল মালের' দায়িত্ব অর্থ যোগানের মাঝে সীমাবদ্ধ। ব্যবসা পরিচালনায় তিনি অংশ নেন না। 'মুদারিব' ব্যবসায়ের একজন ট্রাস্টি ও প্রতিনিধি হিসেবে ব্যবসা পরিচালনা করেন। ব্যবসা পরিচালনায় মুদারিবকে সততা ও দক্ষতার পাশাপাশি সর্বোচ্চ সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। কেননা ইচ্ছাকৃত অবহেলা, প্রতারণা বা মিথ্যা বর্ণনার কারণে ব্যবসায় ক্ষতি হলে সেক্ষেত্রে মুদারিব দায়ী হবেন। মুদারাবা হিসাবে মুদারিব ও সাহিবুল মাল তাদের পূর্ব নির্ধারিত হারে অর্জিত মুনাফা বণ্টন করে নিবে। মোটকথা মুদারাবা হিসাবে একজন অর্থ জোগান দেয় অপরজন সেই অর্থের সঠিক ব্যবহার করে ব্যবসা বাণিজ্য করে। সে ব্যবসা থেকে প্রাপ্ত অর্থ উভয়ের মাঝে বণ্টন করা হয়।

মুদারাবা হিসাবের ব্যাপারে শরিয়ার নীতি

শরিয়াহ নীতিমালা অনুযায়ী ব্যাংক মুদারাবা তহবিল সংগ্রহ করে। ব্যাংক তার বিভিন্ন মেয়াদী বিনিয়োগের পরিকল্পনা ও চাহিদা বিবেচনায় রেখে নানা ধরনের জমাকারীকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে মুদারাবা পদ্ধতিতে বিভিন্ন মেয়াদের এবং বিভিন্ন ধরনের হিসাব খোলার ব্যবস্থা রাখতে পারে। সেসব হিসাব সঞ্চয়ী, স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি, দীর্ঘমেয়াদি প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। গ্রাহকদের আগ্রহ ও চাহিদা এবং অন্য কোনো কল্যাণমূলক লক্ষ্য সামনে রেখে বিভিন্ন স্কিমের মাধ্যমেও অর্থ সংগ্রহ করা যেতে পারে। দীর্ঘমেয়াদি জমা

[২৭৮] সূরা আল-মুজাম্মিল, আয়াত: ২০

[২৭৯] মুদারাবা পরিভাষাটি হানাফী ও হাসমনলী মাযহাব এর অনুসারীরা ব্যবহার করে থাকেন। পক্ষান্তরে শাফিঈ ও মালিকী মাযহাবের অনুসারীগণ মুদারাবার স্থলে ক্বিরাদ পরিভাষাটি ব্যবহার করে থাকেন। দ্র. আততামওয়ীল বিল মুদারাবা (التمويل بالْمضاربة), মারকাযুল ইকতিসাদ আল ইসলামী, আলমাছরিফুল ইসলামী আদদুয়ালী লিল ইসতিসমারি ওয়াত্ তানমিয়াহ, ইদারাতুল বুহুছ, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৬, পৃ. ৭; দ্র. মুহাম্মদ শামসুল হুদা, ও মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, *ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি : শরী'আহ্‌র নীতিমালা* (ঢাকা : জনসংযোগকক বিভাগ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, সেপ্টেম্বার ২০১১), পৃ. ১২৬

বিনিয়োগ করা ব্যাংকের জন্য বেশি সুবিধাজনক। এ কারণে সাধারণত জমার মেয়াদের উপর ভিত্তি করে অর্থের গুরুত্ব বা 'ওয়েটেজ' নির্ধারণ করা হয়। অন্য দৃষ্টিকোণ থেকেও ব্যাংক কোনো বিশেষ জমা প্রকল্পকে অধিক গুরুত্ব বা ওয়েটেজ দিতে পারে।

ইসলামী ব্যাংকসমূহ যে পদ্ধতিতে মুদারাবা কার্যক্রম পরিচালনা করে তার তালিকা প্রদান করা হলো:

ক্র নং	ব্যাংকের নাম	আমানত পদ্ধতি
১	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড (IBBL)	১. মুদারাবা সঞ্চয় হিসাব ২. মুদারাবা টার্ম ডিপোজিট ৩. মুদারাবা পেনশন সঞ্চয় হিসাব ৪. মুদারাবা বিশেষ নোটিস হিসাব ৫. মুদারাাবা মাসিক মুনাফা জমা ৬. মুদারাবা হজ সঞ্চয় হিসাব ৭. মুদারাবা সঞ্চয় বন্ড ৮. মুদারাবা মহর সঞ্চয় হিসাব ৯. মুদারাবা ওয়াকফ ক্যাশ জমা হিসাব ১০. মুদারাবা এনআরবি সঞ্চয় বন্ড হিসাব ১১. মুদারাবা বৈদেশিক মুদ্রা জমা হিসাব ১২. মুদারাবা স্টুডেন্ট সঞ্চয় হিসাব ১৩. মুদারাবা কৃষক সঞ্চয় হিসাব[২৮০]
২	আই সি বি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (ICB)	১. বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব ২. মুদারাবা সঞ্চয় হিসাব ৩. মুদারাবা নন এক্সিকিউটিভ হিসাব ৪. মুদারাবা ফিউচার লিডার হিসাব ৫. মুদারাবা টার্ম ডিপোজিট[২৮১]
৩	স্যোশাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (SIBL)	১. মুদারাবা সঞ্চয় হিসাব ২. মুদারাবা টার্ম জমা হিসাব ৩. মুদারাবা নোটিস জমা হিসাব ৪. মুদারাবা স্কিম ডিপোজিট ৫. আল-ওয়াদিয়া বিল নগদ ওয়াকফ হিসাব ৬. মুদারাবা পেনশন জমা হিসাব ৭. মুদারাবা হজ স্কিম[২৮২] ৮. বিবিধ
৪	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (AIBL)	১. মুদারাবা টার্ম ডেপোজিট ২. মুদারাবা সঞ্চয় ডেপোজিট ৩. মুদারাবা শর্ট নোটিস হিসাব

[২৮০] ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, বার্ষিক রিপোর্ট ২০২০, পৃ. ৮৭
[২৮১] আই সি বি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, বার্ষিক রিপোর্ট ২০২০, পৃ. ৩৪
[২৮২] স্যোশাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, বার্ষিক রিপোর্ট ২০২০, পৃ. ২২

		৪. মুদারাবা ডেপোজিট[২৮৩]
৫	এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড (EXIM)	১. মুদারাবা সঞ্চয় হিসাব ২. মুদারাবা শর্ট নোটিস হিসাব ৩. মুদারাবা স্কিম ডেপোজিট ৪. বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব[২৮৪]
৬	ফার্স্ট সিকিউরিটিজ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (FSIBL)	১. মুদারাবা সঞ্চয় হিসাব ২. মুদারাবা বিশেষ সঞ্চয় হিসাব ৩. মুদারাবা মাসিক মুনাফা সঞ্চয় হিসাব ৪. মুদারাবা বেতন সঞ্চয় হিসাব ৫. মুদারাবা হজ সঞ্চয় হিসাব ৬. মুদারাবা মিলিনিয়ার প্রকল্প ৭. মুদারাবা প্রবাসি আমানত প্রকল্প[২৮৫] ৮. বিবিধ
৭	শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (SJIBL)	১. মুদারাবা সঞ্চয় হিসাব ২. মুদারাবা স্পেশাল নোটিস হিসাব ৩. মুদারাবা টার্ম ডেপোজিট ৪. মুদারাবা বৈদেশিক মুদ্রা জমা হিসাব ৫. মুদারাবা স্কুল ব্যাংকিং ৬. মুদারাবা অর্থ স্পিনিং[২৮৬]
৮	ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড (UBL)	১. মুদারাবা সঞ্চয় হিসাব ২. মুদারাবা স্কুল ব্যাংকিং সঞ্চয় হিসাব ৩. মুদারাবা স্পেশাল নোটিস হিসাব ৪. মুদারাবা টার্ম ডেপোজিট ৫. মুদারাবা মাসিক সঞ্চয় হিসাব[২৮৭]
৯	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড (SBL)	১. মুদারাবা সঞ্চয় হিসাব ২. মুদারাবা স্কুল ব্যাংকিং সঞ্চয় হিসাব ৩. মুদারাবা স্পেশাল নোটিস হিসাব ৪. মুদারাবা টার্ম ডেপোজিট ৫. মুদারাবা মাসিক সঞ্চয় হিসাব[২৮৮]
১০	গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (GIBL)	১. মুদারাবা সঞ্চয় হিসাব ২. মুদারাবা শর্ট নোটিস হিসাব ৩. মুদারাবা কুইন সঞ্চয় হিসাব ৪. মুদারাবা পার্ফেক্ট সঞ্চয় হিসাব ৫. মুদারাবা জুনিয়র সঞ্চয় হিসাব

[২৮৩] আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, বার্ষিক রিপোর্ট ২০২০, পৃ. ৪৪
[২৮৪] এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড, বার্ষিক রিপোর্ট ২০২০, পৃ. ৪০
[২৮৫] ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, বার্ষিক রিপোর্ট ২০২০, পৃ. ১৪২
[২৮৬] শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, বার্ষিক রিপোর্ট ২০২০, পৃ. ৬৮
[২৮৭] ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড, বার্ষিক রিপোর্ট ২০২০, পৃ. ৫০
[২৮৮] স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড, বার্ষিক রিপোর্ট ২০২০, পৃ. ১৬

		৬. মুদারাবা ফ্রেশার্স সঞ্চয় হিসাব ৭. মুদারাবা কৃষক সঞ্চয় হিসাব ৬. মুদারাবা সেলারি হিসাব[২৮৯]

সারণি: ৪.১ বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংকের মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব[২৯০]

এই পূর্ণাঙ্গ ১০টি ব্যাংক তাদের প্রয়োজন ও গ্রাহকের চাহিদাকে সামনে রেখেই এই হিসাবগুলো পরিচালনা করছে। উপরিউক্ত সারণি থেকে প্রমাণিত হয় যে, পুরো ইসলামী ব্যাংকিং সেক্টরে বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবসমূহ

১. মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব
২. মুদারাবা মেয়াদী হিসাব
৩. মুদারাবা সঞ্চয় বন্ড
৪. মুদারাবা হজ্জ্ব সঞ্চয়ী হিসাব
৫. মুদারাবা বিশেষ সঞ্চয় (পেনশন) হিসাব
৬. মুদারাবা বৈদেশিক মুদ্রা জমা (এমএফসিডি) হিসাব
৭. মাসিক মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয় হিসাব
৮. মুদারাবা স্বল্পমেয়াদি হিসাব
৯. মুদারাবা মোহর সঞ্চয় হিসাব
১০. মুদারাবা ওয়াকফ ক্যাশ ডিপোজিট একাউন্ট
১১. মুদারাবা স্টুডেন্ট সঞ্চয় হিসাব
১২. মুদারাবা কৃষক সঞ্চয় হিসাব
১৩. মুদারাবা নন এক্সিকিউটিভ হিসাব
১৪. মুদারাবা ফিউচার লিডার হিসাব
১৫. মুদারাবা মিলিনিয়ার সঞ্চয় হিসাব
১৬. মুদারাবা স্কুল ব্যাংকিং হিসাব
১৭. মুদারাবা মানি স্পিনিং হিসাব
১৮. মুদারাবা কুইন সঞ্চয় হিসাব

[২৮৯] গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, বার্ষিক রিপোর্ট, পৃ. ১৭
[২৯০] ব্যাংকসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদনের আলোকে নিজস্ব তৈরি সারণি

১৯. মুদারাবা পার্ফেক্ট সঞ্চয় হিসাব

২০. মুদারাবা জুনিয়র সঞ্চয় হিসাব

২১. মুদারাবা ফ্রেশার্স সঞ্চয় হিসাব

২২. মুদারাবা সেলারি হিসাব

পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকসমূহে একই ধরনের হিসাব বাদ দিয়ে মোট ২২টিরো বেশি হিসাব পরিচালিত হয়। এগুলো পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকসমূহের সম্মিলিত ব্যাংক হিসাব।

সবগুলো ব্যাংকে বর্তমান ও একই ধরনের হিসাবগুলো হচ্ছে:

১. মুদারাবা সঞ্চয় হিসাব

২. মুদারাবা স্পেশাল নোটিস হিসাব

৩. মুদারাবা টার্ম ডেপজিট হিসাব

৪. মুদারাবা পেনশন সঞ্চয় হিসাব

৫. মুদারাবা স্টুডেন্ট সঞ্চয় হিসাব

এই হিসাবগুলো প্রতিটি ইসলামী ব্যাংকেই পাওয়া যায়। পূর্ণাঙ্গ ১০টি ইসলামী ব্যাংকের সবগুলোতেই মুদারাবার এই প্রকারের হিসাব পরিচালিত হয়।

এমন অনেক হিসাব রয়েছে যেগুলো অন্যান্য ইসলামী ব্যাংকগুলো এককভাবে পরিচালনা করে থাকে। যথা:

১. মুদারাবা অর্থ স্পিনিং

২. মুদারাবা এনআরবি সঞ্চয় বন্ড

৩. আল-ওয়াদিয়া বিল নগদ ওয়াকফ হিসাব

৪. মুদারাবা কুইন সঞ্চয় হিসাব

৫. মুদারাবা পার্ফেক্ট সঞ্চয় হিসাব

৬. মুদারাবা জুনিয়র সঞ্চয় হিসাব

৭. মুদারাবা ফ্রেশার্স সঞ্চয় হিসাব

৮. মুদারাবা সেলারি সঞ্চয় হিসাব

এই হিসাবগুলো প্রতিটি ব্যাংকে পরিচালিত হয় না। বরং বিভিন্ন ব্যাংক এককভাবে এই হিসাবগুলো পরিচালনা করে থাকে। এসব হিসাবে ব্যাংক মুদারিব এবং গ্রাহক সাহিব আল-মাল হিসেবে গণ্য হন। ব্যাংক জমাকৃত

অর্থ বিনিয়োগ করে এবং এই বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত আয়ের কমপক্ষে শতকরা ৬৫ ভাগ মুদারাবা হিসাবসমূহের বছর শেষে বন্টন করে।

মুদারাবা হিসাব খোলার নিয়মাবলী

নিচে বর্ণিত নিয়ম-কানুন মেনে এবং প্রয়োজনীয় কাগজ বা দলিলপত্র জমা দিয়ে কোনো ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ বা কোনো সংস্থা মুদারাবা হিসাব খুলতে পারে। গ্রাহককে যেসব কাগজপত্র জমা দিতে হবে তা হলো:

১. ব্যাংকের নির্ধারিত আবেদনপত্র ফরম, কেওয়াইসি (KYC) ও লেনদেন বিবরণী (TP) পূরণ;

২. দুকপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত (যথাযথ পরিচিতি দ্বারা) ছবি;

৩. ফরমের নির্ধারিত স্থানে যথাযথ পরিচিতি;

৪. নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট বা পাসপোর্টের সত্যায়িত কপি, অথবা আইডেনটিটি কার্ডের সত্যায়িত কপি;

৫. নমিনির এক কপি (গ্রাহক দ্বারা সত্যায়িত) ছবি।

মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব

ব্যাংক চলাকালীন সময়ে যেকোনো দিন নির্দিষ্ট নিয়মাবলী মেনে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা দিয়ে ব্যাংকের নির্ধারিত আবেদনপত্র পূরণ করে এ হিসাব খোলা যায়। এ হিসাবের সাথে প্রচলিত ব্যাংকগুলোর সঞ্চয়ী হিসাবের কিছুটা মিল থাকলেও লাভ-লোকসান বণ্টননীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়ার কারণে ইসলামী ব্যাংকের এ ধরনের হিসাব সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ ধরনের হিসাব থেকে মাসে অনধিক চারবারের বেশি অর্থ উত্তোলন করা যায় না। তবে সাতদিনের নোটিশ দিয়ে প্রয়োজন মতো টাকা উঠানো যায়। টাকা উঠানোর শর্ত ভঙ্গ করলে গ্রাহক সংশ্লিষ্ট মাসের স্থিতির ওপর কোনো মুনাফা পান না। সঞ্চয়ী হিসাবে গ্রাহকের অনুকূলে চেক বই ইস্যু করা হয়।[২৯১]

মুদারাবা মেয়াদি হিসাব

ইসলামী ব্যাংক গ্রাহকদের নিকট থেকে বিভিন্ন মেয়াদে আমানত গ্রহণ করে থাকে। নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য মুদারাবা চুক্তির ভিত্তিতে এই আমানত গ্রহণ করা হয় বলে এটিকে মুদারাবা মেয়াদি হিসাব বলে। সাধারণত ৩ মাস, ৬ মাস, ১২ মাস, ২৪ মাস ও ৩৬ মাসের জন্য এরূপ আমানত গ্রহণ করা হয়। মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবের চেয়ে এই হিসাবে বেশি মুনাফা প্রদান করা হয়।[২৯২] ব্যাংক চুক্তিতে উল্লিখিত মেয়াদের মধ্যে মুদারাবা

[২৯১] মোহাম্মদ কুতুব উদ্দিন, *ইসলাম ও বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা*, (পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৮), পৃ. ১৮৭
[২৯২] মোহন, *ইসলামী অর্থনীতি*, পৃ. ১৫৭

হিসাবের অর্থ খাটিয়ে যে মুনাফা অর্জন করে, চুক্তি মোতাবেক তার নির্ধারিত অংশ আমানতকারীকে প্রদান করে এবং বাকি অংশ ব্যাংক পেয়ে থাকে।[২৯৩]

মুদারাবা সঞ্চয়ী বন্ড

১৮ বছর ও তদূর্ধ্ব যে কোনো ব্যক্তি একক বা যুগ্ম নামে এবং অলাভজনক আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান ৫ বছর, ৮ বছর মেয়াদে ১ হাজার টাকা, ৫ হাজার টাকা, ১০ হাজার টাকা, ৫০ হাজার টাকা, ১ লক্ষ টাকা, ৫ লক্ষ টাকা এবং ১০ লক্ষ টাকা মূল্যের মুদারাবা বন্ড ক্রয় করতে পারেন। অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকা বা শিশুর সাথে তাদের অভিভাবক যৌথ নামে এই বন্ড ক্রয় করতে পারেন। অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির পরিণত বয়স হওয়ার পর যৌথ স্বাক্ষরের ভিত্তিতে এ বন্ড যথাসময়ে ভাঙানো যায়। একজন বা দুইজন অপ্রাপ্তবয়স্কের পক্ষে তাদের নাম ও বয়স উল্লেখ করে টাকা পরিশোধ সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রদান করে পিতা/মাতা/আইনগত অভিভাবক এই বন্ড ক্রয় করতে পারেন।[২৯৪]

মুদারাবা হজ্ব সঞ্চয়ী হিসাব

হজ্ব ইসলামের মৌলিক ইবাদতসমূহের অন্যতম। কিন্তু বাংলাদেশের বিরাজমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারণে হজ্ব পালনে আগ্রহীদের অনেকেই প্রয়োজনীয় টাকা একসাথে সংগ্রহ করতে পারেন না। এজন্য তাদের অনেকেরই আগ্রহ অপূর্ণ থেকে যায়। প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে ১০ হাজারের অধিক ধর্মপ্রাণ মুসলমান পবিত্র হজ পালন করে থাকেন। দৈহিক ও আর্থিক সামর্থই হজ পালনের পূর্বশর্ত। কিন্তু বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষই হজ্ব পালনের প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতেই জীবনের শেষ প্রান্তে এসে উপনীত হয়। ব্যাংক 'হজ্ব সঞ্চয় প্রকল্প' নামে একটি প্রকল্প চালু করেছে। এ প্রকল্পের আওতায় মুদারাবা হজ্ব সঞ্চয়ী হিসাবে হজ্বের টাকা জমানো হয়। ফলে হজ্ব পালনে আগ্রহীরা যথাসময়ে হজ্ব পালন করতে পারবে।

মুদারাবা বিশেষ সঞ্চয় (পেনশন) প্রকল্প

এ হিসাবে ১৮ বছর ও তদূর্ধ্ব যে কোনো ব্যক্তি তিন বছর, পাঁচ বছর বা দশ বছর মেয়াদে ১০০.০০, ২০০.০০, ৩০০.০০, ৪০০.০০, ৫০০.০০, ১০০০.০০, ১৫০০.০০, ২৫০০.০০, কিংবা ৮৫০০.০০ মাত্র হারে বিভিন্ন ইসলামীক ব্যাংকে বিভিন্ন হারে মাসিক কিস্তি জমা দিতে পারেন। হিসাব খোলার সময় মাসিক কিস্তির হার নির্ধারণ করতে হয়।

[২৯৩] ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামী ব্যাংকিং* (ঢাকা : জমজম প্রকাশনী, ২০১২), পৃ. ১৫৬

[২৯৪] উদ্দিন, *ইসলাম ও বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা*, (পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৮), পৃ. ১৮৭

মুদারাবা বৈদেশিক মুদ্রা জমা সঞ্চয় হিসাব

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে মুদারাবা বৈদেশিক মুদ্রা জমা প্রকল্প (সঞ্চয়) নামে একটি নতুন সঞ্চয় প্রকল্প চালু করেছে। এ প্রকল্পের আওতায় শরিয়াহ নীতির ভিত্তিতে বৈদেশিক মুদ্রা তহবিল বিদেশি প্রতিনিধি ব্যাংকের মাধ্যমে লাভজনক খাতে বিনিয়োগের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে; এর ফলে মার্কিন ডলারের মুদারাবা বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব বা মুদারাবা ফরেন কারেন্সি একাউন্ট খুলে তাদেরকে মুনাফা দেওয়া হয়। ওয়েজ অর্নার ও প্রাইভেট/বেসরকারি বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব পরিচালনাকারীগণ যারা সুদভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে অর্থ জমা রাখতে ও সুদভিত্তিক ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে আগ্রহী নন তাদেরকে এ প্রকল্পের মাধ্যমে বিনিয়োগে উৎসাহী করা হয়েছে। ইসলামী শরিয়াহ অনুযায়ী সঞ্চয়কারী/বিনিয়োগকারীদেরও সঞ্চয় তহবিল থেকে অংশীদারিত্বমূলক মুনাফার নিরাপদ এবং লাভজনক বিনিয়োগে উৎসাহ করা এবং ব্যাংকের সঞ্চয় প্রকল্পের মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশীদের রেমিটেন্স বৃদ্ধি শরিয়ার ভিত্তিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের ও দেশের সম্পদ বৃদ্ধিতে অংশগ্রহণ করাও এ প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য।[২৯৫]

মুদারাবা মাসিক মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয় হিসাব

সাধারণ মানুষ বিশেষ করে অবসরপ্রাপ্ত চাকুরীজীবী ও প্রবাসী ওয়েজ অর্নারগণ তাদের কষ্টার্জিত অর্থ ব্যাংকে এমন দীর্ঘমেয়াদি হিসাবে জমা রাখতে চান, যা থেকে তাদের জীবনের দৈনন্দিন চাহিদা মেটানো অথবা তাদের উপর নির্ভরশীল পরিবার, পোষ্য ও আত্মীয়-স্বজনদের ভরণ-পোষণের জন্য মাসে মাসে অর্থ উত্তোলন করা যাবে, অথচ মূল অর্থ অটুট থাকবে। মুলত তারা ব্যাংকে দীর্ঘমেয়াদি হিসাবে যে অর্থ সঞ্চয় করবেন, তার অর্জিত মুনাফা দিয়েই তাদের উক্ত প্রয়োজন মেটানো সম্ভব।

বিভিন্ন ট্রাস্ট ও ফাউন্ডেশন, যারা ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বৃত্তি দেয়, তারাও এমন হিসাবে টাকা জমা রাখতে চান মাসে মাসে এ ধরনের ব্যয় নির্বাহ করা যেতে পারে। অভিভাবকবৃন্দও তাদের পোষ্যদের লেখাপড়ার খরচ নির্বাহের জন্য এ ধরনের দীর্ঘমেয়াদী হিসাবের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন যা মাসিক ভিত্তিতে উত্তোলন করা যাবে।

মুদারাবা স্বল্পসময়ের নোটিশ হিসাব

কোনো কোম্পানি, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, সরকারি বিভাগ, সংস্থা ও ট্রাস্ট কিংবা কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ এই হিসাব খুলতে পারেন। মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে এই হিসাব পরিচালিত হয়। এই হিসাব থেকে

---

[২৯৫] কুতুব উদ্দিন, *ইসলাম ও বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা*, পৃ. ১৮৮

সাতদিনের নোটিশ প্রদান করে যে কোনো পরিমাণ টাকা তোলা যায় কিংবা অন্য কোনো হিসাবে স্থানান্তর করা যায়। এই হিসাবের জন্য চেক বই ইস্যু করা হয়। স্বল্প সময়ের নোটিশে টাকা তোলার সুযোগ রয়েছে বলে এই হিসাবে লাভের হার অন্যান্য জমার জন্য প্রদত্ত লাভের চাইতে কম থাকে।[২৯৬]

মুদারাবা মোহর সঞ্চয় প্রকল্প

মোহর এমন সম্পত্তি যা বিয়ের সময় স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রদান করতে হয়। ইসলামী শরিয়াহ অনুযায়ী স্ত্রীকে এই সম্পদ পরিশোধ করা ফরজ। কিন্তু সমাজের প্রতিটি স্তরে এমন অনেক লোক আছে, যারা দেনমোহর প্রদানের গুরুত্ব উপলব্ধির ব্যাপারে অসচেতন থাকার কারণে দেনমোহর পরিশোধ করেন না। এর ফলে স্ত্রীগণ তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং তারা তাদের অধিকারের কথা ভুলে যায়। তাদের অল্পসংখ্যক যদিও সচেতন, তথাপিও তারা তাদের স্বামীর কাছ থেকে যথেষ্ট সাড়া পান না।

সমাজের সর্বস্তরের জনগণ বিশেষ করে পেশাজীবী ও চাকরিজীবীদের জন্য তাদের সামর্থ্যের ভিত্তিতে মাসিক কিস্তিতে টাকা সঞ্চয় করার লক্ষ্যে এবং ধর্মীয় নীতির আওতায় স্ত্রীদের অধিকার হিসেবে তাদের দেনমোহর প্রদানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য এ প্রকল্প চালু করা হয়েছে।

মুদারাবা ওয়াকফ্ ক্যাশ জমা হিসাব

ক্যাশ ওয়াকফ্ ব্যাংকিং জগতে বিশেষত ইসলামী ব্যাংকিং কারবারে এক নতুন সংযোজন। এর ফলে সামাজিক, ধর্মীয় ও শিক্ষা ক্ষেত্রে বিনিয়োগের দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। এ লক্ষ্যে মুদারাবা ওয়াকফ্ ক্যাশ ডিপোজিট প্রকল্পের আওতায় 'মুদারাবা ওয়াকফ্ ক্যাশ সঞ্চয়ী হিসাব' নামে একটি হিসাব চালু করা হয়েছে। এ হিসাবের মাধ্যমে সমাজের বিত্তবান শ্রেণীর মানুষদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করা হয়। এ অর্থ বিনিয়োগ করে তা অর্জিত মুনাফা বিভিন্ন কল্যাণধর্মী সামাজিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে ব্যয় করা হয়। এ হিসাবের মাধ্যমে ব্যাংক সমাজে ওয়াকফ্-এর সুফল, এর জনপ্রিয়তা এবং সামাজিক গুরুত্ব বৃদ্ধির সহায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়াও তা সমাজের বিত্তবানদের সম্পদ দারিদ্র্য পীড়িত ও বঞ্চিতদের ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে হিসেবে কাজ করছে, যা দেশের ধর্মীয়, সামাজিক ও শিক্ষা ক্ষেত্রে আর্থিক অনুদান প্রদানে সহায়ক হচ্ছে। ক্যাশ ওয়াকফ্ সামাজিক বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহেও অর্থায়নে সম্পূরক ভূমিকা রাখতে সক্ষম।[২৯৭]

---

[২৯৬] মোহন, *ইসলামী অর্থনীতি*, পৃ. ১৬০

[২৯৭] কুতুব উদ্দিন, *ইসলাম ও বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা*, পৃ. ১৮৮

উপরিউক্ত হিসাবসমূহ ছাড়াও ইসলামী ব্যাংকসমূহ মুদারাবা স্টুডেন্ট সঞ্চয় হিসাব, মুদারাবা কৃষক সঞ্চয় হিসাব, মুদারাবা নন এক্সিকিউটিভ হিসাব, মুদারাবা ফিউচার লিডার হিসাব, মুদারাবা মিলিনিয়ার সঞ্চয় হিসাব, মুদারাবা মানি স্পিনিং হিসাব, মুদারাবা কুইন সঞ্চয় হিসাব, মুদারাবা পার্ফেক্ট সঞ্চয় হিসাব, মুদারাবা জুনিয়র সঞ্চয় হিসাব এবং মুদারাবা ফ্রেশার্স সঞ্চয় হিসাব পরিচালনা করে থাকে।[২৯৮] গ্রাহকের চাহিদা ও সুবিধার্থেই ব্যাংকগুলো হিসাবগুলো শুরু করেছে এবং প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ব্যাংক আরো নতুন নতুন হিসাব খুলছে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, ব্যাংকিং কার্যক্রমের মূল কাজ হলো আমানত সংগ্রহ এবং বিতরণ, তবে একেবারে প্রাথমিক কাজ হলো আমানত সংগ্রহ করা। ইসলামী ব্যাংকসমূহ কয়েক পদ্ধতিতে আমানত সংগ্রহ করে থাকে। যথা ক) চলতি হিসাব ও খ) মুদারাবা হিসাব। ক) চলতি হিসাব পদ্ধতিতে ব্যাংক (মুয়াদ্দা ইলাইহি) জমাকারীর (মুয়াদ্দি) অর্থ (মুয়াদ্দা) জমা নেয়। জমাকারী (মুয়াদ্দি) ব্যাংককে এ অর্থ ব্যবহারের অনুমতি দেয়। আর ব্যাংকের সাথে কোনো ব্যবসায়ে অংশ নেয় না। ফলে কোনো মুনাফাও অর্জন করে না ও ব্যাংকের ব্যবসায়ের কোনোরূপ ঝুঁকিও বহন করেন না। খ) মুদারাবা এমন ধরনের অংশীদারি কারবার যেখানে দু'টি পক্ষ থাকে। একপক্ষ মূলধন সরবরাহ করেন এবং অপরপক্ষ মেধা ও শ্রম ব্যয় করে উক্ত মূলধন দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করেন। ব্যবসায়ে লাভ হলে পূর্ব চুক্তি অনুসারে উভয়পক্ষের মধ্যে বণ্টিত হয়। আর লোকসান হলে মূলধন সরবরাহকারি পক্ষকে তা বহন করতে হয়। এভাবে ইসলামী ব্যাংকসমূহ আমানত সংগ্রহের কাজ করে।

ইসলামী ব্যাংকসমূহ ২০২০-২১ অর্থ বছরে কি পরিমাণ বা কি অনুপাতে মুদারাবা হিসাবে জমা পেয়েছে তার একটি চিত্র দেওয়া হলো:

[২৯৮] ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিভিন্ন বার্ষিক রিপোর্ট।

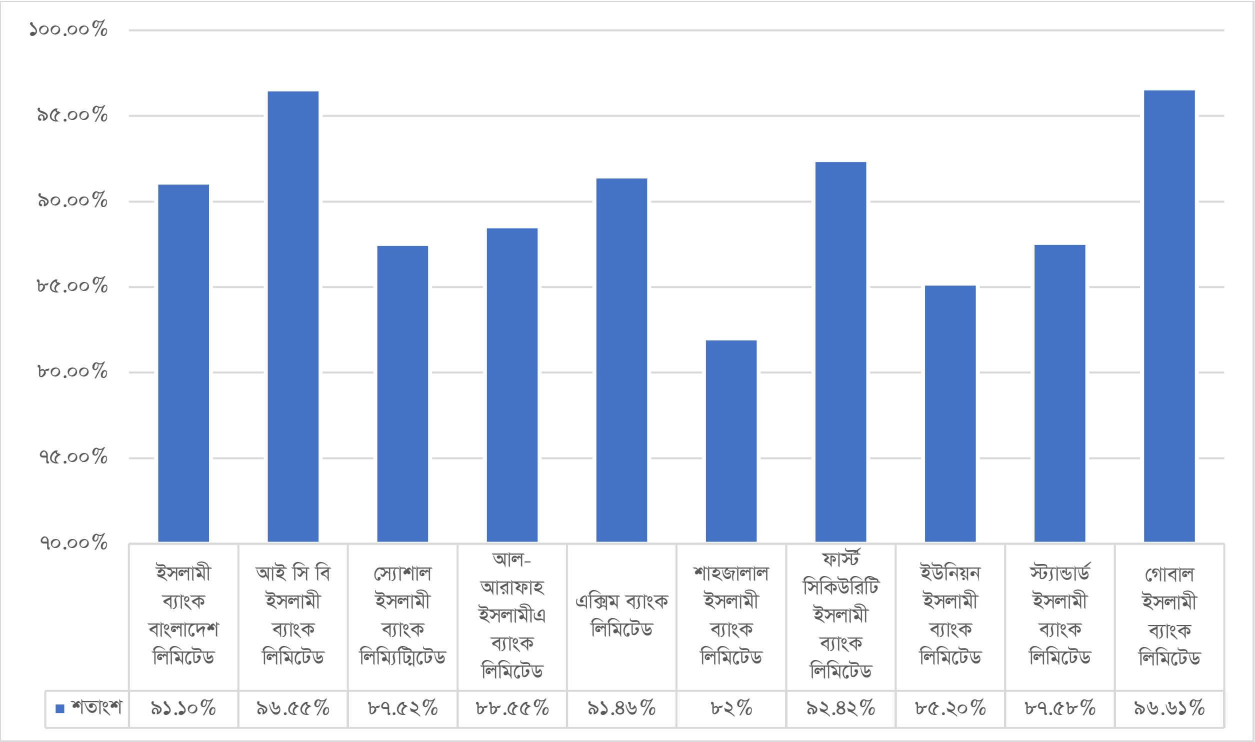

চিত্র: ৪.৩ ইসলামী ব্যাংকসমূহের মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবের স্থিতি[২৯৯]

এই অর্থবছরে ইসলামী ব্যাংকসমূহ ৫,৫২৮,২২ টাকা মুদারাবা আমানত হিসেবে সংগ্রহ করে। সঞ্চয় হিসাবে আমানত সংগ্রহের ক্ষেত্রে গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ৯৬.৬১% তাদের সংগৃহীত আমানতের মুদারাবাতে পেয়েছিল। আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ৯৬.৫৫%, এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড ৯১.৪৬%, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ৯২.৪২%, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ৯০.১০%, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ৮৮.৫৫%, স্ট্যান্ডার্ড ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ৮৭.৫৮%, স্যোশাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ৮৭.৫২%, ইউনিয়ন ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ৮৫.২০% ও শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ৮২% ডেপোজিট কালেক্ট করেছিল। প্রতিটি ব্যাংক তাদের সংগৃহীত আমানতের মাঝে মুদারাবা সঞ্চয় হিসাবে উপরিউক্ত অনুপাতে আমানত পেয়েছিল।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের একটি বড় অংশ ইসলামী ব্যাংকিং দখল করে রেখেছে। আমানত সংগ্রহের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকিং সেক্টর তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নিচে সারণীতে বাংকিং খাতের সামগ্রীক তুলনার একটি চিত্র প্রদর্শন করা হয়েছে:

[২৯৯] স্ব স্ব ব্যাংকের বার্ষিক রিপোর্ট

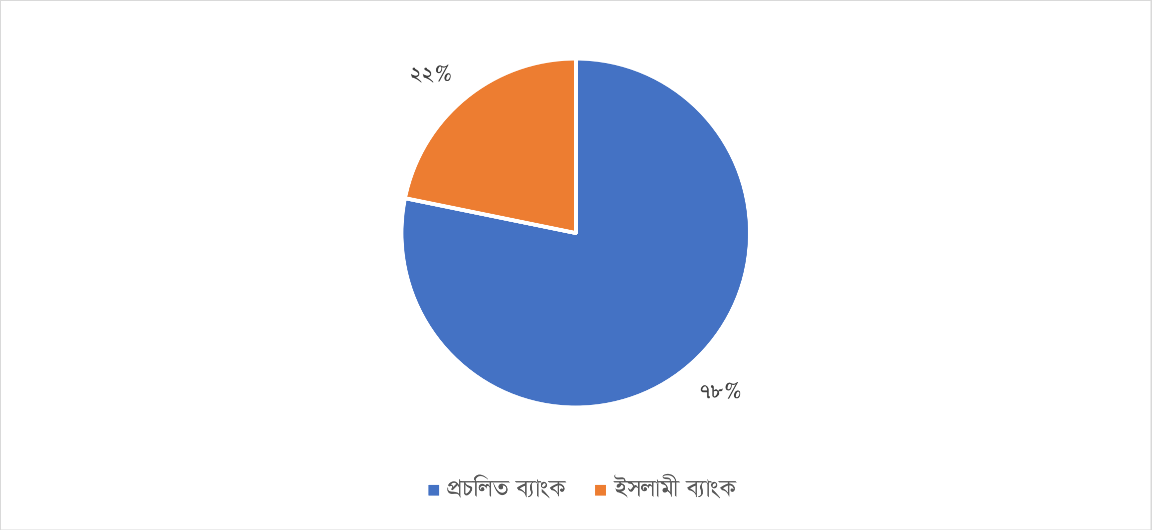

চিত্র ৪.৪: প্রচলিত ও ইসলামী ব্যাংকের আমানত সংগ্রহের পরিমাণ[৩০০]

বাংলাদেশের সকল ব্যাংকের সংগ্রহকৃত আমানতের পরিমাণ ১২,৫৪১,৩০ কোটি টাকা। আর ইসলামী ব্যাংকসমূহ ২,৭৩৪,১০ কোটি টাকা সংগ্রহ করে। যা পুরো ব্যাংকিং সেক্টরের ২১.৮% প্রায়। বাকী ৭৮.২% প্রচলিত বা কনভেনশনাল ব্যাংকিং সেক্টর দখল করেছে।

মোটকথা, ইসলামী ব্যাংকসমূহের সিংহভাগ আমানত সংগৃহীত হয় মুদারাবা হিসাবের মাধ্যমে। এই পদ্ধতিতে ব্যাংকগুলো তাদের সুবিধা ও উদ্দেশ্য অনুপাতে হিসাব পরিচালনা করতে পারে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: বিনিয়োগ

পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক ও প্রচলিত ব্যাংকের শাখা ও উইন্ডো ব্যাংকিং একই ধরনের বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। তাই এই বিষয়ে তৃতীয় অধ্যায়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা প্রদান করা হয়েছে। এই পরিচ্ছেদে বাংলাদেশে কার্যরত পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ পরিসংখ্যান প্রদান করা হবে। তবে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকসমূহ শাখা ও উইন্ডো ব্যাংকসমূহ থেকে বেশি বিনিয়োগ পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। যেহেতু পূর্ণাঙ্গ ব্যাংকগুলো তাদের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বাধীন, তাদের জনবল এই ব্যাংকিং এ অভ্যস্ত, কর্মকর্তারা ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখে, তাই বিনিয়োগের সকল ইসলামী মোডে তাদের অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে। পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকসমূহ যে যে পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে থাকে তার একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো:

[৩০০] বাংলাদেশ ব্যাংক, বার্ষিক রিপোর্ট ২০২০, পৃ. ৪৪

ক্র নং	ব্যাংকের নাম	মুনাফা পদ্ধতি
১	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড	• বাই মুরাবাহা • এইচ পি এস এম • বাই মুয়াজ্জাল • করদ্ • বাই সালাম • বিল পার্চেজস্ এবং নেগোসিয়েশন • মুদারাবা • মুশারাকা[৩০১]
২	আই সি বি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	• বাই মুরাবাহা • বাই মুয়াজ্জাল • এইচ পি এস এম[৩০২]
৩	স্যোশাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	• বাই মুরাবাহা • বাই মুয়াজ্জাল • এইচপিএসএম • মুশারাকা • বাই সালাম • করদ্[৩০৩]
৪	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	• বাই মুরাবাহা • বাই মুয়াজ্জাল • এইচ পি এস এম • করদ • অন্যান্য[৩০৪]
৫	এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড	• বাই মুরাবাহা • বাই মুয়াজ্জাল • বাই সালাম • ইজারাহ • করদ্ • বাই সরফ • মুশারাকা[৩০৫]
৬	ফার্স্ট সিকিউরিটিজ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	• বাই মুরাবাহা • বাই মুয়াজ্জাল • বাই সালাম • ইজারাহ • করদ্

[৩০১] ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, বার্ষিক রিপোর্ট ২০২০, পৃ. ৮৭
[৩০২] আই সি বি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, বার্ষিক রিপোর্ট ২০২০, পৃ. ১০৮
[৩০৩] স্যোশাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, বার্ষিক রিপোর্ট ২০২০, পৃ. ২৩
[৩০৪] আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, বার্ষিক রিপোর্ট ২০২০, পৃ. ১৫৮
[৩০৫] এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড, বার্ষিক রিপোর্ট ২০২০, পৃ. ৩০

		• বাই সরফ • মুশারাকা • এইচ পি এস এম[৩০৬]
৭	শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	• বাই মুরাবাহা • বাই মুয়াজ্জাল • বাই সালাম • ইজারাহ • করদ্ • এইচ পি এস এম[৩০৭]
৮	ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড	• বাই মুরাবাহা • বাই মুয়াজ্জাল • এইচ পি এস এম • মুদারাবা • মুশারাকা • বাই সালাম • বাই ইসতিসনা[৩০৮]
৯	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড	• বাই মুরাবাহা • বাই মুয়াজ্জাল • বাই সালাম • এইচ পি এস এম • করদ্[৩০৯]
১০	গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	• বাই মুরাবাহা • বাই মুয়াজ্জাল • এইচ পি এস এম • মুদারাবা • মুশারাকা • বাই সালাম • বাই ইসতিসনা[৩১০]

সারণি ৪.২: পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ প্রোডাক্টসমূহ[৩১১]

ইসলামী ব্যাংকসমূহ আলাদা আলাদাভাবে তাদের নিজস্ব প্রয়োজনে এই পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করে বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

---

৩০৬ ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, বার্ষিক রিপোর্ট ২০২০, পৃ. ১৩৩
৩০৭ শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, বার্ষিক রিপোর্ট ২০২০, পৃ. ৯১
৩০৮ ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড, বার্ষিক রিপোর্ট ২০২০, পৃ. ৫০
৩০৯ স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড, বার্ষিক রিপোর্ট ২০২০, পৃ. ১৬
৩১০ গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, বার্ষিক রিপোর্ট, পৃ. ১৭
৩১১ ব্যাংকসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদনের আলোকে নিজস্ব তৈরি সারণি

ইসলামী ব্যাংকসমূহে বর্তমান বিনিয়োগ প্রোডাক্টসমূহ হলো:

১. বাই মুরাবাহা
২. বাই মুয়াজ্জাল
৩. এইচপিএসএম
৪. মুশারাকা
৫. বাই সালাম

বাংলাদেশে কার্যরত পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকগুলোর মধ্যে এই হিসাবগুলো পাওয়া যায়।

কিছু বিনিয়োগ প্রোডাক্ট আছে যেগুলো প্রতিটি ব্যাংকে পাওয়া যায় না। তবে কয়েকটি ব্যাংক সেগুলো পরিচালনা করে থাকে। যেমন:

১. বাই ইসতিসনা
২. করদ্
৩. মুদারাবা
৪. বাই সরফ

এই পদ্ধতিগুলো প্রতি ব্যাংকে পাওয়া যায় না। তবে এগুলো খুবই জনপ্রিয় প্রোডাক্ট। বিভিন্ন ব্যাংক এর মাধ্যমে ইসলামী বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

ইসলামী ব্যাংকগুলো ২০২০ সালে যে পরিমাণ বিনিয়োগ করেছিল তার চিত্র

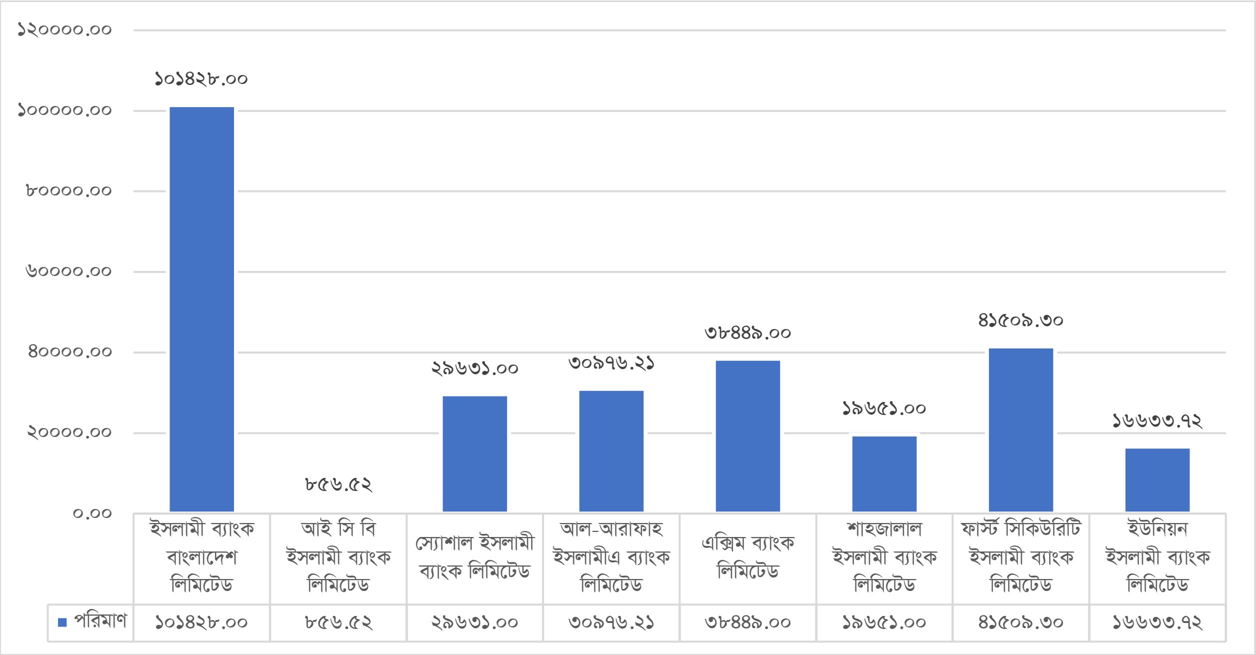

চিত্র ৪.৫: পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ[৩১২]

[৩১২] সিএসবিআইবি, ইসলামী ব্যাংক কার্যক্রম বার্ষিক রিপোর্ট-২০২০, পৃ. ১

ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ প্রদান কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ১০১৪২৮ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ইসলামী ব্যাংকিং সেক্টরে বিনিয়োগের ৩৬%, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ৪১৫০৯.৩০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ১৫%, এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড ৩৮৪৪৯ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ১৪%, স্যোশাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ২৯৬৩১ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ১১%, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ৩০৯৭৬.২১ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ১১%, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ১৯৬৫১ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ৭%, ইউনিয়ন ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ১৬৬৩৩ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ৬% ও আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ৮৫৬.৫২ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ০.০১% দখল করেছিল। প্রতিটি ব্যাংক তাদের সংগৃহীত আমানতের উত্তম ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন মোডে বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করে।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের একটি বড় অংশ ইসলামী ব্যাংকিং দখল করে রেখেছে। বিনিয়োগ ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকিং সেক্টর তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নিচে সারণীতে বাংকিং খাতের সামগ্রীক তুলনার একটি চিত্র প্রদর্শন করা হয়েছে:

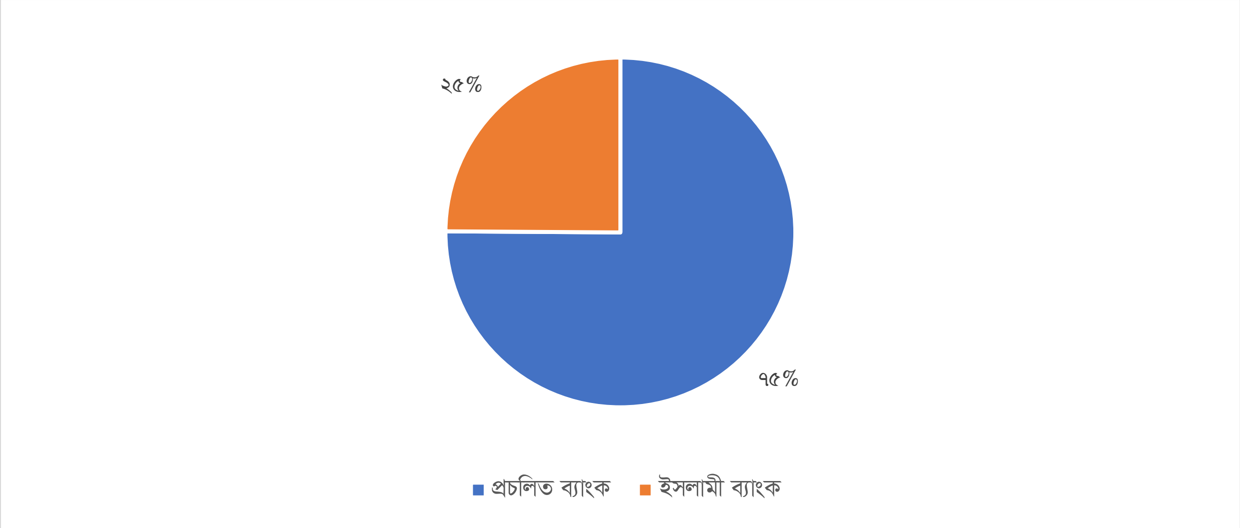

চিত্র ৪.৬: বাংলাদেশের প্রচলিত ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ[৩১৩]

বাংলাদেশের সকল ব্যাংকের বিনিয়োগ প্রদানের পরিমাণ ১০,২৫৮,৯০ কোটি টাকা। আর ইসলামী ব্যাংকসমূহ ২,৫৫৮,৪০ কোটি টাকা বিনিয়োগ প্রদান করে। যা পুরো ব্যাংকিং সেক্টরের ২৪.৯ শতাংশ প্রায়। বাকী ৭৫.১% প্রচলিত বা কনভেনশনাল ব্যাংকিং সেক্টর দখল করেছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহের

[৩১৩] বাংলাদেশ ব্যাংক, বার্ষিক রিপোর্ট ২০২০, পৃ. ৪৪

সংগৃহীত আমানত বিনিয়োগ গ্রাহকের নিকট প্রদান করে থাকে। উপরে আলোচিত পদ্ধতিগুলোর মাঝে যে পদ্ধতিতে ভালো ও বেশি মুনাফা অর্জিত হবে, ব্যাংকসমূহ সে পদ্ধতিতেই অর্থ বিনিয়োগ করে ব্যবসা পরিচালনা করে। এভাবেই পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকসমূহ তাদের ব্যাংকিং কার্যক্রমে বিনিয়োগ প্রদান কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতি বছরই ইসলামী ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগ চিত্র পরিবর্তন হচ্ছে। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় পরবর্তী বছর প্রতিটি ব্যাংকেই বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে বিনিয়োগের উপর ভিত্তি করেই ইসলামী ব্যাংকিং সেক্টর বড় হচ্ছে এবং গ্রাহক সংখ্যা ও আস্থা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ইসলামী ব্যাংকসমূহ আমানত সংগ্রহে পুরো ব্যাংকিং সেক্টরের ২২% সংগ্রহ করেছিল। কিন্তু বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকগুলো ২৫% বিনিয়োগ প্রদান করেছিল। এটি ইসলামী ব্যাংকের প্রতি মানুষের আগ্রহ, আস্থা ও এর বিধি-বিধান মানুষের সহজাত হওয়ার ফসল।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ: মুনাফা বণ্টন

পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক এবং কনভেনশনাল ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং শাখা ও উইন্ডোগুলো একই পদ্ধতিতে তাদের অর্জিত মুনাফা বণ্টন করে থাকে। কোনো কোনো ইসলামী ব্যাংক ওয়েটেজ অনুসরণ করে থাকে, আর কোনো কোনো ব্যাংক আইএসআর পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে।

নিচে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকগুলোর একটি তালিকা দেওয়া হলো:[৩১৪]

ক্র নং	ব্যাংকের নাম	মুনাফা পদ্ধতি
১	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড	ওয়েটেজ
২	আই সি বি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	ওয়েটেজ
৩	স্যোশাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	ওয়েটেজ
৪	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	ওয়েটেজ
৫	এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড	ওয়েটেজ
৬	ফার্স্ট সিকিউরিটিজ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	ওয়েটেজ
৭	শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	ওয়েটেজ
৮	ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড	ওয়েটেজ
৯	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড	ওয়েটেজ
১০	গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	ওয়েটেজ

সারণি ৪.৩: ইসলামী ব্যাংকসমূহের মুনাফা বণ্টন[৩১৫]

[৩১৪] স্ব স্ব ব্যাংকের বার্ষিক রিপোর্ট-২০২০

[৩১৫] স্ব স্ব ব্যাংকের ওয়েবসাইট ও বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২০

যেহেতু ইসলামী ব্যাংকগুলো এই দুই পদ্ধতিতেই তাদের মুনাফা বণ্টন করে থাকে। তাই বলা যায় মুনাফা বণ্টনের পদ্ধতিগুলোর বিস্তারিত আলোচনা তৃতীয় অধ্যায়ে করা হয়েছে। পুনরাবৃত্তি এড়াতে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা থেকে বিরত থাকা হয়েছে।

পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকসমূহের মুনাফা বণ্টনের নীতিতে শুধুমাত্র ওয়েটেজ পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। এখনো পর্যন্ত কোনো পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক আইএসআর পদ্ধতি অনুসরণ করে না। সুতরাং ওয়েটেজ পালনের হার ১০০% এবং আইএসআর পালনের হার শূণ্য শতাংশের কোটায়।

পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকগুলোতে বর্তমান কিছু হিসাবের মুনাফা বণ্টনের রেট বা হার নিম্নরূপ:

ক্র নং	হিসাবের নাম	IBBL	ICBIBL	SIBL	SJIBL	AIBL	EXIM	UCBL	SBL
১	মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব	২.২৫	২.২৫	৩.০০	২.০০	২	২.০০	৩	৩
২	মুদারাবা মেয়াদি হিসাব	৫.৪৬	৫.২৫	৬.০০	৫.৭০	৫.৫০	৬.০০	নাই	৬%
৩	মুদারাবা স্পেশাল নোটিস হিসাব	১.৮০	২.৫০	২.০০	২	৫.৫০	২.০০	৪	২.৫০
৪	মুদারাবা হজ্জ্ব সঞ্চয়ী হিসাব	৬.০০	৫.২৫	৬.৫০	৬.২১	৫.৫০	৬.০০	৭	৮
৫	মাসিক মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয় হিসাব	৬.২৫	৫.০০	৬.০০	১.৫০	২	৬.০০	নাই	৭
৬	মুদারাবা মোহর সঞ্চয় হিসাব	৫.৫০	নাই	৬.৫০	নাই	৫.৫০	৬.০০	৭	৭
৭	মুদারাবা স্টুডেন্ট সঞ্চয় হিসাব	নাই	২	৬	২.৫০	৫.৫০	২.০০	নাই	৪
৮	মুদারাবা কৃষক সঞ্চয় হিসাব	২.২৫	নাই	নাই	নাই	নাই	৫.৮০	৮	৮

সারণি ৪.৪: পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংগুলোর মুনাফা বণ্টন[৩১৬]

পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকগুলোতে সর্বমোট অনেকগুলো হিসাব পরিচালিত হয়। কিন্তু সবগুলো হিসাব প্রতিটি ব্যাংকে পাওয়া যায় না। বরং কিছু হিসাব সবগুলো ব্যাংকে পাওয়া যায়। আমরা সে হিসাবগুলো উল্লেখ করে তাদের মুনাফার হার তুলে ধরলাম।

ইসলামী ব্যাংকগুলো মুনাফা বণ্টনের ক্ষেত্রে তাদের ব্যাংকের সিদ্ধান্ত এবং গ্রাহক সেবা ও সুবিধার প্রতি লক্ষ্য করে হার নির্ধারণ করে থাকে। ফলে প্রতিটি ব্যাংক আলাদা আলদা সিদ্ধান্ত নেয় এবং সে অনুযায়ী হার নির্ধারণ করে থাকে।

তাছাড়াও ইসলামী ব্যাংকগুলোর রেট নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে বছরের শুরুতে প্রভিশনাল রেট নির্ধারণ করা হয় এবং বছর শেষে সঠিক রেট নির্ধারণ করে কমবেশি হলে সেটা সমাধা কর হয়। এই পদ্ধতিতে মুনাফা নির্ধারণ ও বণ্টন করা হয়ে থাকে।

[৩১৬] প্রতিটি ব্যাংকের ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহকৃত, তারিখ: ০২.০১.২০২২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
অন্যান্য ব্যাংকিং সেবা ও সামাজিক কার্যক্রম

ইসলামী ব্যাংকসমূহ আমানত সংগ্রহ, বিনিয়োগ প্রদানকে তাদের মূল কাজ হিসবে পরিচালনা করে থাকে। তবে এগুলোর পাশাপাশি মানুষের অর্থিক অন্যান্য চাহিদা পূরণ ও সহযোগিতার জন্য ইসলামী ব্যাংকসমূহ দৈনন্দিন তাদের কার্যক্রম বৃদ্ধি করছে। মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক কিংবা ব্যবসায়িক প্রয়োজনগুলো যেন ইসলামী পন্থায় পরিচালিত হয় সে উদ্দেশ্যে ইসলামী ব্যাংকগুলো সর্বদা সচেষ্ট। আমরা এই পরিচ্ছেদে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অন্যান্য ব্যাংকিং সেবা ও সামাজিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আলোচনা করব। তাই এই পরিচ্ছেদটিকে নিম্নোক্ত দু'টি অনুচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে :

প্রথম অনুচ্ছেদ: অন্যান্য ব্যাংকিং সেবা

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: সামাজিক কার্যক্রম

প্রথম অনুচ্ছেদ: অন্যান্য ব্যাংকিং সেবা

ব্যাংক গ্যারান্টি : 'ব্যাংক গ্যারান্টি' হলো কোনো দায়-দেনা বা প্রতিশ্রুতি পূরণে গ্রাহকের অপারগতার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ব্যাংক কর্তৃক তৃতীয় পক্ষের সম্ভাব্য ক্ষতিপূরণের অঙ্গীকার বা নিশ্চয়তা প্রদান। গ্যারান্টির শর্ত পূরণে সংশ্লিষ্ট গ্রাহক ব্যর্থ হলে তার পক্ষে ব্যাংক তৃতীয় পক্ষকে গ্যারান্টির অর্থ পরিশোধ করে। ব্যাংক এক্ষেত্রে গ্রাহকের কাছ থেকে নির্ধারিত কমিশন আদায় করে। ইসলামী ব্যাংকগুলোর ব্যাংক গ্যারান্টি সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পূর্ণ শরিয়াহসম্মত।

ঋণপত্র (Letter of Credit বা L.C.) খোলা: আন্তর্জাতিক লেনদেনের উদ্দেশ্যে ঋণপত্র খোলা ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ সেবা। ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের ক্ষেত্রে বিলম্বে বিল পরিশোধের জন্য সুদী ব্যাংক নির্ধারিত হারে সুদ আদায় করে থাকে। ইসলামী ব্যাংক ইসলামী শরিয়ার নীতি মেনে ঋণপত্র খুলে আন্তর্জাতিক লেনদেনে অংশ নেয়। ঋণপত্রের বিপরীতে আমদানি করা পণ্য ব্যাংক শরিয়াহ অনুমোদিত বিভিন্ন বিনিয়োগ পদ্ধতির অধীনে গ্রাহকের কাছে বিক্রি করে অথবা ভাড়া দেয় কিংবা গ্রাহকের সাথে অংশীদারি কারবারে নিয়োজিত হয়। বিলম্বে বিল প্রদান কিংবা রফতানি বিল ডিসকাউন্টিং- এর মতো পরিস্থিতির উদ্ভব হলে এবং তাতে সুদ যুক্ত হলে ইসলামী ব্যাংক সে সুদ তার আয়ের মধ্যে সামিল করে না। যেকোনো ধরনের অবৈধ বা সন্দেহজনক আয় শরিয়াহ কাউন্সিলের পরামর্শ অনুযায়ী অন্যকোনো কাজে ব্যয় করা হয়।

এক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যাংকের ন্যায় ইসলামী ব্যাংকগুলোও এলসি বা ঋণপত্র খুলে থাকে। আমদানি বা ক্রয়ের ক্ষেত্রে মালামালের মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদানপূর্বক আমদানিকারক বা ক্রেতার অনুরোধে কোনো ব্যাংক কর্তৃক রপ্তানিকারক বা বিক্রেতার অনুকূলে যে পত্র দেয়া হয় তাকে এলসি, ঋণপত্র বা প্রত্যয়পত্র (Letter of Credit) বলে। মূল্য পরিশোধের এই মাধ্যমটি বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এমনকি অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেও এ পদ্ধতিটির প্রয়োগ বেড়েছে। এলসি খোলা ছাড়াও ইসলামী ব্যাংক আমদানি বিল ভাঙ্গানো ও বিল সংগ্রহ ইত্যাদি কাজ সম্পাদন করে থাকে। এক্ষেত্রে নিয়ম মাফিক কমিশন, সার্ভিস চার্জসহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য খরচ আদায় করে। আর এলসি সাধারণত তিন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন :

প্রথম : ১০০% মার্জিনে এলসি খোলা।

দ্বিতীয়ত : আংশিক মার্জিনে এলসি খোলা।

তৃতীয়ত : শূন্য মার্জিনে এলসি খোলা।[৩১৭]

প্রথমত : ১০০% মার্জিনে এলসি খোলা

ব্যাংকের বিনিয়োগ সুবিধা ছাড়াই ১০০% মার্জিনে এলসি খোলা অর্থাৎ এলসি খোলার আগেই গ্রাহক কর্তৃক আমদানি উত্তর শুল্ক, ভ্যাট ইত্যাদি খরচাদী ব্যাংকের বিনিয়োগ সুবিধা ছাড়াই ১০০% মার্জিনে এলসি খোলার জন্য আবেদন করা। এক্ষেত্রে গ্রাহক তার কাঙ্ক্ষিত পণ্য বিদেশ থেকে ক্রয় করার জন্য তার সমুদয় মূল্য নিজেই ব্যাংকের কাছে জমা দেয়। ব্যাংক তার নির্দেশিত পণ্যের জন্য এলসি খোলে। এ জাতীয় এলসিকে ১০০% সিকিউরিটিভিত্তিক এলসি বলে। আমদানিযোগ্য পণ্য বাইরে থেকে আমদানি বা ক্রয় করতে পণ্যের মূল্য বাবদ বৈদেশিক মুদ্রা পরিশোধ করতে হয়। এজন্য আমদানিকারককে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিময়ের লাইসেন্সপ্রাপ্ত যে কোনো ব্যাংকের সাহায্য নিতে হয়। এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকসমূহ আমদানিকারকের জামিনদার ও প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করে। এতদসংক্রান্ত যাবতীয় খরচাদি যেমন, পোস্টেজ চার্জ, টেলেক্স চার্জ, ইন্সুরেন্স, পরিদর্শন খরচ এবং পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে সার্ভিস চার্জ, কমিশন আদায় প্রভৃতি খরচ আমদানিকারকই বহন করে। অতঃপর পণ্য সামগ্রী যখন বন্দরে পৌঁছে যায় আমদানিকারক ব্যাংক থেকে ডকুমেন্টস নিয়ে নিজ খরচে মালামাল বুঝে নেয়।

দ্বিতীয়ত : আংশিক মার্জিনে এলসি খোলা

১. এলসি খোলার আগেই গ্রাহক কর্তৃক আমদানি উত্তর শুল্ক, ভ্যাট, ও অন্যান্য খরচবাবদ ব্যাংকের বিনিয়োগ সুবিধা ছাড়াই আংশিক মার্জিনে এলসি খোলার আবেদন করে অর্থাৎ আমদানিকারক তার নির্দেশিত পণ্য

[৩১৭] কামরুজ্জামান, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, পৃ. ৪১২

বিদেশ থেকে আমদানি করার জন্য ক্রয় মূল্যের সম্পূর্ণ অর্থ ব্যাংকে প্রদান করতে ব্যর্থ হয় এবং সেক্ষেত্রে যদি মালামালের সিকিউরিটিবাবদ সম্পূর্ণ মূল্যের ২০%, ৩০%, ৪০%, ৫০% ইত্যাদি হারে জমা দিয়ে এলসি খোলার জন্য আবেদন করে এবং অবশিষ্ট ডকুমেন্টস আসার সাথে সাথে ব্যাংকে জমা দিয়ে ব্যাংক থেকে ডকুমেন্টস নিয়ে বন্দর থেকে মালামাল নিজ খরচে ছাড়িয়ে আনার অঙ্গীকার করে। এ জাতীয় এলসিকে আংশিক সিকিউরিটি ভিত্তিক এলসি এবং ডকুমেন্টস নগদ ছাড়করণ বলে। এক্ষেত্রে আমদানিকারক এলসি খোলা, বন্দর থেকে পণ্য ছাড়করণ সম্পর্কিত খরচ যেমন, ডাক, ইস্যুরেন্স, শুল্ক, ভ্যাট, টেলেক্স এবং অন্যান্য যাবতীয় খরচ নিজেই বহন করবে বলেও অঙ্গীকার করবে।

২. এলসি খোলার আগেই গ্রাহক কর্তৃক আমদানি উত্তর শুল্ক, ভ্যাট ও অন্যান্য খরচবাবদ ব্যাংকের বিনিয়োগ সুবিধাসহ আংশিক মার্জিনে এলসি খোলার জন্য আবেদন করে অর্থাৎ আমদানিকারক যদি পণ্যের আংশিক মূল্য জমা দিয়ে অবশিষ্ট মূল্য কিংবা বন্দর থেকে মালামাল ছাড় করানোর আনুষঙ্গিক খরচ যেমন আমদানি মালামালের শুল্ক, ভ্যাট, পরিবহন খরচ ইত্যাদি সম্পূর্ণ বা আংশিক নির্বাহের জন্য এলসি খোলার পূর্বেই ব্যাংকের বিনিয়োগ সুবিধাসহ এলসি খোলার জন্য আবেদন করে এবং ব্যাংকও তাতে সম্মতি জ্ঞাপন করে তাহলে ইসলামী ব্যাংকসমূহ মুরাবাহা অথবা মুশারাকা পদ্ধতির যে কোনো একটি অনুসরণ করে থাকে।[৩১৮]

- মুশারাকা পদ্ধতি অবলম্বন করা হলে আমদানিকারকের জমাকৃত অর্থকে পণ্যের মূল্য (আংশিক মূল্য) হিসেবে গণ্য করা হয়।
- আর মুরাবাহা পদ্ধতি অবলম্বন করা হলে আমদানিকারকের অর্থকে ব্যাংকে বিনিয়োগ হিসেবে গণ্য হয়না ; বরং ব্যাংকের নিকট জামানত হিসেবে গণ্য হয়।

তৃতীয়ত: শূন্য মার্জিনে এলসি খোলা

এক্ষেত্রেও দুটি অবস্থার যে কোনো একটি অবলম্বন করা যায়। যেমন :

১. এলসি খোলার আগেই গ্রাহক কর্তৃক আমদানি উত্তর পণ্যের শুল্ক, ভ্যাট ও অন্যান্য খরচবাবদ ব্যাংকের বিনিয়োগ সুবিধা ব্যতীত শূন্য মার্জিনে এলসি খোলার জন্য আবেদন করা গ্রাহক তার কাঙ্ক্ষিত মালামাল বিদেশের নির্ধারিত কোম্পানির নিকট হতে আমদানি করার লক্ষ্যে এলসি খোলার জন্য ব্যাংকে আবেদন করে। কিন্তু মালামালের মূল্য বাবদ সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক কিংবা কোনো ধরনের নগদ জামানত ব্যাংকে জমা দিতে সক্ষম হয় না। এক্ষেত্রে ব্যাংক ইচ্ছা করলে সিকিউরিটিবাবদ স্থাবর বা অস্থাবর যে কোনো সম্পদ বন্ধক রাখতেও পারে নাও রাখতে পারে। এলসি খোলার অন্যান্য খরচ যেমন, ইস্যুরেন্স, পোস্টেজ চার্জ ইত্যাদি

[৩১৮] কামরুজ্জামান, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, পৃ. ৪১৩

গ্রাহক বহন করে এবং ডকুমেন্টস আসার সাথে সাথে গ্রাহক মালামালের মূল্যের সাকুল্য অর্থ ব্যাংকে জমা দেয়ার অঙ্গীকার করে। এরূপ ক্ষেত্রে ব্যাংক তার গ্রাহকের প্রতি বিশ্বস্ততার ভিত্তিতে তার প্রতিনিধি ও জামিনদার হিসেবে এলসি খুলে থাকে। আর এরূপ এলসিকে শূন্য মার্জিনে এলসি খোলা বলে। অতঃপর পণ্য বন্দরে আসার পর তার অঙ্গীকার অনুযায়ী মূল্য পরিশোধপূর্বক সম্পূর্ণ নিজ খরচে বন্দর হতে মালামাল ছাড় করিয়ে নেয়।[৩১৯]

২. এলসি খোলার আগেই গ্রাহক কর্তৃক আমদানি উত্তর পণ্যের শুল্ক, ভ্যাট ও অন্যান্য খরচবাবদ ব্যাংকের বিনিয়োগ সুবিধাসহ শূন্য মার্জিনে এলসি খোলার জন্য আবেদন করা এক্ষেত্রে মুরাবাহা পোস্ট ইমপার্টে (MPI)/মুশারাকা নীতি অবলম্বিত হয় শূন্য মার্জিনে এলসি খোলার ক্ষেত্রে আমদানিকারক যদি এলসি খোলার আগেই ব্যাংকের ১০০% বিনিয়োগ সুবিধাসহ এলসি খোলার জন্য আবেদন করে, আর ব্যাংক যদি তাতে সম্মতি প্রদান করে তাহলে এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকসমূহ মুরাবাহা পদ্ধতি অবলম্বন করে। এ পদ্ধতিতে গ্রাহক ব্যাংকের নিকট থেকে আমদানি পণ্যসামগ্রী একটি নির্ধারিত মূল্যে ক্রয় করে নেয়। এ চুক্তিতে ব্যাংক পণ্য-সামগ্রী আমদানি করে। অতঃপর ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে একটি ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হয়। গ্রাহক পূর্ব চুক্তি মোতাবেক ব্যাংকের পাওনা পরিশোধপূর্বক সমস্ত মালামাল বুঝে নেয়। অথবা যে পরিমাণ টাকা পরিশোধ করে সে পরিমাণ মাল পায়। আর ব্যাংক পণ্যের ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের পার্থক্য থেকে মুনাফা অর্জন করে থাকে।[৩২০] অপরপক্ষে শূন্য মার্জিনে এলসি খোলার ক্ষেত্রে গ্রাহক যদি এলসি খোলার আগেই আমদানি উত্তর ব্যাংকের ১০০% সুবিধা না চেয়ে বরং আংশিক বিনিয়োগ সুবিধাসহ এলসি খোলার জন্য আবেদন করে এবং ব্যাংক তাতে সম্মত হয় তাহলে এক্ষেত্রে মুশারাকা পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে।

রপ্তানি বাণিজ্য: প্রচলিত ব্যাংকের ন্যায় ইসলামী ব্যাংকও বিদেশে পণ্যসামগ্রী রপ্তানি করা তথা রপ্তানি বাণিজ্যের যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে। ঋণপত্র এডভাইজ করা, রপ্তানিকারকের বিল, নেগোসিয়েশন ও তা থেকে কমিশন অর্জন এবং বিনিময় হারের পার্থক্য থেকে লাভ অর্জন করে। এছাড়া ইসলামী ব্যাংক বৈদেশিক বিল পারচেজ, বিল কালেকশন এবং রপ্তানি বাণিজ্যে বিনিয়োগ ইত্যাদি ব্যাংকিং সেবা ইসলামী শরিয়ার নীতিমালার আলোকে পরিচালনা করে থাকে। রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সাধারণত দুভাবে ফাইন্যান্সিং হয়ে থাকে।

- পণ্য বোঝাইপূর্ব অর্থায়ন বা প্রি-শিপমেন্ট ফাইন্যান্স পদ্ধতি;

---

[৩১৯] কামরুজ্জামান, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, পৃ. ৪১৪

[৩২০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৫

- পণ্য বোঝাইত্তোর অর্থায়ন বা পোস্ট-শিপমেন্ট ফাইন্যান্স পদ্ধতি।

তবে ইসলামী ব্যাংক সাধারণত প্রি-শিপমেন্ট ফাইন্যান্স পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে। এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক মুশারাকা প্রি-শিপমেন্ট, মুদারাবা প্রি-শিপমেন্ট এবং সালাম প্রি-শিপমেন্ট এর যে কোনো একটি অবলম্বন করে। নিম্নে এগুলোর আলোচনা উপস্থাপন করা হলো :

(১) মুশারাকা প্রি-শিপমেন্ট

রপ্তানি পণ্য উৎপাদন, শ্রমিকের বেতন ভাতা, প্রয়োজনীয় মালামাল ক্রয় ইত্যাদি ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য রপ্তানিকারকের মূলধন বা অর্থ সংগ্রহের জন্য ঋণদাতা কিংবা যে কোনো অর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ নিতে হয়। কিন্তু প্রচলিত সকল পদ্ধতিই সুদি পদ্ধতি। সুদ বিহীন পদ্ধতির বিকল্প হিসেবে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো মুশারাকা প্রি-শিপমেন্ট পদ্ধতি তথা লাভ লোকসানের ভিত্তিতে পুঁজি বিনিয়োগ করে থাকে। পূর্বে আলোচিত পদ্ধতি মোতাবেক লাভ হলে লাভ এবং লোকসান হলে লোকসান উভয়ের মাঝে তাদের পুঁজি অনুপাতে ভাগ করে নেবে। এ জাতীয় পদ্ধতিকে মুশারাকা প্রি-শিপমেন্ট বা রপ্তানিপূর্ব মুশারাকা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ বলা হয়।[৩২১]

(২) মুদারাবা প্রি-শিপমেন্ট

রপ্তানি পণ্য উৎপাদন, শ্রমিকের বেতন ভাতা, প্রয়োজনীয় মালামাল ক্রয় ইত্যাদি ব্যয় ভার নির্বাহের জন্য রপ্তানিকারক যদি সম্পূর্ণরূপে অসামর্থ্য হয় তাহলে ইসলামী ব্যাংক এক্ষেত্রে মুদারাবা ভিত্তিতে অর্থ সরবরাহ করে। অতঃপর রপ্তানিকৃত মালামাল থেকে যদি লাভ হয় তাহলে পূর্বে নির্ধারিত চুক্তি অনুসারে ব্যাংক ও রপ্তানিকারক উভয়ের মধ্যে বন্টিত হয়। আর লোকসান হলে পুঁজির মালিক হিসেবে ব্যাংক এককভাবে লোকসানের দায়ভার বহন করে থাকে। এ পদ্ধতিকে মুদারাবা প্রি-শিপমেন্ট বা রপ্তানিপূর্ব মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ বলা হয়।[৩২২]

(৩) সালাম প্রি-শিপমেন্ট/ইসতিসনা

রপ্তানিযাগ্যে পণ্যসামগ্রী রপ্তনিকারকের নিকট হতে নির্ধারিত মূল্যে (রপ্তানিমূল্যের চেয়ে তুলনামূলক কম মূল্যে) ক্রয় করার শর্তে ব্যাংক সালাম পদ্ধতিতে রপ্তানিকারককে অগ্রিম মূল্য পরিশোধ করে দেয়। ব্যাংক চুক্তির শর্তানুযায়ী নির্ধারিত রপ্তানিযোগ্য পণ্যের সম্পূর্ণ মূল্য গ্রাহককে একত্রে কিংবা কিস্তিতে অগ্রিম পরিশোধ করে। আবার আংশিক মূল্য পরিশোধ করতে পারে। রপ্তানিকারক ব্যাংকের এ অর্থ দিয়ে কাঁচামাল ক্রয় ও

[৩২১] *Text Book on Islamic Banking*, IERB 2003, P. 205
[৩২২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬

পণ্যসামগ্রী উৎপাদন করে একটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যাংকের মালিকানায় লিখিতভাবে পণ্য হস্তান্তর করে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি কার্যকর করে। এতে পণ্যের উপর ব্যাংকের পূর্ণ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর চুক্তির শর্তানুযায়ী ব্যাংক নিজেই বিদেশের নির্ধারিত আমদানিকারকের নিকট পণ্য রপ্তানি করে।[৩২৩]

এ পদ্ধতিতে অর্থ বিনিয়োগ করে ব্যাংক গ্রাহকের নিকট হতে পণ্য ক্রয় করার পর উক্ত পণ্যের শিপিং ডকুমেন্টস ব্যাংক পুনরায় ক্রয় করতে পারে না। রপ্তানিকারক যখন ব্যাংকের নিকট ডকুমেন্টস দাখিল করবে, পূর্ব চুক্তি মোতাবেক ব্যাংকই এর মালিক হবে। যেহেতু পণ্যের মূল্য আগেই সালাম/ইসতিসনা পদ্ধতিতে পরিশোধ করা হয়ে গেছে। তবে পণ্যের সম্পূর্ণ মূল্য যদি আগে পরিশোধ না হয়ে আংশিক পরিশোধ হয়ে থাকে তাহলে চুক্তির শর্তানুযায়ী ডকুমেন্টস দাখিল করার পর অবশিষ্ট মূল্য ব্যাংক গ্রাহককে পরিশোধ করে দিবে এবং আরো অবশিষ্ট অর্থ যদি থাকে বিদেশি আমদানিকারকের পেমেন্ট পাওয়ার পর পরিশোধ করে দিবে। এভাবে ব্যাংক সালাম/ইসতিসনা পদ্ধতিতে রপ্তানিকারককে বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করতে পারে। এ পদ্ধতিকে সালাম প্রি-শিপমেন্ট বা রপ্তানিপূর্ব সালাম পদ্ধতিতে বিনিয়োগ বলা হয়। সালাম পদ্ধতিতে পূর্ণমূল্য আগেই দিতে হয়। ইসতিসনা পদ্ধতিতে পূর্ণমূল্য বা আংশিক মূল্য আগাম পরিশোধ করা যায়।

উপরে বর্ণিত পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করে ১০টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকই আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য করে থাকে। নিচে ব্যাংকগুলোর আমদানি বাণিজ্যের একটি চিত্র তুলে ধরা হলো:[৩২৪]

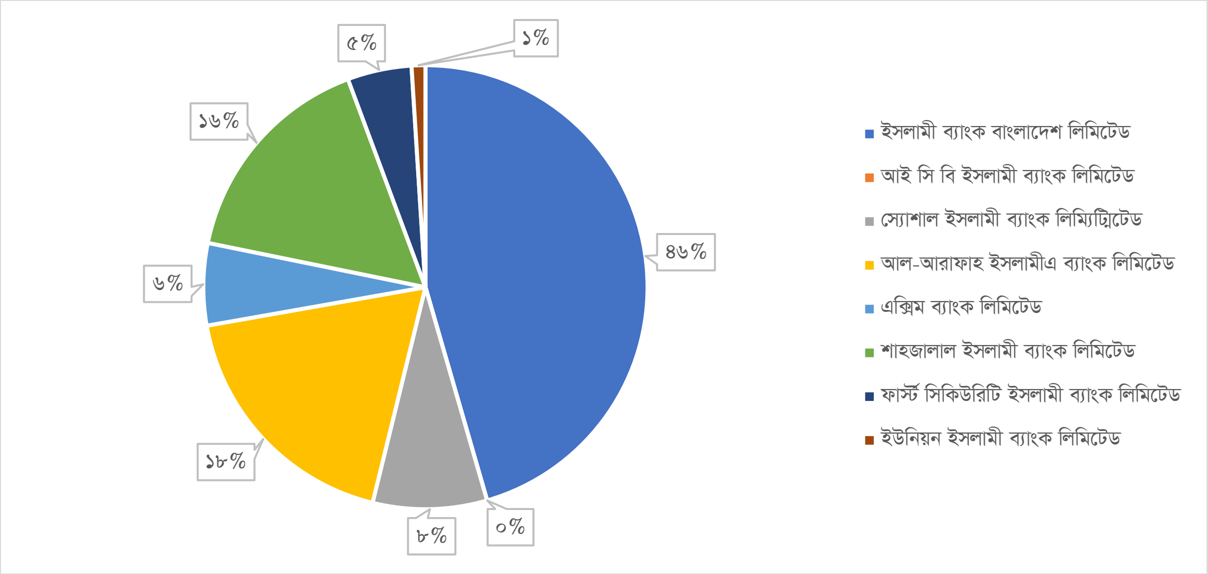

চিত্র ৪.৭: পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকসমূহের আমদানি[৩২৫]

---

[৩২৩] *Text Book on Islamic Banking*, IERB 2003, P. 205
[৩২৪] সিএসবিআইবি, ইসলামী ব্যাংক কার্যক্রম বার্ষিক রিপোর্ট-২০২০, পৃ. ১
[৩২৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১

ইসলামী ব্যাংকসমূহের আমদানি বাণিজ্য কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ৪৬%, আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ০.০১%, স্যোশাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ৮%, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ১৮%, এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড ৬%, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ১৬%, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ৫%, ইউনিয়ন ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ১% আমদানি বাণিজ্য করেছিল।

নিচে ব্যাংকগুলোর রপ্তানি বাণিজ্যের একটি চিত্র তুলে ধরা হলো:[৩২৬]

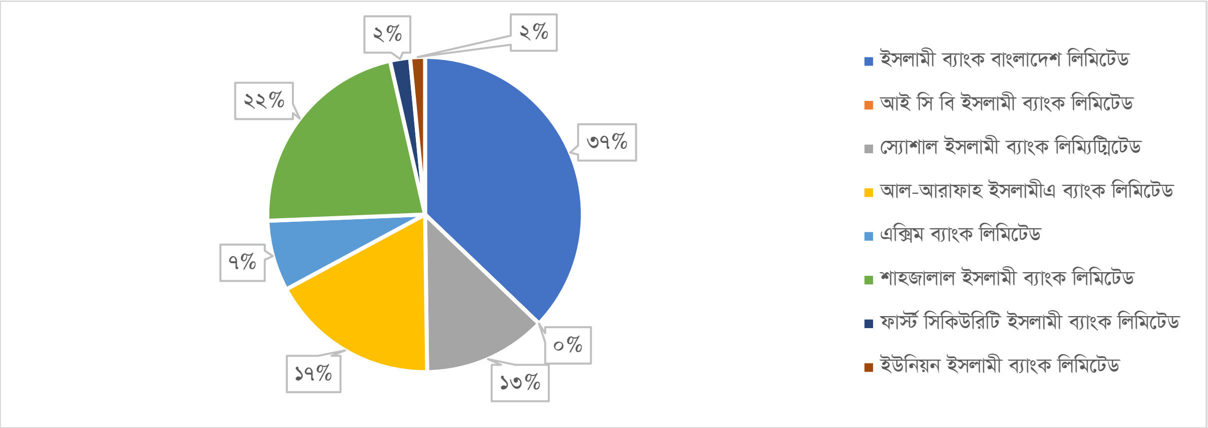

চিত্র ৪.৮: পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকসমূহের রপ্তানি[৩২৭]

ইসলামী ব্যাংকসমূহের আমদানি বাণিজ্য কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ৩৭%, আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ০.০১%, স্যোশাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ১৩%, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ১৭%, এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড ৭%, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ২২%, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ২%, ইউনিয়ন ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ২% রপ্তানি করেছিল।

রেমিট্যান্স কার্যক্রম: রেমিট্যান্স হলো এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অর্থ বা তহবিলের স্থানান্তর। বিনিময়ে ব্যাংক গ্রাহকের কাছ থেকে কমিশন বা ফি আদায় করে। সেবার বিনিময়ে কমিশন বা ফি আদায় করা শরিয়াহসম্মত। তবে ড্রাফট, বাট্টাকরণ বা ক্রয়ের ক্ষেত্রে সুদের মিশ্রণ হতে পারে। তাই ইসলামী ব্যাংক বাট্টাকরণের কাজে জড়িত হয় না, কমিশন বা ফি-এর বিনিময়ে শুধুমাত্র অর্থ স্থানান্তরে অংশ নেয়। ইসলামী ব্যাংক দু'ধরনের অর্থ আদান-প্রদান করে থাকে। যথা:

১. অন্তর্মুখী রেমিটেন্স আদান-প্রদান।
২. বহির্মুখী রেমিটেন্স আদান-প্রদান।

[৩২৬] সিএসবিআইবি, ইসলামী ব্যাংক কার্যক্রম বার্ষিক রিপোর্ট-২০২০, পৃ. ১
[৩২৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১

এক. অন্তর্মুখী রেমিটেন্স আদান-প্রদান ডিমান্ড ড্রাফট (ডিডি), টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার (টিটি), ট্রাভেলার্স চেক (টিসি) ইত্যাদির সাহায্যে বিদেশি ব্যাংক বা এক্সচেঞ্জ হাউজের মাধ্যমে দেশে অর্থের আগমনকে অন্তর্মুখী রেমিটেন্স বলে। বিদেশ থেকে আসা এ জাতীয় রেমিটেন্স ইসলামী ব্যাংক গ্রাহকের পক্ষে গ্রহণ করে এবং তা সংশ্লিষ্ট পক্ষকে প্রদান করে থাকে।

দুই. বহির্মুখী রেমিটেন্স আদান-প্রদান ইসলামী ব্যাংক গ্রাহকের অনুরোধে বিদেশি এজেন্টের উপর ডিডি, টিটি, এমটি ইত্যাদি ইস্যু করে বাইরে প্রেরণ করে। এ জাতীয় অর্থ প্রেরণকে বহির্মুখী রেমিটেন্স বলে। এর বিনিময়ে ব্যাংক সেবা মূল্য গ্রহণ করে থাকে। এছাড়া ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়, ট্রাভেলার্স চেক ইস্যু, গ্যারান্টি প্রদান ও বৈদেশিক মুদ্রার হিসাব সংরক্ষণ করার কাজ করে থাকে। নিম্নে এগুলোর বর্ণনা উপস্থাপন করা হলোঃ

১. বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় ও বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহ বৈদেশিক মুদ্রা তথা ডলার, পাউন্ড, দিনার, রিয়াল ইত্যাদি হাতে হাতে নগদ ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। এক্ষেত্রে নির্ধারিত ক্রয় মূল্য ও বিক্রয় মূল্যের পার্থক্য থেকে ব্যাংক মুনাফা অর্জন করে। এভাবে হাতে হাতে নগদ ক্রয় বিক্রয় ইসলামী শরিয়তে বৈধ।

২. ট্রাভেলার্স চেক ও ইসলামী ব্যাংক ট্রাভেলার্স চেক ইস্যু, ভাঙ্গানো ও তা ক্রয় বিক্রয়ের কাজ করে থাকে এবং এক্ষেত্রে কমিশন আদায় করে।

৩. বৈদেশিক মুদ্রার হিসাব সংরক্ষণঃ আল-ওয়াদিয়া নীতিমালার ভিত্তিতে ইসলামী ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার হিসাবে অর্থ জমা রাখে। যে কোনো বিদেশি নাগরিক, মিশন, দূতাবাস, এনজিও, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রবাসী বাংলাদেশি চাকুরিজীবী নাগরিকগণ এ ধরনের হিসাব খুলে বৈদেশিক মুদ্রা জমা রাখতে পারে। মুদারাবা বৈদেশিক মুদ্রা জমা (সঞ্চয়) হিসাব (পূর্বোল্লিখিত)।

৪. আন্তর্জাতিক ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান ও ইসলামী ব্যাংকসমূহ নগদ বা সহায়ক জামানত নিয়ে অথবা জামানত ছাড়াই আন্তর্জাতিক ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যু প্রদান করে থাকে। এক্ষেত্রে ব্যাংক তথ্য সংগ্রহ, অনুসন্ধান, ও সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য যাবতীয় খরচাদি আদায় করে থাকে।

৫. বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় ও ইসলামী ব্যাংক দেশের প্রচলিত নিয়ম অনুসরণ করে গ্রাহকের কাছ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করে এবং যাদের প্রয়োজন তাদের কাছে বিক্রয় করে।

অত্র আলোচনার মাধ্যমে দেখা গেল, ইসলাম আমানত সংরক্ষণের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। পণ্যের বিনিময়ে পণ্য লেনদেন তথা ব্যবসা-বাণিজ্যকে বৈধ এবং সুদকে হারাম ঘোষণা করেছে। ইসলাম মুদারাবা,

মুশারাকা, মুরাবাহা, সালাম ও ইসতিসনা পদ্ধতির সুস্পষ্ট শরয়ী ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। ব্যবসায়ের এ পদ্ধতি খুবই পুরাতন। কিন্তু সুদি ব্যবসায়ের আন্তর্জাতিকতা ও ইসলামী প্রেবেশের অভাব দেশবাসীকে এ সম্পর্কিত জ্ঞান থেকে সম্পূর্ণভাবে বেখবর রেখেছে। তবে আধুনিক বিশ্বে এ পদ্ধতির জনপ্রিয়তা ও চাহিদা ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

নিচে ব্যাংলাদেশে কার্যরত ইসলামী ব্যাংক ও কনভেনশনাল ব্যাংকের রেমিটেন্স সংগ্রহের চিত্র চুলে ধরা হলো:

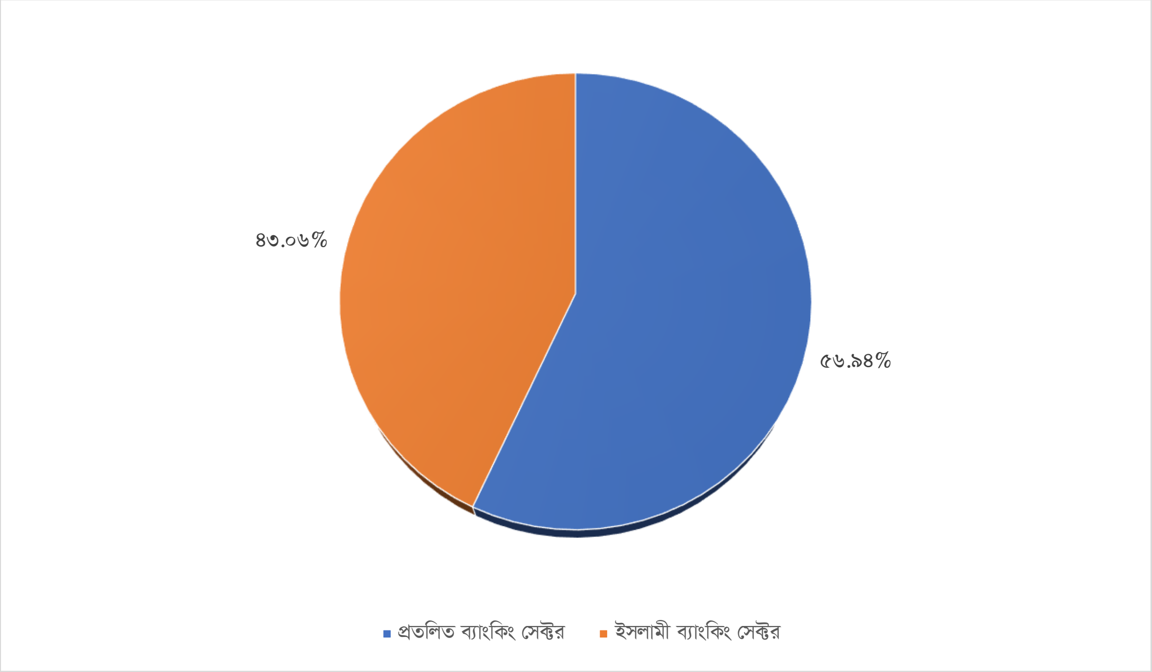

চিত্র ৪.৯: ব্যাংকিং সেক্টরের রেমিটেন্স সেবা[৩২৮]

বাংলাদেশে আগত রেমিটেন্স সংগ্রহে ইসলামী ও কনভেনশনাল ব্যাংকসমূহ অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ ৪৩.০৬% রেমিটেন্স সংগ্রহ করে, অন্যান্য কনভেনশনাল ব্যাংকসমূহ ৫৬.৯৪% রেমিটেন্স সংগ্রহ করে।

নিচে ইসলামী ব্যাংকগুলোর রেমিটেন্স সংগ্রহের একটি চিত্র তুলে ধরা হলো:[৩২৯]

[৩২৮] ইসলামী ব্যাংকিং উন্নয়ন রিপোর্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক (জুলাই-সেপ্টেম্বর-২০২১), পৃ. ১০
[৩২৯] সিএসবিআইবি, ইসলামী ব্যাংক কার্যক্রম বার্ষিক রিপোর্ট-২০২০, পৃ. ১

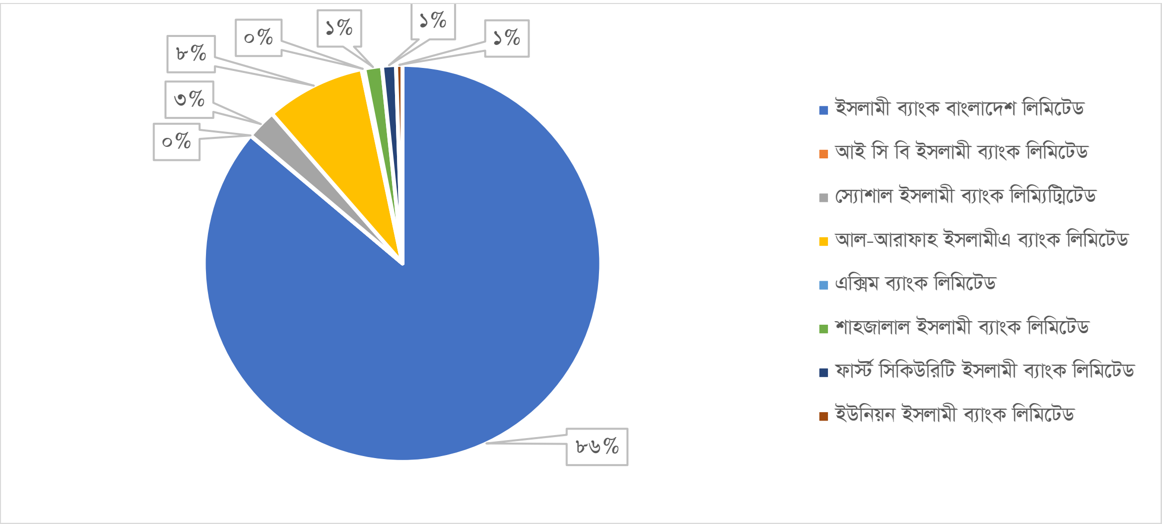

চিত্র ৪.১০: পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকসমূহের রেমিটেন্স[৩৩০]

বাংলাদেশে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকসমূহ মোট ৫৫০০২.৩৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করে। তবে এর মাঝে ৮৬% বাংলাদেশ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড দখল করে রেখেছে। আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ৮%, স্যোশাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ৩%, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ১%, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ১%, ইউনিয়ন ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ১%, আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ০.০০১%, এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড ০.০০১% রেমিটেন্স সংগ্রহ করেছিল।

বৈদেশিক মুদ্রা কেনা-বেচা: বৈদেশিক মুদ্রা কেনা-বেচা সুদভিত্তিক ব্যাংকের একটি স্বাভাবিক কাজ। নগদ ও আগাম ফরমায়েশের (Forward Booking) মাধ্যমে এ জাতীয় লেনদেন হয়। ঝুঁকি এড়াতে ও আয়ের পরিধি বাড়াতে সুদভিত্তিক ব্যাংক বৈদেশিক বাণিজ্যের নতুন নতুন প্রোডাক্ট উন্নয়ন করছে। এই ক্ষেত্রে দক্ষতা ও সামর্থ্য একটি ব্যাংকের ব্যবসায়িক সফলতার নিয়ামক হিসেবে বিবেচিত হয়। ইসলামী ব্যাংক দৈনন্দিন আন্তর্জাতিক দেনা-পাওনা মেটানোর জন্য শরিয়াহসম্মত নগদ ভিত্তিতে (Spot basis) এক মুদ্রার সাথে অন্য প্রকার মুদ্রার বিনিময় বা কেনা-বেচা করে। বৈদেশিক মুদ্রা-বাজারে ফরওয়ার্ড বুকিং কিংবা ডিরাইভেটিভ প্রডাক্টে ইসলামী ব্যাংক অংশ নেয় না। ইসলামী বিশেষজ্ঞদের মতে, মুদ্রার বেচা-কেনার মাধ্যমে ফটকা লাভ অর্জনের প্রবণতা মুদ্রা বাজারে অস্থিতিশীলতা ও কৃত্রিম সংকট তৈরি করে। অর্থনৈতিক তৎপরতায় অগ্রসর দেশগুলোতে মুদ্রাবাজারের বিভিন্ন দলিল (Money Market Instrument) কেনা-বেচা হয়। এ লেনদেনের ক্ষেত্রে সুদের হার প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। মুদ্রা বাজার দলিলের

[৩৩০] সিএসবিআইবি, ইসলামী ব্যাংক কার্যক্রম বার্ষিক রিপোর্ট-২০২০, পৃ. ১

(Instrument) মধ্যে ট্রেজারি বিল (T-Bill), হস্তান্তরযাগ্যে সার্টিফিকেট (Negotiable Certificate), বাণিজ্যিক পত্র (Commercial Paper), ব্যাংকারের গ্রহণযোগ্যতাপত্র (Bankers Acceptance) ইত্যাদি বেশি প্রচলিত।[৩৩১] সুদভিত্তিক মুদ্রাবাজার দলিল (Instrument)-এর বিকল্প হিসেবে ইসলামী ব্যাংকসমূহ ইতোমধ্যে বেশকিছু আকর্ষণীয় ইসলামী দলিল (Instrument) উদ্ভাবন করেছে। তার মধ্যে অংশগ্রহণমূলক মেয়াদী সার্টিফিকেট (Participatory Term Certificate), মুদারাবা বন্ড, মুদারাবা সার্টিফিকেট, মুশারাকা সার্টিফিকেট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব ইসলামী আর্থিক দলিল প্রকৃত সম্পদ (Real Asset)-এর বিপরীতে ইস্যু করা হয়। এই লেনদেনে প্রকৃত সম্পদ তার যথাযথ ভূমিকা পালন করে। এ কারণে আর্থিক বাজারে স্থিতিশীলতা অর্জন ও স্বাভাবিকতা রক্ষা করা সহজ হয়। ইসলামী ব্যাংক এসব প্রোডাক্টের সফল প্রচলনের মাধ্যমে মুদ্রাবাজারে তার পদ্ধতিগত শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

মার্চেন্ট ব্যাংকিং: মার্চেন্ট ব্যাংকিং সেবা ব্যাংকিং জগতে তুলনামূলকভাবে নতুন ধারণা। তবে ইতোমধ্যেই এর কার্যপরিধির ব্যাপ্তি ঘটেছে। বর্তমানে মার্চেন্ট ব্যাংকিং-এর উল্লেখযোগ্য কাজ হলো ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করা, মূলধন বাজারে পুঁজি বিনিয়োগ, অবলেখন (Underwriting) ইত্যাদি। ব্যাংকের স্বাভাবিক কার্যপরিধির বাইরে মার্চেন্ট ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে ব্যাংকের মুনাফার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ ও তারল্য বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হয়। ইসলামী ব্যাংক-ব্যবস্থায় ডেবিট কার্ডের সহজ ও ব্যাপক প্রচলন হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংক ক্রেডিট কার্ডের উন্নয়ন ও প্রয়োগ করছে। ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারে শরিয়াহ পরিপালন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) শরিয়াহ স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণ করেছে। পুঁজিবাজারে মূলধন বিনিয়োগের ব্যাপারেও শরিয়ার আপত্তি নেই। তবে বাজারে স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখার স্বার্থে এক্ষেত্রে ইসলামের নৈতিক মান সংরক্ষণে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন জরুরি।

লকার ভাড়া: মূল্যবান সামগ্রী নিরাপদ হেফাযতের জন্য লকার ভাড়া দেয়া ব্যাংকিং সেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এ সুবিধার বিনিময়ে ব্যাংক মাসিক বা বার্ষিক ভিত্তিতে নির্ধারিত ফি আদায় করে থাকে। ইসলামী ব্যাংক ইসলামী শরিয়ার আল-আমানাহ নীতির ভিত্তিতে গ্রাহকের দ্রব্যসামগ্রী নিরাপদে হেফাযত করার দায়িত্ব পালন করে। অন্যদিকে সুদভিত্তিক ব্যাংক লকার ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে শরিয়ার বিধিবিধান অনুসরণের কথা চিন্তা করে না।

---

[৩৩১] কামরুজ্জামান, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, পৃ. ৪১৮

বিল বাট্টাকরণ: রফতানি বিল বাট্টাকরণ (Discounting) সুদভিত্তিক ব্যাংক-ব্যবস্থায় একটি বহুল প্রচলিত অর্থায়ন কার্যক্রম। গ্রাহককে আগাম তারল্য ক্ষমতা অর্জনে সহায়তা দানের জন্য ব্যাংক গ্রাহকের রফতানি বিল বাট্টাকরণ করে অর্থাৎ কম দামে কিনে নেয়। সুদভিত্তিক ব্যাংকিং লেনদেনে এ ধরনের বিল বাট্টাকরণ ব্যাপকভাবে প্রচলিত। বিল বাট্টাকরণের মাধ্যমে বিলম্বিত সময়ের জন্য সুদী ব্যাংক সুদ আদায় করে। ইসলামী ব্যাংক সুদভিত্তিক এই বাট্টাকরণের কাজে অংশ নেয় না। এর বিকল্প হিসেবে ইসলামী ব্যাংক রপ্তানিকারকদের বাই-সালাম বা মুশারাকা পদ্ধতিতে জাহাজবোঝাই-পূর্ব (Pre-shipment) বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করে। এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের আরও নতুন নতুন প্রোডাক্ট উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে।

কলমানি মার্কেটে অংশগ্রহণ: সুদভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থায় আন্তঃব্যাংক লেনদেনে কলমানি মার্কেট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনো ব্যাংকের তারল্য ঘাটতি দেখা দিলে সে ব্যাংক অধিক তারল্যের অধিকারী ব্যাংকের কাছ থেকে সুদে টাকা ধার নিয়ে তার ঘাটতি মুকাবিলা করে। এক্ষেত্রে তারল্য সংকটে পতিত ব্যাংকের বিপদের সুযোগ নিয়ে অধিক তারল্যের অধিকারী ব্যাংক ইচ্ছামতো চড়া হারে সুদ আদায় করে। বিপদাপন্ন ব্যাংকের সংকট যত গভীর হবে, সুদের হার তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়বে। কখনো কখনো কলমানি মার্কেটে সুদের হার স্বাভাবিক বাজারের সুদের হারের চার-পাঁচ গুণ বেড়ে যায়। এক্ষেত্রে শক্তিমান প্রতিবেশী তার ঘরের পাশের দুর্বল পড়শিকে বাগে পেয়ে ঘাড় মটকাতে একটুও লজ্জাবোধ করে না। ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় সুদের ভিত্তিতে আন্তঃব্যাংক লেনদেনের সুযোগ নেই। এর ইসলামী বিকল্প হলো ‘কর্জে হাসান’ অথবা শরিয়াহ অনুমোদিত দলিলের মাধ্যমে আন্তঃব্যাংক লেনদেন। বর্তমানে অধিক তারল্যের অধিকারী ইসলামী ব্যাংক তারল্য সংকটে পতিত অন্য ইসলামী ব্যাংকের তারল্য ঘাটতিপূরণে সহযোগিতা করতে তাদের মুদারাবা অ্যাকাউন্টে টাকা জমা রাখে। জমাকারী ইসলামী ব্যাংক জমা গ্রহণকারী ইসলামী ব্যাংকের মুদারাবা কারবারে স্বাভাবিক নিয়মে সাহিব আল-মাল হিসেবে অংশ নেয়। এ ধরনের জমার মাধ্যমে অধিক তারল্যের অধিকারী ব্যাংক তারল্য সংকটে পতিত ব্যাংকের সাময়িক তারল্য চাপ মুকাবিলায় সহায়তা করে। এ সহযোগিতার মধ্য দিয়ে সে তার বাড়তি মূলধন বিনিয়োগের সুযোগ পায়। একের বিপদে অন্যের সহায়তা ও সহমর্মিতাও প্রকাশ পায়। বিপদের সুযোগ নিয়ে ইচ্ছামতো অতিরিক্ত মুনাফা লুটে নেয়ার মুনাফাখোরি প্রবণতা এরূপ আন্তঃব্যাংক লেনদেনে সৃষ্টি হয় না।

সরকারি ট্রেজারি বিল ক্রয়: সুদের বিনিময়ে সরকারি ট্রেজারি বিল (T-Bill) কেনা-বেচা সুদভিত্তিক ব্যাংকের একটি স্বাভাবিক ব্যবসা। ইসলামী ব্যাংক সুদযুক্ত সরকারি টি-বিল কেনা-বেচা করে না। বাংলাদেশ সরকার সম্প্রতি ইসলামী শরিয়াহ অনুমোদিত ‘মুদারাবা বন্ড’ চালু করেছে। ইসলামী ব্যাংকগুলো এখন এই বন্ডে বিনিয়োগ করার সুযোগ পাচ্ছে।

এজেন্ট ব্যাংকিং: বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১৩ সালে তফসিলি ব্যাংকসমূহকে এজেন্ট এর মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবা বিস্তৃত করার সুযোগ প্রদান করে। এজেন্সি চুক্তির অধীনে থেকে কোনোও ব্যাংকের এজেন্ট সীমিত মাত্রায় ব্যাংকিং ও আর্থিক সেবা প্রদান করতে পারে। এই পদ্ধতিতে প্রত্যন্ত এলাকায় নিজস্ব লোকবল নিয়োগ অথবা নিজস্ব শাখা স্থাপন ব্যতিরেকেই ব্যাংকসমূহ তাদের সেবা বিস্তৃত করতে পারে। এ ব্যবস্থা ব্যাংকের জন্য ব্যয় সাশ্রয়ী এবং নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য নিজ এলাকায় ব্যাংকের পক্ষে কাজ করার জন্য উপযোগী। ফলস্বরূপ, প্রত্যন্ত এলাকায় এজেন্ট ব্যাংকিং অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করছে। গ্রামীণ এলাকায় এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ব্যাংক এবং তাদের সেবা গ্রহীতা- উভয়ের জন্যই অসীম সম্ভাবনা তৈরি করে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রম বেগবান হয়েছে। আমানত স্থানান্তর, ঋণ বিতরণ এবং বিশেষত: দেশে প্রত্যাবাসিত বৈদেশিক মুদ্রা বিতরণের ক্ষেত্রে এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যাংকসমূহকে সহায়তা করছে। এমনকি কোভিড-১৯ সংক্রমণের সময় যখন ব্যাংকিং কার্যক্রমে মন্দাভাব দেখা দিয়েছিল, তখনও এজেন্ট ব্যাংকিং উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করে। গ্রামীণ এলাকায় এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ব্যাংক এবং তাদের সেবা গ্রহীতা- উভয়ের জন্যই অসীম সম্ভাবনা তৈরি করে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রম বেগবান হয়েছে। আমানত স্থানান্তর, ঋণ বিতরণ এবং বিশেষত: দেশে প্রত্যাবাসিত বৈদেশিক মুদ্রা বিতরণের ক্ষেত্রে এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যাংকসমূহকে সহায়তা করছে। এমনকি কোভিড-১৯ সংক্রমণের সময় যখন ব্যাংকিং কার্যক্রমে মন্দাভাব দেখা দিয়েছিল, তখনও এজেন্ট ব্যাংকিং উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করে।[৩৩২]

নিচে ২০২০ সাল পর্যন্ত ৬টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক এজেন্ট ব্যাংকিং পরিচালনা করছিল। নিচে সেগুলোর একটি চিত্র তুলে ধরা হলো:

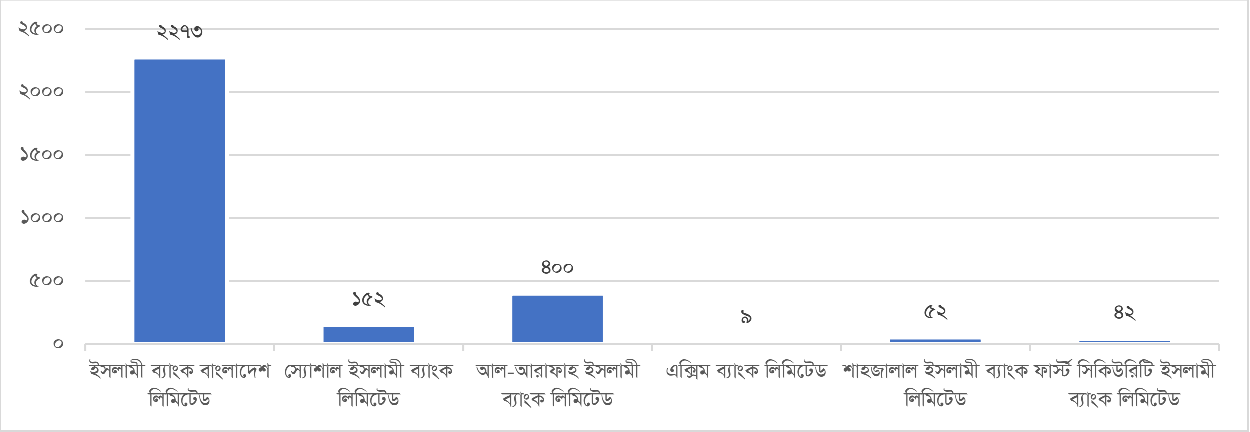

চিত্র ৪.১১: পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকগুলোর এজেন্ট ব্যাংকিং শাখা[৩৩৩]

---

[৩৩২] বাংলাদেশ ব্যাংক, বার্ষিক রিপোর্ট ২০২০, পৃ. ৬৪

[৩৩৩] সিএসবিআইবি, একনজরে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম-২০২০, পৃ. ১

ইসলামী ব্যাংকগুলোর এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রমে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড সবচেয়ে বেশি এগিয়ে। আইবিবিএল-এর এজেন্ট ব্যাংকিং সংখ্যা ২২৭৩টি। আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক ৪০০, স্যোশাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ১৫২, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক ৫২, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ৪২ এবং এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড ৯টি এজেন্ট ব্যাংক নিয়ে এজেন্ট ব্যাংকিং পরিচালনা করেছিল।

এসএলআর (SLR) ও সিআরআর (CRR) সংরক্ষণ: আইনগত বাধ্যবাধকতার কারণে তফসিলভুক্ত সকল ব্যাংক নির্ধারিত হারে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বিধিবদ্ধ তারল্য সঞ্চিতি (Statutory Liquidity Reserve বা SLR) সংরক্ষণ করে। সঞ্চিতির কিছু অংশ নগদ আকারে (Cash Reserve Requirement বা CRR) এবং অবশিষ্ট অংশ অনুমোদিত দলিল আকারে সংরক্ষণ করতে হয়। সময়ে সময়ে এই তারল্য সঞ্চিতির হারের পরিবর্তন করা হয়। এ ধরনের সঞ্চিতির ওপর সুদভিত্তিক ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ব্যাংক হার ' (Bank Rate) অনুযায়ী সুদ পায়। ঝুঁকি মুকাবিলার অন্তর্নিহিত ব্যবস্থা এবং পদ্ধতিগত পার্থক্যের কারণে ইসলামী ব্যাংকের জন্য এসএলআর সংরক্ষণ যুক্তিসম্মত নয় বলে কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ মনে করেন। তবে আইনগত বাধ্যবাধকতার কারণে ইসলামী ব্যাংকও এই বিধিবদ্ধ সঞ্চিতি তহবিল সংরক্ষণ করে। বাংলাদেশ সরকারের মুদারাবা বন্ড প্রবর্তনের আগে ইসলামী ব্যাংককে তার পুরো সঞ্চিতি তহবিল নগদ আকারে রাখতে হতো। এখন তার শতকরা পাঁচভাগ সঞ্চিতি শরিয়া অনুমোদিত এই বন্ডে রাখার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সঞ্চিতি খাতের নগদ জমা থেকে কোনো সুদ অর্জিত হলে তা ইসলামী ব্যাংকের স্বাভাবিক আয়ের অংশ হয় না।[৩৩৪]

ইসলামী ব্যাংকের জন্য **(SLR) এবং (CRR) এর পরিমাণ:**

ব্যাংকের ধরন	**SLR**	**CRR**
কনভেনশনাল ব্যাংক	১৩%	৪%
ইসলামী ব্যাংক	৫.৫%	৪%

সারণি ৪.৪: ব্যাংকসমূহের SLR এবং CRR এর পরিমান[৩৩৫]

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প: কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পল্লী খাত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রেখেছে। কিন্তু পল্লী জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতা এবং জীবনযাপনের ন্যূনতম চাহিদা মেটানোর জন্য সম্পদের অভাবে গ্রামের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী কর্মহীন হয়ে পড়ছে অথবা স্বল্পমূল্যে অপ্রতুল শ্রম যোগান দিয়ে আসছে এবং অভাব-অনটনে মানবেতর

[৩৩৪] Fakhrul ahsan, Habibur Rahman, Jamal Uddin, Kabir Hasan, Sharif Hussain, Ali Akkas, Abdul Awwal Sarkar, *Text Book on Islamic Banking*, (Dhaka: IERB 2003), P. 105-109

[৩৩৫] বাংলাদেশ ব্যাংক, https://www.bb.org.bd/en/index.php, সংগৃহীত ০১.১২.২০২১

জীবনযাপন করছে। এর ফলে কর্মহীনতা ও দারিদ্র্য পল্লী জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এছাড়াও শহর ও গ্রাম অঞ্চলের মধ্যে সুসম বন্টনের অভাবে গ্রামীণ সমাজ অর্থনৈতিকভাবে স্থবির ও শ্লথ। ইসলামী ব্যাংক ইসলামের সুমহান আদর্শের ভিত্তিতে সমাজ জীবন ও অর্থনীতিতে ন্যায়বিচার কায়েমের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে পল্লী-জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন, গ্রামীণ বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান, বিপন্ন ব্যক্তিদের আত্মকর্মসংস্থান, গরিব কৃষক ও বর্গাচাষীদের ভাগ্যোন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আদর্শ গ্রাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প চালু করেছে।

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের বিনিয়োগ পদ্ধতি

এই স্কিমের অধীনে বিনিয়োগের জন্য কোনো নিরাপত্তা প্রয়োজন হয় না। সমাজে জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া এবং দুর্বল অংশের উন্নয়নের জন্য ব্যাংকের সামাজিক কল্যাণমূলক উদ্দেশ্য বিবেচনা করে পুরো প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। যাইহোক, গ্রুপের শৃঙ্খলা কঠোরভাবে অনুসরণ করা উচিত যাতে শুধুমাত্র সঠিক ব্যক্তি নির্বাচিত হয় এবং গ্রুপের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। এছাড়া গ্রুপের প্রত্যেক সদস্য একই গ্রুপের অন্যান্য সদস্যদের জন্য ব্যক্তিগত গ্যারান্টি দেয় এবং সদস্যদের পৃথক এবং যৌথভাবে বিনিয়োগের অর্থ প্রদানের জন্য দায়ী থাকে।[৩৩৬]

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের লক্ষ্যসমূহ:

পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র, ভূমিহীন, শ্রমজীবী ও গরিব চাষিদের সংঘবদ্ধ করে তাদের মধ্যে-

ক) পুঁজি বিনিয়োগ

খ) নৈতিক, ধর্মীয় ও নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং

গ) বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট কাজে প্রযুক্তি জ্ঞান ও দক্ষতা লাভে সহায়তা বা উৎসাহিত করা।

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের পালনীয় বিভিন্ন সিদ্ধান্তসমূহ

১) সকল অবস্থায় মহান সৃষ্টিকর্তার সাহায্য চাইবো, সদা সত্য কথা বলবো ও সৎ পথে চলবো;

২) আইন মেনে চলবো ও বেআইনি কাজে শরিক হবো না;

৩) পরিশ্রম করবো, সংসারে উন্নতি আনবো ও পরের উপর ভরসা করবো না এবং নিজের পায়ে দাঁড়াবো;

৪) বাড়ির পাশে ফাঁকা জায়গা রাখবো না, শাক-সবজি ও গাছ লাগাবো এবং পরিবারের আয় বাড়াবো;

---

[৩৩৬] মুহা কামরুজ্জামান, *ইসলামী ব্যাংকের ইতিহাস* (রিমঝিম প্রকাশনী-২০১৫), পৃ. ২৬৮

৫) নিরক্ষর থাকবো না ও সন্তানদের নিরক্ষর রাখবো না;

৬) অন্যের প্রতি দরদি হবো, দরদি সমাজ গড়বো ও ভালো কাজের প্রতিযোগিতা করবো;

৭) স্বাস্থ্য সুখের মূল, স্বাস্থ্যের যত্ন নিব, পুষ্টিকর খাদ্য খাবো, ঘরবাড়ি, কাপড়-চোপড় পরিষ্কার রাখবো ও বিশুদ্ধ পানি পান করবো;

৮) যৌতুক দিবো না ও যৌতুক নিবো না;

৯) ওয়াদা পালন করবো ও আমানতের খেয়ানত করবো না;

১০) সফলতার জন্য একসাথে থাকব, শৃঙ্খলা মানবো ও বিপদে সবুর করবো।

কৃষি সরঞ্জাম বিনিয়োগ প্রকল্প

কৃষিপ্রধান আমাদের এই দেশ-বাংলাদেশ। আয়তনে ছোট হলেও বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী গ্রামীণ উপজীবিকার উপর নির্ভরশীল। এখনো জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান সিংহভাগ। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন সম্ভব হয়নি, বিদেশ থেকে আমদানি করে খাদ্য ঘাটতি পূরণ করতে হচ্ছে। আমদানির ওপর নির্ভরশীলতা আমাদেরকে পরমুখাপেক্ষী করে তুলছে। আমদানি হ্রাসে কৃষির আধুনিকায়ন ও শিল্প বিকাশ অপরিহার্য।

সনাতনি চাষ পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সার ব্যবহার করে কৃষিক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্ভব। একই লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার যুগপৎ কর্মসূচি গ্রহণ বাঞ্ছনীয়।

প্রকল্পের লক্ষ্য

- গ্রামীণ বেকার যুবকদের আত্মকর্মসংস্থান ব্যবস্থা করা;
- কৃষি পণ্য উৎপাদনে কৃষকদের সহায়তা প্রদান করা;
- কৃষিখাতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে সহযোগিতা দান;
- খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

কৃষি সরঞ্জামের ধরন

- পাওয়ার টিলার
- পাওয়ার পাম্প
- মাড়াই কল
- শ্যালো টিউবওয়েল

- স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী গ্রাহক কর্তৃক প্রস্তাবিত অন্য যেকোনো সুবিধাজনক সরঞ্জাম। এ সরঞ্জামগুলো যে কোনো জনপ্রিয় ব্রান্ডের হতে পারে। দেশে তৈরি কোনো চালু ব্রান্ডও গ্রহণযোগ্য। এ ব্যাপারে বিনিয়োগ গ্রাহকদের পছন্দকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

স্যোশাল ইসলামী ব্যাংক প্রকল্প:

এসআইবিএল সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা শাখা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কৃষকদের অর্থায়নের পাশাপাশি বিভিন্ন কৃষি ব্যবসা ও প্রকল্পে ক্রমাগত অর্থায়ন করে আসছে। এর আগে ব্যাংকটি ২০১১-১২ অর্থবছরের কৃষি বিনিয়োগ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে “লেটার অব অ্যাপ্রিসিয়েশন” পেয়েছে।

ক্ষুদ্রশিল্প বিনিয়োগ প্রকল্প: উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ তার সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত। এক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো সৃজনশীল উদ্যোগের অভাব, যা শিল্পখাতে নতুন উদ্যোগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। দেশে অনেক শিক্ষিত বেকার যুবক এবং দক্ষ ও আধাদক্ষ বেকার জনসম্পদ রয়েছে। এছাড়াও প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা লাভ করে অনেক যুবক চাকুরী বাজারে এই বিদ্যমান বেকারদের সাথে যোগ হচ্ছে। দেশের আয় বর্ধক নিয়োগ খাত সৃষ্টি না করা হলে কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্ভব এবং শিক্ষিত বেকার যুবকরা কোনো কাজেই আসবে না। ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ দেশে অধিক নিয়োগ সৃষ্টি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

যেসব শিক্ষিত এবং আধাদক্ষ বেকার যুবক প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে তাদের মেধাকে কাজে লাগাতে পারছে না, তাদেরকে নতুন কর্মসৃষ্টিতে উৎসাহিত করার জন্য ব্যাংক এ প্রকল্প হাতে নিয়েছে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, শিক্ষিত বেকার যুবক এবং দক্ষ ও আধাদক্ষ জনশক্তিকে স্থানীয় চাহিদা মেটাতে সক্ষম পণ্য তৈরির ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠায় সহজ নিয়ম ও শর্তসাপেক্ষে ব্যাংক বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করছে।

উদ্দেশ্য

- অর্থের যোগান দিতে নতুন শিল্প স্থাপন ও পুরাতন শিল্প পুনরায় চালু করে আয় বর্ধনশীল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- কারিগরি যোগ্যতাসকাম্পন্ন বেকার যুবক এবং দক্ষ ও আধাদক্ষ উদ্যোক্তাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনে উৎসাহিত করা।
- ওয়েজ আর্নারদের কষ্টার্জিত অর্থ সঠিক বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনে উৎসাহিত করা।
- শিক্ষিত, দক্ষ, অভিজ্ঞ ও উৎসাহিত বেকারদের জন্য আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

বিনিয়োগ খাত

এ বিনিয়োগ প্রকল্পের আওতায় খাদ্য ও কৃষি নির্ভর শিল্প, প্লাস্টিক ও রাবার শিল্প, বনজ ও আসবাবপত্র শিল্প, প্রকৌশল শিল্প, চামড়া শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, বস্ত্রশিল্প, পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, সেবা শিল্প, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি শিল্প, কম্পিউটার প্রযুক্তি শিল্প, কাগজ উৎপাদন শিল্প, হস্তশিল্প, মৎস্য ও পশু পালন খামার, ছিদ্রযুক্ত ইট, ছাদের টাইলস এবং ব্যাংকের কাছে লাভজনক হিসেবে গ্রহণযোগ্য যেকোনো ক্ষুদ্র শিল্পসহ বিভিন্ন ধরনের শিল্প খাতে বিনিয়োগ সুবিধা দেয়া হয়।

ক্ষুদ্র ব্যবসা বিনিয়োগ প্রকল্প: বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনশক্তিতে সমৃদ্ধ উন্নয়নশীল দেশ। বিপুল সম্ভাবনা সত্ত্বেও এ সম্পদের সঠিক আহরণ ও ব্যবহার না করার কারণে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে কায়-ক্লেশে জীবন-যাপন করছে। শ্রমই তাদের একমাত্র অবলম্বন। এ জনগোষ্ঠীর এক বিপুল অংশ কর্মক্ষম যুবসমাজ। তাদের অনেকেরই রয়েছে বুদ্ধিমত্তা, কর্মোদ্যম, উৎসাহ, উদ্দীপনা, ঝুঁকি নেয়ার সাহস। কিন্তু দারিদ্র্য, অর্থাভাব ও প্রয়োজনীয় সুযাগ-সুবিধার অভাবে তারা তাদের ভাগ্যোন্নয়ন ঘটাতে পারছে না। অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী আবার পুঁজির অভাবে নিজেদের পেশা ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে। এর ফলে দেশে বেকার সমস্যাই শুধু উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে না, বরং যুবসমাজও কর্মসংস্থানের কোনো উপায় না দেখে বিপথগামী হয়ে সমাজের জন্য হুমকী হয়ে দাড়াচ্ছে।

ইসলামী ব্যাংকিং কল্যাণমুখী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান হিসাবে এক্ষেত্রে কার্যকর অবদান রাখার লক্ষ্যে শহর, শহরতলী ও গ্রামের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তা এবং অবহেলিত বেকার যুবকদের পুঁজি সরবরাহ করে স্বাবলম্বী ও স্বচ্ছল করে তোলার উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র ব্যবসা বিনিয়োগ প্রকল্প নামে একটি বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিম্নলিখিত সুফলসমূহ অর্জন করা সম্ভব :

১. দেশের দারিদ্র্য, বেকারত্ব এবং এসবের অশুভ প্রভাব পর্যায়ক্রমে দূর করা।
২. পুঁজি সংগঠনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী উদ্দ্যোক্তাদেরকে স্বাবলম্বী ও তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা।
৩. বেকার যুবকদের জন্য উপার্জনমুখী কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা।
৪. ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও উদ্দ্যোক্তাদের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে দেশে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্যের বাজার সম্প্রসারিত করা।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- শহর ও গ্রামাঞ্চলের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও উদ্দ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ সুবিধা সম্প্রসারণ করা।

- যেসব ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ধরনের ঋণ বা বিনিয়োগ সুবিধা লাভ করতে পারেনি বা বিনিয়োগে সুবিধা থেকে বঞ্চিত, তাদের মধ্যে বিনিয়োগ সুবিধা সম্প্রসারণ করা।
- বেকার যুবকদেরকে ক্ষুদ্র ব্যবসায়িক উদ্যোগ গ্রহণ করার ব্যাপারে আগ্রহী ও উদ্বুদ্ধ করা এবং এর মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে বৃহত্তর পরিসরে সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে সহায়তা করতে সহায়তা করা।
- যেসব ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তা ইতোমধ্যেই ব্যবসায় নিয়োজিত রয়েছেন, কিন্তু পুঁজির স্বল্পতার জন্য তাদের ব্যবসা সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে নিতে পারছেন না, তাদেরকেও এ প্রকল্পের আওতায় বিনিয়োগ সুবিধা দেয়া। দরিদ্র ও সম্পদহীন বেকার যুবকবৃন্দ, যাদের দক্ষতা, উদ্যোগ, উদ্যম, সততা, শারীরিক ও মানসিকভাবে সক্ষমতা এবং বিশেষ করে ব্যবসা পরিচালনার যোগ্যতা রয়েছে, তাদেরকেও এ প্রকল্পের আওতায় বিনিয়োগ সুবিধা দেয়া।

এ প্রকল্পের অধীনে ক্ষুদ্র ব্যবসা ছাড়াও ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং সেবা খাতে বিনিয়োগ সুবিধা দেয়া হয়।

বিনিয়োগ খাত

ক. গবাদি পশুপাখি

দুধালো গাভী, গরু মোটা-তাজাকরণ, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া এবং হাঁস-মুরগী ও কবুতর পালন।

খ. মৎস্য চাষ

মৎস্য খামার, মৎস্য চাষের জন্য পুকুর খনন ও পুনঃখনন এবং ইজারা গ্রহণ।

গ. কৃষি প্রক্রিয়াকরণ

বেতের সামগ্রী, বাঁশের চাটাই ও অন্যান্য কাজ, মসলা, পাটের ব্যাগ ও পাটজাত সামগ্রী, ঘি, গুড়, আটা, ময়দা, নারিকেলের ছোবড়ার বিভিন্ন সামগ্রী উৎপাদন বা প্রস্তুতকরণ, তৈল নিষ্কাশন, আখ-ধান-ডাল মাড়াই, মধু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, হস্তশিল্প ইত্যাদি।

ঘ. ম্যানুফ্যাকচারিং

পোষাক তৈরি, বিভিন্ন ধরনের কারখানা, কন্টেইনার উৎপাদন (প্লাস্টিক, ধাতব, কাচ ইত্যাদি) রিকশা, রিকশা ভ্যান ও রিকশার হুড প্রস্তুত ও মেরামতকরণ, আসবাবপত্র নির্মাণ, লেপ-তোষক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী, নৌকা নির্মাণ ও মেরামতকরণ, কামারের কাজ, ববিন নির্মাণ (প্লাস্টিক, ধাতব ইত্যাদি), জুতা তৈরি, তাঁত বুনন (সার্টিং, শাড়ি, ন্যাপকিন, পর্দা ইত্যাদি), তাঁতের ক্ষুদ্রাংশ তৈরি, মোমবাতি প্রস্তুতকরণ,

তৈলবীজ মাড়াই কল নির্মাণ, ঝুড়ি প্রস্তুতকরণ, লৌহজাত গৃহসামগ্রী নির্মাণ, বিভিন্ন ধরনের লোহার সামগ্রী (তারকাটা, তারের জাল ইত্যাদি) তৈরি করা, দড়ি পাকানো, টুপি সেলাই, চানাচুর, আঠা তৈরিকরণ, গরু-মহিষের গাড়ী, আইসক্রীম/স্কুল/অন্যান্য ভ্যান নির্মাণ ও মেরামতকরণ।

ঙ. ব্যবসা/দোকান

ধান-চাল, ডাল, লবণ, গোলমরিচ, শাক-সবজী, গুড়, জ্বালানী কাঠ, মুরগী, মাছ, শুটকী, গবাদীপশু, কলা, পেয়াজ, সুপারি, পান, মৌসুমী ফলমূল, বাঁশ, দুধ, সার, চা, গোল আলু, নারিকেল, মশলা, স্টেশনারি দ্রব্যসামগ্রী, বাসন-কোসন, লুঙ্গী, কাপড়, শাড়ী, সরিষা বীজ ও তৈল, ইট যন্ত্রাংশ, আদা, তেলের পিঠা, চামড়া, পাটজাত সামগ্রী, সেকেন্ডহ্যান্ড কাপড়, কার্পাস তুলা, চীনাবাদাম, কাপড়ের ঝুড়ি বা থলে, সূতা, নারিকেলের ছোবড়া ও বাঁশের তৈরি সামগ্রী, স্লিপার ও জুতা, বীজ ও চারা, মৃৎশিল্প সামগ্রী, মৌসুমী কৃষিজাত পণ্য, হাতা ও খুন্তি জাতীয় সামগ্রী, গম, নারিকেলের তেল, রেস্তোরা ও হোটেল, মধু, আখ, স্টোভ, রূপা, মাছের খাবার, গবাদী পশুর খাবার, রসুন, বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী, ক্রোকারিজ, ঔষুধ, হার্ডওয়ার, লৌহজাত সামগ্রী, মিষ্টি, বাইসাইকেল/রিকশা/রিকশা ভ্যানের যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ, স্যানিটারি সামগ্রী, কাচ, ঘড়ি, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, বই, গেঞ্জি, আন্ডারওয়ার, গামছা, তোয়ালে, মোজা ও রুমাল, চামড়াজাত সামগ্রী, এ্যালুমিনিয়াম ও অন্যান্য গৃহসামগ্রী, হোমিও ঔষুধ, চশমা, বেকারি সামগ্রী ইত্যাদির দোকান, চায়ের স্টল, ম্যাগাজিন/সংবাদপত্র স্টল, জুতার স্টোর।

চ. পরিবহণ

রিকশা, রিকশা ভ্যান, গরুর গাড়ি/মহিষের গাড়ি/টাঙ্গা, দেশি নৌকা, ইঞ্জিনচালিত নৌকা ক্রয়।

ছ. সেবা

লন্ড্রী, আটা-ময়দার কল, মেরামতের দোকান/ওয়ার্কশপ, মটর পাম্পিং দোকান, মসলা গুড়া করার কল, ধান-ডাল মাড়াই কল, করাত কল, ডাইং ও প্রিন্টিং, সাইনবোর্ড পেইন্টিং দোকান, সুতা গুটানোর কারখানা, ঘড়ি মেরামতের দোকান, টিভি, রেডিও ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক সামগ্রী মেরামতের দোকান, রেফ্রিজারেটর মেরামতের দোকান, সরিষার তেল উৎপাদনের দোকান।

জ. কৃষি সরঞ্জাম ও বনায়ন

হস্তচালিত নলকূপ ক্রয়, চাষাবাদ, শাক-সবজীর বাগান, আখের ক্ষেত, লিচু বাগান, আম ও কাঁঠাল, সুপারি, পেয়ারা, আনারস ও অন্যান্য ফলের বাগান ক্রয়/ইজারা, বীজ ও চারা ক্রয়, রেশম গুটি, মৌমাছি পালন, মধু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ।

ঝ. বিবিধ

মুদ্রণ, প্যাকেজিং, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কাজে ব্যবহারের জন্য (ব্যবসা ব্যতীত) কম্পিউটার, ফটোস্ট্যাট মেশিন, গ্রাফিক প্রিন্টিং-এর জন্য গ্রাফিক ক্যামেরা ও কন্ট্রাক্ট মেশিন, টেইলারিং দোকানের জন্য ব্যাংকের শাখা কর্তৃক গ্রহণযোগ্য অন্যান্য যন্ত্রপাতি, বলপেন শিল্পের জন্য মেশিনারি, আয়বর্ধকমূলক কার্যক্রমের জন্য ব্যাংকের শাখা কর্তৃক গ্রহণযোগ্য অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি।

পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকসমূহ তাদের ইসলামী ব্যাংক কার্যক্রমে আমানত গ্রহণ, বিনিয়োগ প্রদান, মুনাফায় অংশীদার করা, শিল্প ও ব্যবসার উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে। যে অর্থ আমানত হিসেবে সংগ্রহ করে থাকে সে অর্থ মানুষের কল্যাণে ও ইসলামী অর্থনীতির সকল দিকে প্রয়োগের জন্য বিনিয়োগ করে থাকে। এভাবে বিনিয়োগ থেকে অর্জিত মুনাফা গ্রাহককে পৌছে দেয়।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : সামাজিক কার্যক্রম

ইসলামী ব্যাংকসমূহ সরাসরি ব্যাংকিং কার্যক্রম ছাড়াও অনেক ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। যাতে আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যে দায়বদ্ধতা আছে সেটা পালন করা হয়। যেমন:

সিএসআর (CSR)

সামাজিক দায়বদ্ধতা বা (Corporate Social Responsibility বা CSR) হলো এক ধরনের ব্যবসায়িক শিষ্ঠাচার বা নীতি যা সমাজের প্রতি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালনকে ব্যবসায়ের নিয়মের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে। একটি ব্যবসা নৈতিক ও আইনগতভাবে পরিচালিত হলেই এর সমস্ত দায়মুক্তি হয়েছে তা বলা যায় না। যে পরিবেশে বা যে সমাজে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে সেই সমাজের প্রতি প্রতিষ্ঠানের কিছু দায়বদ্ধতা জন্মায়। একটি সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ প্রতিষ্ঠান হলো সেটাই যার ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাবৃন্দ বহুবিধ অংশীদারদের মাঝে ভারসাম্য বজায় রাখে। একটি দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র নিজেদের অংশীদারদের লাভের জন্যই কাজ করে না, সে তার কর্মচারি, সরবরাহকারী, বিক্রেতা, স্থানীয় জনগণ ও সর্বোপরি দেশ ও জাতির উন্নয়নের জন্যও কাজ করে।[৩৩৭] বর্তমান যুগে অধিকাংশ বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানই সিএসআর বা সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে সমাজের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করছে এবং তাদের শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশের কিছু অংশ এই খাতে বরাদ্দ রাখছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই দায়বদ্ধতা পূরণের

[৩৩৭] ইনভেস্টোপেডিয়া, https://www.investopedia.com/terms/c/corp-social-responsibility.asp, সংগৃহীত, ০১.১২.২০২১

নামে বিভিন্ন প্রচারণামূলক কার্যক্রম, প্রভাবশালী গোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট করার জন্য প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে এবং নিয়ম প্রতিপালনের উর্ধ্বে চলে যায়। সেক্ষেত্রে সরকার আইন করে সেখানে সিএসআর নিয়ন্ত্রণ করে।

সামাজিক দায়বদ্ধতা শব্দটি পশ্চিমা বিশ্বে ১৯৬০ থেকে ১৯৭০ সালের দিকে প্রচলিত হওয়া শুরু করে। বড় বড় ভোগ্যপণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এই ধরনের দায়বদ্ধতা সম্পর্কে মানুষকে ধারণা দেওয়ার জন্য স্টেকহোল্ডার কথাটির প্রচলন করে। এই (স্টেকহোল্ডার) শব্দটির অর্থ হলো সমাজের সেই সকল মানুষ যারা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হন। ম্যাকউইলিয়ামস এবং সিগেল কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতাকে এমন কর্মমুখরতা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন যা ফার্মের স্বার্থের বাইরে এবং আইন দ্বারা প্রয়োজনীয় কিছু সামাজিক কল্যাণের জন্য প্রতীয়মান হয়।[৩৩৮] ইউরোপীয় কমিশন (২০০১; ২০০২; ২০০৬) সিএসআর-কে সংজ্ঞায়িত করেছে এভাবে, 'এটি একটি ধারণা যার দ্বারা কোনো প্রতিষ্ঠান তাদের ব্যবসা কার্যক্রম পরিচালনা এবং অংশীদারদের সাথে মতবিনিময়ের ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সামাজিক ও পরিবেশগত বিষয়াবলী সম্পর্কে খেয়াল রাখে'।[৩৩৯]

সিএসআর প্রতিষ্ঠানের স্টেকহোল্ডারদের নৈতিক বা সামাজিক দায়িত্বশীল আচরণের সাথে সম্পর্কিত। স্টেকহোল্ডাররা প্রতিষ্ঠানের ভিতর এবং বাহির উভয় জায়গায়ই বিদ্যমান। ফলস্বরূপ, সামাজিক দায়বদ্ধতার দায়িত্বপালন প্রতিষ্ঠান এবং অংশীদারদের মানবিক বিকাশকে বাড়িয়ে তুলবে। কোটলার এবং লির মতে, কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা হলো বিচক্ষণ ব্যবসায়িক অনুশীলন এবং কর্পোরেট সম্পদের অবদানের মাধ্যমে সম্প্রদায়ের সুস্থতা উন্নত করার প্রতিশ্রুতি।[৩৪০]

বেশিরভাগ সংজ্ঞাতেই সিএসআর-কে বিবেচনা করা হয় অংশীদারদের কাছে করা প্রতিষ্ঠানের একটি অঙ্গীকার হিসেবে। যেখানে প্রতিষ্ঠান তার অংশীদারদের কাছে অঙ্গীকার করে যে, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগতভাবে টেকসই পদ্ধতিতে স্বচ্ছ ও নৈতিকতার সাথে ব্যবসা পরিচালনা করা হবে। সিএসআর- এর পেছনে মূল ধারণা হচ্ছে, শুধুমাত্র অর্থনৈতিক লাভের জন্য নয়, ব্যবসা হবে সামাজিক ও পরিবেশগত উন্নয়নের জন্যও।

সুতরাং, সিএসআর হচ্ছে:

[৩৩৮] Majumdar, Nazmul Amin, '*Corporate Social Responsibility Practices in Emerging Economies-The Case of Bangladesh*' (Dhaka: The University Press Limited, First Published, May 2016), p.7

[৩৩৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

[৩৪০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

১. এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়িক প্রক্রিয়ার পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজের অংশীদার হবে এবং অগ্রগতিতে অবদান রাখবে।

২. একটি ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপনা ধারণা যেখানে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সামাজিক ও পরিবেশগত ইস্যুকে তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে চিহ্নিত করবে এবং সংশ্লিষ্ট অংশীদারদেরকে এ প্রক্রিয়ায় অর্ন্তভুক্ত করবে।

৩. একটি স্বেচ্ছামূলক কাজ, তবে জনসেবা বা দাতব্য কার্যক্রম হিসেবে সিএসআর গণ্য হবে না।

৪. তিনটি ইস্যুকে প্রাধান্য দিয়ে এর উৎপত্তি; মানুষ, পৃথিবী এবং মুনাফা।

সিএসআর বা কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি হলো সমাজের প্রতি বড় বড় আর্থিক বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতা। এর মাধ্যমে বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের লভ্যাংশের একটি অংশ সমাজের উন্নয়নে ব্যয় করে। যেমন- ডাচ বাংলা ব্যাংক এসএসসি ও এইচএসসি উত্তীর্ণদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গবেষণার জন্য ফান্ড গঠন করেছে।

তাছাড়া, সরকারি ব্যাংকগুলোও অনেক জনসেবামূলক কাজ করে। নিম্নে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হলো:

ক. বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামী ব্যাংকসমূহের গৃহীত পদক্ষেপ

বাংলাদেশের প্রধান আর্থ-সামাজিক সমস্যা দারিদ্র্য-এ বিষয়ে কোনো বিতর্ক নেই। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৩ অনুযায়ী দেশের শতকরা ৩১.৫ ভাগ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে। তন্মধ্যে পল্লী অঞ্চলে এ হার শতকরা ৩৫.২০ ভাগ এবং শহরে ২১.৩০ ভাগ। তবে এনজিওগুলোর হিসাব মতে বাংলাদেশের অর্ধেকেরও বেশী মানুষ এখনো দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক মানুষকে দারিদ্র্যের রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করার জন্য প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ইসলামী ব্যাংকসমূহ অত্যন্ত কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। শুরু থেকেই ইসলামী ব্যাংকসমূহের ব্যাংকিং পদ্ধতি ও নীতিমালা এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে ভিক্ষুক এবং রিক্সাচালক থেকে শুরু করে সমাজের সর্বনিম্ন পর্যায়ের সর্বহারা মানুষটিও আর্থিকভাবে উপকৃত হতে পারে। ইসলামী ব্যাংকসমূহে তাই মাত্র ১০ টাকা মূল্যে যে কেউ ব্যাংক এ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন। ইসলামী ব্যাংকসমূহ ইসলামের মৌলিক নীতিমালার আলোকে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ দারিদ্র্য নিরসনের সর্বপ্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ইসলামে হারামকৃত সুদমুক্ত আর্থিক লেনদেনের সুব্যবস্থা করেছে। ১৯৮৩ সালে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত সুদমুক্ত ব্যাংক ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এর মাধ্যমে এদেশে দারিদ্র্য বিমোচনের কাজ আরম্ভ হয়। পরবর্তীতে ২০১২ সাল পর্যন্ত আরো ৬টি সুদমুক্ত ব্যাংক যাত্রা শুরু করে এবং ইসলামী ব্যাংকসমূহ বিগত ৩০ বছর ধরে

দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে চিহ্নিত খাতসমূহের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ সুবিধাবঞ্চিত এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বসবাস পল্লী অঞ্চলে যাদের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সরকারি এবং বেসরকারিভাবে উল্লেখযোগ্য কোনো কর্মসূচী নেই বললেই চলে। এ পটভূমিতে ইসলামী ব্যাংকসমূহ ইসলামের সুমহান নীতির আলোকে এদেশে সর্বপ্রথম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নে 'পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প' চালু করে। ইতোমধ্যে প্রায় সবক'টি ইসলামী ব্যাংক নিজস্ব আঙ্গিকে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালনার মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে দারিদ্র্য বিমোচনের কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। ১৯৯৫ সালে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. সর্বপ্রথম এদেশে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডিএস) চালু করে। দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.-এর এই পদক্ষেপ অন্যান্য ইসলামী ব্যাংক এমনকি প্রচলিত ব্যাংকসমূহকেও বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। ইসলামী ব্যাংকসমূহের পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রদত্ত সুদবিহীন এবং সহজশর্তে প্রদানকৃত ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে এদেশের অসংখ্য বেকার যুবকের কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের জীবনমান উন্নত হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সাধারণত কৃষি, নার্সারী, বনায়ন, কৃষিযন্ত্রপাতি, পশুপালন, মৎস্য চাষ, গ্রামীণ পরিবহন, অকৃষি কার্যক্রম ইত্যাদি খাতে ঋণ প্রদান করা হয়। দেশের সবচেয়ে বড় ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এর এক হিসাব অনুযায়ী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হয়েছে এমন পরিবারের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৭ লক্ষ। আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি. এর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২ এর হিসাব মতে গ্রামীণ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা মোট ২৪,৪২৪ জন। এছাড়া অন্যান্য ইসলামী ব্যাংকও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।[৩৪১]

দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামী ব্যাংকসমূহের যুগান্তকারী পদক্ষেপ হলো-ইসলামী ব্যাংকসমূহের আলাদা ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করা। প্রায় প্রতিটি ইসলামী ব্যাংকের আলাদা নিজস্ব ফাউন্ডেশন রয়েছে। এসকল ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ব্যাংকসমূহ দারিদ্র্য বিমোচনমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তন্মধ্যে রয়েছে যুবসমাজের জন্য আয়বর্ধনমূলক প্রকল্প, দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা কার্যক্রম, মানবিক সাহায্যদান কার্যক্রম, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম, উপকূলীয় অঞ্চলে সেবা কার্যক্রম, টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মসজিদ সংস্কার, দাওয়াহ্ কার্যক্রম, দুঃস্থ মহিলাদের বিক্রয়কেন্দ্র এবং ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল ইত্যাদি।

[৩৪১] মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকের অবদান* (ঢাকা: জনসংযোগ বিভাগ, আইবিবিএল, ১০ম বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা, জানুয়ারী-জুন, ২০০৮), পৃ. ৭৪

খ. বাংলাদেশের বেকারত্ব নিরসনে ইসলামী ব্যাংকসমূহের গৃহীত পদক্ষেপ

বেকার সমস্যা থেকে পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ শুরু থেকেই কর্মসংস্থান তৈরীর উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে আসছে। ফলে দেখা যাচ্ছে যে, ইসলামী ব্যাংকসমূহের আর্থিক কার্যক্রমের মাধ্যমে এ যাবত প্রায় ৫০ লক্ষ লোকের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। ২০২০ সালের শেষ নাগাদ ৮টি ইসলামী ব্যাংক সর্বমোট হাজার হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে দেশের বেকারত্ব দূরীকরণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। এছাড়া ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগকৃত শিল্প কারখানা, এসএমই ও গ্রামীণ প্রকল্পসমূহে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ যাবত লক্ষ লক্ষ বেকার লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ নিত্যনতুন প্রকল্প গ্রহণ এবং বিনিয়োগ খাত বৃদ্ধির মাধ্যমে বেকার সমস্যা সমাধানে প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালিয়ে আসছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ বেকার জনসাধারণের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার মাধ্যমে দেশ থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণের ব্যাপারে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়ের জন্য চাকুরির ব্যবস্থা এবং আত্মবিশ্বাস, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আত্ম-নির্ভরশীলতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি ও সহযোগিতা করার মাধ্যমে দেশ থেকে বেকারত্ব দূরীকরণের ব্যাপারে ইসলামী ব্যাংকসমূহ বদ্ধপরিকর।

গ. জনসংখ্যা সমস্যা নিরসনে ইসলামী ব্যাংকসমূহের গৃহীত পদক্ষেপ

ইসলামী আদর্শের আলোকে এদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ জনসংখ্যাকে আর্থসামাজিক উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধক মনে করে না অথবা জনসংখ্যাই দারিদ্র্যতার মূল কারণ বলে মনে করে না। বরং ব্যাংকসমূহ মনে করে জনসংখ্যা দেশের জন্য এক বিরাট সম্পদ। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রশিক্ষিত জনশক্তি গড়ে তুলতে পারলে তা দেশের জন্য সবচেয়ে মঙ্গলজনক হবে। বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংকগুলো এই চ্যালেঞ্জই গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহও দেশের এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে জনশক্তি উন্নয়ন নীতিমালা অনুসরণ করেছে। তরুণ মেধাবী শিক্ষিত জনশক্তি নিয়োগে ইসলামী ব্যাংকসমূহ সবসময় সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে আসছে। আধুনিক জ্ঞান ও উন্নত নৈতিকতা সম্পন্ন মানব সম্পদ গড়তে ইসলামী ব্যাংকগুলো অব্যাহতভাবে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। প্রতিটি ইসলামী ব্যাংক নিজস্ব জনশক্তিকে একটি সুশৃঙ্খল টিম হিসেবে গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশের দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করছে। পিছিয়ে পড়া কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্বুদ্ধকরণের জন্য নিবিড় পেশাগত মানোন্নয়নের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। দেশে-বিদেশে উন্নততর প্রশিক্ষণ এবং পেশাগত বিভিন্ন ডিগ্রী অর্জনে জনশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এছাড়া ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় লক্ষ লক্ষ বিনিয়োগ গ্রাহকদের উৎপাদনমুখিতা বাড়ানো এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে তাদেরকে

প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এতে যারাই ইসলামী ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগ প্রকল্পের আওতায় আসছে তারাই লব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে পরবর্তীতে নিজস্ব পরিসরে নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারছে। ইসলামী ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগ প্রকল্পের এমন অসংখ্য গ্রাহক রয়েছেন যারা নিজেদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি অসংখ্য মানুষের আয়-উপার্জনের ব্যবস্থা করেছেন। ইসলামী ব্যাংকগুলোর এই কর্মপদক্ষেপের ফলে দেশের মানুষ ক্রমেই উৎপাদনমুখী হচ্ছে এবং জনসংখ্যা সমস্যা নয় বরং সম্পদে রূপান্তরিত হচ্ছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহের এ কার্যক্রম অব্যাহতভাবে চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে জাতি এর সুফল ভোগ করবে বলে আশা করা যায়।[৩৪২]

ঘ. শ্রমমুখী জনশক্তি গড়ে তুলতে ইসলামী ব্যাংকসমূহের পদক্ষেপ

ইসলামী আদর্শের আলোকে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ দেশের শ্রমবিমুখ মানুষকে শ্রমমুখী করে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের খাত হিসেবে অসংখ্য বেকার যুবকদেরকে চিহ্নিত করে। যাদের শ্রম এবং কর্মতৎপরতাই দেশের চেহারা পাল্টে দিতে পারে। এ লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংকসমূহ বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করে। ইসলামী ব্যাংকসমূহের গড়ে তোলা শিল্প প্রতিষ্ঠানে অসংখ্য কর্মহীন এবং শ্রমবিমুখ বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। এর ফলে শ্রমবিমুখ অসংখ্য বেকার যুবকের মাঝে কর্মচাঞ্চল্য ফিরে আসে এবং তারা ন্যায্য মজুরী লাভ করার সুযোগ পায়। শ্রমমুখী জনশক্তি গড়ে তুলতে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখে ইসলামী ব্যাংকসমূহের পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ। এসকল প্রকল্পের আওতায় প্রদত্ত ক্ষুদ্র ঋণ তৃণমূল পর্যায়ে ব্যাপক কর্মচাঞ্চল্য তৈরি করতে সক্ষম হয়। এর ফলে দেশের বিরাট সংখ্যক মানুষ যারা পুঁজির অভাবে এতদিন শ্রমবিমুখ ছিল, ব্যাংকসমূহ তাদেরকে শ্রমমুখী করে তুলতে সক্ষম হয়। ইসলামী ব্যাংকসমূহ তাদের নিজস্ব কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকেও ন্যায্য পারিশ্রমিক প্রদান করার মাধ্যমে শ্রমের যথাযথ মূল্যায়ন করে আসছে। দেশের প্রাইভেট ব্যাংকগুলোর মাঝে ইসলামী ব্যাংকসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতার হার অন্যান্য প্রচলিত ব্যাংকগুলোর তুলনায় বেশি।

ঙ. ভিক্ষুক ও ভবঘুরে সমস্যা নিরসনে ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম

বাংলাদেশে ভিক্ষাবৃত্তির মূলে যেসব কারণ দেখা যায় তন্মধ্যে দারিদ্র্যতাকে এর মূল হিসেবে বিবেচনা করা যায়। দারিদ্র্য বিমোচন করা গেলে ভিক্ষাবৃত্তির অনেক মৌলিক কারণই দূর হয়ে যাবে। বর্তমানে ভিক্ষাবৃত্তিকে ঘিরে একটি ব্যবসায়িক সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছে সত্য কিন্তু তা দারিদ্র্যকে উপলক্ষ্য করেই। দারিদ্র্য বিমোচন

[৩৪২] মান্নান, *আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকের অবদান*, পৃ. ৭৬

করা গেলে এবং ভিক্ষুক ও ভবঘুরেদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা গেলে এ সিন্ডিকেট ধ্বংস করা যাবে। বাংলাদেশের ভিক্ষুক ও ভবঘুরে সমস্যা সমাধানে এদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমের পাশাপাশি ইসলামের দিকনির্দেশনার আলোকে ভিক্ষুক এবং ভবঘুরেদের পুনর্বাসনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ বিশেষ করে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এর রয়েছে একটি দুস্থ মহিলোা পুনর্বাসন কেন্দ্র যাতে বঞ্চিত, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, এতিম ও অসহায় মহিলোা যাদের ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ ছাড়া অন্যকোন পথ খোলা নেই, তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এসকল ভাগ্যাহত মহিলোরা যাতে সমাজে যোগ্য নাগরিক হিসেবে বেঁচে থাকতে পারে সেজন্য তাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আয়-রোজগারের যোগ্য করে গড়ে তোলা হয়। একইভাবে ভিক্ষুক এবং ভবঘুরেদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে এ ব্যাংকের রয়েছে একটি বস্তি উন্নয়ন প্রকল্প। এ প্রকল্পের আওতায় ব্যাংক ভিক্ষুকদেরকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে থাকে। অন্যান্য ইসলামী ব্যাংকও ইতোমধ্যে এ জাতীয় কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করেছে।[৩৪৩]

চ. নারী নির্যাতন রোধ ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম

বাংলাদেশে নারী নির্যাতন এবং নারী অধিকারহীনতার প্রেক্ষাপটে ইসলামী ব্যাংকসমূহ ইসলামের সুমহান আদর্শের আলোকে নারী নির্যাতন রোধ এবং নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত প্রশংসনীয় কিছু কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : ইসলামী ব্যাংকসমূহে নারী কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দান, নারীর শিক্ষা অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আলাদা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা, দুঃস্থ ও অসহায় নারীদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন। নারীদেরকে টেইলারিং, সেলাই, কাটিং, এমব্রয়ডারী, প্রিন্টিং ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদেরকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা ও নার্সিং ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করে নারীদের জন্য হাসপাতালে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। গরিব পরিবারের মেয়েদের বিবাহে আর্থিক সহায়তা করা, গরিব মহিলোদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য সেলাই মেশিন প্রদান এবং গরু, ছাগল ও হাঁস-মুরগি পালনের জন্য নগদ অর্থ প্রদান, গরীব ছাত্রীদের লেখাপড়ার ব্যয়ভার বহন করা, ঠোঁট কাটা মেয়েদের ফ্রি সার্জারির ব্যবস্থা করা, ফ্রি ধাত্রী প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি। নারীদের পুনর্বাসন এবং স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার এসকল কার্যক্রমের পাশাপাশি নারীদের অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইসলামী ব্যাংকসমূহ সম্প্রতি 'মুদারাবা মাহ্‌র সঞ্চয় প্রকল্প' নামে দশ বছর ও পাঁচ বছর মেয়াদী একটি প্রকল্প চালু করেছে। যাতে এর মাধ্যমে নারীরা আল্লাহ্‌ প্রদত্ত তাদের অধিকার মাহ্‌রানা যথাযথভাবে লাভ করতে পারে। এমনিভাবে ইসলামী ব্যাংকসমূহ নারীদের আর্থ-সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং তাদের অধিকার পুনরুদ্ধারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

[৩৪৩] ফজলুল হক, *বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অবদান মূল্যায়ন* (পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ ২০১৪), পৃ. ২৭২

বাংলাদেশে বিরাজমান এবং চিহ্নিত আর্থ-সামাজিক সমস্যাসমূহকে ইসলাম মানবতার জন্য ঘোরতর সমস্যা হিসেবে মনে করে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দারিদ্র্য যেমন প্রধান সমস্যা তেমনি ইসলামের দৃষ্টিতেও দারিদ্র্য সমগ্র মানবতার বিকাশে প্রধান অন্তরায়। এজন্য ইসলাম দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে এর একটি মৌলিক স্তম্ভ যাকাতকে ধনীদের উপর ফরয করে দিয়েছে। যাকাতের পাশাপাশি মানুষকে বেশি বেশি দান-সাদকা করার প্রতি বিশেষ উৎসাহ দান এবং অন্যান্য আর্থ-সামাজিক বিধি-বিধান প্রণয়নের মাধ্যমে সমাজ থেকে দারিদ্র্য বিমোচনের সুব্যবস্থা করেছে। বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম ইসলামের নির্দেশনার আলোকেই পরিচালিত হচ্ছে।[৩৪৪] একইভাবে বলা যায় যে, এদেশের আর্থ-সামাজিক সমস্যা যেমন: বেকারত্ব, জনসংখ্যা, সুদ, নিরক্ষরতা ও অশিক্ষা, দুর্নীতি, ভিক্ষাবৃত্তি, নারী নির্যাতন ও নারীর অধিকারহীনতা ইত্যাদি সমস্যাসমূহকে ইসলাম মানুষের ইহজাগতিক এবং পরজাগতিক কল্যাণের পথে প্রধান অন্তরায় হিসেবে বিবেচনা করে।

পুরো ব্যাংকিং সেক্টরের সিএসআর কার্যক্রমের চিত্র:

চিত্র ৪.১২: পুরো ব্যাংকিং সেক্টর ও ইসলামী ব্যাংকিং সেক্টরের সিএসআর চিত্র[৩৪৫]

ব্যাংলাদেশের সকল ব্যাংকের সিএসআর প্রদানের পরিমাণ ৯৩৯৯.৬৭ মিলিয়ন টাকা। আর ইসলামী ব্যাংকসমূহ ২৭৮৪.৭ কোটি টাকা সিএসআর প্রদান করে। যা পুরো ব্যাংকিং সেক্টরের ২৩ শতাংশ প্রায়। বাকী ৭৭% সিএসআর প্রচলিত বা কনভেনশনাল ব্যাংকিং সেক্টর প্রদান করেছে।

[৩৪৪] ফজলুল হক, *বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অবদান মূল্যায়ন* (পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ ২০১৪), পৃ. ২৭৩

[৩৪৫] ব্যাংলাদেশ ব্যাংক, বার্ষিক রিপোর্ট-২০২০, পৃ. ৬০

নিচে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকগুলোর সিএসআর কার্যক্রমের একটি চিত্র তুলে ধরা হলো:[৩৪৬]

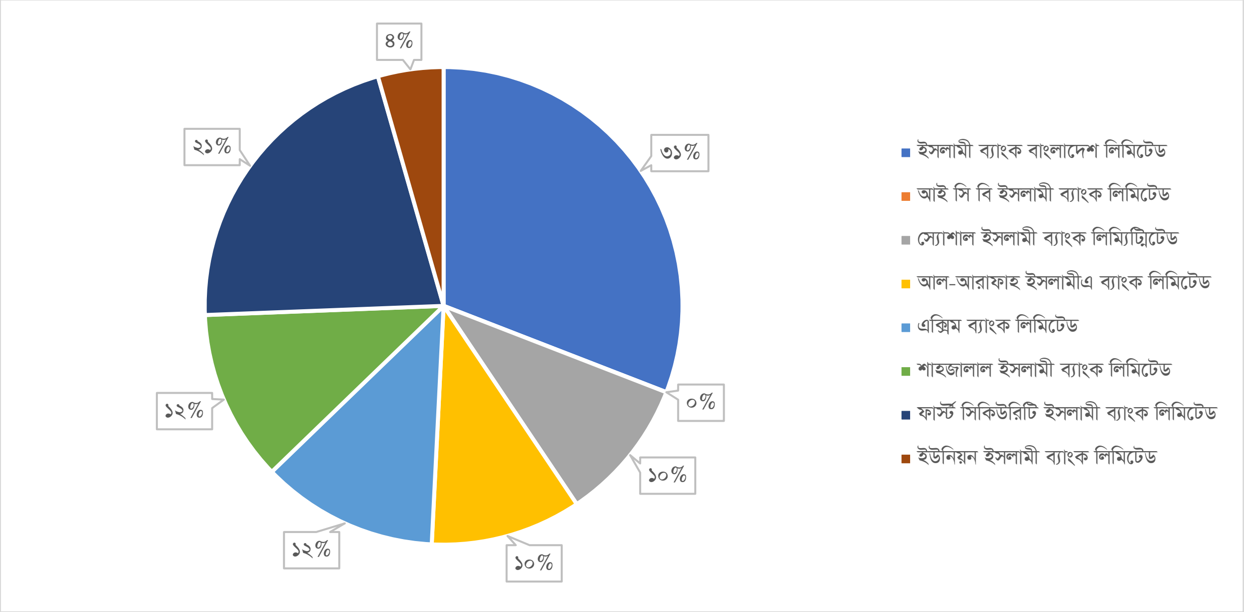

চিত্র ৪.১২: পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকসমূহের সিএসআর চিত্র[৩৪৭]

বাংলাদেশে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকসমূহ মোট ২৭৮.৪৭ কোটি টাকা সিএসআর হিসেবে প্রদান করে। তবে এর মাঝে ৩১% বাংলাদেশ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড দখল করে রেখেছে। আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ০.০০১%, স্যোশাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ১০%, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ১০%, এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড ১২%, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ১২%, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ২১%, ইউনিয়ন ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ৪% সিএসআর হিসেবে দান করেছিল। উপরিউক্ত আলোচনায় একথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক সমস্যাসমূহ মোকাবেলায় ইসলাম যে কর্মসূচী এবং দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে, এদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ সে কর্মসূচী এবং দিক-নির্দেশনার আলোকেই আর্থ-সামাজিক সমস্যাসমূহ সমাধানে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ব্যাংক ফাউন্ডেশন, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও কার্যক্রম

বাংলাদেশে কার্যরত ইসলামী ব্যাংকগুলোর অনেকগুলোই ব্যাংক ফাউন্ডেশন-এর মাধ্যমে সিএসআর এর দায়িত্ব পালন করে থাকে।

[৩৪৬] সিএসবিআইবি, ইসলামী ব্যাংক কার্যক্রম বার্ষিক রিপোর্ট-২০২০, পৃ. ১
[৩৪৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১

ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন প্রকল্প

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড প্রচলিত অর্থে কেবল একটি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান নয়, বরং ইসলামের মহান লক্ষ অনুসারে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যাবতীয় জুলুম-শোষণের অবসান ঘটিয়ে সুবিচার ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা এবং মানবতার অর্থনৈতিক মুক্তিসাধন করাও এর অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড তার জন্ম লগ্ন থেকে নিজস্ব যাকাতের অর্থ এবং ব্যাংকের উদ্যোগে, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছ থেকে সংগৃহীত দানের দ্বারা সাদকাহ তহবিল গঠন করে দারিদ্র্য অসহায় ও দুঃস্থ মানবতার অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে সমাজ কল্যাণমূলক কাজ আঞ্জাম দিয়ে আসছে। এই কাজকে আরো সম্প্রসারিত ও সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে ১৯৯১ সালে ব্যাংক সাদকাহ তহবিলকে পুনর্গঠন করে ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন নামে একটি পূর্ণাঙ্গ সংগঠন কায়েম করে। ফাউন্ডেশন স্বতন্ত্র হিসাব ও ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধনকৃত একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের প্রধান প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে।

১. আর্ত-মানবতার সেবা।

২. শিক্ষা সম্প্রসারণ, গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষার বিকাশ সাধন।

৩. আত্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।

৪. স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সুবিধার সম্প্রসারণ।

৫. শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ক্রীড়া, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ সাধন।

৬. ইসলামী মতাদর্শের প্রচার, প্রসার ও গবেষণামূলক কর্মকান্ডে উৎসাহয়ন।

৭. বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্বের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জনগণের মধ্যে সহযোগিতা ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধি।

৮. মানব সম্পদের উন্নয়ন সাধন করা।[৩৪৮]

আয়ের উৎস

- ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডসহ বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের যাকাত দেশি-বিদেশি বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অনুদান।

[৩৪৮] ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন, (ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত, সেপ্টেম্বর ২০০০), পৃ. ৩০

- শরিয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ সুদমুক্ত নয় ইসলামী ব্যাংকের এমন আয়সমূহ (এসব আয় ব্যাংকের মুনাফার অন্তর্ভুক্ত না করে জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করার জন্য ফাউন্ডেশনে প্রদান করা হয়।)
- ফাউন্ডেশনের নিজস্ব প্রকল্প থেকে আয় ইত্যাদি।

বহুমুখী কার্যক্রম

দারিদ্র্য, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা, ভিক্ষাবৃত্তি, অপুষ্টি, কুসংস্কার, সন্ত্রাস, সামাজিক অস্থিরতা ইত্যাদি সমস্যায় বাংলাদেশ বিশেষভাবে জর্জরিত। ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন দেশের দুঃস্থ, অসহায় ও সমস্যাগ্রস্ত মানুষের দুঃখ দুর্দশা লাঘব এবং বেকার জনগোষ্ঠীকে কর্মক্ষম ও স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প ও কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এসব প্রকল্প ও কার্যক্রমের পরিচিতি উপস্থাপন করা হলোঃ

(ক) আয়-বর্ধন প্রকল্প

এই প্রকল্পের অধীনে গ্রামীণ স্বাস্থ্য-কর্মীদের প্রশিক্ষণ দান ও চিকিৎসা-সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয় ; এছাড়া পোলট্রি, মৎস্য চাষ, কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র ব্যবসায় পুঁজি যোগান দেয়া হয়। রিক্সা, সেলাই মেশিন ও দুধের গাভী সরবরাহের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও আয়-বৃদ্ধির ব্যবস্থাও করা হয়।

(খ) বিক্রয় কেন্দ্র (মনোরম)

পল্লী অঞ্চলের অসহায় ও দরিদ্র মহিলোাদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করা এবং তাদের তৈরি তাঁতের কাপড়, হস্তশিল্প, পোষাক ইত্যাদি বিক্রয়ের জন্য রাজধানী নগরীতে মনোরম নামে একটি বিক্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে। মহিলাদের যাতে শরিয়তের সীমার মধ্যে সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করতে এবং সম্মানজনকভাবে জীবন যাপন করতে পারে, সে লক্ষ্যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

এ প্রকল্পের অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে মহিলোাদের জন্য সুন্দর ও আকর্ষণীয় পোষাক উদ্ভাবন, নারী সমাজ যাতে ইসলামী নীতিমালার মধ্যে রুচিশীল পোষাক পরতে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং উৎসাহবোধ করেন। এ লক্ষ্যে ঢাকা নগরীর সোনারগাঁও রোডে একটি বহুমুখী শপিং কমপেক্স চালু করা হয়েছে।

(গ) ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল

ফাউন্ডেশন ঢাকা নগরীতে দরিদ্র লোকদের স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা-সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ৬০ শয্যাবিশিষ্ট একটি হাসপাতাল চালু করেছে। হাসপাতালে আউটডোরে চিকিৎসা সুবিধাসহ প্যাথোলজি, সার্জারী, গাইনী, কিডনী, মেডিসিন ইত্যাদি বিভাগ রয়েছে। হাসপাতাল লাভ নয় লোকসান নয় ভিত্তিতে চালানো হয় বলে রুগীদের থেকে কেবলমাত্র প্রকৃত খরচ নেয়া হয়।

(ঘ) সার্ভিস সেন্টার

ফাউন্ডেশন উপকূলীয় অঞ্চলে স্থায়ী সার্ভিস সেন্টার নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সেন্টারগুলো সমন্বিত সমাজ উন্নয়নের কেন্দ্ররূপে কাজ করতে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

(ঙ) মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প

দেশের বিপুল বেকার যুবশক্তিকে আত্মনির্ভরশীল করা এবং কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কর্মমুখী প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য ঢাকা নগরীতে মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে।

(চ) ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল

মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত জনসাধারণকে কম খরচে চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিভাগীয় শহর ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, বরিশাল ও খুলনায় ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ হাসপাতালগুলোতে মেডিসিন, গাইনি, সার্জারি, শিশু, নাক-কান-গলা, চর্ম ও যৌন, ইউরোলজি, নিউরোসার্জারী, অর্থোপেডিকসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের দ্বারা চিকিৎসা সেবা প্রদানের ব্যবস্থা আছে। এছাড়া সার্বক্ষণিক এমার্জেন্সি সার্ভিস, এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস এবং মেডিসিন ষ্টোর খোলা রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল বিভাগীয় শহরে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল স্থাপনের পরিকল্পনা ফাউন্ডেশনের কর্তৃপক্ষের রয়েছে।[৩৪৯]

(ছ) ইসলামী ব্যাংক কমিউনিটি হাসপাতাল

বিভাগীয় শহরে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা ছাড়াও স্থানীয় উদ্যোক্তাদের সহায়তায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কমিউনিটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। কমিউনিটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হচ্ছে, সমন্বিতভাবে কম খরচে সার্বিক চিকিৎসা সেবার সুযোগ সৃষ্টি, ব্যাপক জনগোষ্ঠীর দ্বারপ্রান্তে আধুনিক চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দেয়া, শিক্ষিত তরুণ ডাক্তারদের জন্য আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং তাদেরকে জেলা ও থানা পর্যায়ে চিকিৎসা সেবা প্রদানের কাজে নিয়োজিতকরণ, জনগণের মধ্যে পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি এবং সর্বোপরি চিকিৎসা ক্ষেত্রে মানব সেবার মহান আদর্শ সমুন্নত রাখা। বর্তমানে সাতক্ষীরা ও মানিকগঞ্জে ২ টি কমিউনিটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আরো ৬টি স্থানে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক অনুমোদন হয়েছে। স্থানীয় উদ্যোক্তাদের আগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য এলাকায়ও পর্যায়ক্রমে কমিউনিটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের রয়েছে।[৩৫০]

---

[৩৪৯] ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন, (ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত, সেপ্টেম্বর, ২০০০), পৃ. ৩১

[৩৫০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

(জ) ইসলামী ব্যাংক ফিজিওথেরাপী এন্ড ডিসএ্যাবেল রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার

বাংলাদেশে বিপুল সংখ্যক শারীরিক প্রতিবন্ধী লোক রয়েছে, যাদের বেঁচে থাকার মাধ্যম হচ্ছে ভিক্ষাবৃত্তি। এধরনের প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একদিকে যেমন স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা সম্ভব, অন্যদিকে তেমনি সমাজের বোঝাও কমানো সম্ভব। উল্লিখিত উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ভাগ্য বিড়ম্বিত এসব প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনের জন্য "ইসলামী ব্যাংক ফিজিওথেরাপী এন্ড ডিসএ্যাবল্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার" নামে ৪/১৪, হুমায়ুন রোড, মোহাম্মাদপুর, ঢাকায় একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ সেন্টারে প্রতিবন্ধীদের ইনডোর ও আউটডোরে চিকিৎসার পাশাপাশি দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।[৩৫১]

ইসলামী শিক্ষা বিকাশে ভূমিকা

ইসলামী ব্যাংকসমূহ মানুষের কল্যাণে কাজের পাশাপাশি ইসলামের প্রচারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। নিম্নে ইসলাম প্রচারে ইসলামী ব্যাংকসমূহের কিছু কার্যক্রম উল্লেখ করা হলো। যেমন:

(ক) দারসুল কুরআন প্রোগ্রাম

ইসলামী ব্যাংক ইসলামী দা'ওয়াহ সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন ও প্রদানের জন্য ব্যাংকের অধীনে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে দারসুল কুরআন প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সকল শাখাসমূহে প্রতিদিন বাদ আসর এ প্রোগ্রামের আয়োজন করে থাকে। এতে প্রতিদিন পবিত্র কুরআন শরীফের মধ্য হতে নির্দিষ্ট অংশের দারস পেশ করা হয়। এছাড়া আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকও হাতে নিয়েছে দারসুল কুরআন প্রোগ্রাম। বাদ জোহর ও বাদ আসর এবং প্রতি সোমবার মাগরিবের নামাজের পর এ প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে সুরা ফাতেহা থেকে সুরা নাস পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে পূর্ণাঙ্গ কুরআনের অনুবাদসহ সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা উপস্থাপন।

(খ) দারসুল হাদীস

অনুরূপভাবে ইসলামী ব্যাংকগুলোতে বিশেষ করে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ও আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের প্রতিটি শাখায় দারসুল হাদিসের প্রোগ্রামও হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সহীহুল বুখারী, রিয়াদুস সালেহীন ও রাহে আমলের গুরুত্ব দেয়া হয়। এ দারসে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় মৌলিক বিষয়সমূহের আলোচনা হয়ে থাকে।

(গ) মাসআলা-মাসায়েলের চর্চা

ইসলামী ব্যাংকে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাঝে ইসলামী শরিয়তের বিভিন্ন মাসআলা মাসায়েল নিয়ে আলোচনা হয়, যা ইসলামী দা'ওয়াহ বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

---

[৩৫১] ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন, পৃ. ৩১

(ঘ) গ্রামীণ গ্রাহকদের মাঝে দ্বীনের দাওয়াত উপস্থাপন

ইসলামী ব্যাংকসমূহ বিশেষ করে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ইসলামের সুমহান আদর্শের ভিত্তিতে অর্থনীতিতে ইনসাফ ও পল্লী জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের পাশাপাশি তাদের মাঝে ইসলামের মৌলিক বিষয়ের সহীহ বুঝ পেশের জন্য গ্রামীণ গ্রাহকদের নিয়ে ৫ সদস্য বিশিষ্ট গ্রুপ গঠন করে। এ রকম ৫/৬ টি গ্রুপ মিলিত হয়ে প্রতি মাসে চারটি বৈঠক করে থাকে। এ বৈঠকে ব্যাংকিং বিষয়ের আলোচনার পাশাপাশি কুরআন-হাদীস থেকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করা হয়।

(ঙ) প্রশিক্ষণ

ইসলামী ব্যাংক তার অধীনে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে ব্যাংকিং বিষয়ের পাশাপাশি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। যেমন দারসুল কুরআন ও হাদীস তৈরি, তাওহীদ সম্পর্কিত জ্ঞান প্রদানের ব্যবস্থা এবং সাপ্তাহিক বৈঠকের মাধ্যমে শরয়ী মাসয়ালা-মাসায়েল প্রশিক্ষণ। এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

(চ) ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং ইনিষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা

ইসলামী ব্যাংক তার সঙ্গে সদস্যদেরকে দক্ষ ব্যাংকার হিসেবে গড়ে তোলার পাশাপাশি ইসলামের নিন্মোক্ত বিষয়ের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।

- ✓ Islamic Modes.
- ✓ Manners and Etiquette in Islam.
- ✓ Economic Development in Islam and the role of Zakat in poverty Alleviation.
- ✓ Riba, Bai, Profit and Rent.
- ✓ Fiscal and Monetery policy in Islam.
- ✓ Theory of consumption in Islamic Economics.
- ✓ Role of Market in Islamic Economy.
- ✓ Theory of Distribution and social Justice in Islam.

এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এক নতুন দিগন্তের সৃষ্টি করেছে। এ উপলক্ষে এ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছে নিজস্ব IBTRA ভবন[৩৫২] প্রতিষ্ঠানে সারা বছরই ব্যাংকের নির্বাহী কর্মকর্তাদের থেকে শুরু করে

[৩৫২] IBTRA: Islami Bank Training and Research Academy, Mohammadpur, 132/2A, Block : B, Babar Road, Dhaka

সর্বনিম্নস্তরের জনশক্তিকে বিভিন্ন কোর্সের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। যা ইসলামী দা'ওয়াহ সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

(ছ) ইসলামী ব্যাংক মডেল স্কুল এন্ড কলেজ

আধুনিক শিক্ষার সাথে ধর্মীয় মূল্যবাধের সমন্বয়ের মাধ্যমে শিশুদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ১৪৭, গ্রীন রোড, ঢাকায় ইংলিশ মিডিয়াম 'ইসলামী ব্যাংক মডেল স্কুল এন্ড কলেজ' নামে একটি ইংলিশ মিডিয়াম প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ স্কুল শিশুদের মন-মানসিকতায় ইসলামী দাওয়াহর চেতনা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে।[৩৫৩]

(জ) বাংলাদেশ সংস্কৃতি কেন্দ্র

আজকাল কোনো দেশ শুধু শক্তির জোরে জয় করা যায় না ; বরং চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস ইত্যাদি জনগণের মন-মগজে ঢুকিয়ে দিয়ে সমাজ ও জাতিকে গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ করে রাখা হয়। সুতরাং সংস্কৃতি যে কোনো দেশের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও নেতৃত্বদানকারী উপাদান। তাই বর্তমানে অনেক মুসলিম দেশের মত বাংলাদেশেও এলিট শ্রেণি, বিত্তশালী গাষ্ঠৌ ও নতুন প্রজন্ম পশ্চিমা ক্ষতিকারক সংস্কৃতির দ্বারা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত। এ পরিস্থিতিতে দেশিয় সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন ঢাকাতে প্রতিষ্ঠা করেছে বাংলাদেশ সংস্কৃতি কেন্দ্র ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান।[৩৫৪]

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক

(ক) ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞান ও দাওয়াহ বিষয়ক শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ৩২, তোপখানা রোড, চট্টগ্রাম ভবনের ২য় তলায় কোলাহলমুক্ত নিরিবিলি ও ছায়াঘেরা মনোরম পরিবেশে গড়ে তুলেছে এক বিশাল লাইব্রেরি। প্রতিষ্ঠিত এ লাইব্রেরি ২০০০ সাল থেকে সকল স্তরের জনগণের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। প্রায় ২৩,০০০ এরও বেশি দেশি-বিদেশি পুস্তক সম্বলিত এ লাইব্রেরিতে প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের পাঠক, গবেষক, অধ্যাপক, ছাত্র-ছাত্রী, ব্যাংকার, ডাক্তার, লেখক, প্রকৌশলী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, রাজনীতিক, অনুবাদক এবং শিশু-কিশোরের সমাগম ঘটে। লাইব্রেরিতে ধর্ম, অর্থনীতি, কম্পিউটার, ব্যাংকিং, ব্যবসায় প্রশাসন, সমাজ-বিজ্ঞান, ইংরেজি ও আরবি ভাষা, শিশু সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ের উপর বাংলা, ইংরেজি, উর্দু ও আরবি ভাষায় রচিত দেশি ও বিদেশি এমন কিছু বিরল গ্রন্থ রয়েছে, যা বাংলাদেশের অন্য লাইব্রেরিতে খুঁজে পাওয়া দুস্কর। লাইব্রেরিতে বিভিন্নমুখী

---

[৩৫৩] ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন, পৃ. ৩৪
[৩৫৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

জ্ঞানের সমাবেশ থাকলেও পুস্তক সংগ্রহের ক্ষেত্রে ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা ও ইসলামী মূল্যবোধ তৈরির প্রতি জোর দেয়া হয়ে থাকে। এ উপলক্ষ্যে এ লাইব্রেরি প্রতি দু'মাসে অন্তত একবার ইসলামী সামাজিক জীবন ব্যবস্থার আলাকে রচিত ফিল্ম ও বিজ্ঞানভিত্তিক ইসলামী ডকুমেন্টারী ফিল্ম প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে থাকে। এখানে ফ্রি ইন্টারনেট ব্রাউজিং এর ব্যবস্থা রয়েছে।[৩৫৫]

(খ) আল-আরাফাহ ইংলিশ মিডিয়াম মাদ্রাসা

ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ইসলামের শান্তি, দাওয়াতী কাজের গুরুত্ব ও সাম্যের আন্তর্জাতিক আদর্শে গড়ে তোলা এবং ব্যাংকিং কার্যক্রমসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে ইসলামসম্মত পদ্ধতি চালু করার লক্ষ্যে জনসম্পদ তৈরি ও ব্যাপকার্থে মানব কল্যাণে অবদান রাখার লক্ষ্যে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন একটি ইংলিশ মিডিয়াম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছে। ১৯৯৯ সালে ঢাকার ২১, সি জিগাতলা, ধানমন্ডিতে আল আরাফাহ ইংলিশ মিডিয়াম মাদ্রাসার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ও লেভেল পর্যন্ত এ ধরনের প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে এটাই প্রথম।[৩৫৬]

এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড ফাউন্ডেশন

এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড “এক্সিম ব্যাংক ফাউন্ডেশন” এর মাধ্যমে সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বিভিন্ন কার্যক্রমের জন্য তাদের কিছু খাত রয়েছে। যেমন: শিক্ষা, মেধাবৃত্তি, ইউনিভার্সিটি, স্বাস্থ্য খাত, হসপিটাল, সেইফ সিটি ও ইত্যাদি।

শিক্ষা: এক্সিম ব্যাংক দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে শিক্ষা মানবতার একমাত্র সম্পদ। শিক্ষার বিস্তারে বাধা দেওয়া উচিত নয়, কারণ এর ফলে দেশের দরিদ্রদের জন্য অগ্রগতি ও সমৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত হয়। শিক্ষা হলো মৌলিক বিষয় যা এর স্তরগুলোতে বেশিরভাগ ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে আরও পরিবর্তনগুলোকে উদ্দীপিত করার জন্য প্রভাব ফেলে। আমাদের সমাজ প্রকৃত অর্থে সমতা ও গণতন্ত্রের নীতিতে গড়ে উঠবে, যদি সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষা নিশ্চিত করা যায়। তাই, শিক্ষাকে পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য এক্সিম ব্যাংকের লক্ষ্য হলো সমৃদ্ধ জাতি গঠনে সহায়তা করা। তাতে এক্সিম ব্যাংক দুইটি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। যথা:

(ক) এক্সিম ব্যাংক স্কলারশীপ: ২০০৬ সালে ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্বনামধন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে নির্বাচিত ৬১ জন দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের নিয়ে এক্সিম ব্যাংক স্কলারশিপ প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছিল। ল্যাবরেটরি হাইস্কুল, ভিকারুন্নেসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ইত্যাদি।

[৩৫৫] আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, এ্যানুয়াল রিপার্ট ২০০৩, পৃ. ৩৭

[৩৫৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।

৩০ এপ্রিল ২০১৩ পর্যন্ত এক্সিম সারা দেশে প্রায় ৩৫০টি স্বনামধন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ২১০০ জনের মতো শিক্ষার্থী ভর্তি করেছে। এই প্রোগ্রামে নাম নথিভুক্ত করা ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাগত জীবনের বাকি সময় যত্ন নেওয়া হবে, যার মধ্যে রয়েছে সন্তোষজনক একাডেমিক ফলাফল, ছাত্র রাজনীতিতে জড়িত না হওয়া ইত্যাদি যোগ্যতার মাপকাঠি পূরণ সাপেক্ষে এই প্রোগ্রামের অধীনে বৃত্তি হিসাবে বিতরণ করা হয়। ইতোমধ্যে এক্সিম ব্যাংক স্কলারশিপ প্রোগ্রামে যারা তাদের পড়াশোনা শেষ করেছেন তারা ফাউন্ডেশন থেকে বৃত্তি পাওয়ার যোগ্য হবেন না। প্রোগ্রামের নীতি অনুযায়ী তাদের পদ শূন্য হিসেবে গণ্য করা হবে এবং শূন্যপদ পূরণ করা হবে একই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বিভাগ থেকে একই সংখ্যক নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি করে। এছাড়াও স্কলারশিপ প্রোগ্রামে অতিরিক্ত গরিব কিন্তু মেধাবী ছাত্রদের নথিভুক্ত করতে চলেছে যাদেরকে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে ক্যাপশন দেওয়া হয়েছে "অদম্য মেধাবী" "অভাবী ঘরের মেধাবী মুখ" "আধার ঘরের চাদের আলো" ইত্যাদি।

(খ) শিক্ষা উন্নয়ন স্কিম: শিক্ষা প্রচার প্রকল্পের অধীনে, দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য করদ্ বা সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করা হয় যাতে তাদের শিক্ষাগত খরচ, খাবার, বাসস্থানসহ মাসিক শিক্ষা ব্যয় বহন করতে সহায়তা করা হয়। করদ্‌টি নির্বাচিত ছাত্রদের মাসিক কিস্তিতে বিতরণ করা হয় যতক্ষণ না তাদের স্নাতকোত্তর সম্পন্ন হয়।

(গ) এক্সিম ব্যাংক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়: বাংলাদেশের ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় ঘন ঘন নদীভাঙন, বন্যা ও খরা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে সামাজিক বৈষম্য এবং দরিদ্র বাসিন্দাদের জীবিকাকে প্রভাবিত করে অভিবাসনের বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাংকে তাদের অগ্রগতিতে সহায়তার জন্য কিছু উদ্যোগ গ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করেছিল। এখন অবধি উত্তরবঙ্গে কোনো বেসরকারি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব নেই যদিও দেশের উত্তরাঞ্চল ঘনবসতিপূর্ণ এবং কৃষি উন্নয়নের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। এসএসসি ও এইচএসসিতে ভালো ফলাফল করা মানসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশ প্রতি বছর সরকারি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না। মোটকথা, ভর্তির সহজলভ্যতা তাদেরকে কৃষিতে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম করবে। এক্সিম ব্যাংক সারা দেশে রপ্তানি আমদানি উদ্যোগকে সমর্থন করে। উত্তরবঙ্গে অনেক রপ্তানিযোগ্য কৃষিপণ্য উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড রাজশাহীর চাঁপাইনবাবগঞ্জে একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে।

স্বাস্থ্য খাত

বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশ। জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে। উপযুক্ত ও আধুনিক চিকিৎসা সুবিধা তাদের নাগালের বাইরে। স্পষ্টতই সরকারের পক্ষে সবার জন্য যথাযথ চিকিৎসা সেবা দেওয়া সম্ভব নয়। অধিকন্তু, বেসরকারি আধুনিক স্বাস্থ্যসেবাগুলো বেশিরভাগ মানুষের সাধ্যের বাইরে। সুতরাং, দরিদ্র এবং অসহায়দের স্বাস্থ্যসেবা সুবিধার জন্য

খুব কম জায়গা রয়েছে যা সত্যিকার অর্থে তাদের জীবনকে সহজ করবে। এই পরিস্থিতি বিবেচনা করে, এক্সিম ব্যাংক স্বাস্থ্যসেবা খাতকে মোকাবেলা করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে বিবেচনা করেছে।[৩৫৭]

(ক) এক্সিম ব্যাংক হাসপাতাল: এক্সিম ব্যাংক হাসপাতাল ৮ই মে, ২০১০ থেকে চিকিৎসা সেবা প্রদান শুরু করেছে। এটি জাতির প্রতি ব্যাংকের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন। বিশেষ করে আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা সুবিধাগুলোতে দরিদ্র রোগীদের আরামদায়ক সেবা নিশ্চিত করার জন্য হাসপাতালটির সূচনার পর থেকে ব্যাংক ও কর্মীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সকল ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পরিষেবা আনার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে। এক্সিম ব্যাংক হাসপাতাল প্রতিটি ক্ষেত্রে হাসপাতালের পেশাদারদের সীমাহীন পরিশ্রম, যত্ন এবং ইতিবাচক মনোভাবের কারণে সকল ক্ষেত্রের মানুষের আস্থা অর্জন করেছে। বর্তমানে হাসপাতালের ২৪ ঘন্টা পরিষেবা ইউনিটগুলো হলো প্যাথলজি, রেডিওলজি এবং ইমেজিং, ফার্মেসি, ইমার্জেন্সি, মেডিসিন, ডেন্টিস্ট্রি, সার্জারি, ইএনটি, শিশু ও মাতৃত্বের যত্ন ইত্যাদি। এছাড়াও, এক্সিম ব্যাংক দরিদ্র অসহায়দের সাহায্য করার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করে।

(খ) বার্ন ইউনিট: ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটের ১২ শয্যাবিশিষ্ট নিবিড় পরিচর্যা ইউনিটের সংস্কার কাজের অংশীদার হওয়া এক্সিম ব্যাংকের এক অতুলনীয় তৃপ্তি। সারাদেশ থেকে গুরুতরভাবে দগ্ধ দরিদ্র ও অসহায় রোগীদের আক্ষরিক অর্থেই আইসিইউ সুবিধা এবং উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন এবং নিবেদিত প্রাণ ডাক্তারদের দ্বারা তুলনামূলকভাবে উন্নত চিকিৎসা পাওয়ার একমাত্র জায়গা রয়েছে। এক্সিম ব্যাংক এই ঐশ্বরিক প্রচেষ্টার অংশ হতে পেরে আনন্দিত।

(গ) সুন্দর শহর - নিরাপদ শহর:

ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এক্সিম ব্যাংক ২০০৫ সাল থেকে রাজধানীর সৌন্দর্যবর্ধনের বিশাল কাজের একটি বড় অংশ ভাগ করে নিচ্ছে। রাজধানীকে পর্যাপ্ত নগর সুযোগ-সুবিধা সমৃদ্ধ একটি আধুনিক শহর হিসেবে গড়ে তোলার জন্য, এক্সিম ব্যাংক সর্বদা সরকারের সাথে হাত মিলিয়ে কাজ করছে। শাহবাগ ক্রসিংয়ের কাছে পরীবাগে "তানজিলা সারাহ ফুট-ওভার ব্রিজ" নামে একটি ফুট ওভার ব্রিজ নির্মাণের জন্য এক্সিম ব্যাংক অনুদান দিয়েছে। এই ধরনের ফুট ওভার ব্রিজ নির্মাণের মাধ্যমে শহরকে নিরাপদ করা ব্যাংকের প্রতিফলন যা এখন ব্যস্ত রাস্তা পারাপারের সময় নগরবাসীর জন্য একটি বড় সহায়ক।

[৩৫৭] এক্সিম ব্যাংক ওয়েবসাইট, https://www.eximbankbd.com/about/Exim_Bank_Foundation, সংগ্রহের তারিখঃ ০২.০২.২০২২

এছাড়াও, ফাউন্ডেশনের তহবিলের একটি ভাল অংশ জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্য কাজ করা দাতব্য সংস্থাগুলোতেও যায়।

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক সিএসআর ব্যবহার করে বৃহত্তর সম্প্রদায়ের কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং জাকাত তহবিল বিতরণের জন্য "শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন" নামে একটি ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছে।

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের মূল উদ্দেশ্য হলো:

- দরিদ্র ও দুস্থ মানুষদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান;
- বৃত্তি, পুরস্কারের মাধ্যমে মেধাবী দরিদ্র শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সহায়তা প্রদান;
- বন্যা, ঘূর্ণিঝড় বা দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের আর্থিক সহায়তা প্রদান;
- মানবিক সহায়তা প্রদান;
- দেশের সংস্কৃতি, খেলাধুলার উন্নয়নে আর্থিক সহায়তা প্রদান;
- সামাজিক ও পরিবেশগত কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করা।

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনে অন্যান্য ইসলামী ব্যাংকের মতো অনুদানের মাধ্যমে নিম্নোক্ত তহবিলের উৎস রয়েছে:

১) জনসাধারণের কাছ থেকে প্রাপ্ত যাকাত;

২) ব্যাংকের সংবিধিবদ্ধ রিজার্ভ, শেয়ার প্রিমিয়াম, সাধারণ রিজার্ভ, ধরে রাখা আয় ইত্যাদির শেষ ব্যালেন্সের উপর ভিত্তি করে জাকাত অবদান;

৩) ফিতরা;

৪) মান্নাত;

৫) কাফফারাহ;

৬) ব্যবহারকারী;

৭) সন্দেহজনক আয়;

৮) মেয়াদোত্তীর্ণ বিনিয়োগ থেকে অতিরিক্ত আয় (সুদ হিসাবে বিবেচিত);

৯) বাংলাদেশ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে প্রাপ্ত সুদ;

১০) প্রচলিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, বিদেশে নস্ট্রো অ্যাকাউন্ট থেকে প্রাপ্ত সুদ।[৩৫৮]

শিক্ষা: শিক্ষা ও চাকরি কেন্দ্রিক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ৩০%। প্রতি বছর এস.এস.সি এবং এইচ.এস.সি. এবং সমমানের ৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি বিতরণ করা হয়।

স্বাস্থ্য: অলাভজনক সংস্থা হিসেবে চলমান হাসপাতালগুলোতে প্রতিরোধমূলক এবং নিরাময়মূলক স্বাস্থ্যসেবা ২০% অনুদান।

জলবায়ু ঝুঁকি: পরিবেশ রক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যাংক ১০% সিএসআর এর অর্থ বৃক্ষরোপণ, ঘূর্ণিঝড়ে ঘর মেরামত (সর্বশেষ ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় করা হয়েছিল), বন্যা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ইত্যাদি।

অন্যান্য: তাজরিন ফ্যাশন বিপর্যয়, রানা প্লাজা বিপর্যয়, নেপালের বিশাল ভূমিকম্প, রোহিঙ্গা সহায়তা ইত্যাদির সময় উল্লেখযোগ্যভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দুর্যোগে সহায়তা করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর তহবিলে কম্বল বিতরণ এবং নগদ অবদান ইত্যাদি।

স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড

ব্যাংক ফাউন্ডেশন: স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক ফাউন্ডেশন ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার সূচনা থেকে এটি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে কয়েকটি দিকে লক্ষ্য রাখে: শিক্ষা ও গবেষণা, স্বাস্থ্যসেবা, শিল্প ও সংস্কৃতি এবং সামাজিক প্রকল্প।

স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক চায় সমাজের অনৈতিকতা দূর করতে, দেশের নাগরিকদের মধ্যে সহানুভূতি তৈরি করতে, মানুষকে ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করতে এবং প্রকৃতি সংরক্ষণ করতে। এভাবে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি, নিঃস্বদের পুনর্বাসন, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানো, সমাজের শিল্প-সংস্কৃতি সংরক্ষণ এবং বিভিন্ন কারণে সৃষ্ট মানবিক দুর্ভোগ মোকাবেলা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র যেখানে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক তার সামাজিক ও জনহিতকর দায়িত্ব পালন করে আসছে। [৩৫৯] ৩ জুন ১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে, SBL মানবতার মহৎ উদ্দেশ্যে সক্রিয় ছিল। বন্যা, খরা, দুর্ভিক্ষসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় এসবিএল সবসময় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ায় এবং শুধু ব্যাংক থেকে নয়, ব্যাংক ফাউন্ডেশন থেকেও সহায়তা প্রদান করে। একটি তেজি বাজার ছাড়া একটি ব্যবসার উন্নতি হতে পারে না, একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক পরিবেশ ছাড়া একটি ব্যবসা তার অবস্থানকে ভাগ্যবান করতে পারে না, শক্তিশালী নেতা ছাড়া সুস্থ উদ্যোগ থাকতে পারে না। সুস্থ জনসংখ্যা ছাড়া নেতৃত্ব নেই। এর চূড়ান্ত বিয়োগ হলো, ব্যবসা জনসংখ্যার

---

[৩৫৮] ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক ওয়েবসাইট, https://fsiblbd.com, সংগ্রহের তারিখ: ০২.০২.২০২২

[৩৫৯] স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড ওয়েবসাইট, https://fsiblbd.com, সংগ্রহের তারিখ: ০২.০২.২০২২

উপর নির্ভর করে। অর্থনীতির প্রতিটি মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমাদের ব্যবসায় টিকিয়ে রাখার জন্য অবদান রাখে, তাই আমরা আমাদের CSR কার্যক্রমকে বিস্তৃত গোষ্ঠীতে বিভক্ত করার সুবিধার জন্য আমাদের কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

০১. আমাদের শেয়ারহোল্ডারদের জন্য: স্থিতিশীল মুনাফা তৈরির মাধ্যমে তাদের বিনিয়োগে ন্যায্য রিটার্ন নিশ্চিত করে।

০২. আমাদের গ্রাহকের জন্য: আমাদের প্রতিটি ব্যবসায় সবচেয়ে বিনয়ী এবং দক্ষ পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে সবচেয়ে যত্নশীল ব্যাংক হয়ে ওঠা।

০৩. আমাদের কর্মচারীর জন্য: কর্মীদের সদস্যদের মঙ্গল প্রচার করে।

০৪. আমাদের সম্প্রদায়ের জন্য: জাতীয় নীতি এবং উদ্দেশ্যগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে আনুগত্যের মাধ্যমে একটি বাস্তব উপায়ে আমাদের সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল কর্পোরেট সত্তাকে নিশ্চিত করা।

কমিউনিটির জন্য আমাদের CSR কার্যক্রম আমাদের ফাউন্ডেশনের নাম "স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক ফাউন্ডেশন" দ্বারা সম্পাদিত হয়। বাকি গোষ্ঠীগুলোর জন্য, সিএসআর ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাপনা নিজেই পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়।

স্যোশাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড:

একটি শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংক হিসেবে, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড তার সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন এবং সর্বদা দেশের সামাজিক কল্যাণে অংশ নেওয়ার চেষ্টা করে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পুনর্বাসন, দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদির উপর জোর দিয়ে বিভিন্ন জনহিতকর কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মানবতার সেবা করার লক্ষ্যে ব্যাংকটির একটি নিবেদিত সিএসআর ডেস্ক রয়েছে। ব্যাংক বিশ্বাস করে যে কোনো ধরনের সামাজিক ও জনহিতকর কার্যক্রম দেশের সুবিধাবঞ্চিতদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে। SIBL দেশে CSR কার্যক্রমে অগ্রগামী। এর কার্যক্রমের ব্যাপ্তি ব্যক্তিগত দুস্থ মানুষ থেকে প্রাতিষ্ঠানিক কল্যাণ পর্যন্ত। এটি মানুষের সুস্থতার জন্য প্রতি বছর একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ব্যয় করে। SIBL সর্বদা নতুন ক্ষেত্র খোঁজে যেখানে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করতে পারে। SIBL বন্যা, ঘূর্ণিঝড় বা ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ডের যেকোনো মানবিক সংকটে জীবন রক্ষাকারী উপকরণ নিয়ে ছুটে যায়। ধারাবাহিকভাবে SIBL সাধারণ মানুষকে সাহায্য করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে একটি বড় পরিমাণ অর্থ দান করেছে। প্রচণ্ড শীতে সারাদেশের দুস্থ ও অসহায়দের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেছে এসআইবিএল।

SIBL ফাউন্ডেশন হাসপাতাল এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টার: স্যোশাল ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছে শুধুমাত্র অসহায় সম্প্রদায়কে সাহায্য করার জন্য। রোগীদের সর্বোত্তম চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য

ব্যাংকের রয়েছে উন্নত চিকিৎসা সরঞ্জাম। এই কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে এসআইবিএল ফাউন্ডেশন হাসপাতাল এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টার কোভিড-১৯ রোগীদের আরও ভালো স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে চলেছে।[৩৬০]

এছাড়াও ইসলামী ব্যাংকসমূহ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে শুরু থেকেই বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। ইতোমধ্যে প্রতিটি ইসলামী ব্যাংক নিজ নিজ ফাউন্ডেশনের আওতায় বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদরাসা, মক্তব, ফুরকানিয়া, হাফেজী মাদ্‌রাসা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেছে। এছাড়া নারীদের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আলাদাভাবে মহিলোা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং দুঃস্থ মহিলাদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে মহিলা পুনর্বাসন কেন্দ্র। যেখানে মহিলাদরকে সহীহ্ কুরআন শিক্ষা প্রদানসহ কারিগরি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ইসলামী ব্যাংকসমূহ যে কেবল প্রথাগত শিক্ষাকার্যক্রমেই অবদান রাখছে তা নয় বরং প্রতিটি ইসলামী ব্যাংক দেশের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কথা চিন্তা করে কারিগরি শিক্ষা প্রসারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ বিভিন্ন কারিগরি ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে। স্বাস্থ্যসেবা খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংকসমূহ মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছে এবং দেশের বিভিন্নস্থানে মেডিকেল ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। এছাড়া প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইসলামী ব্যাংকসমূহ নিজস্ব তহবিল থেকে প্রতিবছর নিয়মিত হারে অসংখ্য গরিব ও মেধাবী ছাত্রদেরকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করে আসছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ গবেষণামূলক উচ্চতর ডিগ্রী এমফিল-পিএইচ.ডি. অর্জনে মেধাবীদেরকে আর্থিকভাবে সহায়তা প্রদান করে থাকে। এমনিভাবে দেশের অসংখ্য দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের নৈতিক মূল্যবোধের আলোকে সুশিক্ষা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ইসলামী ব্যাংকসমূহ।

এছাড়াও ইসলামী শিক্ষা বিস্তার, অশিক্ষা ও কুশিক্ষার অভিশাপ থেকে দেশের জনগোষ্ঠীকে মুক্তি এবং দাওয়াহ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন তার সীমিত শক্তির মধ্যে নিম্নের কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করেছে। (ক) আদর্শ ফুরকানিয়া মক্তব প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা, (খ) দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, (গ) বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সহায়তা প্রদান এবং (ঘ) দরিদ্র মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে এককালীন সহায়তা প্রদান।[৩৬১] পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকসমূহের প্রতিটি ব্যাংকেরই কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যার মাধ্যমে তারা সামাজিক দায়বদ্ধতার কাজগুলো করে থাকে। মোটকথা, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের লক্ষ্যে এ ফাউন্ডেশন অন্যান্য বিভিন্ন কর্মসূচিও গ্রহণ করেছে। দেশের শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, বিচারক,

[৩৬০] স্যোশাল ইসলামী ব্যাংকের ওয়েবসাইট, https://www.siblbd.com, সংগ্রহের তারিখ: ০৪.০২.২০২২
[৩৬১] ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন, (ঢাকা ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত সেপ্টেম্বর, ২০০০), পৃ.

আইনবিদ, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারী, ব্যাংকার, সাহিত্যিক এবং গুরুত্বপূর্ণ লাইব্রেরি ও প্রতিষ্ঠানে ইসলামী সাহিত্য বিতরণ, অডিও-ভিজুয়াল ক্যাসেট বিতরণ এ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত। ব্যাংকিং কার্যক্রমের মূল কাজ হলো আমানত সংগ্রহ এবং তা বিতরণ অর্থাৎ সেই আমানতকে ঋণ বা বিনিয়োগ কার্যক্রমে ব্যবহার। ব্যাংকের একেবারে প্রাথমিক কাজ হলো আমানত সমাবেশ করা। তারপর সেই আমানতকে বিনিয়োগ নিতে আগ্রহী মানুষের মাঝে ইসলামী ব্যবসা-বাণিজ্যের বিভিন্ন মোডে বিনিয়োগ করে থাকে। সেখান থেকে প্রাপ্ত মুনাফা আমানত প্রদানকারী গ্রাহকদের মাঝে তাদের মধ্যবর্তী পূর্ব নির্ধারিত হারে বণ্টন করে। ব্যাংকগুলো এভাবেই তাদের প্রধান বা মৌলিক কাজগুলো করে থাকে। পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের গ্রাহকদের সুবিধার্থে অন্যান্য অনেক সেবা প্রদান করে থাকে। যে গ্রাহকরা ব্যবসা পরিচালনা করে তাদের প্রতিনিয়তই ব্যবসার জন্য ফান্ড বা অর্থ আদান-প্রদান করা হয়। যারা বিদেশে অবস্থান করে তারা দেশে টাকা পাঠানোর জন্য ব্যাংকগুলো রেমিটেন্স সেবা প্রদান করে। টাকা উত্তোলন সহজীকরণের লক্ষ্যে ব্যাংকগুলো কার্ড সেবা দিয়ে থাকে। তাছাড়াও সমাজের মানুষের সুবিধার্থে ও সমাজ কল্যাণের জন্য সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করে থাকে। লেখাপড়া, স্বাস্থ্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সরকারি তহবিলসহ বিভিন্ন খাতে অর্থ ব্যয় করে তাদের দায়িত্ব পালন করে থাকে।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম এবং ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রমের তুলনা

প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম এবং ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রমের তুলনা

ইসলামী ব্যাংকিং মানুষের অর্থনৈতিক ও সার্বিক কল্যাণার্থে পরিচালিত হয়। মানুষের অলস অর্থকে কাজে লাগিয়ে সমাজের প্রতিটি মানুষের জন্য সুযোগ তৈরি করে দেয়। আমানত প্রদান, বিনিয়োগ গ্রহণ, মুনাফায় অংশ নেয়া ও অন্যান্য ব্যাংকিং সেবা এবং সুযোগ-সুবিধা সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু সমাজে বসবাসরত মানুষ। তারাই আমানত প্রদান করে, ব্যবসার জন্য বিনিয়োগ গ্রহণ করে, মুনাফা অর্জন করে তাতে অন্যকে অংশীদার করে। পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক অথবা শাখা ও উইন্ডো পরিচালনাকারী কনভেনশনাল ব্যাংক, যেটাই হোক তাদের কার্যক্রমগুলো মানুষের কল্যাণে। গবেষণা কর্মের পূর্ববর্তী ৪টি অধ্যায়ে আলোচিত বিষয়াবলির সার সংক্ষেপ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

প্রথম অধ্যায়: আমাদের গবেষণা অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে ব্যাংকিং ও পরিচয় এবং ব্যাংকিং কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমরা এখানে আলোচিত বিষয়গুলোর সারাংশ উপস্থাপন করলাম।

ব্যাংক ও ব্যাংকিং বিষয়ে যে আলোচনা করা হয়েছে তার আলোকে ব্যাংক হচ্ছে অর্থ সংগ্রহ ও ঋণের বা বিনিয়োগের ব্যবসায়ে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান যা স্বল্প সুদে বা স্বল্প মুনাফায় জনগণের নিকট থেকে জমা গ্রহণ করে, অধিক সুদ বা অধিক লাভের বিনিময়ে অন্যকে ঋণ বা ধার দেয়। আর আধুনিক ব্যাংকের উৎপত্তির সঠিক ও নির্দিষ্ট ইতিহাস জানা সম্ভব না হলেও এ সম্পর্কে সবাই একমত যে, যুগ-যুগের সামাজিক কার্যক্রমের ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়েই ব্যাংকব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। মানব সভ্যতার প্রথম থেকেই বিশ্বে কোনো-না-কোনোভাবে ব্যাংকব্যবস্থার প্রচলন ছিল। ফলে ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলির ফসল হিসেবেই আজকের উন্নততর ব্যাংকব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে। আধুনিককালে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় অনেক বেশি সংযোজন হয়েছে। বর্তমানে বিশ্বের সকল দেশে বাণিজ্যিক ব্যাংক বেশি প্রচলিত, আর এ ব্যাংকগুলো দেশের কেন্দ্রিয় ব্যাংকের অধীনে পরিচালিত হয়।

এছাড়াও আমরা প্রথম অধ্যায়ে ইসলামী ব্যাংক নিয়ে আলোচনা করেছি। সে আলোকে বলা যায়, ইসলামী ব্যাংকিং হলো একটি নীতিগত ধারণা এবং এটিকে ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে পরিচালিত ব্যাংকিং হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। ইসলামী ব্যাংকসমূহ প্রচলিত ব্যাংকের ন্যায় সকল ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে থাকে। তবে ইসলামী ব্যাংকিং সেবাসমূহ সম্পূর্ণ ইসলামী শরিয়ার নীতিমালার ভিত্তিতে হয়ে থাকে। যেখানে শরিয়তের কোনো নিষিদ্ধ সেবাসমূহ থাকে না। প্রথম অধ্যায়ে সাধারণ ব্যাংকিং ও ইসলামী ব্যাংকিং-এর পরিচয়, ইতিহাস ও কার্যক্রম নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: অধ্যায়ে বাংলাদেশের প্রচলিত (কনভেনশনাল) ও ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যেহেতু বর্তমান সময়ে ব্যাংকব্যবস্থাহীন কোনো জাতি বা সভ্যতা কল্পনা করা যায় না। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে প্রচলিত ব্যাংকিং ছাড়াও ইসলামী ব্যাংকিং একটি নিত্যপ্রয়োজনীয় বিষয়। বাংলাদেশ স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময় থেকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। ফলে স্বাধীন হওয়ার পূর্বেও বাংলাদেশে ব্যাংকিং কার্যক্রম চলমান ছিল। স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে বাংলাদেশে ব্যাংকিং কার্যক্রম সামনের দিকে এগিয়ে চলছে। ১৯৮৩ সালে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সূচনার মাধ্যমে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের প্রাসার ও জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে।

তৃতীয় অধ্যায়: এই অধ্যায়ে বাংলাদেশের প্রচলিত (কনভেনশনাল) ব্যাংকসমূহ যেভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে সে বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। যেহেতু প্রচলিত (কনভেনশনাল) ব্যাংকগুলোর মৌলিক কার্যক্রম সুদভিত্তিক, তাই তাদের মূল কার্যক্রমের সাথে ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনা করা নিষিদ্ধ। ফলে প্রচলিত (কনভেনশনাল) ব্যাংকগুলো আলাদা শাখা বা উইন্ডোর মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে থাকে। আর প্রচলিত (কনভেনশনাল) ব্যাংকগুলোর ইসলামী ব্যাংকিং সম্পূর্ণ স্বাধীন না হওয়ার কারণে ইসলামী ব্যাংকিং সংক্রান্ত অনেক সেবা প্রদান করতে পারে না। বাংলাদেশে বর্তমানে ৯টি প্রচলিত (কনভেনশনাল) ব্যাংক ইসলামী শাখা পরিচালনা করে থাকে। আর ১৪টি প্রচলিত (কনভেনশনাল) ব্যাংক ইসলামী উইন্ডো ব্যাংকিং পরিচালনা করছে। এই ব্যাংকগুলো মৌলিক কিছু কার্যক্রম চালায় যেমন: আমানত গ্রহণ, বিনিয়োগ প্রদান, রেমিটেন্স সেবা, তহবিল স্থানান্তর, ক্রেডিট কার্ড সুবিধাসহ বেশ কিছু ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে থাকে। প্রতিনিয়ত দেশের প্রচলিত (কনভেনশনাল) ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম সমৃদ্ধ ও বিস্তৃত হচ্ছে।

চতুর্থ অধ্যায়: এই অধ্যায়ে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশ ১০টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক কার্যরত রয়েছে। তাদের ব্যাংকিং কার্যক্রমের অধীনে অনেক কার্যক্রম রয়েছে যেমন: আমানত গ্রহণ, বিনিয়োগ প্রদান, তহবিল স্থানান্তর, রেমিটেন্স সেবা, কার্ড সেবা, আমদানি বাণিজ্য, রপ্তানি বাণিজ্য, বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়, মার্চেন্ট ব্যাংকিং, লকার ভাড়া, বিল বাট্টাকরণ, সরকারি ট্রেজারি বিল ক্রয়-বিক্রয়, এজেন্ট ব্যাংকিং ও অনলাইন ব্যাংকিং ইত্যাদি। এ সকল সেবা প্রদানে ইসলামী ব্যাংকগুলো সদা তৎপর ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ইসলামী ব্যাংকগুলো সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনেও অন্যান্য ব্যাংকগুলো থেকে বেশি এগিয়ে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ শুধু বাণিজ্যিক কার্যক্রম নয়; বরং মানবতার কল্যাণে কাজ করে থাকে। এইভাবেই ইসলামী ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অবদান রেখে চলছে।

আলোচিত অধ্যায়গুলো থেকে বুঝা যায় বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনাকারী পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক ও শাখা এবং উইন্ডো ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকগুলো একই ধরনের কার্যক্রম করার মাধ্যমে সামগ্রিক ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি ব্যাংক তাদের স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে, যার মাধ্যমে সেটি অন্য ব্যাংকগুলো থেকে ভিন্ন হয়। সুতরাং পূর্ণাঙ্গ, শাখা এবং উইন্ডো ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকগুলো কিছু বিষয়ে সাদৃশ্য ও কিছু বিষয়ে বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান। ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনাকারী পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক, শাখা বা উইন্ডো ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম, মিশন, ভিশন নিয়ে পর্যালোচনা করার মাধ্যমে তাদের মধ্যকার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য স্পষ্ট হবে। এ বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে তুলে ধরার জন্য কয়েকটি তুলনা নির্দেশক নির্ধারণ করা হয়েছে যথা:

১. দর্শন ও তাত্ত্বিক দিক;

২. আমানত গ্রহণ;

৩. বিনিয়োগ;

৪. মুনাফা বণ্টন;

৫. অন্যান্য সেবা;

৬. সামাজিক উন্নয়ন।

এই অধ্যায়ে নিম্নোক্ত দু'টি পরিচ্ছেদ রয়েছে:

১. সাদৃশ্যপূর্ণ দিকসমূহ

২. বৈসাদৃশ্যপূর্ণ দিকসমূহ

প্রথম পরিচ্ছেদ
সাদৃশ্যপূর্ণ দিকসমূহ

বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংকসমূহ সাধারণ সকল ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। আমরা জানি যে, ব্যাংকব্যবস্থায় অধিকাংশ কার্যক্রম সাধারণত একই পদ্ধতিতে হয়। তারপরও প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, উদ্দেশ্য, মূল লক্ষ্য, পরিচালনা পদ্ধতি এবং দর্শন থাকে। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম দুই ধরনের ব্যাংকিং এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। যথা- ১. পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক এবং ২. প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী শাখা কিংবা উইন্ডো। আমরা এ পরিচ্ছেদে এই দু ধরনের ব্যাংকিং এর সাদৃশ্যপূর্ণ দিকসমূহ তুলে ধরব এবং বিশদ আলোচনার মাধ্যমে সঠিক ধারণা লাভ করার প্রয়াস পাব। পরিচ্ছেদটি নিম্নোক্ত পাঁচটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত :

প্রথম অনুচ্ছেদ : দর্শন ও তাত্ত্বিক দিক

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : আমানত গ্রহণ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : বিনিয়োগ

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : মুনাফা বণ্টন

পঞ্চম অনুচ্ছেদ : অন্যান্য সেবা

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : সামাজিক উন্নয়ন

প্রথম অনুচ্ছেদ: দর্শন ও তাত্ত্বিক দিক

এই অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক, শাখাধারী ও উইন্ডো ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনার পিছনের হেতু নিয়ে আলোচনা করা হবে। নিচে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকসমূহের মিশন, ভিশন, উদ্দেশ্য এবং মূলনীতি নিয়ে আলোচনা করা হলো।

মিশন (উদ্দেশ্য)

কার্যরত পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকসমূহ তাদের মিশন হিসেবে ইসলামী ব্যাংকিংকে একটি কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ব্যবস্থা, সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার ও সুষম আর্থিক সুবিধা নিশ্চিত করা, বিভিন্ন বিনিয়োগ কার্যক্রমের মাধ্যমে বিশেষ করে উপযুক্ত সেক্টর এবং দেশের স্বল্পোন্নত এলাকায় সমৃদ্ধি অর্জন এবং যথাযথ উন্নয়ন সাধন নির্ধারণ করেছে।

ইসলামী ব্যাংকসমূহ সকল গ্রাহক, কর্মচারী, অংশীদার এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য, বিশেষ করে যে সমাজে এটি পরিচালিত হচ্ছে তার জন্য টেকসই মূল্যবোধ তৈরি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এছাড়াও অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে, বাংলাদেশের ব্যাংকিং জগতে অগ্রদূত হওয়া এবং জাতীয় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা, যত্নশীল সমাজের জন্য একসাথে কাজ করা, দরদী সমাজ গঠনে সমবেত অংশগ্রহণ করা।

ইসলামী শরীয়াহ মেনে কাজ করা, প্রযুক্তির দ্বারা পরিচালিত আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ইসলামী মূল্যবোধকে সমর্থন করা। তাছাড়া ইসলামী ব্যাংকিং সেবায় শ্রেষ্ঠত্ব ও উৎকর্ষতা সাধনের জন্য অত্যন্ত অনুপ্রাণিত কর্মীদের একটি দল তৈরি করা।

সর্বোপরি ব্যাংকগুলোর সাদৃশ্যপূর্ণ মৌলিক উদ্দেশ্য হলো, বাংলাদেশের একটি অনন্য ও আধুনিক ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা গড়ে তোলা, জাতীয় অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা, গ্রাহকদের আস্থা ও

সম্পদ বৃদ্ধি, মানসম্মত বিনিয়োগ, কর্মচারীদের মূল্যায়ন এবং শেয়ারহোল্ডারদের মূলধন বৃদ্ধি করে সার্বিক কল্যাণ সাধন করা।[৩৬২]

ভিশন (লক্ষ্য)

১. ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য সর্বদা উচ্চতর আর্থিক কর্মক্ষমতা অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা করা, প্রচেষ্টা এবং কর্মক্ষমতা দ্বারা শীর্ষস্থানীয় ব্যাংক হিসেবে বিবেচিত হওয়া;

২. আধুনিক ব্যাংকিং কৌশল প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখা, ইসলামী নীতির উপর ভিত্তি করে আর্থিকব্যবস্থার সুষ্ঠুতা ও বিকাশ নিশ্চিত করা;

৩. উজ্জবিত পেশাজীবী, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতার উপর ভিত্তি করে মানুষের সুবিধার জন্য কাজ করা ও একটি শক্তিশালী এবং দক্ষ সংগঠনে পরিণত হওয়া;

৪. সরাসরি বিনিয়োগের আকারে সঞ্চয়কে উৎসাহিত করার চেষ্টা করা;

৫. উচ্চতর কর্মসংস্থানের দিকে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাময় প্রকল্পে বিনিয়োগ উৎসাহিত করা;

৬. সকল গ্রাহক, কর্মচারী, অংশীদার এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য, বিশেষ করে যে সমাজে এটি পরিচালিত হচ্ছে তার জন্য টেকসই মূল্যবোধ তৈরি করতে সর্বদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

১. গ্রাহকদের সন্তুষ্টি নিশ্চিত করা;

২. কল্যাণমুখী ব্যাংকিং নিশ্চিত করা;

৩. একটি স্থিতিশীল আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইসলামী ব্যাংকের সফল উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য পরিচালনামূলক নীতি প্রতিষ্ঠা এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তন গ্রহণ করা;

৪. গ্রাহকদের কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেয়া;

৫. ব্যাংকিং খাতের শীর্ষে স্বাস্থ্যকর ও শক্তিশালী ব্যাংক হিসেবে আবির্ভূত হওয়া এবং মানসম্পন্ন সম্পদের পরিমাণের ভিত্তিতে রেটিংয়ে স্থিতিশীল অবস্থান অব্যাহত রাখা;

৬. সেক্টর, আয়তন, অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য এবং ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী বৈচিত্র্য নিশ্চিত করতে বিনিয়োগ ও সম্প্রসারণ, প্রয়োজন ভিত্তিক খুচরা এবং এসএমই/নারী উদ্যোক্তা অর্থায়ন;

৭. অর্থনীতির জোর এবং অগ্রাধিকার খাতে বিনিয়োগ করা;

৮. আর্থিক মূলধনের পাশাপাশি মানবসম্পদেও বেশি গুরুত্ব দেওয়া;

৯. লাভজনক ক্যারিয়ার পথ, আকর্ষণীয় সুবিধা এবং চমৎকার কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করা;

---

[৩৬২] পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকসমূহের স্ব স্ব ওয়েবসাইট

১০. শরিয়াহ এবং নিয়ন্ত্রক উভয় ক্ষেত্রেই সম্মতি সংক্রান্ত বিষয়ে অবহেলার বিষয়ে শূন্য সহনশীলতা নিশ্চিত করা;

১১. মানব সম্পদকে ক্রমাগত প্রশিক্ষণ ও বিকাশ করা এবং গ্রাহকদের চাহিদা পূরণের জন্য পর্যাপ্ত সরবরাহ করা;

১২. নিবেদিত ও সন্তুষ্ট মানব সম্পদের উন্নয়ন নিশ্চিত করা;

১৩. উদ্দোমী এবং তৎপর ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উৎসাহিত করা;

১৪. বৈশ্বিক মান অর্জন করা;

১৫. কর্পোরেট সংস্কৃতি শক্তিশালী করা;

১৬. সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) নিশ্চিত করা;

১৭. সৌরশক্তি, সবুজ ব্যাংকিং সংস্কৃতি এবং পরিবেশগত ভারসাম্য ব্যবহারকে উৎসাহিত করা।

মূলমন্ত্র

ইসলামী ব্যাংকসমূহ কিছু মূলনীতিকে সামনে রেখে তাদের ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন ও সার্বিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যেই এই নীতি অনুসরণ করে থাকে। নিম্নে তাদের কিছু মূলনীতি উল্লেখ করা হলো:

- সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর ভরসা
- ইসলামী শরিয়াহ কঠোরভাবে পালন
- সততা, সততা এবং নৈতিকতার সর্বোচ্চ মান নিশ্চিতকরণ
- কল্যাণমূলক ব্যাংকিং
- সমতা এবং ন্যায়বিচার
- পরিবেশ সচেতনতা
- ব্যক্তিগত পরিষেবা
- পরিবর্তিত প্রযুক্তি গ্রহণ
- সঠিক প্রতিনিধি, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা

দায়বদ্ধতা

ইসলামী ব্যাংকসমূহ তাদের প্রতিটি কার্যক্রম ও লেনদেনের ক্ষেত্রে নিজেদেরকে স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচার মনে করে না। প্রতিটি বিষয় যেন ত্রুটিহীন ও কল্যাণকর হয় সেজন্য ব্যাংক প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেকে দায়বদ্ধ মনে করে। তার কাজের জন্য যাদের নিকট দায়বদ্ধ তা নিম্নরূপ :

- শরিয়তের কাছে

- নিয়ন্ত্রকদের কাছে
- শেয়ারহোল্ডারদের কাছে
- সমাজ ও সম্প্রদায়ের কাছে
- গ্রাহকদের কাছে
- কর্মচারীদের কাছে
- অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের কাছে
- পরিবেশের কাছে

সুতরাং পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকগুলো কল্যাণমুখী ব্যাংকব্যবস্থা, ন্যায়বিচার ও সুষম আর্থিক সুবিধা নিশ্চিত, স্বল্পোন্নত এলাকায় সমৃদ্ধি অর্জন, গ্রাহক ও শেয়ারহোল্ডারদের জন্য টেকসই মূল্যবোধ তৈরি, দরদী সমাজ গঠনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শরীয়াহভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থা তৈরি করা।

শাখা ও উইন্ডো ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম

বাংলাদেশে কার্যরত প্রচলিত (কনভেনশনাল) ব্যাংকসমূহ ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনায় এগিয়ে আসছে। কিছু কিছু ব্যাংক শাখা ভিত্তিক ও কিছু ব্যাংক উইন্ডো ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকিং শুরু করেছে। কিছু কনভেনশাল ব্যাংক প্রচলিত ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিত্যাগ করে পূর্ণাঙ্গরূপে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করেছে। প্রতিটি ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনার পিছনে মিশন ও ভিশন রয়েছে; এর মাধ্যমে তারা তাদের ব্যাংকিং কার্যক্রমকে সমুন্নত রাখছে।

মিশন

- ইসলাম হলো পরিপূর্ণ জীবন বিধান। এখানে ব্যক্তিগত, সামাজিক, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক জীবনের প্রতিটি সেক্টরের জন্য নিয়ম এবং নির্দেশিকা রয়েছে এবং এই নির্দেশিকাগুলো চিরস্থায়ী। অর্থনীতি মানব জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এখানেও ইসলাম অনন্য নির্দেশিকা প্রদান করেছে। ইসলামী ব্যাংকিং ইসলামী অর্থনীতির একটি অপরিহার্য অংশ। ইসলামী শরিয়তের নীতিমালা হলো ইসলামী ব্যাংকিংয়ের প্রধান নির্দেশিকা। ইসলামীক ব্যাংকিং তার সমস্ত ক্রিয়াকলাপে চার্জ করা বা ব্যক্তিস্বার্থে প্রধান্য দেয়া এড়িয়ে চলে এবং কল্যাণভিত্তিক ব্যাংকিংয়ের লক্ষ্য রাখা।
- ইসলামী শরিয়তের নীতিমালা এবং দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং এর নির্দেশনা মেনে চলার পাশাপাশি দেশে ও বিদেশে ব্যাংকিংয়ের মানসম্মত নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসরণ করে পরিচালিত হওয়া।

- ইসলামী পন্ডিত, ওলামা, ফুকাহা এবং ইসলামীক ব্যাংকারদের নিয়ে গঠিত একটি যোগ্য শরিয়াহ সুপারভাইজরি কমিটির সক্রিয় নির্দেশনায় পরিচালিত হওয়া।
- ইসলামী ব্যাংকিং এবং অর্থায়ন জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা এবং এর উপযুক্ত পরিবেশ বৃদ্ধি করা।
- ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কিত তহবিলগুলো হিসাবের জন্য পৃথক হিসাব বই, সফটওয়্যার ইত্যাদি এবং প্রচলিত কার্যক্রম থেকে সম্পূর্ণ আলাদা রাখা। এমনকি বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে লেনদেন কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য স্বতন্ত্র আল-ওয়াদিয়া হিসাব পরিচালনা করা।
- ইসলামী ব্যাংকিং এবং অর্থায়ন এর শুরু করার ইতিমধ্যে অর্থনীতির ক্ষেত্রে সমগ্র ব্যাংকিং ব্যবসায় প্রমাণিত হয়েছে। শাখা ও উইন্ডো ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমে শরিয়াহর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনুধাবনের মাধ্যমে যথাযথ ও কঠোরভাবে পরিচালনের ক্ষেত্রে শরিয়াহ সুপারভাইজরি কমিটির তত্ত্বাবধানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ভিশন

১. সম্পদের ন্যায়সংগত বন্টন নিশ্চিত করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্র থেকে নিপীড়ন ও বৈষম্য দূর করা।
২. সততা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।
৩. নিষ্ক্রিয় না রেখে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করে কল্যাণ অর্জন।
৪. একসাথে ব্যক্তি ও সম্পদের যত্নশীল কল্যাণে বিনিয়োগ করা এবং সমাজে অনিশ্চয়তা এড়ানো।
৫. শুধুমাত্র মুনাফার পরিবর্তে সমাজের কল্যাণ ও প্রয়োজনীয়তাকে প্রাধান্য দেওয়া।
৬. কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের পাশাপাশি সাধারণ চাহিদাকে অগ্রাধিকার দিয়ে তুলনামূলক স্বল্পোন্নত ও বঞ্চিত এলাকায় বিনিয়োগ করা।
৭. অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনের জন্য কাজ করা।
৮. মানব সম্পদ ও সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং মানব জীবনের স্থিতি গড়ে তোলা।
৯. বৈধ ব্যবসা এবং আর্থিক লেনদেনসহ সুদমুক্ত পণ্য ভিত্তিক (Based on Riba free commodity-based) লেনদেনে সহায়তা করা।
১০. সমাজের সুসম উন্নয়নে সাহায্য করা।
১১. ছোট এবং বড় পুঁজিকে ব্যবসায় যুক্ত করা এবং অর্থনীতিতে গতিশীলতা সৃষ্টি করা।
১২. সমাজে অনিশ্চয়তা এড়ানোর জন্য ইসলামী আর্থিকব্যবস্থার উপর আরো আস্থা বাড়িয়ে দুস্থ মানুষের আর্থিক শক্তি উন্নত করা।

১৩.সমাজের মূল ধারায় দরিদ্র মানুষদের যত্ন নেওয়া ও জীবনযাত্রার মান উন্নত ও বিকাশ করা।

১৪. সমাজ থেকে দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখা।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

১. যোগ্য ফকিহ (ইসলামী আইনশাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ), ইসলামী পন্ডিত এবং পেশাদারদের সমন্বয়ে সমৃদ্ধ শরিয়াহ সুপারভাইজরি কমিটি।

২. ইসলামীক ব্যাংকিংয়ের জন্য বিশিষ্ট এবং শরিয়াহ মেনে আমানত ও বিনিয়োগ প্রোডাক্ট পরিচালনা।

৩. ইসলামীক ব্যাংকিং কার্যক্রমের জন্য স্বতন্ত্র অর্থ ও হিসাব এবং পৃথক আর্থিক বিবরণী নিশ্চিত করা।

৪. ইসলামীক ব্যাংকিং শাখা উইন্ডো এবং কর্পোরেট অফিসে পৃথক কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছে যারা শরিয়াহসম্মতা, ইনভেস্টমেন্ট/ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, ইনভেস্টমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, অ্যাকাউন্টিং এবং ফান্ড ম্যানেজমেন্টের কাজ করে থাকে।

৫. আলাদা ইসলামী ব্যাংকিং সফটওয়্যার এর মাধ্যমে সকল শাখা থেকে রিয়েল-টাইম অনলাইন ব্যাংকিং পরিষেবা প্রদান করা।

৬. অনলাইন পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিটি শাখা এবং প্রতিটি এজেন্ট আউটলেট থেকে ইসলামীক ব্যাংকিং পরিষেবা প্রদানে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

মূলমন্ত্র

১. ইসলামী ব্যাংকগুলোর উদ্দেশ্য হলো আর্থিক খাতে ইসলামী নীতির প্রয়োগকে এমনভাবে প্রচার করা, লালন করা এবং বিকাশ করা যাতে এটি ইসলামী অর্থনীতির উপরিউক্ত উদ্দেশ্যগুলো অর্জনে সহায়তা করে।

২. ইহকাল ও পরকালের জীবনের জন ন্যায়বিচার (عدل) প্রতিষ্ঠা, পূণ্য (حسنة) এবং কল্যাণ (فلاح) অর্জন।

৩. অর্থনৈতিক বিষয়ে সদয় আচরণ (احسان) বা দয়া প্রতিষ্ঠা করা।

৪. অর্থনৈতিক জীবন থেকে মন্দ, ভুল বা ক্ষতিকর অভ্যাস (منكر) দূর করা।

৫. সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন।

৬. সমাজে সম্পদের সুষ্ঠু বন্টন নিশ্চিত করতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি।

৭. সমাজে সহযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টিতে উৎসাহিত করা।

প্রতিটি ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে ইসলামী মূল্যবোধ ও ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন করতে কাজ করছে। এদিক থেকে ব্যাংকগুলো সাদৃশ্যপূর্ণ। আবার, পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক ও শাখা/উইন্ডো ইসলামী ব্যাংকগুলোর মাঝে দর্শন ও তাত্ত্বিক দিক থেকেও অনেক মিল রয়েছে। পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের সকল কার্যক্রমে ইসলামী মূল্যবোধ, মানব কল্যাণ, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, সমাজের মানুষের উন্নতি, তুলনামূলক স্বল্পোন্নত ও বঞ্চিত এলাকায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমতা বিধানের মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে।

এসকল বিষয়গুলোর বিবেচনায় আমরা দেখতে পাই যে, ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনাকারী ব্যাংকগুলোর উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা আল-কুরআন ও আল-হাদীসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَاۡكُلُوۡۤا اَمۡوَالَـكُمۡ بَيۡنَكُمۡ بِالۡبَاطِلِ اِلَّاۤ اَنۡ تَكُوۡنَ تِجَارَةً عَنۡ تَرَاضٍ مِّنۡكُمۡ . وَ لَا تَقۡتُلُوۡۤا اَنۡفُسَكُمۡ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيۡمًا

> হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না; কিন্তু তোমরা পরস্পর সন্তুষ্টচিত্তে ব্যবসা করা বৈধ এবং নিজেদেরকে হত্যা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।[৩৬৩]

আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, পরস্পরের মধ্যে অন্যায় পন্থায় একের সম্পদ অন্যের পক্ষে ভোগ করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। নিজস্ব সম্পদও অন্যায় পথে ব্যয় করা কিংবা অপব্যয় করা নিষিদ্ধ। ব্যবসা-বাণিজ্যে ধোঁকা-প্রতারণা এবং জাল-জুয়াচুরি, ছল-চাতুরী ও ভেজাল মিশ্রিত করা সহ এমন সব ব্যবসা ও অর্থ উপার্জনের পদ্ধতিও শামিল, যা শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ। যেমন, জুয়া, সুদ ইত্যাদি। অনুরূপ নিষিদ্ধ হারাম জিনিসের ব্যবসা করাও অন্যায়ভাবে পরের মাল ভক্ষণ করার শামিল। মোটকথা ব্যবসা-বাণিজ্য হালাল জিনিসের হতে হবে। হারাম জিনিসের ব্যবসা আপোসে সম্মতিক্রমে হলেও তা হারাম হবে। ইসলামী ব্যাংকের তাত্তিক ও দর্শনগত যে সাদৃশ্য রয়েছে তার অন্যতম হলো, বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়ন। বিশেষত পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জেবনমান উন্নয়ন। পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ে গুরুতে প্রদান করে শোষিত হয়েছে।

نَحۡنُ قَسَمۡنَا بَيۡنَهُمۡ مَّعِيۡشَتَهُمۡ فِى الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا وَرَفَعۡنَا بَعۡضَهُمۡ فَوۡقَ بَعۡضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَـتَّخِذَ بَعۡضُهُمۡ بَعۡضًا سُخۡرِيًّا

[৩৬৩] সুরা আন-নিসা, আয়াত: ২৯

আমি দুনিয়ার জীবনে তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বণ্টন করি এবং তাদের একজনকে অন্যের উপর মর্যাদায় উন্নীত করি যাতে একে অন্যের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে; আর আপনার রবের রহমত তারা যা জমা করে তা থেকে উৎকৃষ্টতর।[৩৬৪]

সুতরাং বলা যায় যে, আমাদের সমাজে বসবাসরত মানুষরা একে অপরের চলার পথে সাহায্যকারী হয়ে কাজ করবে। যার যে সামর্থ্য নাই সে অন্যেরকাছ থেকে সে বিষয়ে সহযোগিতা কামনা করবে। ব্যাংকসমূহের আরও একটি উদ্দেশ্য হলো, সম্পদের সুষম বণ্টন। ইসলাম সম্পদ সমাজের গুটি কয়েক মানুষের মধ্যে আবদ্ধ হওয়াকে নিষিদ্ধ করে। আল্লাহ বলেন,

كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ

যাতে তোমাদের মধ্যে যারা ধনবান শুধু তাদের মধ্যেই ধন-মাল আবর্তন না করে।[৩৬৫]

ইসলামী ব্যাংকসমূহের ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনায় উপরিউক্ত আয়াতসমূহের শিক্ষার সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ মিশন, ভিশন, কৌশলগত উদ্দেশ্য ও মূলমন্ত্র পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: আমানত গ্রহণ

অধিকাংশ ইসলামী ব্যাংক-এ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একই ধরনের আমানত স্কিম চালু আছে। বাংলাদেশের পূর্ণাঙ্গ, শাখা ও উইন্ডোধারী ইসলামী ব্যাংকসমূহ আমানত সংগ্রহের জন্য যে পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে আমরা অনুচ্ছেদে বিষয়ে আলোকপাত এবং এদের মাঝে সাদৃশ্য বের করার প্রচেষ্টা করবো।

চলতি হিসাবে সাদৃশ্য: বাংলাদেশে কার্যরত পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকগুলো কোনো প্রকার ভিন্নতা ছাড়াই চলতি হিসাব হিসেবে আল-ওয়াদিয়া চলতি হিসাব পরিচালনা করে থাকে। এ বিষয়ে প্রতিটি ব্যাংকে নীতিমালা ও গ্রাহকের থাকে চুক্তির বিষয়গুলো প্রায় অভিন্ন।

শাখা ও উইন্ডো ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনাকারী প্রচলিত ব্যাংকগুলোতেও চলতি হিসাবের জন্য আল-ওয়াদিয়া চলতি হিসাব পরিচালিত হয়।

পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক কিংবা শাখা ও উইন্ডোধারী ইসলামী ব্যাংকগুলো চলতি হিসাব পরিচালনার ক্ষেত্রে শতভাগ সাদৃশ্যপূর্ণ।

সঞ্চয়ী হিসাবে সাদৃশ্য: বাংলাদেশে কার্যরত পূর্ণাঙ্গ ১০টি ইসলামী ব্যাংক সঞ্চয়ী হিসাবে আমানত সংগ্রহ করার ব্যাপারে মুদারাবা হিসাব পরিচালনা করে থাকে। তবে কিছু কিছু ব্যাংক এ পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে কিছু সুবিধাজনক স্কিম চালু করেছে। তাদের সেই স্কিমগুলোর মাঝে অনেক সাদৃশ্য পাওয়া যায়। পূর্ববর্তী

---

[৩৬৪] সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৩২
[৩৬৫] সূরা হাশর, আয়াত: ০৭

অধ্যায়গুলোতে প্রত্যেকটি ব্যাংকের দ্বারা পরিচালিত আমানত স্কিমগুলোর বিস্তারিত তালিকা উল্লেখ করা হয়েছে। সে তালিকার সাদৃশ্যপূর্ণ আমানত স্কিমগুলো হচ্ছে:

১. মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব
২. মুদারাবা স্পেশাল নোটিস হিসাব
৩. মুদারাবা মেয়াদী আমানত
৪. মুদারাবা মাসিক সঞ্চয়ী হিসাব

এই হিসাবগুলো পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকগুলোতে পরিচালিত হয়। তাই বলা যায় ব্যাংকসমূহ এক্ষেত্রে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ইসলামী শাখা ব্যাংকিং: তৃতীয় অধ্যায়ে ইসলামী শাখা ব্যাংকিং পরিচালনাকারী প্রচলিত ব্যাংকগুলো কর্তৃক পরিচালিত আমানত স্কিমগুলোর বিস্তারিত তালিকা উল্লেখ করা হয়েছে। সে তালিকার সাদৃশ্যপূর্ণ আমানত স্কিমগুলো হচ্ছে:

১. মুদারাবা সঞ্চয় হিসাব
২. মুদারাবা স্পেশাল নোটিস হিসাব
৩. মুদারাবা টার্ম ডেপোজিট
৪. মুদারাবা মাসিক সঞ্চয় হিসাব

হিসাবগুলো ইসলামী শাখা পরিচালনাকারী প্রায় সকল ব্যাংকে রয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে ইসলামী শাখাধারী ব্যাংকগুলো সাদৃশ্যপূর্ণ।

ইসলামী উইন্ডো ব্যাংকিং: তৃতীয় অধ্যায়ে ইসলামী উইন্ডো ব্যাংকিং পরিচালনাকারী প্রচলিত ব্যাংকগুলো কর্তৃক পরিচালিত আমানত স্কিমগুলোর বিস্তারিত তালিকা উল্লেখ করা হয়েছে। সে তালিকার সাদৃশ্যপূর্ণ আমানত স্কিমগুলো হচ্ছে:

১. মুদারাবা সঞ্চয় হিসাব
২. মুদারাবা স্পেশাল নোটিস হিসাব
৩. মুদারাবা টার্ম ডেপোজিট
৪. মুদারাবা মাসিক সঞ্চয় হিসাব

উল্লিখিত সবধরনের হিসাবগুলো ইসলামী উইন্ডো পরিচালনাকারী ব্যাংকগুলোতে রয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে ইসলামী উইন্ডোধারী ব্যাংকগুলো সাদৃশ্যপূর্ণ।

প্রতিটি ব্যাংক তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমানতের বিভিন্ন স্কিম চালু করলেও উপরিউক্ত পদ্ধতিগুলোতে পূর্ণাঙ্গ শাখা ও উইন্ডোধারী ইসলামী ব্যাংকগুলো সাদৃশ্যপূর্ণ। তালিকার সারণী নিম্নরূপ:

ক্র নং	হিসাবের নাম	পূর্ণাঙ্গ	শাখাধারী	উইন্ডোধারী
১	আল ওয়াদীয়াহ	✔	✔	✔
২	মুদারাবা সঞ্চয় হিসাব	✔	✔	✔
৩	মুদারাবা স্পেশাল নোটিস হিসাব	✔	✔	✔
৪	মুদারাবা টার্ম ডেপোজিট	✔	✔	✔
৫	মুদারাবা মাসিক সঞ্চয় হিসাব	✔	✔	✔

সারণি ৫.১: পূর্ণাঙ্গ, শাখা ও উইন্ডোধারী ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার সঞ্চয় হিসাবের সাদৃশ্য[৩৬৬]

মোটকথা ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনায় ২টি মৌলিক পদ্ধতি অনুসরণের ক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যাংক সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার পাশাপাশি আরো কিছু হিসাবের ক্ষেত্রেও সাদৃশ্যপূর্ণ।

ইসলামী ব্যাংকগুলো মানুষের কাছ থেকে তাদের অলস অর্থ গ্রহণ করে বিনিয়োগ করে থাকে, যাতে সমাজে অর্থের সচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। তাদেও কাছ থেকে পাওয়া অর্থ যথা সময়ে তাদের চাহিদা অনুপাতে ফেরতও দেয়। কেননা আল-কুরআন ও আল-হাদীসে এসকল বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ

"তোমরা পরস্পরের আমানত রাখলে যার কাছে আমানত রাখা হয় সে যেন তা ফেরত দেয়।"[৩৬৭]

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا

"নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে আমানত যথাস্থানে অর্পণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।"[৩৬৮]

ইসলামী ব্যাংকগুলো গ্রাহকদের সুবিধার্থে অনেকগুলো ব্যাংক হিসাব পরিচালনয় সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার পাশাপাশি গ্রাহকদের চাহিদা ও সময়মত তাদের অর্থ ফেরত দিয়ে থাকে। তাদের অর্থ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করে থাকে। আমানত যেন অক্ষত ও সময়মত পৌঁছাতে পারে সে ব্যাপারে তারা যথেষ্ঠ সোচ্চার ভূমিকা পালন করে থাকে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ: বিনিয়োগ

বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনাকারী অধিকাংশ ব্যাংক একইভাবে বিনিয়োগ প্রদান করে থাকে। তবে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকসমূহ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একে অপরের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ

[৩৬৬] চতুর্থ অধ্যায়ে উল্লেখিত তথ্যের ভিত্তিতে নিজস্ব চিত্রায়ন
[৩৬৭] সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৮৩
[৩৬৮] সূরা আন নিসা, আয়াত: ৫৮

বিনিয়োগ পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। আমরা এই অনুচ্ছেদে সেই বিষয়ে আলোকপাত করবো এবং এদের মাঝে সাদৃশ্য বের করার প্রয়াস চালাবো।

পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকের প্রত্যেকটিই তাদের সংগৃহীত আমানত নিম্নোক্ত প্রদ্ধতির মাধ্যমে গ্রাহকের কাছে বিনিয়োগ করে থাকে:

১. বাই মুরাবাহা
২. বাই মুয়াজ্জাল
৩. হায়ার পার্চেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক্ (এইচপিএসএম)
৪. বাই সালাম
৫. বাই ইসতিসনা

শাখা ও উইন্ডো ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকসমূহ ইসলামী ব্যাংকিং সংক্রান্ত ব্যবসা বাণিজ্যের সকল পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারে না। কারণ এই পদ্ধতির ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে তাদের মূল ব্যাংকের সাথে জড়িত থাকতে হয়। ফলে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে না। তবে কিছু পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে যা প্রতিটি ব্যাংকে পাওয়া যায়। যেমন:

- মুরাবাহা
- এইচপিএসএম
- বাই মুয়াজ্জাল

সুতরাং শাখা ও উইন্ডো পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনাকারী ব্যাংকগুলো কয়েকটি পদ্ধতির ক্ষেত্রে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ক্র নং	পদ্ধতির নাম	পূর্ণাঙ্গ	শাখা	উইন্ডো
১	মুরাবাহা	✓	✓	✓
২	এইচপিএসএম	✓	✓	✓
৩	বাই মুয়াজ্জাল	✓	✓	✓

সারণি ৫.২: পূর্ণাঙ্গ, শাখা ও উইন্ডোধারী ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার বিনিয়োগ পদ্ধতির সাদৃশ্য[৩৬৯]

বাংলাদেশে কার্যরত ইসলামী ব্যাংকগুলো মৌলিক কিছু বিনিয়োগ পদ্ধতি সম্মিলিতভাবে অনুসরণ করে থাকে। তবে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকসমূহ ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবসা পরিচালনার প্রায় সবগুলো পদ্ধতিতে বিনিয়োগ প্রদান করে থাকে। পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকের অনুসরণে শাখা ও উইন্ডো ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনাকারী ব্যাংকগুলোও বিনিয়োগ প্রদানের সে পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করে থাকে।

[৩৬৯] চতুর্থ অধ্যায়ে উল্লেখিত তথ্যের ভিত্তিতে নিজস্ব চিত্রায়ন

لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

> তোমরা একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না। তবে তোমাদের পরস্পর সম্মতিক্রমে ব্যবসার মাধ্যমে (গ্রহণ করলে তা বৈধ)।[৩৭০]

ইসলামী ব্যাংকসমূহের মূল উদ্দেশ্য হলো, গ্রাহকদের প্রয়োজন পূরণ করে তাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা। এ মহৎ কাজের প্রতিদান উল্লেখ মহানবী সা. বলেন-

مَن نفَّس عن مؤمن كربةً من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربةً من كرب يوم القيامة

> যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোনো মুমিনের সমস্যা দূর করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার কষ্ট দূর করে দিবেন।[৩৭১]

ইসলামী ব্যাংকসমূহ তাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে মানুষের অর্থকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন মানুষের প্রয়োজন মেটাচ্ছে। একদিক থেকে অর্থদাতার প্রয়োজন মেটায় তার অর্থ সংগ্রহ করার পর বিনিয়োগ করে। সমাজের যে মানুষগুলোর ব্যবসা-বাণিজ্য করার মেধা ও পরিশ্রম করার সক্ষমতা আছে তাদের প্রয়োজন মেটাচ্ছে তাদের ব্যবসাতে অর্থায়নের মাধ্যমে। এভাবেই আল-কুরআন ও আল-হাদীসের শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংকসমূহ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

চতুর্থ অনুচ্ছেদঃ মুনাফা বণ্টন

পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক, শাখা ও উইন্ডো ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনাকারী ব্যাংকগুলো মুনাফা বণ্টনের ক্ষেত্রে দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। আমরা এই অনুচ্ছেদে সে বিষয়ে আলোচনা করব এবং সাদৃশ্য বের করব।

পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের অর্জিত মুনাফা গ্রাহকদের মাঝে বণ্টনের ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। ১০টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকই ওয়েটেজ পদ্ধতিতে বছরান্তে তাদের গ্রাহকদেরকে মুনাফা দিয়ে থাকে। শাখা ও উইন্ডো ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনাকারী ব্যাংকগুলো তাদের মুনাফা বণ্টনের ক্ষেত্রে কোনো অভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করে না। শাখা ও উইন্ডোধারী ইসলামী ব্যাংকগুলোর মধ্যে ৮ টি ব্যাংক ISR (Income Sharing Ratio) পদ্ধতিতে মুনাফা বণ্টন করে থাকে। অবশিষ্ট সকল ইসলামী শাখা ও উইন্ডোধারী ব্যাংকগুলো ওয়েটেজ পদ্ধতিতে মুনাফা বণ্টন করে থাকে।

---

[৩৭০] সুরা আন-নিসা, আয়াত: ২৯

[৩৭১] ইমাম মুসলিম, *সহিহ মুসলিম* (কায়রো: দারুস সালাম, ২০০০), হাদীস-৩৫৯৯

ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনাকারী ৩ ধরনের ব্যাংকগুলোর সাদৃশ্যপূর্ণ দিক হচ্ছে, অধিকাংশ ব্যাংক মুনাফা বণ্টনের ক্ষেত্রে ওয়েটেজ পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে।

ব্যাংকগুলো তাদের মুনাফা প্রদানের ক্ষেত্রে কখনো ইসলামের শিক্ষার বিপরীত কাজ করে না। কেননা ইসলামের শিক্ষায় প্রতিটি মানুষকে তার প্রাপ্য যথাযথভাবে আদায় করে দেয়ার ব্যাপারে নির্দেশনা রয়েছে। কেননা আল-কুরআন ও আল-হাদীসের নির্দেশনা নিম্ন

وَيۡلٌ لِّلۡمُطَفِّفِيۡنَ ﴿۱﴾ الَّذِيۡنَ اِذَا اكۡتَالُوۡا عَلَى النَّاسِ يَسۡتَوۡفُوۡنَ ﴿۲﴾ وَ اِذَا كَالُوۡهُمۡ اَوۡ وَّزَنُوۡهُمۡ يُخۡسِرُوۡنَ ﴿۳﴾ [৩৭২]

ধ্বংস তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়, যারা লোকদের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে; আর যখন তাদেরকে মেপে দেয় অথবা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়।

الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ

মুনাফা চুক্তিকারীদ্বয়ের শর্ত অনুপাতে হবে, ক্ষয়-ক্ষতি মূলধনের উপর বর্তাবে।[৩৭৩]

এ আয়াত ও হাদিসের নির্দেশনা হলো, কারো কাছ থেকে যে পরিমাণ সম্পদ নেওয়া হবে তাকে সে পরিমাণ ফেরত দিতে হবে। ইসলামী ব্যাংকগুলো এ শিক্ষায় কখনো ত্রুটি করে না। একজন গ্রাহকের সমুদয় অর্থ যথাযথভাবে তাকে পৌছানোর চেষ্টা করে। তাদের জন্য নির্ধারিত মুনাফার হার অনুপাতেই লভ্যাংশ প্রদান করে।

পঞ্চম অনুচ্ছেদঃ অন্যান্য সেবা

পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক, শাখা ও উইন্ডো ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনাকারী ব্যাংকসমূহ অনেক পরিষেবার ক্ষেত্রেই সাদৃশ্যপূর্ণ। যেমন:

পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকসমূহের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকসমূহ

কার্ড ইস্যু: পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকগুলোর প্রতিটি ব্যাংকই তাদের গ্রাহকদের জন্য কার্ড ইস্যু করে থাকে। যাতে করে তাদের লেন-দেন ও কেনা-কাটা ঝামেলামুক্ত ও সহজ হয়।

---

[৩৭২] *আল-কুরআন*, সূরা মুতাফফিফিন, আয়াত- ১,২,৩

[৩৭৩] আবু বকর ইবনে আবি শাইবা, *মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা* (রিয়াদ: মাকতাবাতুর রাশাদ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৯ হি.), খ. ৬, হাদীস নং. ১৯৯৬৪

অনলাইন ব্যাংকিং: অনলাইন ব্যাংকিং বর্তমানে সবচেয়ে প্রত্যাশিত একটি ব্যাংকিং সেবা হওয়ায় পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকগুলোর প্রতিটি ব্যাংকই এই সেবা তাদের গ্রাহকদের দিয়ে থাকে। ফলে বলা যায়, পূর্নাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকগুলো এ বিষয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ।

রেমিটেন্স আহরণ: দেশের অন্যতম আয়ের উৎস রেমিটেন্স সংগ্রহে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকগুলো একইভাবে অংশগ্রহণ করে চলছে। প্রতিটি ব্যাংক রেমিটেন্স আহরণকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে ও তা গ্রাহকের কাছে পৌছে দেওয়ার চেষ্টা চালায়। রেমিটেন্স আহরেণের ক্ষেত্রে দেশের সকল ব্যাংকের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখা যায় না।

তহবিল স্থানান্তর (Fund Transfer): তহবিল স্থানান্তর প্রতিটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকের এক অভিন্ন সেবা। গ্রাহকদেরকে দৈনন্দিন ব্যবসা বাণিজ্য ও লেনদেনে সহযোগিতা করতেই ব্যাংকগুলো এই সেবা প্রদান করে থাকে।

সুপারভাইজরি কমিটি: পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকগুলো সকল কার্যক্রম ইসলামী শরিয়াহ মোতাবেক পরিচালিত করে। কিন্তু সেগুলো পরিপূর্ণরূপে হচ্ছে কিনা সেটা নীরিক্ষা করার জন্য শরিয়াহ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রয়োজন। তাদের নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয় এবং তারা এ বিষয়ে প্রতিবেদন, ভুল-ত্রুটি ও পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

মোবাইল এ্যাপ: ইসলামী ব্যাংকগুলো লেনদেনকে আরো আধুনিক ও সহজতর করতে তাদের গ্রাহকদেরকে মোবাইল এ্যাপে ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করে থাকে। এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে, অন্যান্য পুর্ণাঙ্গ ব্যাংকগুলো আইবিবিএল এর অনুকরণে এই গুরুত্বপূর্ণ সেবাটি চালু করেছে।

ঋণপত্র স্থাপন (Openning letter of credit): ইসলামী ব্যাংকগুলো আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে এগিয়ে রয়েছে। সকল পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকই বৈদেশিক বাণিজ্যের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ঋণপত্র স্থাপন করে থাকে। প্রতিটি ব্যাংকেই এই কাজের জন্য আলাদা ডিপার্টমেন্ট কাজ করে।

এজেন্ট ব্যাংকিং: দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে জনসাধারণের কাছে ব্যাংকিং সেবা সহজতর ছিল না। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকগুলো এজেন্ট ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে ছোট ছোট শহরেও জনসাধারণের কাছে ব্যাংকিং সেবা পৌছে দিচ্ছে। সবগুলো পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকই একইভাবে এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা দিচ্ছে ও সম্প্রসারণ করছে।

মুরাক্বিব বা শরিয়াহ অডিটর: প্রতিটি ইসলামী ব্যাংকেই শরিয়াহ মুরাক্বিব বা অডিটর থাকে। ব্যাংকগুলোর কার্যক্রম ইসলামী শরিয়াহ মোতাবেক পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা দেখা এবং সেগুলো সুপারভাইজরি

কমিটির কাছে তুলে ধরার মাধ্যমে ব্যাংকগুলোর শরিয়াহ পরিপালন নিশ্চিত করতেই তাদের প্রয়োজন। তাই শরিয়াহ মুরাক্বিব বা অডিটর বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকগুলো সাদৃশ্যপূর্ণ।

বাধ্যতামূলক সঞ্চিতি সংরক্ষণ: পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকগুলো বাধ্যতামূলকভাবেই নির্ধারিত হারে বাংলাদেশ ব্যাংকের CRR (Cash Reserve Ratio) এবং SLR (Statutory Liquidity Ratio) সংরক্ষন করে। এই দুটি বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে সম্পৃক্ত। প্রতিটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক এস এল আর হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে ৫.৫% অর্থ জমা করে থাকে। এছাড়াও সি আর আর হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে ৪% নগদ অর্থ জমা রাখে।

সর্বোপরি ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনায় প্রতিটি ব্যাংকই মৌলিক কার্যক্রমের পাশাপাশি অন্যান্য ব্যাংকিং সেবাও সাদৃশ্যপূর্ণ।

ইসলামী শাখা ও উইন্ডো ভিত্তিক ব্যাংকের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকসমূহ

বাংলাদেশে শাখা ও উইন্ডো ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনাকারী ব্যাংকগুলো যে সেবা প্রদান করে থাকে তাদের কিছু সাদৃশ্যপূর্ণ দিক হলো:

এস. এল. আর. ও সি. আর. আর: উইন্ডো কিংবা শাখাধারী যে ধরনে ইসলামী ব্যাংকিংই পরিচালনা করুক না কেন তাদেরকে বাংলাদেশ ব্যাংকে ৫.৫% অর্থ জমা রাখতে হয় এবং ৪% নগদ অর্থ জমা রখাতে হয়।

অনলাইন ব্যাংকিং: প্রতিটি শাখা ও উইন্ডো ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনাকারী ব্যাংকগুলো তাদের মূল ব্যাংকিং-এর পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংকিং-এর জন্যও অনলাইন সেবা প্রদান করে থাকে।

তহবিল স্থানান্তর (Fund Transfer): ফান্ড ট্রান্সফার করা ব্যাংগুলোর গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। ব্যাংকগুলো তাদের গ্রহকদের ফান্ড এক শাখা থেকে অন্য শাখা, এক উইন্ডো থেকে অন্য উইন্ডো এবং এক ব্যাংক থেকে অন্য ব্যাংকে তহবিল করে থাকে। প্রতিটি ইসলামী শাখা ও উইন্ডধারী ব্যাংক এই ফান্ড ট্রান্সফারকে তাদের অন্যতম সেবা হিসেবে গ্রহণ করেছে।

রেমিটেন্স: রেমিটেন্স সংগ্রহের ক্ষেত্রেও এই প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং শাখা এবং উইন্ডোগুলো রেমিটেন্স আহরণ করে থাকে।

সুপারভাইজরি বোর্ড: প্রচলিত ব্যাংকিং-এর শাখা বা উইন্ডো হিসাবে ইসলামী ব্যাংকিং সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে তাদের সকল কার্যক্রম শরিয়াসম্মত হচ্ছে কিনা সেটা যাচাই করা অতীব প্রয়োজনীয়। সেজন্য প্রতিটি ব্যাংক কিছু শরিয়াহ বিশেষজ্ঞ ও পন্ডিতদের সমন্বয়ে একটি সুপারভাইজরি বোর্ড/কমিটি গঠন করে এবং তাদের পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যাংকিং কার্যক্রম করে থাকে।

শরিয়াহ মুরাক্বিব: শাখা ও উইন্ডো ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনাকারী ব্যাংকগুলো শরিয়াহ পরিপালন নিশ্চিত করতে মুরাক্বিব নিয়োগ করে থাকে। প্রতিটি ব্যাংকই অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করে। তাই এবিষয়ে ইসলামী শাখা ও উইন্ডো ব্যাংকিং পরিচালনাকারী ব্যাংকগুলো সাদৃশ্যপূর্ণ।

শাখা ও উইন্ডো ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকিং ও পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনাকারী ব্যাংকগুলো কিছু সেবার ক্ষেত্রে সাদৃশ্যপূর্ণ, তথা বাংলাদেশ ব্যাংকে (SLR বা CSR) অর্থ জমা, গ্রাহকদের সুবিধার্থে অনলাইন ব্যাংকিং সেবা, গ্রাহকদের দৈনন্দিন আর্থিক প্রয়োজন মেটাতে ফান্ড ট্রান্সফার, বৈদেশিক মুদ্রা আহরণে রেমিটেন্স সেবা প্রদান, শরিয়াহ অডিট পরিচালনায় মুরাক্বিব নিয়োগ এবং শরিয়াহ পরিপালন নিশ্চিত করতে সুপারভাইজরি বোর্ড গঠন। এসকল ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ ও শাখা বা উইন্ডো ভিত্তিক ইসলামী পরিচালনাকারী ব্যাংকগুলো সাদৃশ্যপূর্ণ।

ক্র নং	পদ্ধতির নাম	পূর্ণাঙ্গ	শাখা	উইন্ডো
১	অনলাইন ব্যাংকিং	✔	✔	✔
২	ফান্ড ট্রান্সফার	✔	✔	✔
৩	রেমিটেন্স	✔	✔	✔
৪	এস এল আর	✔	✔	✔
৫	সি আর আর	✔	✔	✔
৬	সুপারভাইজরি বোর্ড	✔	✔	✔
৭	শরিয়াহ মুরাকিব	✔	✔	✔

সারণি ৫.৩: পূর্ণাঙ্গ, শাখা ও উইন্ডোধারী ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার অন্যান্য ব্যাংকিং সেবার সাদৃশ্য[৩৭৪]

উপর্যুক্ত সেবাসমূহের মূল উদ্দেশ্য মানুষের দৈনন্দিন কার্যক্রম সহজীকরণ। অনলাইন ব্যাংকিং, ফান্ড ট্রান্সফার, রেমিটেন্স ইত্যাদির মাধমে দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় কাজ অতি দ্রুত অ শজে সম্পন্ন করা যায়। এই সহজীকরণ ইসলামে অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান এবং তোমাদের জন্য কষ্ট চান না।[৩৭৫]

তিনি আরও বলেন,

مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ

তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি।[৩৭৬]

---

[৩৭৪] চতুর্থ অধ্যায়ে উল্লেখিত তথ্যের ভিত্তিতে নিজস্ব চিত্রায়ন

[৩৭৫] সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৭৮

[৩৭৬] সূরা হজ্ব, আয়াত: ৭৮

এ জাতীয় সহজীকরণের ইতিবাচক দিক সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেন,

من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته

যে কেউ তার ভাইয়ের অভাব পুরণ করবে আল্লাহ তার অভাব পূরণ করবেন।[৩৭৭]

ব্যাংকগুলোর শরিয়াহ বোর্ড ও মুরাক্বিবের ব্যবস্থাপনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী শরিয়াহ পরিপালন ব্যাংকগুলোর অন্যতম উদ্দেশ্য। কেননা ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো বিধান গ্রহণ করলে আল্লাহ তা গ্রহণ করবেন না।

وَ مَنۡ یَّبۡتَغِ غَیۡرَ الۡاِسۡلَامِ دِیۡنًا فَلَنۡ یُّقۡبَلَ مِنۡهُ

যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম অন্বেষণ করবে, তার পক্ষ হতে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না।[৩৭৮]

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ: সামাজিক উন্নয়ন

ইসলামী ব্যাংকগুলোর মিশন ও ভিশন থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনা শুধু অর্থ উপার্জন, ব্যবসা-বাণিজ্য উদ্দেশ্য নয়। বরং হালাল উপায়ে ব্যবসা বাণিজ্যের পাশাপাশি মানবতার কল্যাণে কাজ করা। সমাজের প্রতিটি সেক্টরে ইসলামের কথা, সেবা ও সুযোগ পৌঁছে দেয়া।

পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকগুলোর সাদৃশ্যপূর্ণ দিকসমূহ

কৃষি উন্নয়ন: বাংলাদেশ কৃষি প্রধানদেশ হওয়ায় পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকগুলো কৃষি প্রকল্প ও উন্নয়নকে ব্যাপক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। প্রতিটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকই এই খাতে বড় অংকের অর্থ ব্যয়, বিনিয়োগ প্রদান ও সহযোগিতা করে থাকে। কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প নামে ব্যাংকগুলোর স্বতন্ত্র কার্যক্রম পরিচালিত হয়। প্রত্যেক পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকের প্রধান কার্যালযে কৃষি খাতে বিনিয়োগ সংক্রান্ত স্বতন্ত্র ডিভিশন রয়েছে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (SME): শিল্পায়নের এই সময় বাংলাদেশকেও শিল্পের দিকে ঝুঁকতে হয়েছে এবং হচ্ছে। বাংলাদেশকে শিল্পোন্নত দেশে পরিণত করতে হলে বেশি বেশি শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন। সে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সবগুলো পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক ছোট ও মাঝারি ধরনের শিল্পে বিনিয়োগ করে থাকে। ব্যাংকগুলোর প্রতিবছরের একটি বিশাল অংশ এই SME তে দেওয়া হয়। SME খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশেষ নির্দেশনা সকল ব্যাংককে পরিপালন করতে হয়।

---

[৩৭৭] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, সহিহ বুখারি, (কায়রো: দারুস সালাম, ২০০০), হাদীস: ২২৮০, খ. ৩ পৃ. ৭০
[৩৭৮] সূরা আলে-ইমরান, আয়াত: ৮৫

শিক্ষা: ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে শিক্ষা খাতকে অনেক বেশি প্রাধান্য দেয়। প্রতি বছর মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি প্রদান, সহায়তা দান, প্রতিযোগিতার আয়োজন করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করে থাকে। সবগুলো পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকই শিক্ষা খাতটিকে সামাজিক দায়বদ্ধতা পূরণের একটি বড় মাধ্যম হিসেবে সাদৃশ্যপূর্ণ কাজ করে থাকে।

দারিদ্র বিমোচন: ইসলামী ব্যাংকগুলো দারিদ্র বিমোচনকে বিশেষভাবে প্রধান্য দিয়ে থাকে। পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান কাজ হিসেবে বিভিন্ন মাধ্যমে সমাজের অসহায় মানুষদের পিছনে সামাজিক দায়বদ্ধতার তহবিল ব্যয় করে থাকে।

পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকসমূহ সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং উপরোক্ত বিষয়াবলিতে ইসলামী ব্যাংকগুলো সাদৃশ্যপূর্ণ। ব্যাংকগুলো সামাজিক কল্যাণে একে অপরের সাদৃশ্যপূর্ণ কাজগুলো সমাজের অনেক বেশি উন্নয়ন বা কল্যাণ বয়ে আনে।

ইসলামী শাখা ও উইন্ডো ভিত্তিক ব্যাংকিং

শাখা এবং উইন্ডো ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনাকারী প্রচলিত ব্যাংকগুলো স্বতন্ত্রভাবে তেমন কোনো সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে না। কারণ এই ব্যাংকিং সেবা তাদের মূল প্রচলিত ব্যাংকগুলোর মাধ্যমেই করে থাকে। ইসলামী শাখা ও উইন্ডো ভিত্তিক ব্যাংকগুলোর সামাজিক দায়বদ্ধতা খাতে ব্যয় ব্যাংকের প্রচলিত ব্যাংকিং-এর সাথে সমন্বিতভাবে হয়ে থাকে বলে আলাদাভাবে এখাতে ব্যয়ের বিষয়টি প্রকাশিত নয়।

পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের মৌলিক কাজের সাথে সাথে সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজের জন্য তাদের অর্থ বরাদ্দ রাখে এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার দায়িত্ব পালন করে থাকে। কারণ ইসলামী ব্যাংকগুলো পুরো ব্যাংকের জন্য একটি পরিচালনা পর্ষদ এবং সুপারভাইজরি বোর্ড গঠন করে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ফলে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকগুলো এ বিষয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ । কিন্তু শাখা বা উইন্ডো ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনাকারী ব্যাংকগুলো পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকগুলোর মতো নয়। সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক দায়বদ্ধতার কাজগুলোর জন্য তাদের প্রচলিত ব্যাংকগুলো সাদৃশ্যপূর্ণ কাজ একেবারেই যৎসামান্য এবং শাখা ও উইন্ডো ভিত্তিক স্বতন্ত্রভাবে সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক দায়বদ্ধতা খাতে কোনো ব্যয় করে না।

ইসলামী ব্যাংকগুলো যদিও সমান তালে সকল কাজ করতে পারে না, তবে তাদের কার্যক্রমগুলোকে তারা সমাজ ও মানুষের কল্যাণে করার সর্বোচ্চ চেষ্টা চালায়। কেননা আল্লাহ তাআলা আল-কুরআনে এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

তোমরা সৎকাজে ও তাকওয়ায় পরস্পরের সহযোগিতা করো।[৩৭৯]

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ

যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অভাবী লোককে সুযোগ দিবে অথবা (সম্পূর্ণ বা কিছুটা ঋণ) মওকূফ করে দিবে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাকে তাঁর আরশের নীচে ছায়া দান করবেন যে দিন তাঁর ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না।[৩৮০]

ব্যাংকগুলো সমাজে ইসলাম ও ইসলামেরে শিক্ষা প্রচারে ভূমিকা পালন করে থাকে। তাদের আয়ের একটি অংশ ও সন্দেহযুক্ত আয়গুলো মানবতা ও সমাজের কল্যাণেই ব্যয় করে থাকে। এবিষয়ে ব্যাংকগুলোর তাত্ত্বিক বিষয়াদি সামাঞ্জস্যপূর্ণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
বৈসাদৃশ্যপূর্ণ দিকসমূহ

পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক ও শাখা বা উইন্ডো ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকিং-এর মাঝে যেমন অনেক বিষয়ের সাদৃশ্যতা পাওয়া যায়। ঠিক একইভাবে এই দুই প্রকৃতির ব্যাংকিং-এর মাঝে কিছু বৈসাদৃশ্যও রয়েছে। নিচে সে বিষয়গুলো তুলে ধরা হল। এই পরিচ্ছেদটি নিম্লোক্ত পাঁচটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত :

প্রথম অনুচ্ছেদ : দর্শন ও তাত্ত্বিক দিক

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : আমানত গ্রহণ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : বিনিয়োগ

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : মুনাফা বণ্টন

পঞ্চম অনুচ্ছেদ : অন্যান্য কার্যক্রমে বৈসাদৃশ্য

প্রথম অনুচ্ছেদ: দর্শন ও তাত্ত্বিক দিক

পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক ও শাখা বা উইন্ডো ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংক পরিচালনাকারী ব্যাংকগুলোর মাঝে দর্শন ও তাত্ত্বিক দিক থেকে অনেক মিল থাকলেও কিছু ক্ষেত্রে পদ্ধতির ইসলামী ব্যাংকিং-এর মাঝে বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

---

[৩৭৯] সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ০২

[৩৮০] মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা, *সুনানু তিরিমিযি* (বয়রুত: দারুল গরব আল-ইসলামী-২০০৪), খ. ২য়, হাদীস নং-১৩০৬, পৃ. ১৫২

পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকগুলোর মাঝে বৈসাদৃশ্য

পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকগুলোর মৌলিক বিষয় ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন করা হলেও, তাদের কার্যক্রমের ধরণ ও প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে। যেমন, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড তাদের লাভজনক কার্যক্রমের পরই মানবতার সেবা ও শিক্ষা বিস্তারে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। শুধু ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর যে পরিমাণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল আছে। সে পরিমাণ অন্য কোনো পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকের নাই। এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড আমানত ও বিনিয়োগের পর তাদের ফাউন্ডেশনের অন্যতম কার্যক্রম হিসেবে হাসপাতাল পরিচালনা ও শিক্ষা বৃত্তিতে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড শিক্ষা বৃত্তি, স্কুল পরিচালনা ও লাইব্রেরী পরিচালনাকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এভাবে প্রতিটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকই তাদের সুবিধা ও প্রয়োজন অনুযায়ী একেকটি বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে থাকে ও ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নে কাজ করে।

ইসলামী শাখা ও উইন্ডো ভিত্তিক ব্যাংকগুলোর মাঝে বৈসাদৃশ্য

ইসলামী শাখা বা উইন্ডো ভিত্তিক ব্যাংকগুলো আলাদাভাবে নিজেদের উদ্দেশ্য ও কৌশল নির্ধারণ করলেও তাদের মূল ব্যাংকের সাথে উদ্দেশ্য ও কৌশলের সংযোগ থাকে। তাই প্রতিটি ইসলামী শাখা ও উইন্ডো পরিচালনকারী ব্যাংকগুলোর স্বাতন্ত্রিক কার্যপ্রক্রিয়া, উদ্দেশ্য ও কৌশলে পার্থক্য ও বৈসাদৃশ্য থাকে।

পূর্ণাঙ্গ ও শাখা/উইন্ডো ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকের মাঝে বৈসাদৃশ্য

পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকগুলো কোনো ক্ষেত্রেই যেন সুদের সংমিশ্রণ না ঘটে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখে। ফলে তারা সর্বদা সকল বিষয়ে প্রচলিত (কনভেনশনাল) ব্যাংকিং-এর সাথে সুদী কারবার থেকে মুক্ত থাকে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যংকিং-এ সেটা সম্পূর্ণরূপে সম্ভব নয়। কারণ তদের মৌলিক ব্যাংকিং কার্যক্রম সুদ নির্ভর। ফলে তারা শতভাগ চেষ্টা করেও পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকগুলোর মতো তাদের কার্যক্রম স্বতন্ত্রভাবে পরিচালনা করতে পারে না।

পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকগুলোর একমাত্র উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন করা নয়; বরং ইসলাম প্রচার ও কুরআনের শিক্ষাকে সমাজে বাস্তবায়ন করা তাদের গুরুত্বপূর্ণ ও অন্যতম মৌলিক উদ্দেশ্য। কিন্তু শাখা বা উইন্ডো ধারী ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনাকারী প্রচলিত ব্যাংকসমূহের উদ্দেশ্য ঋণ প্রদান করে মুনাফা বৃদ্ধি করা। তাই ইসলামী শাখা বা উইন্ডোগুলো এককভাবে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকগুলোর মতো মহান উদ্দেশ্যগুলো সহজে ও পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়ন করতে পারে না।

পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের কার্যক্রমে সম্পূর্ণ স্বাধীন, বাংলাদেশ ব্যাংক ছাড়া তাদের ব্যাংকিং কার্যক্রমে অন্য ব্যাংকের প্রত্যক্ষ কোনো হস্তক্ষেপ নাই। কিন্তু ইসলামী শাখা এবং উইন্ডো পরিচালনাকারী

সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়। বরং তাদের প্রচলিত বা মূল ব্যাংকগুলো তাদের কার্যক্রমের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে এবং নীতি নির্ধারণে মূল ব্যাংকের প্রচলিত অনেক বিধি-বিধান মেনে চলতে হয়। পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকগুলো শরিয়াহ পরিপালনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করে এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালায় ও কার্যকর করে। কিন্তু অপরদিকে এ বিষয়ে শাখা বা উইন্ডো ব্যাংকগুলো পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকগুলোর ন্যায় সেটি অনুধাবন করার সুযোগ এবং তা কার্যকর করার সামর্থ্য থাকে না বা সম্ভব হয় না। সুতরাং ব্যাংকগুলো এক্ষেত্রে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

وَّ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا وَ لَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

পানাহার কর, কিন্তু অপচয় করো না।[৩৮১]

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّ لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

হে লোক সকল! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে, তা থেকে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিঃসন্দেহ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।[৩৮২]

وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰوا

আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন।[৩৮৩]

ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের কার্যক্রম পরিচালনায় একটি বড় হুমকি হচ্ছে, সুদের সংমিশ্রণ। বিশেষত পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংককের তুলনায় আংশিক ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনাকারী ব্যাংকগুলোতে সুদ যুক্ত হওয়ার সম্ভবনা বেশি। তাই এই বিষয়ে শতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এছাড়াও ইসলামী শাখা বা উইন্ডোধারী প্রচলিত ব্যাংকগুলোর উচিত পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকগুলোর মতো কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তর হওয়া।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: আমানত গ্রহণ

বাংলাদেশে কার্যরত সকল ইসলামী ব্যাংক দুটি পদ্ধতিতে আমানত সংগ্রহ করে থাকে। পূর্ণাঙ্গ কিংবা শাখা বা উইন্ডোধারী ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমে সাধারণত এই পদ্ধতি অনুসরণ করেই জনগণের অর্থ সংরক্ষণ করা হয়। তবে প্রতিটি ব্যাংকের আমানত সংগ্রহের ভিন্ন ভিন্ন কিছু স্কিম থাকে। এক্ষেত্রে মৌলিক

[৩৮১] সুরা আল-আরাফ, আয়াত: ৩১
[৩৮২] সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৬৮
[৩৮৩] সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৭৫

পদ্ধতি, আল ওয়াদিয়াহ্ এবং মুদারাবা পদ্ধতির ভিত্তিতে আমানত সংগ্রহ করলেও এই উভয়ইটির সমন্বয়ে নতুন কিছু স্কিম পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা পালন করে বা বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। যেমন:

পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকসমূহে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ হিসাবগুলো নিচে প্রদান করা হলো

১. মুদারাবা নন এক্সিকিউটিভ হিসাব
২. মুদারাবা ফিউচার লিডার হিসাব
৩. মুদারাবা মিলিনিয়ার প্রকল্প
৪. মুদারাবা স্যালারি হিসাব
৫. মুদারাবা কুইন সঞ্চয় হিসাব
৬. মুদারাবা পার্ফেক্ট সঞ্চয় হিসাব
৭. মুদারাবা জুনিয়র সঞ্চয় হিসাব
৮. মুদারাবা ফ্রেশার্স সঞ্চয় হিসাব

এই ধরনের অনেক হিসাব বিভিন্ন ব্যাংকগুলো পরিচালনা করে থাকে। উপরিউক্ত হিসাবগুলোর কিছু হিসাব একক ভাবে শুধু একটি ব্যাংকে পাওয়া যায়। অন্য কোনো ব্যাংকে একই প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যসহ এমন হিসাব পাওয়া যায় না। উপরিউক্ত কোনো একটি হিসাবও একাধারে সবগুলো ব্যাংকে পাওয়া যায় না।

ইসলামী শাখা ও উইন্ডো পরিচালনাকারী ব্যাংকগুলোর বৈসাদৃশ্যপূর্ণ হিসাব

১. মুদারাবা ইমারাহ/গৃহিণী সঞ্চয় হিসাব
২. মুদারাবা মিলিওনিয়ার স্কিম
৩. সাদিক ই-সঞ্চয় হিসাব
৪. সাদিক সুপার সেভার প্রিমিয়াম
৫. সাদিক গ্র্যাজুয়েট হিসাব
৬. মুদারাবা মাসিক প্রফিট স্কিম

এই ধরনের হিসাবগুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ এমন কিছু হিসাব রয়েছে যেগুলো শুধু একটি ইসলামী শাখা উইন্ডোধারী ব্যাংকে পাওয়া যায়। এই একই ধরনের হিসাব অন্য কোনো ব্যাংকে পাওয়া যায় না।

পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক এবং শাখা/উইন্ডোধারী ইসলামী ব্যাংকিং অন্যান্য বৈসাদৃশ্য

- উপরিউক্ত হিসাবগুলো ইসলামী কোনো ব্যাংকে পাওয়া গেলেও অন্য ব্যাংকগুলোতে পাওয়া যায় না। সুতরাং ব্যাংকগুলো মুদারাবা বিষয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ হলেও মুদারাবার মিশ্রণে তৈরি হিসাবগুলোতে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

- এছাড়াও এই হিসাবগুলোর মুনাফা নির্ধারণের ক্ষেত্রেও অনেক ভিন্নতা রয়েছে। একই পদ্ধতির ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো আলাদা আলাদা মুনাফার হার নির্ধারণ করে থাকে।
- ব্যাংগুলোর আমানত সংগ্রহের মেয়াদের ক্ষেত্রেও বৈসাদৃশ্য রয়েছে। একই ধরনের হিসাবে কোনো ব্যাংক যে মেয়াদ নির্ধারণ করে অন্য ব্যাংক হুবহু সেই মেয়াদকেই নির্ধারণ করে না। বরং প্রত্যেকটি ব্যাংক তাদের সুবিধা ও নিয়ম-নীতির ভিত্তিতে আলাদা আলাদা সময় ও মেয়াদ নির্ধারণ করে থাকে।
- ব্যাংকগুলো শুধু সঞ্চয়ী হিসাবের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন তথা বৈসাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে থাকে। কারণ গ্রাহকরা আমানত সঞ্চয় ও সেটাকে কাজে লাগিয়ে মুনাফা অর্জন করতে চায়। তাই ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের প্রয়োজন মোতাবেক আমানত হিসাব বা স্কিম চালু করে।

আমানত সংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো বিভিন্ন দিক থেকে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে থাকে। কখনো হিসাবের পদ্ধতি, কখনো মুনাফার হারের পদ্ধতি এবং কখনো মুনাফা প্রদানের সময়ের পার্থক্য ইত্যাদি। এ সকল পার্থক্যের ক্ষেত্রে ব্যাংকের করণীয় হচ্ছে তার গ্রহকের সাথে কোনো ধরনের খেয়ানত না করা। কেননা হাদিসে এসেছে,

يَدُ اللهِ عَلَى الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَتَخَاوَنَا

> রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "দু'জন অংশীদারের ওপর ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রহমত থাকে যতক্ষণ তাঁরা একে-অন্যের খিয়ানত না করে।"[৩৮৪]

সুতরাং ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের গ্রাহকদের কাছ থেকে গৃহীত অর্থ বিনিয়োগ, মুনাফা বণ্টন ও অর্থ ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে যেকোনো প্রকার খেয়ানত থেকে বিরত থাকতে হবে। তাহলেই তাদের কার্যক্রমগুলো আল-কুরআন ও আল-হাদীসের আলোকে পরিচালিত হবে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ: বিনিয়োগ

প্রতিটি ইসলামী ব্যাংকই মৌলিক কিছু ইসলামী ব্যবসায়িক নীতিমালা বা পদ্ধতিতে অনুসরণ করেই বিনিয়োগ প্রদান করে থাকে। এছাড়াও ব্যাংকগুলো গ্রাহকদের চাহিদা অনুসারে বিভিন্ন শর্ত ও নিয়মের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রোডাক্ট ডিজাইন করে থাকে এবং বিনিয়োগ প্রদান করে। এ ধরনের বিভিন্ন পরিষেবাতে এক ব্যাংকের সাথে অন্য ব্যাংকের হুবহু হয়না। বরং কিছু বৈসাদৃশ্য থাকে।

[৩৮৪] সুনানু আবি দাউদ, হাদীস নং-৩৩৮৩

পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকগুলোর বৈসাদৃশ্যপূর্ণ দিক

পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকগুলো ব্যবসায়িক সকল পদ্ধতিতে (Mood) বিনিয়োগ করে থাকলেও প্রতিটি ব্যাংক সকল বিনিয়োগ পদ্ধতির ক্ষেত্রে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। কিছু কিছু বিষয়ে ভিন্নতা রয়েছে। যেমন:

- ইজারা
- করদ
- ইসতিসনা
- বিল পার্চেস এবং নেগোসিয়েশন

এই পদ্ধতিগুলো ইসলামী ব্যাংকগুলোতে থাকলেও পূর্ণাঙ্গ ১০টি ইসলামী ব্যাংক একাধারে এগুলোতে বিনিয়োগ করে না।

ইসলামী শাখা ও উইন্ডো ব্যাংকিং-এর বৈসাদৃশ্যপূর্ণ দিক

অনুরূপভাবে শাখা ও উইন্ডো পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনাকারী ব্যাংকগুলোতেও বিনিয়োগ পদ্ধতি নিয়ে বৈসাদৃশ্য রয়েছে। সময়, ব্যাংকের নীতি, পরিবেশ, পরিস্থিতি বিবেচনায় এক এক ব্যাংকের বিনিয়োগের ক্ষেত্র ও একগ্রতা ভিন্ন ভিন্ন।

এছাড়াও কোন বিনিয়োগ থেকে কি পরিমাণ মুনাফা গ্রহণ ও প্রদান করা হয় সে নীতিতেও ব্যাংকগুলোর মাঝে বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

> তোমরা যা ভালবাস তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনই কল্যাণ লাভ করতে পারবেনা।[৩৮৫]

বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকগুলোকে শুধুমাত্র কয়েকটি মোড বা পদ্ধতি বিনিয়োগ করে ক্ষান্ত থাকা উচিত না। যেখানে নিজেদের লাভ ও ক্ষতির সম্ভাবনা একেবারেই নেই সেখানে বিনিয়োগের পাশাপাশি সমাজের জন্য কল্যাণকর ও অংশীদারদের জন্য অধিক লাভজনক সে বিনিয়োগ পদ্ধতিতেও বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। এছাড়াও ইসলামের স্বার্থে ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতির যতগুলো পদ্ধতি আছে সবগুলোতে বিনিয়োগ করা দরকার, যাতে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইসলামী বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকগুলো অধিক সুযোগ থাকে। অপরদিকে ইসলামী শাখা ও উইন্ডোধারী ব্যাংকগুলোর এধরনের সুযোগ কম থাকে। তাই এ ব্যাংকগুলোর উচিত যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তর হওয়া।

---

[৩৮৫] সূরা আলে-ইমরান, আয়াত: ৭৮

চতুর্থ অনুচ্ছেদ: মুনাফা বণ্টন

মুনাফা বণ্টনের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকসমূহ ওয়েটেজ ও আইএসআর পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। তবে এক্ষেত্রে বৈসাদৃশ্যেরও একটি দিক রয়েছে। কারণ সবগুলো ব্যাংক সম্মিলিতভাবে কোনো একটি পদ্ধতি অনুসরণ করে না।

কিছু ব্যাংক ওয়েটেজ পদ্ধতি অনুসরণ করে মুনাফা বণ্টন করে থাকে। তাদের ব্যাংকিং কার্যক্রমের শুরু থেকেই এই পদ্ধতি অনুসরণ করে আসছে। আবার কিছু ব্যাংক শুরু থেকে এই পদ্ধতি অনুসরণ করে আসলেও এখন সেটা পরিবর্তন করে অন্য পদ্ধতি তথা আইএসআরে তাদের মুনাফা বণ্টন করে থাকে। আবার কিছু ব্যাংক শুরু থেকেই আইএসআর পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। যেটি ২০০৮ সালে সর্বপ্রথম বাংলাদেশে চালু করা হয়েছে।

বাংলাদেশে কার্যরত পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের মুনাফা বণ্টনের ক্ষেত্রে শুধু ওয়েটেজ পদ্ধতি অনুসরণ করে। অপরদিকে শাখা ও উইন্ডো ব্যাংকগুলোতে ওয়েটেজ ও আইএসআর ২টি মুনাফা বণ্টন পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে।

মুনাফা বণ্টনের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোর মাঝে বড় ধরনের বৈসাদৃশ্য হচ্ছে মুনাফার হার নির্ধারণ। কিছু ব্যাংক মুদারাবা সঞ্চয় হিসাবে সম্ভাব্য ২%, আবার কোনো ব্যাংক সম্ভাব্য ২.৫% মুনাফা অর্থাৎ এক এক ব্যাংক এক এক রকম মুনাফা প্রদান করে থাকে। এছাড়াও আয় বণ্টন নীতিমালার কারণে আয়ের পরিমাণের ভিন্নতায় মুনাফার হার ও ভিন্ন হয় প্রদান করে থাকে। তবে এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, যেটা নির্ধারণ করা হবে সেটা চুক্তির শেষ হওয়ার পূর্বে বা এক পক্ষের সিদ্ধানে পরিবর্তন করা যাবে না। কেননা হাদীসে এসেছে,

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً

> মুসলমানদের মাঝে সিদ্ধান্তকৃত শর্তকে স্থীর রাখা হবে। কিন্তু ঐ শর্ত যা কোনো হালালকে হারাম করে ও কোনো হারামকে হালাল করে।[৩৮৬]

ইসলামী ব্যাংকগুলোতে মুনাফা বণ্টনের ক্ষেত্রে মুনাফার হার নির্ধারণ করায় অনেক বেশি পার্থক্য দেখা যায়। তাই প্রতি ব্যাংকের উচিত একটি মুনাফা বণ্টন পদ্ধতি অনুসরণ করা এবং হার নির্ধারণে খুব বেশি পার্থক্য না করা।

---

[৩৮৬] ৩৮৬ মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা, *সুনানু তিরিমিযি* (বয়রুত: দারুল গরব আল-ইসলামী-২০০৪), খ. ২য়, হাদীস নং-১৩৫৬, পৃ. ১৬৫

সুতরাং ইসলামী ব্যাংকগুলোর মুনাফা বণ্টন বিষয়ে খুব সচেতন থাকতে হবে। উপরিউক্ত হাদিসের আলোকে বলা যায় যে, বছরের শুরুতেই মুনাফার হার নির্ধারণ করতে হবে এবং এই চুক্তি শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো ধরনের পরিবর্তন করা যাবে না।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ: অন্যান্য সেবা

ব্যাংকের কিছু মৌলিক বিষয় যথা আমানত সংগ্রহ, বিনিয়োগ প্রদান ও মুনাফা বণ্টনের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য রয়েছে। অনুরূপভাবে এগুলো ছাড়া অন্যান্য বিষয়েও সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য রয়েছে। যেমন:

সিএসআর: একেক ব্যাংক একেক পদ্ধতি ও খাতে সিএসআর -এর অর্থ বিতরণ করে থাকে। শিক্ষা, শিল্পায়ন, মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও বিভিন্ন সেক্টরে বিভিন্ন শর্ত ও নিয়মের ভিত্তিতে বিনিয়োগ প্রদান করে থাকে। প্রতিটি ব্যাংকের মাঝেই এই পার্থক্য থাকে। তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে পূর্ণাঙ্গ এবং শাখা/উইন্ডোধারী ইসলামী ব্যাংকগুলোর অন্যান্য সেবার চিত্র থেকে বলতে পারি যে, ব্যাংকগুলোতে দান করা অর্থের পরিমাণ, খাত, সময় ও প্রাধান্য দানের ক্ষেত্রেও অনেক বৈসাদৃশ্য দেখা যায়।

কার্ড ইস্যু: প্রতিটি ব্যাংক তার গ্রাহকদের জন্য কার্ড প্রোভাইড করে থাকে। তবে তাদের কার্ড চার্জ ও সুবিধাদির ক্ষেত্রে অনেক বেশি বৈচিত্র্য থাকে।

শাখা ও উইন্ডো বৃদ্ধি: ইসলামী ব্যাংকগুলোর মাঝে একটি কমন বৈসাদৃশ্য শাখা বা উইন্ডো পরিচালনা ও বৃদ্ধি বিষয়ে। একেক ব্যাংক একেক সময় তাদের প্রয়োজনে শাখা বা উন্ডো বৃদ্ধি করছে। নিচে একটি তুলে ধরা হলো:

ক্র নং	ব্যাংকের নাম	শাখা সংখ্যা
১	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড	৩৮৪
২	আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	৩৩
৩	সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১৭২
৪	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটে	২০১
৫	এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড	১৪০
৬	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১৩২
৭	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লমিটেড	২০১
৮	ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড	১০৪
৯	গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১৬৬

সারণি ৫.৪: পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকসমূহের শাখার সংখ্যা [৩৮৭]

[৩৮৭] চতুর্থ অধ্যায়ে উল্লেখিত তথ্যের ভিত্তিতে নিজস্ব চিত্রায়ন

ক্র নং	ব্যাংকের নাম	শাখা সংখ্যা
১	দ্যা সিটি ব্যাংক লিমিটেড	১
২	এবি ব্যাংক লিমিটেড	১
৩	ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড	২
৪	প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড	২২
৫	প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড	৫
৬	সাউথেস্ট ব্যাংক লিমিটেড	৫
৭	যমুনা ব্যাংক লিমিটেড	২
৮	ব্যাংক আল-ফালাহ লিমিটেড	১
৯	এনারবি ব্যাংক লিমিটেড	১

সারণি ৫.৫: ইসলামী শাখাধারী প্রচলিত ব্যাংকসমূহের ইসলামী শাখার সংখ্যা [৩৮৮]

ক্রম	নাম	উইন্ডো সংখ্যা
১	সোনালী ব্যাংক লিমিটেড	৫৮
২	জনতা ব্যাংক লিমিটেড	এখনও কার্যক্রম চালু হয়নি
৩	অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড	১৫
৪	পূবালী ব্যাংক লিমিটেড	১৭
৫	ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড	১৫
৬	ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড	৫
৭	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক লিমিটেড	১
৮	মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড	৪৫
৯	মিডলাইন ব্যাংক লিমিটেড	২
১০	এনআরবিসি ব্যাংক লিমিটেড	৮
১১	ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড	২
১২	ইউসিবি লিমিটেড	৮
১৩	মেঘনা ব্যাংক লিমিটেড	১
১৪	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড	১৫

সারণি ৫.৫: ইসলামী উইন্ডোধারী প্রচলিত ব্যাংকসমূহের ইসলামী উইন্ডোর সংখ্যা [৩৮৯]

শরিয়াহ সুপারভাইজরি কমিটি: বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনাকারী সকল ব্যাংকে শরিয়াহ কোনো ব্যাংকই সুপারভাইজরি কমিটি বাধ্যতামূলকভাবে থাকতে হবে। ফলে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক কিংবা শাখা/উইন্ডোধারী ইসলামী ব্যাংকগুলোর কার্যক্রম শুরু করার সাথে সাথেই শরিয়াহ্ সুপারভাইজরি বোর্ড/কমিটি গঠন করতে হয়। তবে এখানে প্রতিটি ব্যাংকের মাঝেই কিছু বৈসাদৃশ্য থাকে। শরিয়াহ্ সুপারভাইজরি বোর্ডের/কমিটি মিটিং করার পদ্ধতিতে পার্থক্য থাকে, কাজের

[৩৮৮] চতুর্থ অধ্যায়ে উল্লেখিত তথ্যের ভিত্তিতে নিজস্ব চিত্রায়ন
[৩৮৯] প্রাগুক্ত

সময়সীমা ও বোর্ডের/কমিটি সদস্যদের সংখ্যার ভিন্নতা থাকে ইত্যাদি। শরিয়া সুপারভাইজরি কমিটি/বোর্ডের সদস্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকগুলো একই সংখ্যা নীতি অনুসরণ করে না। এছাড়াও ব্যাংকসমূহের মাঝে গুরুত্বপূর্ণ বৈসাদৃশ্য হলো পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকসমূহ যেকোনো পরিষেবা প্রদান করতে পারে, কিন্তু শাখা বা উইন্ডো ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনাকারী ব্যাংকসমূহ চাইলেই পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকসমূহের মতো সেবা প্রদান করতে পারে না। তাদের জন্য মূল প্রচলিত ব্যাংকে কিছু বাধ্যবাধকতা থাকে। যার ফলে ব্যাংকগুলো পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকের সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

فَسۡـَٔلُوۡۤا اَهۡلَ الذِّكۡرِ اِنۡ كُنۡتُمۡ لَا تَعۡلَمُوۡنَ

তোমরা যদি না জান, তাহলে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর[৩৯০]

ব্যাংক পরিচালনায় গ্রহকদের সুবিধার্থে অনেক সেবা প্রদান করতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ ও শাখা বা উইন্ডো ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনায় অবশ্যই এমন একটি বিজ্ঞ দলের পরামর্শে সেবাগুলো প্রদান করতে হবে, যাতে কোনো ইসলাম পরিপন্থী কাজ না হয়। পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকগুলো এবিষয়ে বেশ অগ্রসর হলেও ইসলামী শাখা ও উইন্ডো পরিচালনাকারী প্রচলিত ব্যাংকগুলো খুব বেশি সোচ্চার নয়। কারণ তাদের সুপারভাইজরি কমিরিকে সার্বিক দিক বিবেচনা করলে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকিং-এর সুপারভাইজরি কমিটির মতো স্বাধীন, ক্ষমতা সম্পন্ন ও সমমান হয় না।

কোরআনের এই শিক্ষার আলোকে প্রতিটি ব্যাংককে অবশ্যই ইসলামী ব্যাংকিং ও সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞ ও ইসলামী আইনশাস্ত্রের অথোরিটিদের পরামর্শে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ: সামাজিক উন্নয়ন

পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকগুলো সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকে। তবে তাদের কার্যক্রম অনেক ক্ষেত্রে সাদৃশ্যপূর্ণ হলেও কিছু কিছু বিষয়ে বৈসাদৃশ্য থাকে। যেমন:

- শিক্ষা কার্যক্রম
- যাকাত ম্যানেজমেন্ট
- সাংস্কৃতিক কার্যক্রম

পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকগুলো কিছু ব্যাংক শিক্ষা কার্যক্রমকে প্রাধান্য দিয়ে এই খাতে অধিক পরিমাণ সি এর আর বা সামাজিক দায়বদ্ধতার দায়িত্ব পালন করে থাকে।

[৩৯০] সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৪২

যাকাত ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে সবগুলো ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে পারে না। কিছু ব্যাংকে আলাদা যাকাত ম্যানেজমেন্টের ডিপার্টমেন্ট থাকে। কিন্তু অধিকাংশ ব্যাংকের এই ব্যবস্থা থাকে না। সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে সকল ব্যাংকের অবদান সমান নয়। কিছু ব্যাংক এই খাতে নিয়মিত ব্যয় করতে থাকে। আবার কিছু ব্যাংক এই খাতে কোনো অর্থ ব্যয়ের কোনো বরাদ্দ নাই। সুতরাং এই কাজগুলোতে ব্যাংকগুলো বৈসাদৃশ্য রয়েছে এবং অন্যান্য কাজেও তাদের বৈসাদৃশ্য পাওয়া যায়।

ইসলামী শাখা বা উইন্ডোধারী প্রচলিত ব্যাংকগুলো সাধারণত সামাজিক উন্নয়নমূলক কোনো কাজ করতে পারে না। কারণ তাদের আলাদা সামাজিক দায়বদ্ধতার জন্য কোনো ফান্ড বা কার্যক্রম হয় না। এ ধরনের ব্যাংকের মূল প্রচলিত ব্যাংকের কার্যক্রম প্রাধান্য থাকায় সেখান থেকেই সামাজিক কার্যক্রম ও উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদিত হয়। কিন্তু এই ব্যাংকগুলোকে তাদের সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

তোমরা কল্যাণকর্মে প্রতিযোগিতা কর।[৩৯১]

তাই ইসলামী শাখা ও উইন্ডো ব্যাংকিং পরিচালনাকারী ব্যাংকগুলোকে অবশ্যই সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা, বৃদ্ধি এবং সক্রিয় ভূমিকা রাখার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। তবে এই ব্যাংকগুলোকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকে পরিণত হওয়া প্রয়োজন। তাহলেই ইসলাম প্রচার ও মানবতার কল্যাণে কাজ করা সম্ভব। মোটকথা, ইসলামী ব্যাংকসমূহের মাঝে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক ও শাখা বা উইন্ডো ইসলামী ব্যাংকের অনেক সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য রয়েছে। তাদের যেহেতু মূল উদ্দেশ্য ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনা করা, ফলে তারা উদ্দেশ্য ও মৌলিক কার্যক্রমে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়। আর প্রতিটি ব্যাংকেরই কর্মকর্তা, কর্মচারী ও পদ্ধতি পৃথক হওয়ায় তাদের মাঝে বৈসাদৃশ্য হয়ে থাকে।

[৩৯১] সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৪৮

গবেষণা ফলাফল (Findings)

বর্তমান বিষয়ে গবেষণা করে আমরা যে সকল ফলাফল (Findings)-এ উপনীত হয়েছি, তার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

১. সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে ব্যাংকব্যবস্থা বিকশিত হয়। সিন্ধু, বৈদিক, ব্যাবিলনীয়, রোমান, গ্রিক, মিসরীয়, মেসোপটেমিয়ান, পারস্য ও ইসলামী সভ্যতায় ব্যাংকব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়;

২. ব্যাংক অর্থ সংগ্রহ, ঋণ প্রদান ও বিনিয়োগের ব্যবসায়ে নিয়োজিত একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান; যা স্বল্প সুদে বা স্বল্প মুনাফায় জনগণের নিকট থেকে জমা গ্রহণ করে, আর অধিক সুদ বা অধিক মুনাফার বিনিময়ে অন্যকে ঋণ বা ধার দেয়; পারস্পরিক দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি করে; অর্থের লেনদেন করে; ঋণ সৃষ্টি এবং ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে; বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পাদন করে; আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে; সরকারকে পরামর্শ ও অর্থ সহায়তা প্রদান করে এবং সকল প্রকার অর্থনৈতিক কার্যক্রমে সুদ বা মুনাফা অর্জন করার অন্যতম লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে;

৩. ব্যাংক একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান। অন্যান্য কারবার হতে ব্যাংকিং কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসমূহকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। ক. প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্য এবং খ. সামাজিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য;

৪. প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলো সীমিত মাত্রায় কিছু কিছু ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পাদন করলেও আধুনিক ব্যাংকের গঠন, আকৃতি-প্রকৃতি এবং কার্যক্ষেত্রের দিক দিয়ে সেগুলো ছিল ভিন্ন ধরনের;

৫. আধুনিক যুগের ব্যাংকব্যবস্থাকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। ক. শ্রমনির্ভর ব্যাংকব্যবস্থা খ. ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি নির্ভর ব্যাংকব্যবস্থা গ. মনুষ্যবিহীন ব্যাংকব্যবস্থা ঘ. অনলাইন ব্যাংকব্যবস্থা;

৬. বর্তমান সময়ে উল্লেখযোগ্য ও প্রচলিত দুই ধরনের ব্যাংকব্যবস্থার একটি হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকব্যবস্থা, অন্যটি বাণিজ্যিক ব্যাংকব্যবস্থা;

৭. কেন্দ্রীয় ব্যাংক এমন এক প্রতিষ্ঠান যা সরকারের ব্যাংক হিসেবে পরিচিত; যা নোট ইস্যু করে; সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করে; দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নে অবদান রাখে এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যসহ সকল অর্থনৈতিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে;

৮. যে ব্যাংক জনগণের সঞ্চিত অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে এবং গৃহীত আমানত বিনিয়োগ হিসেবে ব্যাবসা বাণিজ্যে খাতে প্রদান করার মাধ্যমে সুদ বা মুনাফা অর্জন করে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে;

৯. মুসলিমদের অর্থনৈতিক জীবন ইসলামী শরিয়াহ নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালনা করার লক্ষ্যে সকল প্রকার আর্থিক লেনদেনে সুদকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে মুনাফাভিত্তিক কল্যাণমুখী ব্যাংকব্যবস্থা প্রবর্তন করা আবশ্যিক কর্তব্য (ফরয)। এ লক্ষ্যেই ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠিত হয়;

১০. ইসলামী ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান- যা তার সকল কার্যক্রমে সুদকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে চলে এবং এর কার্যক্রম এমনভাবে পরিচালিত হয়- যাতে ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়; লাভ-লোকসানের অংশীদারিত্ব এবং একটি ন্যায়ানুগ ও ভারসাম্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়;

১১. স্বাধীনতার পূর্বে ভৌগোলিক বিবেচনায় বঙ্গভূখণ্ড ভারত উপমহাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল ছিল। রাজনৈতিক বিবেচনায় মুঘল আমল থেকে শুরু করে ইংরেজ ও পশ্চিম পাকিস্তানের অধীনে বহু বছর শাসিত হওয়ায় স্বাধীন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়ে পরিণত হয়;

১২. ব্রিটিশ শাসনামলের পূর্ব থেকেই পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোর মতো এই উপমহাদেশে ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু ছিল। বিশেষত পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) অঞ্চলেও ব্যাংকিং কার্যক্রম চলমান ছিল এবং ক্রমান্বয়ে তা বৃদ্ধি পায়;

১৩. ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর পাকিস্তান আমলে (১৯৪৭-১৯৭১) পূর্ব পাকিস্তানে বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও ব্যাংকিং সেক্টরে অগ্রধারা বজায় ছিল। দিন দিন ব্যাংকের শাখা এবং তাদের আমানত ও ঋণ প্রদানের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছিল;

১৪. বাংলাদেশে কয়েক ধরনের ব্যাংকিং কাজ করে; ক. রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক খ. বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক গ. বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক ঘ. ইসলামী ব্যাংক ঙ. বিশেষায়িত ব্যাংক ও অ-তালিকাভুক্ত ব্যাংক;

১৫. ১৯৮৩ সালের ৩০ মার্চ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম সুদমুক্ত ব্যাংক 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এক্ষেত্রে ১৯ জন বাংলাদেশি ব্যক্তিত্ব , ৪ টি বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান, আইডিবিসহ মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের ১১ টি ব্যাংক, বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারি সংস্থা এবং সৌদি আরবের দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় উদ্যোক্তারূপে এগিয়ে আসেন;

১৬. বর্তমানে বাংলাদেশে ১০টি ব্যাংক পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়াও প্রচলিত ধারার (কনভেনশনাল ব্যাংকিং) বিভিন্ন ব্যাংকের মোট ১৯টি শাখা ও ১৬৬টি উইন্ডো ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে;

১৭. ব্যাংকের একেবারে প্রাথমিক কাজ হল আমানত সংগ্রহ করা। সমাজের মানুষের কাছে যে অলস অর্থ অব্যবহৃত পড়ে থাকে, বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে ব্যাংক সংগ্রহ করে থাকে;

১৮. বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ ও প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং শাখা ও উইন্ডো আমানত সংগ্রহের জন্য দুই ধরনের হিসাব সংরক্ষণ করে থাকে: ক. চলতি হিসাব (Current Account) খ. সঞ্চয়ী হিসাব (Investment Account);

১৯. বাংলাদেশে প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং ও উইন্ডো ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ পদ্ধতি পর্যালোচনা করে তাকে নিম্নোক্ত ভাগে বিভক্ত করা যায়: ক. ক্রয়-বিক্রয় ভিত্তিক বিনিয়োগ পদ্ধতি খ. অংশীদারিত্ব ভিত্তিক বিনিয়োগ পদ্ধতি গ. ভাড়াভিত্তিক বিনিয়োগ পদ্ধতি;

২০. কুরআন ও হাদীসের আলোকে কারো কাছ থেকে যে পরিমাণ সম্পদ নেয়া হবে- তাকে সে পরিমাণ ফেরত দিতে হবে। পাশাপাশি ন্যায় প্রতিষ্ঠায় গৃহিত সম্পদ (আমানত) থেকে অর্জিত মুনাফা পূর্ব নির্ধারিত চুক্তির হার অনুযায়ী বণ্টন করা বাধ্যতামূলক;

২১. প্রয়োজনের তাগিদেই ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতিতে মুদারাবা আমানতকারীদের মাঝে মুনাফা বণ্টনের দুটি পদ্ধতি বর্তমানে বিদ্যমান রয়েছে। ১. ওয়েটেজ পদ্ধতি (Weightage Based Framework- গুরুত্ব অনুসরণ); ২. আইএসআর (Income Sharing Ratio- আয় অংশীকরণ অনুপাত) পদ্ধতি;

২২. কোনো কোনো ইসলামী ব্যাংক গ্রাহকদেরকে সঞ্চয়ী হিসাবে নির্দিষ্ট হারে লাভ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়- যা শরিয়াহ্‌র স্পষ্ট লঙ্ঘনই শুধু নয়, বরং সুস্পষ্ট সুদ হিসেবে গণ্য- যা ইসলামী শরিয়ায় হারাম;

২৩. ব্যাংক কর্তৃক তার আমানতকারীদের জন্য ঘোষিত মুনাফার অংশ এবং ব্যাংকের জন্য ঘোষিত মুনাফার অংশ সঠিকভাবে বণ্টন করা শরিয়াহর সুস্পষ্ট নির্দেশ। অধিকাংশ ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদনে বিষয়টির কোন উল্লেখ থাকে না- যা এই শরিয়াহ নীতির লঙ্ঘন। এছাড়া ব্যাংকের কর্মকর্তাদের কাছে বিষয়টি জানতে চাইলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না;

২৪. সঞ্চয়কারীগণ ব্যাংকে টাকা জমা রাখেন কিন্তু কখনও তিনি জানতে পারেন না যে, তার জমাকৃত টাকা কোন কোন খাতে বিনিয়োগ করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা হয়েছে- বার্ষিক প্রতিবেদনে তারও কোন সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকে না। এটিও এক ধরনের শরিয়াহ্ লঙ্ঘন;

২৫. একই সময়ে একই ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন গ্রাহককে বিভিন্ন হারে মুনাফা প্রদান করে থাকে- যা একই জাতীয় ডিপোজিট পুলের মধ্যে সমন্বয়হীনতার উদাহরণ। তাছাড়া, এ ধরনের কার্যক্রম সম্পর্কে সাধারণ গ্রাহকের অবগতি না থাকলে নিজের আমানতের বিপরীতে মুনাফা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে

বঞ্চনার স্বীকার হতে হয়। গ্রাহকদের প্রতি ন্যায়াবিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একই ধরনের আমানত গুচ্ছের জন্য মুনাফা বণ্টনের অনুপাত একই রকম হওয়া আবশ্যক;

২৬. জমাকারীর টাকা বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের সময় কোনো কোনো বিনিয়োগ গ্রাহক (ঋণ গ্রহীতা) নির্ধারিত সময়ে ব্যাংকের দেনা পরিশোধ করতে পারে না; বিধায় ব্যাংক জমাকারীকে উক্ত বছরে তার প্রাপ্য লভ্যাংশ দিতে পারে না। পরবর্তী বছরের কোনো এক সময় বিনিয়োগ গ্রাহক উক্ত দেনা পরিশোধ করে। ব্যাংক সে টাকা চলতি বছরের লভ্যাংশ হিসেবে বিবেচনা করে। ফলে আমানতকারী তার পূর্বের বছরের লভ্যাংশ থেকে বঞ্চিত হয়। আবার এমনও দেখা যায়, কোনো কোনো আমানতকারী ইতোমধ্যে ব্যাংক থেকে তার একাউন্ট এবং অন্যান্য লেনদেন গুটিয়ে নিয়েছে। এ অবস্থায় উক্ত আমানতকারী তার অধিকার থেকে একেবারেই বঞ্চিত থেকে যায় এবং তার এ অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে কোনো ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখা যায় না- যা ইসলাম একেবারেই সমর্থন করে না;

২৭. ইসলামী ব্যাংকসমূহ আমানত সংগ্রহ ও বিনিয়োগ প্রদানকে মূল কাজ হিসবে বিবেচনা করে থাকে। তবে এগুলোর পাশাপাশি মানুষের অর্থিক অন্যান্য চাহিদা পূরণ ও সহযোগিতার জন্য ইসলামী ব্যাংকসমূহ দৈনন্দিন তাদের কার্যক্রম বৃদ্ধি করছে;

২৮. ব্যাংকের আমানত গ্রহণ ও বিনিয়োগ ছাড়া অন্যান্য কার্যক্রমগুলোর মাঝে উল্লেখযোগ্য হলো ব্যাংক গ্যারান্টি, ঋণপত্র খোলা, রপ্তানি বাণিজ্য, রেমিট্যান্স কার্যক্রম, বৈদেশিক মুদ্রা কেনা-বেচা, মার্চেন্ট ব্যাংকিং, লকার ভাড়া, বিল বাট্টাকরণ, কলমানি মার্কেটে অংশগ্রহণ, সরকারি ট্রেজারি বিল ক্রয়, পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প, ক্ষুদ্রশিল্প বিনিয়োগ প্রকল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা বিনিয়োগ প্রকল্প ইত্যাদি;

২৯. ইসলামী ব্যাংকসমূহ সরাসরি ব্যাংকিং কার্যক্রম ছাড়াও অনেক ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে; যাতে আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যে দায়বদ্ধতা আছে সেটা পালন করা যায়। এই দায়িত্ব পালনের অন্যতম মাধ্যম হলো সি.এস.আর ও ব্যাংক ফাউন্ডেশন কার্যক্রম;

৩০. সর্বোপরি ব্যাংকিং কার্যক্রমের মূল কাজ হলো আমানত সংগ্রহ এবং তা বিতরণ। অর্থাৎ সেই আমানতকে ঋণ বা বিনিয়োগ কার্যক্রমে ব্যবহার করা। পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের গ্রাহকদের সুবিধার্থে অন্যান্য অনেক আর্থসামাজিক সেবা প্রদান করে থাকে; সমাজের মানুষের আর্থিক সুবিধা প্রদান ও সমাজ কল্যাণের অংশ হিসেবে বিভিন্ন সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করে থাকে।

সুপারিশমালা

১. স্বতন্ত্র ইসলামী ব্যাংকিং আইন প্রণয়ন

পৃথক ইসলামী ব্যাংক কোম্পানী আইন প্রণয়ন করা এবং তাতে Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) ও Islamic Finance Service Board (IFSB) কর্তৃক প্রণীত এবং Islamic Development Bank (IDB) কর্তৃক সমর্থিত স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী নীতিমালা সংযোজন করা;

২. শরিয়াহ সুপারভাইজরি কমিটিকে শক্তিশালী করা

প্রতিটি ইসলামী ব্যাংকের নিজস্ব শরিয়াহ সুপারভাইজরি কমিটি থাকলেও প্রচলিত ও রাষ্ট্রীয় আইনের অধীনে থেকেই তাদের শরিয়াহ পরিপালন করতে হয়। অথচ শরিয়াহ পরিপালন নিশ্চত করতে প্রভাবমুক্ত, স্বাধীন, শক্তিশালী ও সুপারভাইজরি ক্ষমতা সম্পন্ন সংস্থার নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান প্রয়োজন; যা দেশে সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া, ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ এবং ব্যাংকের বিধিবদ্ধ নীতির কারণেও শরিয়াহ্ সুপারভাইজরি কমিটির স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না। সুতরাং এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের আরও কার্যকর গুরুত্ব দেয়া দরকার;

৩. মুরাক্বিব (مراقب -Shariah Auditor) নিয়োগ

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে শরিয়াহ পরিপালন নিশ্চিতকরণের জন্য প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত সংখ্যক যোগ্য ও দক্ষ মুরাক্বিব নিয়োগ এবং স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ প্রদান;

৪. বহি:শরিয়াহ নিরিক্ষা চালু করা

ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমকে বেগবান ও যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রচলিত বহি: নিরীক্ষার মতো বাধ্যতামূলক বহি:শরিয়াহ নিরীক্ষা (External Shariah Audit) পরিচালনা করা;

৫. জমা গ্রহণে শরিয়াহ সচেতনতা

গ্রাহকদের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহের সময় কর্মকর্তাগণ শরিয়াহ পরিপালনে সচেতন হতে হবে। যাতে কোনো বিষয়ে শরিয়াহ লজ্ঘন না হয় এবং গ্রাহকরা যেন জমা সংক্রান্ত শরিয়াহ নীতিমালা জানতে পারে সে বিষয়ে তৎপর থাকা। সুতরাং জমা গ্রহণের ব্যাপারে ইসলামী ব্যাংকে লজ্ঘিত বিষয়গুলোর ব্যাপারে সতর্ক ও সচেতন হতে হবে এবং গ্রাহককে আমানত নীতিমালা সম্পর্কে অবহিত করতে হবে;

৬. শরিয়াহ বিষয়ক সেমিনার ও প্রচারণা

গ্রাহকদের শরিয়াহ পরিপালন সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকল শাখায় বছরে অন্তত একবার গ্রাহক সমাবেশ ও শরিয়াহ বিষয়ক দিকনির্দেশনার ব্যবস্থা করা। শরিয়াহসম্মত বিভিন্ন বিনিয়োগ পদ্ধতির উপর আলাদা লিফলেট ছাপিয়ে তা গ্রাহকদের মাঝে বিতরণের ব্যবস্থা করা;

৭. বিনিয়োগ সহজীকরণ

বিনিয়োগের অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে ডকুমেন্ট সম্পাদনা, ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি প্রভৃতি আরো সহজভাবে নির্ধারণ করতে হবে। Cash Credit এর ক্ষেত্রে Daily Product এর সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে সাধারণ ব্যাংকে যে সুবিধা দেয়া হচ্ছে সে ক্ষেত্রে লাভ কম নেয়ার মাধ্যমে গ্রাহকদেরকে আরো ভালোভাবে আকৃষ্ট করা যেতে পারে;

৮. কেন্দ্রীয়, বিভাগীয় ও জেলাভিত্তিক ক্রয়-বিক্রয় সেল স্থাপন

পণ্য Delivery ও বিনিয়োগ প্রদানের যাবতীয় কার্যক্রম সহজ করতে কেন্দ্রীয়, বিভাগীয় বা জেলা ভিত্তিক ক্রয়-বিক্রয় সেল স্থাপন করা যেতে পারে;

৯. নতুন নতুন প্রোডাক্ট উদ্ভাবন

প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে যুগের চাহিদা পূরণে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে নতুন নতুন প্রোডাক্ট উদ্ভাবন এবং তা বাস্তবায়ন করা। এ লক্ষ্যে সমন্বিতভাবে ব্যাপক গবেষণাকর্ম পরিচালনা করা প্রয়োজন। তাছাড়া প্রচলিত ব্যাংকের প্রোডাক্টকে ইসলামীকরণের দিকে মনযোগ কমিয়ে স্বতন্ত্র ইসলামী প্রোডাক্ট উদ্ভাবনে গুরুত্বারোপ করা;

১০. জনগণকে ইসলামী অনুশাসন মানতে উৎসাহিত করা

ইসলামী অনুশাসন না থাকায় ইসলামী ব্যাংকের কাঙ্খিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন একদিকে যেমন ব্যাহত হচ্ছে এবং অন্যদিকে পূর্ণাঙ্গ শরিয়াহ বাস্তবায়নও সম্ভব হচ্ছে না। উল্লিখিত এ সমস্যা সমাধানের জন্য জনসাধারণকে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলার সুফল সম্পর্কে অবহিত করা এবং দাওয়াতি কাজের মাধ্যমে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত এবং সাধারণ মানুষের মাঝে সুদের কুফল এবং ইসলামী ব্যাংকিংয়ের গুরুত্ব তুলে ধরা প্রয়োজন;

১১. মুদারাবা ও মুশারাকা কারবার বৃদ্ধি করা

ইসলামী অর্থনীতি ও ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার মূল প্রাণ হলো মুশারাকা ও মুদারাবা বিনিয়োগ পদ্ধতি। আল কুরআনে বর্ণিত রিবা তথা সুদের আসল ও একমাত্র বিকল্পই হলো এ মুদারাবা ও মুশারাকা কারবার। কেননা মুদারাবা ও মুশারাকা প্রচলন করা হলে সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মন্দা সমাজের সর্বস্তরের মাঝে বণ্টিত হয়ে যায়। বাংলাদেশে প্রচলিত আইন, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও

বিশ্বস্ত আমানতদার মানুষের অভাবে ইসলামী ব্যাংকসমূহ ব্যাপকভাবে মুশারাকা ও মুদারাবা কারবার করতে পারেনি। ফলে ইসলামী ব্যাংকের মৌলিকত্ব ও স্বাতন্ত্র্য জনগণের কাছে পরিপূর্ণভাবে স্পষ্ট হয় না। তাই ইসলামী পদ্ধতি তথা মুদারাবা ও মুশারাকা কারবার প্রচলনের ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়া দরকার;

১২. ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ে বিভিন্ন কোর্স চালু করা

দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ক পড়াশোনার সুযোগ সৃষ্টি, ফিকহুল মু'আমালাতকে শিক্ষাব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স পর্যায়ে কোর্স চালু করা;

১৩. মুনাফা বণ্টনে একক পদ্ধতি চালু করা

আমানতের মুনাফা বণ্টনপদ্ধতি হিসেবে বর্তমান প্রচলিত ওয়েটেজ এবং আইএসআর বিষয়ে অধিকতর পরিক্ষা, নিরীক্ষা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে সকল প্রতিষ্ঠানের একক পদ্ধতি চালু করা;

১৪. বিনিয়োগ হিসাবায়ন পদ্ধতি নির্ধারণ করা

বিনিয়োগের হিসাবায়ন পদ্ধতি, কিস্তি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বহুবিধ পদ্ধতি (Reducing, Principal First, Annuity, Flat ইত্যাদি) থেকে একক পদ্ধতি অনুসরণের নীতিমালা প্রণয়ন করা এবং সকল শ্রেণির গ্রাহকের বোধগম্য ও উপযোগী করে বিভিন্ন পুস্তিকা ও লিফলেট প্রণয়ন করা।

১৫. যথাযথ প্রশিক্ষণ

ইসলামী ব্যাংকিং পরিপূর্ণরূপে বস্তবায়নের জন্য এ বিষয়ে যথাযথ ও অধিক পরিমাণে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। যখন ইসলামী ব্যাংকিং সেক্টরে কর্মরত কর্মকর্তাগণ যথাযথ প্রশিক্ষণ পাবে, তখন তাদের কাজের ভুলত্রুটি ও শরিয়াহ লঙ্ঘন কমে যাবে। পাশাপাশি গ্রাহকদেরকে ইসলামী ব্যাংকিং ও শরিয়াহ পরিপালন সম্পর্কেও সচেতন করতে পারবে;

১৬. ফিনটেকের ব্যবহার

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে পদার্পণ করেছে বিশ্ব। এ সময়ে সনাতন পদ্ধতির হিসাব-নিকাশের বিকল্প হলো অটোমেটেড আর্থিক কার্যক্রম, তথা ফাইন্যান্সিয়াল টেকনোলজি (Financial Technology) এখন প্রতিটি ব্যাংকের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই ইসলামী ব্যাংকগুলোকেও অবশ্যই অন্যান্য ব্যাংকের মত ফাইন্যান্সিয়াল টেকনোলজিকে গ্রহণ করে নিতে হবে। তাহলেই ইসলামী ব্যাংকিং একটি উন্নত ও সেরা ব্যাংকব্যবস্থায় পরিণত হবে।

উপসংহার

দৈনন্দিন জীবনে অর্থনীতি ও ব্যাংকিং এর গুরুত্ব অপরিহার্য ও অনস্বীকার্য। সময়ের সাথে সাথে জীবনযাত্রায় নানা রকম জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে এবং তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সে সমস্যার সমাধানে অর্থব্যবস্থার গুরুত্বও বহুগুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানব জীবনের আর্থিক জটিলতা দূর করার জন্য লেনদেনের সুবিধার্থে ব্যাংকসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমান সময়ে আধুনিক ব্যাংকিং জগতে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার উত্থান একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। গত চার দশকে ইসলামী ব্যাংকিং একটি সম্মানজনক, টেকসই, সম্ভাবনাময়, যুগোপযোগী এবং সফল ব্যাংকিং ব্যবস্থা হিসেবে সারাবিশ্বে - বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে - সমাদৃত হয়েছে। ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা শুরু হওয়ার পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত এটি ব্যাপক সাফল্য লাভ করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের ৩টি ধরন রয়েছে। পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক, কনভেনশনাল ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং শাখা ও কনভেনশনাল ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডো। এমতাবস্থায় **"বাংলাদেশের প্রচলিত ব্যাংকিং এর ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম এবং ইসলামী ব্যাংক সমূহের কার্যক্রম: আল-কুরআন ও আল-হাদীস এর আলোকে একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা** (*Islamic Banking of Conventional Banks and Banking of Islamic Bank of Bangladesh: A Comparative Study in the Light of Al-Quran and Al-Hadith*)**"** শীর্ষক গবেষণাকর্মে প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যাংকসমূহের নিজস্ব প্রতিবেদন, অফিসিয়াল রেকর্ড, প্রথিতযশা ইসলামী ব্যাংকারদের সরাসরি সাক্ষাৎকার- ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে এবং দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে দেশে-বিদেশে প্রকাশিত অর্থনীতি, ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামী ব্যাংকিং, ইসলামের বিনিয়োগব্যবস্থা বিষয়ক পুস্তকাদি, প্রবন্ধ, পত্র-পত্রিকা, প্রচারপত্র, প্রতিবেদন, নথিপত্র, পত্রিকার রিপোর্ট, আইন, অর্ডিনান্স, অপ্রকাশিত প্রবন্ধ, ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট, ইসলামী ব্যাংকসমূহের জার্নালসমূহ, বাংলাদেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলীর বিবরণ, বাংলাদেশ ব্যাংক বুলেটিন, ইসলামী ব্যাংক পরিক্রমা এবং অন্যান্য প্রকাশনাসহ যাবতীয় তথ্যাবলী অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। গবেষণায় উপাত্ত সংগ্রহের কৌশল হিসেবে সরাসরি ব্যাংকের বার্ষিক বিবরণীসমূহ ও ইন্টারনেট এর সাহায্য নেয়া হয়েছে এবং গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করার ক্ষেত্রে যথাস্থানে যথোপযুক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করতঃ সর্বোপরি আধুনিক বিশ্বে প্রচলিত ফলপ্রসূ পদ্ধতিসমূহের সারগ্রাহী কার্যক্রম (Eclecticism of the Methods) সাধন করা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভটি রচনা করতে গিয়ে আমরা ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা সংক্রান্ত বিষয়গুলো কোথাও সংক্ষিপ্ত আবার কোথাও সবিস্তারে আলোচনা তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি। এতে ৫টি অধ্যায়ে ব্যাংকের পরিচয়, ব্যাংকের ইতিহাস, আধুনিক ব্যাংকের কার্যক্রম, ইসলামী ব্যাংকের ইতিহাস ও সংজ্ঞা, ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম,

স্বাধীনতাপূর্ব বাংলার ব্যাংকব্যবস্থা, স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের ব্যাংকব্যবস্থা, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের ঐতিহাসিক পটভূমি ও কার্যক্রমের সূচনা, প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের ধরন ও পরিচালনার বিধান, শর্তাবলি, আমানত গ্রহণ, বিনিয়োগ, মুনাফা বণ্টন- ইত্যাদি সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে উপস্থাপন করা হয়েছে। সর্বোপরি আল-কুরআন ও আস-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী ব্যাংকের আমানতব্যবস্থা, ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূল্যায়ন, আমানতের সংজ্ঞা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, কার্যাবলি এবং ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থায় প্রচলিত আমানতের প্রকারভেদ সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকিং, শাখা ও উইন্ডো ইসলামী ব্যাংকিং-এর উপর গবেষণা করতে গিয়ে এর অতীত ইতিহাস অতি সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। অপরদিকে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা ও বিনিয়োগ পদ্ধতিসমূহের উন্নতি ও অগ্রগতির ধারাবাহিকতা তুলে ধরতে গিয়ে বর্তমান সময় পর্যন্ত নানা তথ্য-উপাত্ত যুক্ত করা হয়েছে।

ইসলামী ব্যাংক সাধারণত শরিয়াহ সম্মত পদ্ধতিতে আমানত গ্রহণ, অর্থ বিনিয়োগ, বৈদেশিক বাণিজ্য, ঋণ প্রদান এবং অন্যান্য আর্থ-সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ গবেষণাকর্ম সম্পাদন করতে গিয়ে আমরা যে সকল ফলাফল (Findings)- এ উপনীত হয়েছি, তন্মধ্যে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: ১. বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ ও প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং শাখা ও উইন্ডো আমানত সংগ্রহের জন্য দুই ধরনের হিসাব সংরক্ষণ করে থাকে: ক. চলতি হিসাব (Current Account) খ. সঞ্চয়ী হিসাব (Investment Account); ২. ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতিতে মুদারাবা আমানতকারীদের মাঝে মুনাফা বণ্টনের ক্ষেত্রে বর্তমানে ওয়েটেজ (Weightage Based Framework) ও আইএসআর (Income Sharing Ratio)-এ দু'টি পদ্ধতি চলমান আছে; ৩. কোনো কোনো ইসলামী ব্যাংক গ্রাহকদেরকে সঞ্চয়ী হিসাবে নির্দিষ্ট হারে লাভ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়, যা শরিয়াহ্‌র স্পষ্ট লঙ্ঘনই শুধু নয়, বরং সুস্পষ্ট সুদ হিসেবে গণ্য- যা ইসলামী শরিয়ায় হারাম; ৪. বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের সময় কোনো কোনো বিনিয়োগ গ্রাহক (ঋণ গ্রহীতা) নির্ধারিত সময়ে ব্যাংকের দেনা পরিশোধ করতে পারে না বিধায় ব্যাংক এ প্রকার জমাকারীকে উক্ত বছরে তার প্রাপ্য লভ্যাংশ দিতে পারে না। পরবর্তী বছরের কোনো এক সময় বিনিয়োগ গ্রাহক উক্ত দেনা পরিশোধ করে। ব্যাংক সে টাকা চলতি বছরের লভ্যাংশ হিসেবে বিবেচনা করে। ফলে আমানতকারী তার পূর্বের বছরের লভ্যাংশ থেকে বঞ্চিত হয়। আবার এমনও দেখা যায় যে, কোনো কোনো আমানতকারী ইতোমধ্যে ব্যাংক থেকে তার একাউন্ট এবং অন্যান্য লেনদেন গুটিয়ে নিয়েছে। এ অবস্থায় উক্ত আমানতকারী তার অধিকার থেকে একেবারেই বঞ্চিত থেকে যায় এবং তার এ অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে কোনো ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখা যায় না। এটিও সুস্পষ্ট শরিয়াহ লঙ্ঘন।

সর্বোপরি, বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম (প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডো ও শাখা এবং ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম) নিয়ে সবিস্তারে গবেষণা ও পর্যালোচনা করার পর প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে অভিসন্দর্ভের শেষ প্রান্তে আমরা কতিপয় বাস্তবভিত্তিক সুপারিশ প্রদানের মাধ্যমে বর্তমান অভিসন্দর্ভটি সমাপ্ত করেছি। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, ১. স্বতন্ত্র ইসলামী ব্যাংক কোম্পানী আইন প্রণয়ন করা এবং তাতে Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) ও Islamic Finance Service Board (IFSB) কর্তৃক প্রণীত এবং Islamic Development Bank (IDB) কর্তৃক সমর্থিত স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী নীতিমালা সংযোজন করা; ২. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে শরিয়াহ পরিপালন নিশ্চিতকরণের জন্য প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত সংখ্যক যোগ্য ও দক্ষ মুরাক্বিব (مراقب -Shariah Auditor) নিয়োগ এবং স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ প্রদান এবং ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমকে বেগবান ও যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রচলিত বহি:নিরীক্ষার মতো বাধ্যতামূলক বহি:শরিয়াহ নিরীক্ষা (External Shariah Audit) পরিচালনা করা; ৩. প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে যুগের চাহিদা পূরণে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে নতুন নতুন প্রোডাক্ট উদ্ভাবন এবং তা বাস্তবায়ন করা। এ লক্ষ্যে সমন্বিতভাবে ব্যাপক গবেষণাকর্ম পরিচালনা করা প্রয়োজন। তাছাড়া প্রচলিত ব্যাংকের প্রোডাক্টকে ইসলামীকরণের দিকে মনযোগ কমিয়ে স্বতন্ত্র ইসলামী প্রোডাক্ট উদ্ভাবনে গুরুত্বারোপ করা; ৪. মুশারাকা ও মুদারাবা বিনিয়োগ পদ্ধতির প্রচলন করা। মূলত, সুদের আসল ও একমাত্র বিকল্পই হলো এ মুদারাবা ও মুশারাকা কারবার; ৫. ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স পর্যায়ে কোর্স চালু করা; ৬. মুনাফা বণ্টনের ক্ষেত্রে অধিকতর পরিক্ষা, নিরীক্ষা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে সকল প্রতিষ্ঠানের একক পদ্ধতি চালু করা; ৭. চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে সবার সাথে তাল মিলিয়ে ফিনটেক (Financial Technology)-এর ব্যবহার বৃদ্ধি করা।

আলোচ্য গবেষণাকর্মটি ব্যাংকব্যবস্থার উৎপত্তি থেকে শুরু করে এর ইতিহাস ও পরিক্রমা এবং ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থার উৎপত্তি, বিকাশ, কার্যক্রম, শরিয়াহ প্রতিপালন ও ক্ষেত্রবিশেষে লঙ্ঘন- সর্বোপরি ইসলামী ব্যাংকিং প্রবর্তনে করণীয় সম্পর্কে পাঠককে সম্যক অবহিত হতে সর্বাধিক সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আমারা আশা করি, এ গবেষণা অভিসন্দর্ভ জ্ঞানের জগতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হিসাবে সকলের নিকট সমাদৃত হবে; ভবিষ্যতের গবেষক, পাঠক সমাজ ও আপামর জনসাধারণ এর দ্বারা উপকৃত হবে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে ইসলামী শরিয়াহ- বিশেষ করে ইসলামী অর্থ ও ব্যাংকব্যবস্থার উপর পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে বিশ্বকে- বিশেষ করে মাতৃভূমি বাংলাদেশকে সুসমন্বিত ও ভারসাম্যপূর্ণ আর্থসামাজিক কল্যাণ ও উন্নতি দান করুন। আমীন!

গ্রন্থপঞ্জী

আরবী

القرآن الكريم

ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل: صحيح البخاري، صحيح البخاري: دار السلام 2000م

مسلم بن الحجاج القشيري النيسابورى : صحيح المسلم، رياض : دار السلام 2000م

محمد بن عيسى ابو عيسى : جامع الترمذي، رياض : دار ال السلام 2000

محمد بن عيسى ابو عيسى: جامع الترمذي، رياض : دار ال السلام 2000

أحمد بن شعيب ابو عبد الرحمن: سنن النسائي، رياض : دار ال السلام 2000

سليمن بن الاشعث السجتانى: سنن ابى داؤد، رياض : دار ال السلام 2000

ابو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزوينى: سنن ابن ماجة، رياض : دار ال السلام 2000

محمد امين بن عمر ابن عابدين: الدر المختار: بيروت لبنان : دار الفكر 1384 هـ

الامام الشافعى : كتاب الام، بيروت: دار الفكر 1393 هـ

احمد بن محمد احمد القدورى، مختصر القدورى: بيروت لبنان :دار الكتب العلمية 1997م

احمد محى الدين الدكتور : فتاوى المرابحة، دلة البركة رقم الشركة 2001 م

الامام فخر الدين الراضى : التفسير الكبير : بيروت لبنان : دار احياء التراس 1889م

الامام الشافعى : كتاب الام، ، دلة البركة رقم الشركة 2001 م

الامام الشاطبى : المقاصد الشرعية بضوء الكتاب والسنة 1997م

المكتبةالشاملة : كمبيوتر

برهان الدين ابو الحسن على ابن ابو بكر المرغينانى : الهداية: بيروت لبنان : دار الفكر2003م

تقى الدين ابو العباس احمد ابن تيمية : مجموع الفتاوى، مجمع الملك فهد المدينة: المملكة العربية السعودية 2000م

جلال الدين السيوطى: الأسباب النزول: القاهرة دار ابن الهيثم 1426ھ

العلامة ابن منظور: لسان العرب: دار الحديث، القاهر: المصر2009م

السيد السابق : فقه السنة، الجزء الثالث دار الكتاب العربى، الاصدار الاول 1981 م

شمس الدين ابو بكر محمد ابن احمد السرخسي: كتاب المبسوط، بيروت: دار الفكر 2003م

محمد شفيع، مفتى: مسئلة سود، كراتشي: ادارة المعارف 2008م

عبد العظيم ابو زيد الدكتور: بيع المرابحة و تطبيقاته المعاصرة: فى المصارف الاسلامية، دمشق : دار الفكر الاصدار الاول 2004 م

عبد الرحمن الجزيرى: كتاب الفقه علي مذاهب الأربعة : دار التقوى 2003م

علاء الدين ابو بكر ابن مسعد الكسانى الحنفى: البدائع الصنائع: دار الكتب العربى، الاصدار الثانى 1982 م

محمد ابن ابراهيم: شركة الأشخاص بين الشريعة و القانون: رياض: الجامعة امام محمد بن سعود 1401 ھ

مفتى محمد شفيع: معارف القران: ادارة المعارف1411 ھ

وهبة الزهيلى الدكتور: الفقه الاسلامية و ادلته : بيروت: دار الفكر1409 ھ

English

Homoud, S.H. 1985, Islamic Banking, London: Arabian Information Ltd.

S.S, Gulshan and Kapoor Gulshan K. 1994, Banking Law and Practice, 6th edition, New Delhi: S. Chand and Company Ltd

Sayers, Richard Sidney. 1936. Modern Banking, Oxford University Press, London

KP, Kandasami, and S. Natarajan. 2009. Banking Law and Practice, S. Chand Publishing

Stanley, Thomas, T. Chotigeat, Craig Roger, and Jerry Hood. 1990. The Effect of Commercial Bank Ownership on the Composition of the Loan Portfolio, Southern Business Review

Kalyan, S.N.Maheshwari. 2005. Banking, Law & Practice, 11th edition

Babu, G. Ramesh. 2006. Financial Markets and Institution, Concept Publishing Company

English Bangla Dictionary, Bangla Academy-2009

Khanna, Perminder. 2005. Advanced Study in Money and Banking, Atlantic Publishers and Distributors

Kish, C. H., and W. A. Elkin. 1928. Central Banks: A Study of the Constitutions of Banks of Issue, with an Analysis of Representative Charters

Babu, G. Ramesh. 2006. Financial Markets and Institutions. Concept Publishing Company

Joseph Macardy, Dictionary of Practical Commerce, Joseps Macardy & Co., 3, ST, James' Square

Textbook on Islamic Banking. 2003. Dhaka: Islamic Economics Research Bureau

Haqiqi, Abdul W., and Felix Pomeranz. 1987. Accounting needs of Islamic banking, Advances in International Accounting

Presley, John. 2012. Directory of Islamic Financial Institutions, RLE: Banking & Finance, Routledge

Islamic Banking Act Malaysia 1983 (Act-276)

Faridi, F. R. 1993. ed, Aspects of Islamic economics and the economy of Indian Muslims, Institute of Objective Studies

Wilson, Rodney. 1997. Economics, ethics and religion: Jewish, Christian and Muslim economic thought, Springer

Islam, Md Ashraful, and S. M. Husian. 2001. Banking in Bangladesh: A Historical Perspective, Journal of Business Studies

The History of the Bank of Bengal. 1994

Statistical Digest of East Pakistan. 1969, Dhaka

M Azizul Huq, Readings in Islamic Banking, BIBA, Vol-1,1983 & 1984 Development of Islamic Banking in Bangladesh, April-June`17, Bangladesh Bank

Developments of Islamic Banking in Bangladesh, April-June`14, Research Department, Bangladesh Bank

AAOIFI, 2003, Conversion of a Conventional Bank to an Islamic Bank, Shariah Standard 2003, 4th Edition, published by AAOIFI, Kingdom of Bahrain.

Nitya Prakash. 2013. Banking Principles & Practice, Lucknow: Creative Ecstasy

Chapra, M. Umer. 1985. Towards a just monetary system, International Institute of Islamic Thought

Islamic Mode of Finance Salam and Istisha, Journal of Islamic Banking & Finance. 2009. Karachi : The International Association of Islamic Banks Karachi

Guidelines for Islamic Banking. 2009. Bangladesh Bank

Shariah Standard. 2002. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)

Huq, M. Azizl. 2012. Profits Payout to Mudaraba Depositors, Dhaka: Bangladesh Institute of Islamic Thought

Mohammad Yahya Mujaddidi, Profit Distribution in the Islamic Banks-Daily Product Basis and Allocation of Weightages, Journal of Islamic Business and Management 2017

Shah, Adeel Ahmed, and Danish Ahmed Siddiqui. 2018. Sharia Based Profit & Loss Distribution in Islamic Banking. Reality or Myth? An Analysis based on the Application of weightages, Reality or Myth.

Hassan, Mohammad K. 2003. Textbook on Islamic Banking, Islamic Economics Research Bureau, Dhaka.

Majumdar, Md Nazmul Amin. 2016. Corporate Social Responsibility Practices in Emerging Economies: The Case of Bangladesh. University Press Limited.

গবেষণা অভিসন্দর্ভ

Sultan Abdullah Ali-AbduUatif, *The application of the AAOIFI accounting standards by the Islamic banking sector in Saudi Arabia*, Ph.D. Thesis, Durham University, Durham E-Thesis, 2007

Zaleha Salleh, *Integrating Islamic Economics into a Conventional Economics Programme: A Case Study of Business Distance Learners' Learning Experiences at University Technology MARA, Malaysia*, Ph.D. Thesis, University of Birmingham, E-Thesis, 2000

AHMED A.MOHAMED AL-SUWAIDI, *THE FINANCE OF INTERNATIONAL TRADE IN THE GULF ARAB STATES: A COMPARATIVE STUDY BETWEEN THE CONVENTIONAL AND ISLAMIC BANKING SYSTEMS WITH SPECIAL EMPHASIS ON THE UNITED ARAB EMIRATES*, Ph.D. Thesis, University of Exeter, E-Thesis, 1991

Atikullah Bin Haji Abdullah, *A Critical Study of the Concept of Gharar and Its Elements in Islamic Law of Business Contract*, Ph.D. Thesis, University of Birmingham, E-Thesis, 1998

Aziz Gord, *A STUDY OF AUDIT OF BANKS IN ELECTRONIC DATA PROCESSING (EDP) ENVIRONMENT WITH REFERENCE TO SOME SELECTED ISLAMIC BANKS IN MIDDLE EAST (1990-2004)*, Ph.D. Thesis, University of Pune, E-Thesis, 2006

Amir Shararuddin, *A Study on Mudarabah in Islamic Law and Its Application in Malaysian Islamic Banks*, Ph.D. Thesis, University of Exeter, E-Thesis, 2010

A. B. Aliyar, *A STUDY ON THE EFFICIENCY OF ISLAMIC ECONOMIC INSTRUMENTS IN SELECTED ISLAMIC COUNTRIES*, Ph.D. Thesis, Cochin University of Science and Technology, E-Thesis, 2010

Khalid Omar AL-SALEEM, *THE TRANSLATION OF FINANCIAL TERMS BETWEEN ENGLISH AND ARABIC, WITH PARTICULAR REFERENCE TO ISLAMIC BANKING*, Ph.D. Thesis, University of Salford, E-Thesis, 2013

Nazimah Hussin, *AN ANALYSIS OF ATTITUDES TO ISLAMIC AND CONVENTIONAL CREDIT CARDS IN MALAYSIA: PERSPECTIVES ON SELECTION CRITERIA AND IMPACT ANALYSIS*, Ph.D. Thesis, Durham University, Durham E-Thesis, 2011

Faris Mahmoud Abumouamer, *AN ANALYSIS OF THE ROLE AND FUNCTION OF THK SHARIAH CONTROL IN ISLAMIC BANKS*, Ph.D. Thesis, University of Wales, College of Cardiff, E-Thesis, 1989

Ralf Kroessin, *AN EXPLORATORY STUDY OF THE DISCOURSE OF ISLAM AND DEVELOPMENT: THE CASE OF THE ISLAMI BANK BANGLADESH*, Ph.D. Thesis, University of Birmingham, E-Thesis, 2012

Omar Mahomed Khan, *An investigation into the establishment of an Islamic banking enterprise in the Tshwane and surrounding areas*, Ph.D. Thesis, North West University, E-Thesis, 2013

Jaizah Othman, *Analysing Financial Distress in Malaysian Islamic Banks: Exploring Integrative Predictive Methods*, Ph.D. Thesis, Durham University, Durham E-Thesis, 2012

AHMED BELOUAFI, *ASSET AND LIABILITY MANAGEMENT OF AN INTEREST-FREE ISLAMIC BANK*, Ph.D. Thesis, University of Sheffield, E-Thesis, 1993

NAEEM UR RAHMAN, Attitude of Muslims towards Islamic Banking and Finance in the North West of England: A Socio-Economic Perspective, Ph.D. Thesis, Durham University, Durham E-Thesis, 2012

Metinee Jongsaliswang, *Bank Business Models in Southeast and East Asia:-Implications for Stability*, DBA Thesis, University of Manchester, E-Thesis, 2013

Salih Rashed Al-Askar, *Client and employee perceptions of Islamic banking in Saudi Arabia*, Ph.D. Thesis, Durham University, Durham E-Thesis, 2005

David Shirley, *Complexities of Locals' Attitudes toward Tourism Development as a Means for Poverty Reduction: The Case of Sharia Aceh*, MPhil Thesis, Auckland University of Technology, E-Thesis, 2011

Anwar Khalifia Ibrahim Al-Sadah, *Corporate Governance of Islamic Banks, Its Characteristics and Effects on Stakeholders and the Role of Islamic Banks Supervisors*, Ph.D. Thesis, University of Surrey, E-Thesis, 2007

Hanira Hanafi, *Critical Perspectives on Musharakah Mutanaqisah Home Financing in Malaysia: Exploring Legal, Regulative and Financial Challenges*, Ph.D. Thesis, Durham University, Durham E-Thesis, 2012

Ahmet Suayb Gundogdu, *Developing Islamic Finance Opportunities for Trade Financing: Essays on Islamic Trade vis-a-vis OIC Ten-Year Programme of Action*, Ph.D. Thesis, Durham University, Durham E-Thesis, 2011

Patricia Hornback, *DIGITAL DISTANCE AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN SOUTHEAST ASIA*, Ph.D. Thesis, Capella University, E-Thesis, 2011

Xanthi Gkougkousi, *Empirical Studies in Financial Accounting*, Ph.D. Thesis, Erasmus University Rotterdam, E-Thesis, 2012

Gunnar Dahlfors and Peter Jansson, *Essays in Financial Guarantees and Risky Debt*, Ph.D. Thesis, Stockholm School of Economics, E-Thesis, 1994

Ilias Skamnelos, *ESSAYS ON BANKING AND FOREIGN EXCHANGE MARKET INSTABILITY*, Ph.D. Thesis, University of Nottingham, E-Thesis, 2003

Abul Hassan, *EVALUATING THE PERFORMANCE OF MANAGED FUNDS: THE CASES OF EQUITY, ETHICAL FUNDS, AND ISLAMIC INDEX*, Ph.D. Thesis, Durham University, Durham E-Thesis, 2005

Shifa Mohd Nor, *Exploring CSR and Sustainable Development Practices of* Islamic *Banks in Malaysia: An Empirical Analysis*, Ph.D. Thesis, Durham University, Durham E-Thesis, 2012

Shakir Ullah, *Fatwa Repositioning: the hidden struggle for Shari'a Compliance within Islamic Financial Institutions*, Ph.D. Thesis, University of Southampton, University of Southampton Research Repository, 2012

Bassam Maali, *Financial Accounting and Reporting in Islamic Banks: The Case of Jordan*, Ph.D. Thesis, University of Southampton, University of Southampton Research Repository, 2005

Sajjad Zaheer, *Financial intermediation and monetary transmission through conventional and Islamic channels*, Ph.D. Thesis, University of Amsterdam, E-Thesis, 2013

MANSOUR AL-FADHLI, *FINANCIAL PERFORMANCE OF ISLAMIC BANKING IN KUWAIT*, Ph.D. Thesis, Loughborough University, E-Thesis, 1998

Hsien Chang, John YIP, *Income Diversification and Performance of Islamic*, DBA Thesis, University of Manchester, E-Thesis, 2012

Saeed Salem Binmahfouz, *INVESTMENT CHARACTERISTICS OF ISLAMIC INVESTMENT PORTFOLIOS: EVIDENCE FROM SAUDI MUTUAL FUNDS AND GLOBAL INDICES*, Ph.D. Thesis, Durham University, Durham E-Thesis, 2012

ABDULRAHMAN HAlTHAM SHOUKAT KABBARA, *ISLAMIC BANKING, A CASE STUDY OF KUWAIT*, Ph.D. Thesis, Loughborough University of Technology, E-Thesis, 1988

Eltegani Abdelgader Ahmed, *ISLAMIC BANKING: DISTRIBUTION OF PROFIT (CASE STUDY),* Ph.D. Thesis, UNIVERSITY OF HULL, E-Thesis, 1988

Ramadan Abdullah Shallah, *Islamic banking in an interest-based economy: a case study of Jordan*, Ph.D. Thesis, Durham University, Durham E-Thesis, 1989

Mohammad Ebrahim Mohammad Sultan Rabooy, *Islamic Banking in Theory and Practice*, Ph.D. Thesis, University of Exeter, E-Thesis, 1988

Mohammed Faizullah, *Islamic Banking: Issues of Governance, Transparency And Standardization*, Ph.D. Thesis, London Metropolitan University, E-Thesis, 2009

Paul Antony Gower, *Islamic banking within the financial development of Malaysia*, Ph.D. Thesis, Durham University, Durham E-Thesis, 1991

ABDELKADER CHACHI, *Islamic Banking*, Ph.D. Thesis, University College of North Wales, Bangor, E-Thesis, 1989

Fayaz Ahmad Lone, *Islamic Finance: An Analysis of Compatibility of Its Objectives and Achievements*, Ph.D. Thesis, Aligarh Muslim University, E-Thesis, 2011

Saad Abdul Sattar Al-Harran, *Islamic Finance: The Experience of the Sudanese Islamic Bank in Partnership (Musharakah) Financing as a Tool for Rural Development among Small Farmers in Sudan*, Ph.D. Thesis, Durham University, Durham E-Thesis, 1990

MR. SHUSAK AROONPOOLSUP, *Islamic Financial Markets: Performance and Prospects*, Ph.D. Thesis, CENTRE OF WEST ASIAN STUDIES, ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY, ALIGARH (INDIA), E-Thesis, 2012

Muhammad Asif Ehsan, *Islamic Perspective on Financial Derivatives: Demand for Instruments of Risk Management in Various Businesses of Pakistan,* Ph.D. Thesis, Durham University, Durham E-Thesis, 1990

Bahgat Bahgat Khalil El Sharif, *Law and Practice of Profit-Sharing in Islamic Banking with Particular Reference to Mudarabah and Murabahah*, Ph.D. Thesis, University of Exeter, E-Thesis, 1990

Adnan Bülent Baloglu, *Law of Sales in The Works of Marwazi, Quduri and Sarakhsi*, Ph.D. Thesis, University of Manchester, E-Thesis, 1991

Anabela Oliveira da Silva Fragata, *Loyalty in Business Banking,* Ph.D. Thesis, University of Salamanca, E-Thesis, 2010

Sherif El-Sayed Ayoub*, Market Risk Management in Islamic Finance: An Economic Analysis of the Rationale, Permissibility, and Usage of Derivative Hedging Instruments*, Ph.D. Thesis, University of Edinburgh, E-Thesis, 2013

GHAZAL M. ZULFIQAR, *MICROFINANCE: A TOOL FOR FINANCIAL ACCESS, POVERTY ALLEVIATION OR GENDER EMPOWERMENT? – EMPIRICAL FINDINGS FROM PAKISTAN*, Ph.D. Thesis, University of Massachusetts Boston, E-Thesis, 2013

Faisal A. Alkassilll, *Mutual Fund Performance: Evidence of Stock Selection and Market Timing Ability from Islamic Mutual Funds*, Ph.D. Thesis, University of Wales, Bangor, E-Thesis, 2009

N. LALITHA, *Non-Performing Assets – Status and Impact, A Comparative Study of Public and Private Sector Banks (With Special reference to SBI, Canara, HDFC and Karur Vysya Banks),* Ph.D. Thesis, ANDHRA UNIVERSITY, E-Thesis, 2009

MAHMOUD M. SAFWAT MOHIELDIN, ON FINANCIAL LIBERALISATION IN LDCS: THE CASE OF EGYPT 1960-93, Ph.D. Thesis, University of Warwick, E-Thesis, 1995

Sherry Whitman, *OPERATIONAL RISK AND FINANCIAL INSTITUTION LEADERS' DECISION MAKING: A QUANTITATIVE DESCRIPTIVE CORRELATION STUDY*, Ph.D. Thesis, University of Phoenix, E-Thesis, 2012

Radiah Abdul Kader, *PERFORMANCE AND MARKET IMPLICATIONS OF ISLAMIC BANKING (A Case Study of Bank Islam Malaysia Berhad)*, Ph.D. Thesis, Durham University, Durham E-Thesis, 1993

Muhammad Syahmi Mohd Karim, *Profit-Sharing Deposit Accounts in Islamic Banking: Analysing the Perceptions and Attitudes of the Malaysian Depositors*, Ph.D. Thesis, Durham University, Durham E-Thesis, 2010

Yousef Padganeh, *Quantifying Operational Risk within Banks according to Basel II (Applying Loss Distribution Method)*, Ph.D. Thesis, UNIVERSITY OF MISKOLC, E-Thesis, 2010

Christopher L. Colvin, *Religion, competition, and liability Dutch cooperative banking in crisis, 1919-1927*, Ph.D. Thesis, London School of Economics and Political Science, E-Thesis, 2011

Natalie Schoon, *Residual Income Models and the Valuation of Conventional and Islamic Banks*, Ph.D. Thesis, University of Surrey, E-Thesis, 2005

ABDULLAH 'ALWI HAJI HASSAN, *SALES AND CONTRACTS IN EARLY ISLAMIC COMMERCIAL LAW*, Ph.D. Thesis, University of Edinburgh, E-Thesis, 1986

Ros Aniza Mohd Shariff, *Service Quality in Islamic and Conventional Banks in Malaysia: An Explorative and Comparative Analysis*, Ph.D. Thesis, Durham University, Durham E-Thesis, 2012

Najat Abdullrahim, *Service Quality of English Islamic Banks*, Ph.D. Thesis, Bournemouth University, E-Thesis, 2010

ZULKIFLI HASAN, *SHARI'AH GOVERNANCE IN ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS IN MALAYSIA, GCC COUNTRIES, AND THE UK*, Ph.D. Thesis, Durham University, Durham E-Thesis, 2011

SUHAIMI AB RAHMAN, *THE CLASSICAL ISLAMIC LAW OF GUARANTEE AND ITS APPLICATION IN MODERN ISLAMIC BANKING AND LEGAL PRACTICE*, Ph.D. Thesis, UNIVERSITY OF WALES ABERYSTWYTH, E-Thesis, 2005

Osman Babikir Ahmed, *THE CONTRIBUTION OF ISLAMIC BANKING TO ECONOMIC DEVELOPMENT: THE CASE OF THE SUDAN*, Ph.D. Thesis, Durham University, Durham E-Thesis, 1990

Mohammad Rajaei Baghsiyaei, *The Contribution of Islamic Banking to Economic Development (The Case of The Islamic Republic of Iran),* Ph.D. Thesis, Durham University, Durham E-Thesis, 2011

Mousa AL Manaseer, *The Determinants of Islamic and Traditional Bank Profitability: Evidence from the Middle East*, Ph.D. Thesis, Bristol Business School, the University of the West of England, Bristol, E-Thesis, 2007

NINA VOGES, *THE DEVELOPMENT OF ISLAMIC ESURGENT MOVEMENTS IN EGYPT*, Ph.D. Thesis, UNIVERSITY OF JOHANNESBURG, E-Thesis, 2006

Ghada Awad AI-Tarawneh, *The Dominance of Western Accounting and the Prospect for Islamic Accounting in Islamic Countries: Case Study Jordan*, Ph.D. Thesis, University of Buckingham, E-Thesis, 2010

MARIANI ABDUL MAJID, *THE EFFICIENCY OF ISLAMIC AND CONVENTIONAL BANKS*, Ph.D. Thesis, ASTON UNIVERSITY, E-Thesis, 2008

Daniel Tischer, *The Embeddedness of Ethical Banking in the UK*, Ph.D. Thesis, Manchester Business School, University of Manchester, E-Thesis, 2013

AHMED A.MOHAMED AL-SUWAIDI, *THE FINANCE OF INTERNATIONAL TRADE IN THE GULF ARAB STATES: A COMPARATIVE STUDY BETWEEN THE CONVENTIONAL AND ISLAMIC BANKING SYSTEMS WITH SPECIAL EMPHASIS ON THE UNITED ARAB EMIRATES*, Ph.D. Thesis, University of Exeter, E-Thesis, 1991

Ahmed Ebrahim Abdulgader Al-Baluchi, *The Impact of AAOIFI Standards and Other Bank Characteristics on the Level of Voluntary Disclosure in the Annual Reports of Islamic Banks*, Ph.D. Thesis, School of Management University of Surrey, E-Thesis, 2006

Mustafa. A. Abuhmaira, *The Impact of "AAOIFI " Standards on the Financial Reporting of Islamic Banks: Evidence from Bahrain*, Ph.D. Thesis, University of Glamorgan, E-Thesis, 2006

Wael Mostafa Sayed Abdallah, *THE IMPACT OF FINANCIAL AND NON-FINANCIAL MEASURES ON BANKS' FINANCIAL STRENGTH RATINGS: THE CASE OF THE MIDDLE EAST*, Ph.D. Thesis, Salford Business School, University of Salford, E-Thesis, 2013

NIDAA MASOOD, *THE ISLAMIZATION OF PAKISTAN'S FINANCIAL SYSTEM: A LEGAL ANALYSIS*, Ph.D. Thesis, UNIVERSITY OF LONDON, E-Thesis, 2006

Rifki Ismal, *THE MANAGEMENT OF LIQUIDITY RISK IN ISLAMIC BANKS: THE CASE OF INDONESIA*, Ph.D. Thesis, Durham University, Durham E-Thesis, 2010

Elzubeir Khalifa Elzubeir, *The Marketing of Islamic Banking Services with Particular Reference to Faisal Islamic Bank, Sudan*, Ph.D. Thesis, City University Business School, London, E-Thesis, 1984

Shahul Hameed Bin Mohamed Ibrahim, *THE NEED FOR ISLAMIC ACCOUNTING; PERCEPTIONS OF ITS OBJECTIVES AND CHARACTERISTICS BY MALAYSIAN MUSLIM ACCOUNTANTS*

AND ACCOUNTING ACADEMICS, Ph.D. Thesis, UNIVERSITY OF DUNDEE, E-Thesis, 2000

Sayed Hashem Al-Hunnayan, *THE PAYOUT POLICY IN THE GCC: THE CASE OF ISLAMIC BANKS*, Ph.D. Thesis, Durham University, Durham E-Thesis, 2011

Mohammed AI Janahi, *The Regulation and Supervision of Islamic banks: A study of the relation between the Central bank, Shaira Boards and Islamic banks in the United Arab Emirates,* Ph.D. Thesis, University of Essex, E-Thesis, 2010

ABDULQAWI RADMAN MOHAMMED OTHMAN, *THE RELEVANCE OF ADOPTING BUSINESS PROCESS REENGINEERING (BPR) AND SERVICE QUALITY MANAGEMENT (SQ), IN ISLAMIC BANK MANAGEMENT: A CASE STUDY IN KUWAIT*, Ph.D. Thesis, UNIVERSITY OF WALES, LAMPETER, E-Thesis, 2002

MOHAMED HERSI WARSAME , *The role of Islamic finance in tackling financial exclusion in the UK*, Ph.D. Thesis, Durham University, Durham E-Thesis, 2009

Mohammed Bassam Hashim Al Sayed, *THE ROLE OF THE CENTRAL BANK IN AN ISLAMIC BANKING SYSTEM*, Ph.D. Thesis, UNIVERSITY OF WALES, LAMPETER, E-Thesis, 2005

CHU YEONG LIM, Three Empirical Essays on Bank Accounting, Ph.D. Thesis, Manchester Business School, University of Manchester, E-Thesis, 2012

Khadija Saleh Harery, *Towards an Islamic Financial System; A Case study of the IDB,* Ph.D. Thesis, Loughborough University of Technology, E-Thesis, 1999

Jardine Husman, *Essays on Banking and Monetary Policy in the Presence of Islamic Banks,* Ph.D. Thesis, University of Warwick, E-Thesis, 2015

Qing Arnie Porter, *Internet and Competitive advantage-- an empirical study of UK retail banking sector*, Ph.D. Thesis, University of Warwick, E-Thesis, 2005

Peng Sui, *Essays on Financial Networks, Systemic Risk and Policy*, Ph.D. Thesis, University of Warwick, E-Thesis, 2012

বাংলা

খান, মোঃ আশরাফ আলী ও মোঃ আলাউদ্দিন। ২০০৫। আধুনিক ব্যাংকিং ও বীমা। ঢাকাঃ আজিজিয়া বুক ডিপো

ভারতীয় ব্যাংকিং নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৪৯, ৫ (বি) ধারা, উদ্ধৃত, কাজী ফারুক, ব্যাংকিং ও বীমা, ঢাকাঃ কাজী প্রকাশনী, ২০০৩

কাজী, মোঃ ইসমাইল, ব্যাংকিং ও বীমা। ২০০৫। ভেনাস প্রকাশনী

আলী, আর এ হাওলাদার ও আশরাফ, ব্যংক ও আর্থিক ব্যবস্থা। ২০০৭। ঢাকাঃ আত্মপ্রকাশ

মোহন, ইকবাল কবীর, ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং। ২০১১। ঢাকাঃ নার্গিস মুনিরা জেরিন পাবলিশার্স

আহমেদ, হোসেন, ব্যাংকিং ঃ নীতিমালা ও প্রয়োগ। ২০০৮। ঢাকাঃ আলপাইন প্রিন্টয়ার্স

রহমান, এ. এ. এম. হাবীবুর, ইসলামী ব্যাংকিং। ২০০১। ঢাকাঃ হক প্রিন্টার্স

এম. এ. হামিদ, ইসলামী অর্থনীতিঃ একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ। ১৯৯৯। রাজশাহীঃ অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত

মজিবুর রহমান, ব্যাংকিং। ২০০২। ঢাকাঃ আতিকুর রহমান

মিয়া, হায়দার আলী, এ ওয়ে টু ইসলামী ব্যাংকিংঃ কাস্টমস এন্ড প্রাকটিস। ২০০৮। ঢাকাঃ সাহেরা হায়দার প্রকাশিত

জার্নাল অব ইসলামিক ব্যাংকিং এন্ড ফাইন্যান্স, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব ইসলামী ব্যাংকস, করাচি আঞ্চলিক অফিস কর্তৃক প্রকাশিত জার্নাল, ভলিউম-৪:১

সাইয়্যেদ আল-হাওয়ারী, ইসলামী ব্যাংকের অর্থ কী?। ১৯৮২। কায়রোঃ আল ইত্তিহাদুদ দাওলী লিল বনুকিল ইসলামী

মান্নান, মোহাম্মদ আব্দুল, ইসলামী ব্যাংকব্যাবস্থা। ২০১০। ঢাকাঃ সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ

খলিল, মোঃ ইব্রাহীম, ইসলামী ব্যাংকিং ও বীমা। ২০১১। ঢাকাঃ মেরিট ফেয়ার প্রকাশনী

রহীম, মুহাম্মদ আব্দুর, ইসলামে অর্থ ব্যাংকিং বীমাব্যবস্থা। ২০১৫। ঢাকা: সোনালী সোপান

রহমান, ফজলুর, ইসলামে ব্যবসা বাণিজ্য ও ব্যাংকিং-এর রূপরেখা। ২০০৮। ঢাকা: এমদাদিয়া বুক হাউস

মান্নান, মোহাম্মাদ আবদুল, ইসলামী ব্যাংকিং : ঐতিহাসিক পটভূমি, ইসলামী ব্যাংকিং (৮ম সংখ্যা)। জুলাই ১৯৮৯। জনসংযোগ বিভাগ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

হোসাইন, মোঃ কাওসার, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান। ২০১৫। ঢাকা : মুহিত পাবলিকেশন্স

রহিম, মুহাম্মদ আবদুর ও অন্যান্য, বাংলাদেশের ইতিহাস। ২০০৬। ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান

বাংলাপিডিয়া। ২০০৪। ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

রহমান, আ.ফ.ম. শফিকুর ও মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ, ব্যাংকিং ও বীমা। ২০০৩। ঢাকা: হাসান বুক হাউস

মুহা. কামরুজ্জামান, ইসলামী ব্যাংকের ইতিহাস। ২০১৫। ঢাকা: রিমঝিম প্রকাশনী

মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান, ব্যাংকিং ও বীমা। ২০০০। ঢাকা: দি যমুনা পাবলিশার্স

গনি, মোহাম্মদ ওসমান, প্রায়োগিক ব্যাংকিং ও শাখা ব্যাবস্থাপনার কলাকৌশল। ২০০৮। ঢাকা: শব্দশিল্প প্রকাশন

বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ-১৯৭২

আবুল ফাতাহ্ মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, ইসলামী অর্থনীতির আধুনিক রূপায়ন। ২০০৩। ঢাকা : জনতা পাবলিকেশন্স

ফারুক, কাজী ওমর, ইসলামী ব্যাংকিং : পূর্বশর্ত ইসলামী ব্যক্তিত্ব। ২০০৬। ঢাকা : আহসান পাবলিকেশন

মান্নান, মোহাম্মদ আব্দুল, আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা। ১৯৯৮। দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা: দারুস সালাম পাবলিকশন্স

চৌধুরী, এম কামালুদ্দীন, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ২১ বছরপূর্তি উপলক্ষে দৈনিক সংগ্রামে ২৩ জুলাই ২০০৪ তারিখে প্রকাশিত সাক্ষাতকার

আহমেদ, হোসেন, ব্যাংকিং নীতিমালা ও প্রয়োগ। ২০০৬। ঢাকা: ঘাস ফুল নদী

মাদকূর, ইবরাহীম ও অন্যান্য, আল মু'জামুল ওয়াসীত। ১৯৯৭। দিল্লি: কুতুবখানা হুসাইনিয়া দেওবন্দ

ইসলামী ব্যাংকিং মাসায়েল ও ফতোয়া (১৯৮৩-২০০১)। ২০০২। ঢাকা : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, শরিয়াহ কাউন্সিল সচিবালয় সংকলিত, জনসংযোগ বিভাগ প্রকাশিত

ওসমানী, ইমরান আশরাফ, এম এম ছলিমুল ওয়াহেদ অনূদিত, ব্যাংকিং ও আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ইসলামী রূপরেখা। ২০০৭। ঢাকা : জাবাল-ই-নূর প্রকাশনী

উসমানী, মুহাম্মদ তাক্বী, মুহাম্মদ জাবের হোসাইন অনূদিত, ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি। ২০০৮। ঢাকা: মাকতাবাতুল আশরাফ

উদ্দিন, মোহাম্মাদ কুতুব, ইসলাম ও বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা। ২০১৮। পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলাম, ড. মুহাম্মদ নূরুল, ইসলামী ব্যাংকিং। ২০১২। ঢাকা : জমজম প্রকাশনী

ওয়েবসাইট

https://www.britannica.com/topic/bank

www.sbi.co.in|

https://www.bb.org.bd

https://www.banglatribune.com

https://bn.wikipedia.org

https://www.bb.org.bd/en/index.php

https://www.bankingnewsbd.com

https://financial-dictionary.thefreedictionary.com

https://en.wikipedia.org

https://www.thebalance.com

http://www.isdb.org

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3299520

https://www.investopedia.com

https://www.islamibankbd.com

https://www.icbislamic-bd.com

https://www.siblbd.com

https://www.al-arafahbank.com

https://www.eximbankbd.com

https://www.sjiblbd.com

https://fsiblbd.com

https://www.unionbank.com.bd/home.php

https://www.standardbankbd.com/index.php
https://www.globalislamibankbd.com
https://www.thecitybank.com/islamic-finance
https://abbl.com/islami-banking/
https://dhakabankltd.com/islamic-banking/
https://premierbankltd.com/pbl/category/islamic-banking/
https://www.primebank.com.bd/index.php/home/islamic_banking
https://www.southeastbank.com.bd/?page=mudaraba_savings_account
https://jamunabankbd.com/front/producthome/12
https://www.bankalfalah.com/bd/islamic-banking
https://www.hsbc.com.bd/1/2/hsbc-amanah
https://www.jb.com.bd/
https://www.agranibank.org/index.php/home/islamic_banking/About-Islamic-Banking
https://www.pubalibangla.com/Islamic_Wings.asp
https://www.tblbd.com/islamic-banking
https://www.bankasia-bd.com/islamic/product/Bank-Asia-Islamic-Banking
https://www.sc.com/en/banking/islamic-banking/
https://www.sc.com/en/banking/islamic-banking/
https://www.mblbd.com/islami-banking
https://www.midlandbankbd.net/midland-bank-saalam-mdbs-islami-banking-window-launched/
https://www.nrbcommercialbank.com/product/alamin
https://www.onebank.com.bd/home/ib
https://www.ucb.com.bd/news-and-events/press-release/inauguration-of-ucb-taqwa-islamic-banking-window-of-united-commercial-bank-limited

রিপোর্ট

ইসলামিক ব্যাংকস সেন্ট্রাল শরী'আহ্ বোর্ড জার্নাল। ২০০৫। ঢাকা: সেন্ট্রাল শরী'আহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস।

বার্ষিক রিপোট। ২০২০। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড।

বার্ষিক রিপোট। ২০২০। আই সি বি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড।

বার্ষিক রিপোট। ২০২০। স্যোশাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড।

বার্ষিক রিপোট। ২০২০। আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড।

বার্ষিক রিপোর্ট। ২০২০। এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড।

বার্ষিক রিপোর্ট। ২০২০। ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড।

বার্ষিক রিপোট। ২০২০। শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড।

বার্ষিক রিপোর্ট। ২০২০। ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড।

বার্ষিক রিপোর্ট। ২০২০।স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড।

বার্ষিক রিপোর্ট। ২০২০। গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড।

বার্ষিক রিপোর্ট। ২০২০। বাংলাদেশ ব্যাংক।

ইসলামী ব্যাংকিং উন্নয়ন রিপোর্ট। ২০২১। বাংলাদেশ ব্যাংক।

ইসলামী ব্যাংক কার্যক্রম বার্ষিক রিপোর্ট। ২০২০। সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামী ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ।

ব্যাংক যেভাবে এলো। ২০০১। প্রথম আলো।

সাক্ষাৎকার

জনাব আব্দুল আওয়াল সরকার, নির্বাহী পরিচালক (অবসরপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ ব্যাংক, তারিখ: ১৬.০৪.২০২০;

জনাব আবুল লায়েছ আফছারী, জেনারেল ম্যানেজার (অবসরপ্রাপ্ত), সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, তারিখ: ১২.০৪.২০২০;

জনাব আমির মোহাম্মদ কবির, সিনিয়র অফিসার, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, তারিখ: ১৫.০৫.২০২০;

জনাব এ. কে. এম. মীজানুর রহমান, ইসলামী ব্যাংকিং প্রধান, ব্যাংক এশিয়া, তারিখ: ১৬.০৪.২০২০;

জনাব নুরুল ইসলাম, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, তারিখ: ২১.০৫.২০২০;

জনাব আব্দুল্লাহ মাসুম, আইএফএসি, ঢাকা, তারিখঃ ২৩.০৫.২০২০;

জনাব মেজবাহ উদ্দীন আহমেদ, গবেষক, ইসরা, মালয়েশিয়া, তারিখঃ ২১.০৫.২০২০;

জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, ঢাকা, তারিখঃ ১৬.০৪.২০২০;

জনাব মোঃ বজলুর রহমান, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, তারিখঃ ১২.০৪.২০২০;

জনাব রাশেদুল ইসলাম, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, তারিখঃ ২১.০৫.২০২০;

জনাব মোঃ মাঈনুদ্দিন সরকার, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, এজেন্ট ব্যাংকিং ডিভিশন, প্রধানা কার্যালয়, ঢাকা, তারিখঃ ২৫.০৫.২০২০;

জনাব মুহাম্মদ মাসুদ পারভেজ, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, ইসলামী ব্যাংকিং ডিভিশন, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, তারিখঃ ০১.০৪.২০২১;

জনাব মোঃ সহিদুল ইসলাম, এসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার, ইসলামী ব্যাংকিং ডিভিশন, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, তারিখঃ ০১.০৪.২০২১।